চর্য্যাপদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ.
সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৪৩

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

গ্রন্থপরিচয়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল হইতে চর্য্যাপদের একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ঐ পদগুলি শাস্ত্রী-মহাশয়েরই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "বৌদ্ধগান ও দোহা" নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। চর্য্যাপদগুলিকে তিনি বৌদ্ধগান বলিয়াছেন, এবং ইহাদের সহিত সরোজবজ্র ও কৃষ্ণা-চার্য্যের কতকগুলি দোহা একই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া তিনি ঐ গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন "বৌদ্ধগান ও দোহা।" কিন্তু যে পুথি হইতে চর্য্যাপদগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়" নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। চর্য্য অর্থে আচরণীয়, এবং অচর্য্য অর্থে অনাচরণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ লইয়া ঐ পদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই উভয়বিধ বিষয়ের নির্দ্দেশ যে গ্রন্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। চর্য্যাগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পদেই বিবিধ বিধির উল্লেখ রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নিষেধের নির্দ্দেশও প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী। (চর্য্যা—৫)
কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা। (চর্য্যা—১৫)
উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।। (চর্য্যা—৩২)
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ। (চর্য্যা—৩৭)
অকট জোইআরে মা কর হাথ লোহ্ণা। (চর্য্যা—৪১)

ইহা হইতে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। কিন্তু চর্য্যাগুলির যে সংস্কৃত-টীকা মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত শাস্ত্রী-মহাশয়

প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম বন্দনার শ্লোকেই টীকাকার মুনিদত্ত লিখিয়াছেন :—

"শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতে'প্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে" ইত্যাদি। ইহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রন্থের নাম চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় না হইয়া "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়" হইবে (গ, ১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয় নেপাল-দরবারে রক্ষিত পুথিখানি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নামই রহিয়াছে, অথচ মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, গ্রন্থের নাম "চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়"ও হইতে পারে (খ ভূমিকা, ৭ পৃঃ)। পুথিতে যে পাঠ রহিয়াছে তাহাতে যখন অর্থ-সঙ্গতি লক্ষিত হয়, তখন কল্পনার সাহায্যে নামের পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। উদ্ধৃত "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে"র অর্থ "অদ্ভুতচর্য্যাসমূহে" এবং ইহার সহিত পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির অন্বয় রহিয়াছে। ঐ শ্লোকে টীকাকার বলিয়াছেন যে, অদ্ভুত চর্য্যাসমূহে প্রবেশের সদ্বর্ত্ম নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি "নির্ম্মল-গিরা" নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন। এখানে "আশ্চর্য্য" শব্দটি টীকাকার কর্ত্তৃক চর্য্যার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, গ্রন্থের নামের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। অন্যত্র টীকাকার লিখিয়াছেন— "সিদ্ধাচার্য্য-শ্রীলূইপাদঃ প্রণিধিপ্রেরিতাবতারণার্থং কাঅতরুব্যাজেন স্বদ্ধধর্ম্মতাপীঠিকাং প্রাকৃতভাসয়া রচয়িতুমাহ কায়েত্যাদি" (ক, ২ পৃঃ)। এখানেও "সুদ্ধধর্ম্মতাপীঠিকা" শব্দটি চর্য্যার সমনাম-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এজন্য চর্য্যাপদের পরিবর্ত্তে ইহাদের "শুদ্ধধর্ম্মতাপীঠিকা" নামকরণ করা সঙ্গত হইবে কি? অতএব চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় পাঠই সুসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

শাস্ত্রী-মহাশয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শৈলাবাস হইতে এই অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের ফলে আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি গঠিত করিয়া লইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব তাঁহার এই কীর্ত্তি এ দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইহার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ শহিদুল্লাহ এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থশালায় রক্ষিত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের অনুলিপি অবলম্বনে কৃষ্ণাচার্য্য

ও সরহপাদের চর্য্যাগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, এবং বিবিধ মাসিক পত্রিকাতেও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। হরপ্রসাদ-সম্বর্দ্ধন-লেখমালায় (২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১), এবং Indian Historical Quarterly (Vol. III, p. 677) পত্রিকাতে সিদ্ধাচার্য্যগণের কতকগুলি কবিতা-সম্বন্ধেও আলোচনা দৃষ্ট হয়। ইহার পরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয় নেপাল-দরবারের গ্রন্থশালায় রক্ষিত চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের পুথির সহিত ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ মিলাইয়া তুলনামূলক আলোচনা সহ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের "আর্ট জার্নেল" (৩০শ সংখ্যা) নামক পত্রিকায় চর্য্যাপদগুলির পাঠ ও টীকাসম্বন্ধীয় আলোচনা-সমন্বিত এক নিবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ শহিদুল্লাহ কর্ত্তৃক Buddhist Mystic Songs নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

শাস্ত্রী-মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক চর্য্যার সহিত তাহার সংস্কৃত টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। টীকাকার লিখিয়াছেন, এই "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে সদ্বর্গাবিগমায় নির্ম্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্।" প্রকৃত পক্ষে চর্য্যাগুলির মর্ম্মগ্রহণকল্পে এই টীকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদগুলির মর্ম্মার্থ টীকাকার যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় সদ্‌গুরুর উপদেশে এই ধর্ম্মে তাঁহার প্রবেশাধিকার হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সহজিয়া-ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপেই অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত টীকায় উদ্ধৃত বিবিধ উল্লেখ হইতে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব সংস্কৃত টীকাটি সম্পূর্ণই নির্ভরযোগ্য। কদাচিৎ পদপাঠের সহিত ইহার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন—I found out that it was almost impossible to interpret the songs without the help of the Tibetan texts (খ, পৃঃ ৬)। এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। চর্য্যাপদগুলির এবং তাহাদের টীকার তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ হইয়াছিল। টীকা রচিত হইবার কত কাল পরে এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং

যিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশাধিকার কিরূপ ছিল তাহাও জানা যাইতেছে না। এই অবস্থায় মূল সংস্কৃত টীকাটি যে তাহার অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত টীকায় ব্যাখ্যাত অর্থের সহিত তিব্বতীয় অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, অনুবাদক যেন অনেক স্থলেই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এখানে একটি-মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ৩৩ সংখ্যক চর্য্যায় আছে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়॥ ইত্যাদি

ইহার তিব্বতীয় অনুবাদের মর্ম্মার্থ সংস্কৃত ভাষায় এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—

নগরমধ্যে মম গৃহং প্রতিবেশী নাস্তি।
মৃদ্‌ভাণ্ডে ওদনং নাস্তি নিত্যং আবেশনম্॥
ভেকেন সর্পং এব তাড়িতম্।
দুগ্ধদুগ্ধং কিং গোস্তনং প্রবিশতি॥

ইহার তৃতীয় পঙ্‌ক্তি সংস্কৃত-টীকায় এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"বিগতমঙ্গং যস্য স ব্যঙ্গঃ। অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাস্বরং বোদ্ধব্যম্। তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিতঃ।" (ইহার মর্ম্মার্থ গ্রন্থ-মধ্যে দ্রষ্টব্য)। অথচ ডাঃ বাগ্‌চি লিখিয়াছেন— "But the Tibetan translator had certainly an altogether different reading before him—probably veṅga sa sāpa baḍhila jāa. The Tibetan translation means—Even the serpent is being chased by the frog." (p. 74).

উদ্ধৃত সংস্কৃত টীকার অর্থ বোধগম্য হইলে "বেঙ্গ সাপকে তাড়না করে" এইরূপ ব্যাখ্যা কিছুতেই করা যাইতে পারে না। ডাঃ বাগ্‌চি মনে করিয়াছেন যে, অনুবাদকের নিকট ভিন্ন পাঠান্তর ছিল। কিন্তু পূর্বাপর-সামঞ্জস্যবিহীন এই পাঠান্তরের কল্পনা করা অপেক্ষা অনুবাদক

সংস্কৃত টীকার অর্থই বুঝিতে পারেন নাই, এই ধারণাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি সাধারণ অর্থে 'ব্যঙ্গ' শব্দে ভেক বুঝিয়াছেন, এবং 'সংসার'-শব্দকে 'সাপে' পরিণত করিয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পঙ্ক্তির অর্থ করিয়াছেন—"দোহা দুধ কি পুনরায় বাঁটে প্রবেশ করে? অর্থাৎ করে না। কিন্তু সংস্কৃত টীকার অর্থ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ দোহা দুধই বাঁটে প্রবেশ করে (ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য)। কিং প্রশ্নার্থক অব্যয় নহে, আশ্চর্য্যবোধক। তিব্বতীয় অনুবাদের অনেক স্থলেই এইরূপ অপব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে। ডাঃ শহিদুল্লাহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

চর্য্যাগুলি সন্ধ্যাভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই জন্য টীকা ব্যতীত সহজে ইহাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না। শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছেন—"সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না" ইত্যাদি (ক ভূমিকা, ৮ পৃঃ)। সম্-পূর্ব্বক ধ্যৈ (ধ্যান করা)+অ+আপ্ (স্ত্রী)= সন্ধ্যা। সন্ধ্যাভাষা অর্থে বিশেষ চিন্তা করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয়। চর্য্যার টীকাতেও এই ভাবে সন্ধ্যা-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—"মূষকঃ সন্ধ্যাবচনে চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যঃ" (চর্য্যা—২১—টীকা)। অন্যত্র "তল্লগ্নবাটিকা সন্ধ্যয়া তৃতীয়ং মহাশূন্যং চ" (চর্য্যা—৫০—টীকা)। চর্য্যাগুলি এই ভাষায় রচিত হইয়াছে বলিয়া টীকা ব্যতীত ইহাদের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।

অন্যবিধ কারণেও টীকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইবে। অনেক স্থলেই চর্য্যাতে এত সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে যে, টীকা ব্যতীত দিশাহারা হইতে হয়। যেমন ১৫শ চর্য্যার "রাজপথ কন্ধারা।" ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"যথা নৃপশ্চক্রবর্ত্তী কনকপথধারয়া ক্রীড়োদ্যানং প্রবিশতি তদ্বৎ যোগীন্দ্রো'পি লীলয়া অবধূতীমার্গেণ বিশতীতি।" টীকা ভিন্ন এই দুর্গম ব্যূহে প্রবেশ করিবার অন্য উপায় নাই।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে বিভিন্ন পদ-কর্ত্তার রচিত ৫০টি চর্য্যার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে ২৩

সংখ্যক চর্য্যাটি খণ্ডিত, এবং পরবর্ত্তী ২৪ ও ২৫ সংখ্যক চর্য্যার পাঠ পাওয়া যায় নাই।

আবার শেষের দিকে ৪৮ সংখ্যক চর্য্যাটিও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। অতএব ৫০টি চর্য্যার মধ্যে সাড়ে তিনটি চর্য্যার পাঠ পাওয়া যাইতেছে না। অবশিষ্ট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের পাঠ পাওয়া যাইতেছে। আদর্শ পুথির ৩৪ সংখ্যক পত্রের পরে চারিখানি পত্র পাওয়া যায় নাই। এই চারি পত্রে ২৩ সংখ্যক চর্য্যার শেষের অংশ ও টীকা, এবং ২৪ ও ২৫ সংখ্যক চর্য্যাদ্বয়ের পাঠ ও টীকা সন্নিবিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী ৩৯ সংখ্যক পত্রে ২৫ সংখ্যক চর্য্যার টীকার শেষের অংশ মাত্র পাওয়া যায়। আবার শেষের দিকে ৬৬ সংখ্যক পত্রও পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ৪৭ সংখ্যক চর্য্যার শেষ দুই পঙ্‌ক্তির টীকা, এবং ৪৮ সংখ্যক চর্য্যার পাঠ ও টীকার অধিকাংশ সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রবোধ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধে এই কয়েকটি চর্য্যার তিব্বতীয় অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু টীকার অভাবে তাহা অবলম্বন করিয়া চর্য্যাগুলির প্রকৃতপাঠ উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টার সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

যে সকল পদকর্ত্তার পদ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাঁহারা সকলেই সিদ্ধাচার্য্য। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে এইরূপ ২৩ জন সিদ্ধাচার্য্যের পদ পাওয়া যাইতেছে। আকারাদিক্রমে তাঁহাদের নাম ও পদ-সংখ্যা এখানে প্রদত্ত হইল—

	নাম	পদসংখ্যা	পদসমষ্টি
১।	আর্য্যদেব	৩১	
২।	কঙ্কণপাদ	৪৪	
৩।	কম্বলাম্বর	৮	
৪।	কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণাচার্য্য	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫	১৩
৫।	কুক্কুরীপাদ	২, ২০, ৪৮	৩
৬।	গুণ্ডরী- বা গুড্ডরী-পাদ	৪	১
৭।	চাটিল্লপাদ	৫	১
৮।	জয়নন্দী	৪৬	১
৯।	ডোম্বীপাদ	১৪	১

	নাম	পদসংখ্যা	পদসমষ্টি
১০।	ঢেণ্ঢণপাদ	৩৩	১
১১।	তন্ত্রীপাদ	২৫	১
১২।	তাড়কপাদ	৩৭	১
১৩।	দারিকপাদ	৩৪	১
১৪।	নামপাদ বা গুঞ্জরীপাদ	৪৭	১
১৫।	বিরুবাপাদ	৩	১
১৬।	বীণাপাদ	১৭	১
১৭।	ভদ্রপাদ	৩৫	১
১৮।	ভুসুকুপাদ	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯	৮
১৯।	মহীধরপাদ	১৬	১
২০।	লুইপাদ	১, ২৯	২
২১।	শবরপাদ	২৮, ৫০	২
২২।	শান্তিপাদ	১৫, ২৬	২
২৩।	সরহপাদ	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯	৪

ইহার মধ্যে কৃষ্ণাচার্য্যের পদসংখ্যা ১৩, ভুসুকুর ৮, সরহের ৪, কুক্কুরীপাদের ৩, লুই, শবর ও শান্তি প্রত্যেকের ২, এবং অবশিষ্ট সিদ্ধাচার্য্যগণের প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ পাওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রী-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ইঁহাদের অনেকের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মতে লুই সর্বপ্রথম সিদ্ধাচার্য্য, এজন্য তাঁহাকে আদি সিদ্ধাচার্য্য বলে। তিব্বতে যে ৮৪ জন মহাসিদ্ধা স্বীকৃত হয়, তাঁহাদের নামের তালিকায় লুইপাদ বা মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যান্ত্রাদ সিদ্ধাচার্য্যের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। হঠযোগপ্রদীপিকায় যোগমাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে আদিনাথের পরেই মৎস্যেন্দ্রনাথের উল্লেখ রহিয়াছে। (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শূন্যপুরাণের ভূমিকা, ৩-৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ে এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার একটি পদ সর্বাগ্রে সংগৃহীত রহিয়াছে। তিনি যে বাঙ্গালা দেশের লোক ছিলেন, তাহার উল্লেখ কোর্ডিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত তন্ত্রের তালিকায় দৃষ্ট হয় (ক পরিশিষ্ট, ৪||৵৹ পৃঃ)। তাঁহার সময়-সম্বন্ধে শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছেন— "লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার

একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।" তাহা হইলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লুইপাদ কর্ত্তৃক সহজতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। অন্যান্য সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে পদকর্ত্তা দারিক লুইপাদকে নিজের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩৪ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য)।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের ৫০টি পদের মধ্যে কৃষ্ণাচার্য্যের ১৩টি বা এক-চতুর্থাংশের অধিক পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১২টি শাস্ত্রী-মহাশয়ের গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে, আর ১টি পদের সন্ধান প্রবোধবাবুর সম্পাদিত তিব্বতীয় অনুবাদে পাওয়া যায়। অতএব বুঝা যায় যে, এই জাতীয় পদের রচনায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্য্য, কৃষ্ণবজ্র বা কাহ্নুপাদ সর্বশুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়া গিয়াছেন। এই ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার যে একই কৃষ্ণ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য্য বলা হইয়াছে। এক জায়গায় আবার তাঁহাকে ছোট কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। পাঁচ জায়গায় তাঁহাকে কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নুপাদ বলা হইয়াছে।" তাঁহার এই সকল নাম ও উপাধির বিবরণ তদ্রচিত গ্রন্থাদির উল্লেখ-সহ কোর্ডিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পাওয়া যায় (ক পরিশিষ্ট, ১।/০-১।১/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিব্বতে স্বীকৃত ৮৪ জন মহাসিদ্ধার নামের তালিকায় কৃষ্ণচারী, কান্হপাদ বা কনপ সপ্তদশস্থানীয় (চারুবাবুর শূন্যপুরাণের ভূমিকা, ৩ পৃঃ)। চর্য্যাপদের কৃষ্ণাচার্য্য নিজেকে জালন্ধরীপাদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (৩৬ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য)। এই জালন্ধরীর অপর নাম হাড়িপা (শূন্যপুরাণের ভূমিকা, ৪ পৃঃ)। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হাড়িপার শিষ্য হইয়াছিলেন (গোপীচন্দ্রের গান দ্রষ্টব্য)। গোপীচন্দ্র কাহারও মতে দশম, আবার কাহারও মতে একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব কৃষ্ণাচার্য্যও সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কৃষ্ণাচার্য্যকৃত

" হেবজ্র-পঞ্জিকাযোগরত্নমালা " নামে যে পুথি রক্ষিত আছে, তাহার তারিখ ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্য্যাগুলি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এসিয়াটিক সোসাইটির ৯৯৯০ সংখ্যক পুথিতে এক শান্তিদেবের জীবনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (ক, ভূমিকা, ৯-১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি এক রাজার ছেলে ছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া তিনি মঞ্জুবজ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, পরে গুরুর উপদেশে মগধের রাজার সেনাপতি বা রাউত হন। সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া শেষ জীবনে নালন্দায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সর্বদা শান্ত ভাবে থাকিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে শান্তিদেব বলিত। আর ভোজনে, শয়নে এবং কুটিতে তাঁহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল থাকিত বলিয়া তিনি ভুসুকু নামেও অভিহিত হইতেন। এই বিবরণে দেখা যায় যে, শান্তিদেব, রাউত ও ভুসুকু একই ব্যক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। তিনি বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি মহাযানগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ৬৪৮ হইতে ৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন (ক ভূমিকা, ২৩ পৃঃ)। এই হিসাবে তিনি লুইপাদের অনেক পূর্ববর্ত্তী লোক হইয়া পড়িতেছেন। অতএব চর্য্যাপদ-রচয়িতা শান্তিদেব হইতে যে তিনি পৃথক্ ব্যক্তি তাহারই ধারণা জন্মিয়া থাকে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে শান্তিদেবের ভণিতায় দুইটি (১৫, ২৬ সংখ্যক পদ), এবং ভুসুকুর ভণিতায় ৮টি পদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল ভণিতা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইঁহাদিগকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ হয়। ১৫ সংখ্যক পদে "শান্তি বুলথেউ" রহিয়াছে এবং ২৬ সংখ্যক পদে রহিয়াছে "বোলথি শান্তি," আর উভয় পদেই "স্বীয় সংবেদনে"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া এই দুই পদ একই ব্যক্তির রচনার বিশিষ্টতাসম্পন্ন বলিয়াই ধারণা জন্মে। কিন্তু ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০ ও ৪৯ সংখ্যক পদে কেবলমাত্র "ভুসুকু" রহিয়াছে, আর ৪১ এবং ৪৩ সংখ্যক পদদ্বয়ে ভুসুকু ও রাউত এই উভয়েরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ৮৪ জন সিদ্ধার তালিকায় শান্তিদেবকেই ভুসুকু বলা হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী কালেও শান্তিদেব ও ভসুক অভিন্নরূপেই গহীত হইয়াছিল, অথচ

চর্য্যাপদের ভণিতায় এইরূপ সম্পর্কের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। ৪১ ও ৪৩ সংখ্যক চর্য্যায় জগতের অনিত্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, আর উভয় পদেই "আইএ অণুঅনাএ" রহিয়াছে। ভণিতাতেও আছে "রাউত ভণই কট ভুসুকু ভণই কট।" এই রাউত ও ভসুকু একই ব্যক্তি হইলে এইরূপ দ্বিরুক্তির কোন সাথকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় ইঁহারা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধান্বিত, এবং অপর ছয়টি পদের রচয়িতা ভুসুকু হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। শান্তি ভণিতার ১৫ ও ২৬ সংখ্যক পদদ্বয় রত্নাকর শান্তির রচিতও হইতে পারে (ক ভূমিকা, ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ডাঃ শহিদুল্লাহ ভুসুকুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তারনাথ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার সময় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে। খুব সম্ভব ইনিই চর্য্যাপদের ভুসুকু। তাহা হইলে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্য্যা-রচয়িতা ভুসুকু, উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ভুসুকুর নামকরণ প্রথম ভুসুকুর নাম হইতেই হইয়াছে।" (ঐ, ১৩৪৮ সাল, ৪৬ পৃঃ) অন্যত্র—"কাজেই ভুসুকু এই বঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি, যেমন তাঁহার গুরু দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য্য।" (ঐ, ৪৮ পৃঃ)

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ৪৮০১ নং পুথিতে চতুরাভরণের এক অনুলিপি রক্ষিত আছে। এই সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েকটি বাঙ্গালা পদও দৃষ্ট হয়। তাহার একটি পদে "রাউতু" ভণিতা পাওয়া যায়। এই পুথির লিপিকাল ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ (ঐ, ৪৮ পৃঃ)। অতএব ইহার পূর্ব্বেই রাউতু বর্ত্তমান ছিলেন। আমাদের মনে হয় ৪১ ও ৪৩ সংখ্যক চর্য্যাদ্বয়ের ভুসুকু এই রাউতুর শিষ্য।

কোর্ডিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকায় সরহ বা রাহুল ভদ্র, মহাশবর সরহ, আচার্য্য-মহাশেনী সরহ, এবং সরোরুহ বজ্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় (ক পরিশিষ্ট, ৫৸৶৹০-৫৸৶৹০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সরোজবজ্রের দোহাকোষ শাস্ত্রী-মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (ক, ৮১-১২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার তালিকায় শরহের অপর নাম রাহুল ভদ্র (শূন্যপুরাণ, ভূমিকা, ৩ পৃঃ)। সরহ

ভণিতায় যে চারিটি পদ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহা এক বা একাধিক সরহ রচনা করিয়া থাকিবেন।

৪৭ সংখ্যক চর্য্যার পদশীর্ষে গুঞ্জরীপাদের নাম রহিয়াছে, কিন্তু পদের ভণিতায় "ধামপাদ" পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় ধর্ম্ম-পাদের নামান্তর গুঞ্জরীপাদ, ৪র্থ চর্য্যা-রচয়িতা গুড্ডরীপাদের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বলা যায় না। অন্যান্য চর্য্যা-রচয়িতৃগণের মধ্যে আর্য্যদেব (বা কাণের, কাণেরী), কম্বল- বা কম্বলাম্বরপাদ, কুক্কুরী-পাদ, জয়ানন্দ, ডোম্বী-হেরুক, তন্ত্রিপাদ, দারিকপাদ, ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপাদ, বিরূপা (বা বিরূপাক্ষ, হঠযোগপ্রদীপিকায়), বীণাপাদ, মহী (মহীধর ?), শাবর প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণের নাম তিব্বতীয় ৮৪ মহা-সিদ্ধার নামের তালিকায় পাওয়া যায়। বর্ণনরত্নাকরের নাথসিদ্ধাদের নামের তালিকায় চাটল, ও ঢেণ্টন নামক দুই সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারাই চাটিল ও ঢেণ্ঢণ নামক পদকর্ত্তা কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহা ব্যতীত নাথসিদ্ধাগণের নামের তালিকায় তন্তিপা (তন্ত্রীপাদ), কহ্ন, দারিপা, বিরূপা, জালন্ধর, ভাদে-ভদ্র, সবর, সান্তি প্রভৃতি নামও রহিয়াছে (ক ভূমিকা, ৩৬ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চর্য্যাপদ-রচয়িতা সিদ্ধাচার্য্যগণের অনেকেই তিব্বতে স্বীকৃত মহাসিদ্ধাগণের অন্তর্ভুক্ত। আবার গোরক্ষনাথ, মীননাথ, কৃষ্ণাচার্য্য, জালন্ধর, শবর, শান্তি প্রভৃতিও নাথ-সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ডাঃ শহিদুল্লাহ লিখিয়াছেন—"মহাযানের 'শূন্য' নাথ-সাহিত্যেও সুপরিচিত। বৌদ্ধ গানের দশমীদুআর (৩ নং চর্য্যা), চান্দ সুজ (৪ নং চর্য্যা) বা রবিশশী (১১ নং চর্য্যা), গঙ্গাজউনা (১৪ নং চর্য্যা), মনপবণ (১৯ নং চর্য্যা), ভবনই (৫ নং চর্য্যা) প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলি নাথ-সাহিত্যে দশমীদ্বার, চান্দসুরুজ বা রবিশশী, গঙ্গা-যমুনা, মনপবন, ভবনদী রূপে বিদ্যমান। কৃষ্ণাচার্য্যের দোহার •মণ রাঅ (ক, ১২৯ পৃঃ) নাথ-সাহিত্যে মনুয়া। ভুসুকুর চতুরাভরণের ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাথ-সাহিত্যে সুপ্রচুর। সহজসিদ্ধির সাধনপ্রণালী—যথা, চিত্ত স্থির করা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করা, বিন্দুধারণ প্রভতি নাথ-গ্রন্থেরও সাধন-প্রণালী। বাহ্যতঃ নাথপন্থে ও সহজসিদ্ধিতে যে

কিছু প্রভেদ দেখা যায়, তাহা কালমাহাত্ম্যে এবং নাথগণের আত্মগোপনের চেষ্টায় " (শূন্যপুরাণ, ভূমিকা,৬-৭পৃঃ)। প্রকৃতপক্ষে এই সকল ধর্ম্মমত একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বিশিষ্টতাসম্পন্ন হইয়াছে। নাথ অর্থে "সদ্‌গুরুনাথ," এবং গুরু বুঝাইতে এই শব্দটি চর্য্যাতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—" ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহ " (চর্য্যা—১৫)। এই গুরুপরম্পরায় প্রচারিত বিশিষ্ট মত-বাদই নাথ-ধর্ম্মেরও বিশেষত্ব। চর্য্যাতেও ধর্ম্মার্থে গুরুকেই অনুসরণ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে এই দুই মতবাদের বিভিন্নতা কোথায়? চর্য্যাতে গুরুর উপদেশে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া লোকে চিত্তজয়ী হইয়া থাকে। কিন্তু নাথ-সাহিত্যে (গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্র-ময়না-মতীর গান প্রভৃতি গ্রন্থে) মহাজ্ঞান-মন্ত্রবলে সাধক যমকে তাড়না করে, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে। পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজরামরত্ব লাভ করা অপেক্ষা মন্ত্রবলে এইরূপ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হওয়াই নাথধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই জন্য নাথগণ পরবর্ত্তী কালে এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি অনেক প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যকেই তাঁহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

চর্য্যাপদগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের অধিকাংশ চর্য্যাতেই দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে, আবার মধ্যে মধ্যে কয়েকটি চর্য্যাতে যোগ ও তান্ত্রিক মতবাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১, ৫-১০, ১২-২৩, ২৬, ২৮-৩৫, ৩৭-৫০ সংখ্যক চর্য্যাগুলিতে প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, আর ২, ১১, ৩৬ সংখ্যক চর্য্যায় যোগ, এবং ৩, ৪, ২৭ সংখ্যক চর্য্যায় তান্ত্রিক মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কোন কোন চর্য্যাতে যোগ ও তন্ত্রের সহিত তত্ত্বালোচনাও রহিয়াছে। ১৪ সংখ্যক চর্য্যাটি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কৃষ্ণাচার্য্য ও ভুসুকুর চর্য্যাগুলিতে যেমন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেইরূপ ইঁহারা যোগ (কৃষ্ণাচার্য্যের ১১ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য), এবং তন্ত্রসম্বন্ধেও (ভুসুকুর ২৭ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, দার্শনিক তত্ত্ব এইরূপে যোগ ও তন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর

ইহাও লক্ষণীয় যে, এই সকল সিদ্ধাচার্য্যের সমগ্র রচনা চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে সংগৃহীত হয় নাই, এবং সকল সিদ্ধাচার্য্যের রচনার সন্ধানও আমরা পাইতেছি না। ইঁহারা নানা বিষয়েই পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই কৃষ্ণাচার্য্য, ভুসুকু প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণ বৌদ্ধ ও নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়েও গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন।

শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, চর্য্যাগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান। বস্তুতঃ ৩, ৯, ১৯, ২৮, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩ প্রভৃতি চর্য্যায় সহজ-মতের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি চর্য্যাতে মহাযান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত আলোচিত হইয়াছে। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে যে সহজিয়া-ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় সংগ্রহ-গ্রন্থ বলিয়া সহজিয়া-মত-সম্পর্কিত মহাযান, যোগ ও তন্ত্রের চর্য্যাও ইহাতে সংগৃহীত রহিয়াছে। একই ধর্ম্মমতের বিভিন্নপ্রকার অভিব্যক্তির ধারা ইহা হইতে জানিতে পারা যায়।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে এদেশে এক বিরাট্ পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে যে ইহার পূর্ব্বেও এই জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, চর্য্যাপদগুলি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ছন্দে রচিত ভাবমুখর নাতিদীর্ঘ রচনাকে সাধারণতঃ পদ বলা হইয়া থাকে। ভাবই পদের প্রাণ, তথাপি বর্ণনাত্মক এবং তত্ত্বপূর্ণ কবিতাও পদপর্য্যায়ে গৃহীত হয়। লীলারসময় পদদ্বারা বৈষ্ণবসাহিত্য সুপরিপুষ্ট হইয়াছে, আবার আত্মনিবেদন বা প্রার্থনার পদেও ভক্তির গভীরতা মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া থাকে। নামকীর্ত্তনকেও বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল বিশেষত্ব-সমন্বিত রচনা প্রাচীন সাহিত্যে দুর্ল্লভ নহে। বেদের সূক্তগুলি অল্প-পরিসর ছন্দেই রচিত হইয়াছে, এবং তান-লয়-সহযোগে তাহা গানও করা হইত। অতএব কীর্ত্তনের বাহ্যিক দুই বিশেষত্বই ইহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত সূক্তগুলি দেবতার স্তুতি ও প্রার্থনাসঙ্গীতে মুখরিত, এবং মধ্যে মধ্যে ইহাতে তত্ত্বালোচনারও সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব বাহ্যিক রূপ ও ভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে পদাবলীর প্রাচীনতম

বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। চর্য্যাপদগুলিতে আমরা ইহার পূর্ণ-বিকশিত অবস্থাই প্রাপ্ত হই। চর্য্যাগুলি ছন্দোবদ্ধ নাতিদীর্ঘ রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ, আর ভাবের দিক্ দিয়া দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। বৌদ্ধ গানের সম্পাদক শাস্ত্রী-মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন—"গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ। সে কালেও সঙ্কীর্ত্তন ছিল, এবং কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্য্যাপদ বলিত।" (ক ভূমিকা, ১৬ পৃঃ)। প্রত্যেক চর্য্যাপদের শীর্ষদেশে রাগরাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার, মালশী, বঙ্গালী প্রভৃতি রাগরাগিণী বৈষ্ণব-পদাবলীতে সুপরিচিত। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্ধ চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা কীর্ত্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে মাত্র পঞ্চাশটি চর্য্যার সন্ধান আমরা পাইতেছি, কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর ন্যায় এইজাতীয় বৌদ্ধগীতিকা দ্বারা এক বিরাট্ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যে লুইপাদের 'লুইপাদ-গীতিকা,' দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের 'বজ্রাসন-বজ্রগীতি,' 'চর্য্যাগীতি,' 'দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান-ধর্ম্মগীতিকা,' ভুসুকুর 'সহজ-গীতি,' কৃষ্ণাচার্য্যের 'বজ্রগীতি,' সরহের 'দোহাকোষগীতি,' 'দোহাকোষ-চর্য্যাগীতি,' 'ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি,' কঙ্কণের 'চর্য্যাদোহাকোষ-গীতিকা,' বিরূপের 'বিরূপ-গীতিকা,' 'বিরূপ-বজ্রগীতিকা,' শবরের 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি,' এবং 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থ-গীতি' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ কোর্ডিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত তালিকায় পাওয়া যায়। বিবিধ পদকর্ত্তার রচিত পদসমষ্টিতে এইরূপ এক বিরাট্ গীতি-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে তাহা আয়তনে প্রায় সমগ্র বৈষ্ণব-পদাবলীর সমকক্ষ হইবে। বোধ হয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতেই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে মাত্র ৫০টি পদ সংগৃহীত হইয়াছিল।

আর একটি বিষয়েও চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা পদাবলী-সাহিত্যের আদর্শ-স্থানীয়। বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর প্রাচীনতম রূপের সন্ধান এই সকল চর্য্যাতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থমধ্যে ভাবানুবাদের যে নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বঝিতে পারা যায় যে, চর্য্যাগুলিতে

পয়ার ও ত্রিপদী-ছন্দের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ
লীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু-পাঅ- পসাএঁ জাইব
পুণু জিণউরা ॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে
পিঠত কাচ্ছি বান্ধী।
গঅণ-দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী
ন পইসই সান্ধি ॥ ইত্যাদি (চর্য্যা—১৪)

কোন সমালোচক হয়ত বলিবেন যে, এই চর্য্যায় সর্বত্র অক্ষর-সমতা রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক কালে সুগঠিত রচনারীতির আদর্শে ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সুদূর অতীতে যখন ছন্দের নিগড় দৃঢ়রূপে গঠিত হয় নাই, তখন কবিগণকে নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে ভাব প্রকাশ করিতে হইত না। এখানে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অভাবেও ত্রিপদীর সুর তাঁহাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অজ্ঞাতসারে তাহা তাঁহাদের রচনায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে এই সকল দৃষ্টান্তের অবলম্বনেই ছন্দের সূত্র গঠিত হইয়া থাকিবে। অন্যান্য চর্য্যাতেও এই সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

সঅ-সম্বেঅণ- সরুঅ-বিআরেঁ
অলক্‌খলক্‌খণ ণ জাই।
* * * *
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ
রাজপথ কন্থারা ॥
* * * *
আগে নাব ন ভেলা দীসই
ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥

সুনা পান্তর উহ ন দীসই
ভান্তি ন বাসসি জান্তে।

* * *

বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী
শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ। (চর্য্যা—১৫)

পাপ-পুন্ন বেণি তোড়িঅ সিকল
মোড়িঅ খম্ভাঠাণা। (চর্য্যা—১৬)

মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী
গিবত গুঞ্জরী মালী। (চর্য্যা—২৮)

অমিআ অচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে
চিঅ পরবশ অপা। (চর্য্যা—৩৯)

আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি
তুটই বাষনা তোরা। (চর্য্যা—৪১)

অণুদিন শবর কিম্পি ন চেবই
মহাসুহেঁ ভোলা। (চর্য্যা—৫০)

শুধু ইহাই নহে, ত্রিপদী ছন্দে রচিত বৈষ্ণব কবিতার ধ্রুব পঙ্ক্তিত্রয়ের (যথা—

সই, কে বলে পীরিতি ভাল।
কালার সহিত পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়ে জনম গেল ॥)

সন্ধানও চর্য্যাতে মিলিয়া থাকে। যেমন—

অকটজোইআরে, মা কর হাথ লোহ্না।
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি
তুটই বাষনা তোরা ॥ (চর্য্যা—৪১])

অন্যত্র—

অকট হুঁ-ভবই গঅণা।
বঙ্গে জায়া নিলে- সি পরে ভাগেল
তোহার বিণাণা ॥ (চর্য্যা—৩৯)

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ
লীলে পার করেই ॥ (চর্য্যা—১৪)

চর্য্যাগুলিতে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া অক্ষর-সমতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু সামান্য একটু সংস্কার করিলেই যে ছন্দের দোষ দূরীভূত হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট "ভাবানুবাদ" পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এই গ্রন্থের সকল চর্য্যাই মিত্রাক্ষর রীতিতে রচিত হইয়াছে। মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার দুই চরণের অন্ত্যবর্ণে মিল থাকে। চর্য্যার সর্বত্র এই রীতি রক্ষিত হইয়াছে। আবার সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করিয়া আচার্য্যগণ বৃত্ত-ছন্দেই চর্য্যাগুলি রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই বাঙ্গালা ছন্দের মূল ভিত্তি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার জাতকর্ম্ম এইরূপে বৌদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

অক্ষরের (syllable এর) সংখ্যাদ্বারা বিবিধ বাঙ্গালা ছন্দের নামকরণ হইয়াছে। চর্য্যাতেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

দশাক্ষরা বৃত্তি

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥ (চর্য্যা—৪৯)

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅল ধাম উইআ তবেঁ॥
আচ্ছহুঁ চউখণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী॥
বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা॥
জথা আইলেসি তথা জান।
মাঝ থাকী সঅল বিহাণ॥ (চর্য্যা—৪৪)

এই চর্য্যাটির প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে কেবলমাত্র একটি অক্ষরের গরমিল রহিয়াছে। কিন্তু চর্য্যারচনার বিশেষত্ব এই যে ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির সমবায়ে অধিকাংশ চর্য্যা রচিত হইয়াছে। শিশু হাঁটিতে শিখিবার কালে এইরূপ এলোমেলো পদক্ষেপই করিয়া থাকে। ইহা প্রথম প্রচেষ্টার নিদর্শন মাত্র। এখানে অক্ষর-সমতা রক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস-যুক্ত দুই দুই চরণের সমাবেশে গঠিত

হওয়াতে ইহাতে পয়ারের সুরই ধ্বনিত হয়। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী কালে প্রত্যেক চরণের অক্ষর-সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া একাবলী, পয়ার প্রভৃতি ছন্দের সূত্র গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গীতগোবিন্দের রচনাই পয়ারের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু চর্য্যাপদগুলি জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। অতএব প্রাচীনতার নিদর্শন হিসাবে, এবং বাঙ্গালার সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া চর্য্যাপদেই বাঙ্গালা ছন্দের আদিরূপের সন্ধান করা উচিত। বিশেষতঃ চর্য্যার ছন্দের অনুকরণ গীতগোবিন্দেও লক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
ধী র- স মী রে । য মু না- তী রে । ব স তি ব নে ব ন- । মা লী ।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
পী ন প য়ো ধ র- । প রি স র- ম র্দ ন - । চ ঞ্চ ল- ক র যু গ - । শা লী ॥

তুলনীয়—

২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ২
উ চা উ চা । পা ব ত তঁ হিঁ । ব স ঈ স ব রী । বা লী ।

২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ২
মো র ঙ্গি পী চ্ছ । প র হি ণ স ব রী । গি ব ত গু ঞ্জ রী । মা লী ॥

(চর্য্যা—২৮)

ইহার দ্বিতীয় পঙ্ক্তি গীতগোবিন্দের উদ্ধৃত পঙ্ক্তিদ্বয়ের সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু প্রথম পঙ্ক্তি-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রহিয়াছে। সংস্কৃত "উচ্চ" হইতে "উচা" হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু ক'এর মুদ্রিত পাঠে "উঁচা" রহিয়াছে। এই অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দুটি এখানে দীর্ঘ উচ্চারণের নির্দ্দেশক বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী "তঁহিঁ" শব্দটিতেও যেন ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। আবার ক'এর মুদ্রিত পাঠে "বসঈ" রহিয়াছে। কিন্তু চর্য্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর অবিচারিতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তুলনীয়—"পইসঈ" (চর্য্যা—৬), এবং "পইসই" (চর্য্যা—৭)। এজন্য ছন্দোরক্ষার্থ এখানে "বসঈ" পাঠই গ্রহণ করা উচিত। অপর পক্ষে মনে রাখিতে হইবে যে, গীতগোবিন্দে সংস্কৃতের এবং চর্য্যাতে অপভ্রংশ গাথার প্রভাব সুপরিস্ফুট রহিয়াছে।

মাইকেল এ দেশে সর্বপ্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা-রচনার রীতি প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই যুক্তিহীন। তাঁহার পূর্বে কি এদেশে চৌদ্দপদে কোন কবিতাই রচিত হয় নাই? বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে চৌদ্দপদী কবিতার অভাব নাই, অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কবিতার প্রবর্ত্তক হিসাবে মাইকেলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেহ হয়ত বলিবেন যে, চতুর্দ্দশপদী কবিতা অর্থে ইংরাজী সনেট, অর্থাৎ বিদেশী মাল, যাহা স্বদেশী পোষাকে চালান হইয়াছে। তাহা হইলে টেবিল, চেয়ার যেমন বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া যাইতেছে, সেইরূপ সনেট-শব্দ দ্বারা মাইকেলী কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করিলেই ইহার মূল প্রকৃতি-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। যাহাই হউক, সনেটও ইংরাজদের নিজস্ব নহে, ইহা তাঁহারা ইতালী হইতে ধার করিয়াছেন। এখন সনেট বলিতে ভাবপ্রকাশের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চৌদ্দপদে রচিত কবিতাবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ইতালী দেশে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে নানাভাবেই সনেট রচিত হইত, পরে ইহার রচনার ধারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরাজকবিগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া সনেট রচনা করিয়াছেন। মাইকেল আবার সেক্সপীয়র ও মিল্টনের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা' নামধেয় সনেটের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাতেও অতি প্রাচীনকাল হইতে চতুর্দ্দশ পদে কবিতা-রচনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান ১০ম ও ৫০শ চর্য্যায় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব-কবিগণ এইজাতীয় বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পয়ারের ন্যায় প্রতি দুই চরণে মিল থাকে। রবীন্দ্রনাথও অনেক চৌদ্দপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রাচীন প্রথায় রচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজস্ব চৌদ্দপদী কবিতা-রচনার নিদর্শন আমরা চর্য্যাপদে পাইতেছি।

চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্ব

চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান করিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্য-মুনি জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবন-প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত হিন্দু-পরিবারেই অবস্থান করিয়াছিলেন, পরে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অতএব হিন্দু-পরিবারে, এবং হিন্দু-সংস্কারের মধ্যেই তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় শিক্ষারও যে এই রাজকুমারের অভাব হয় নাই, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব হিন্দু-প্রভাব যে তাঁহার উপরে কার্য্য করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। জন্ম-জরা-মৃত্যু-প্রভৃতি-জনিত দুঃখের কারণ, এবং তাহা প্রশমনের উপায় নির্দ্দেশ করাই বুদ্ধদেবের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। উপনিষৎ ইহার পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছিল যে, ব্রহ্ম নিত্য এবং জগৎ অনিত্য, অতএব মিথ্যা, আর এই জাগতিক মোহের কারণ অবিদ্যা, যাহা ধ্বংস করিতে পারিলেই জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই মোক্ষ, অর্থাৎ অবিদ্যার বন্ধন হইতে বিমুক্ত অবস্থা, আর ইহারই নামান্তর নির্ব্বাণ। অতএব জাগতিক দুঃখের হেতু ও তাহার প্রশমনের উপায়-সম্বন্ধে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আবার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির উপায়-নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যেই সাংখ্য-শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রসকলের প্রভাব বুদ্ধদেবের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল।

তারপর ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া তিনি যে সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা করিলেন, তাহা ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমেরই রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধভিক্ষুগণের জন্য যে বিনয়ের ব্যবস্থা হইল তাহাও ব্রহ্মচারীর অবশ্যকর্ত্তব্য বিধি-ব্যবস্থার অনুরূপ। এইরূপে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরি-কল্পনার জন্য তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রেও অবতাররূপে স্বীকৃত

হইয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ধর্ম্মসংস্থাপন, এবং তাহা দ্বারা সাধুগণের পরিত্রাণই অবতারত্বের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের সন্ধান প্রধানতঃ দুইটি ভাষায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব নিজে কোন ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। তাঁহার তিরোধানের পরে তাঁহার উপদেশসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রথমতঃ রাজগৃহে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। ইহার প্রায় এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। অশোকের সময়ে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সভা আহূত হইয়াছিল। মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়। এই সকল সভায় বুদ্ধদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামধেয় তিন পিটক বা পেটিকা নামক সংগ্রহ-গ্রন্থই প্রধান। পালি ভাষায় রচিত এই সকল গ্রন্থের সন্ধান সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। ইহাই হীনযান-সম্প্রদায়ের প্রধান শাস্ত্র। ইহার পরে প্রায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে মহাযান-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করেন। ইহা তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই মহাযান-মতবাদ হইতেই পরবর্ত্তী কালে সহজযান প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে।

পরমাত্মা হইতে মায়ার সহযোগে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উদ্ভব হইয়াছে। পরমাত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, নিত্য, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বস্রষ্টা। মায়াযুক্ত হইয়া পরমাত্মা জীবাত্মায় পর্য্যবসিত হয়, আবার এই মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিলেই আত্মা পরমাত্মার স্বরূপত্ব লাভ করে। অথবা পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগেই জাগতিক দুঃখের উৎপত্তি। এই প্রকৃতি বা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে পারিলেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে; ইহাই মোক্ষ। যাগযজ্ঞ দ্বারা ইহা সাধন করা যায় না, আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা যায়। এই সকল তত্ত্ব বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব সংজ্ঞা হিসাবে আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু দুঃখের

কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রধানতঃ কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক কার্য্য আমাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই কর্ম্মসমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ আশ্রয় করিয়া জন্মজন্মান্তরে রূপায়িত হইয়া উঠে। কর্ম্মের হেতু হইতেই প্রত্যয়ীভূত জগতের উদ্ভব হয়। জাগতিক ব্যাপার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই কর্ম্মবশ্যতারই নামান্তর আধ্যাত্মিক অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে যথাক্রমে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শাদি বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভাব, জাতি এবং দুঃখের উৎপত্তি হয়। এই দুঃখ অষ্টবিধ, যথা—জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, প্রিয়-বিরহ, অপ্রিয়-সমাবেশ, অলাভ এবং বস্তু-সংযোগ। সাংখ্যমতে ইহাই ত্রিবিধ, যথা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক। বৌদ্ধ মতে ইহারই বিশ্লেষণ দৃষ্ট হইবে। দুঃখের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বুদ্ধদেব যে চারিটি আর্য্যসত্যের (দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ-নিরোধ, এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়) নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাও সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনে বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে। বুদ্ধ তাঁহার পূর্ববর্ত্তী যুগের আর্য্য ঋষিগণের প্রতীক মাত্র, এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাকে অবতাররূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

বুদ্ধদেব আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মে যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন সত্যেরই প্রকারভেদ মাত্র। পরমাত্মা নাই, কিন্তু আছে ধর্ম্মকায়, যাহার স্বরূপ পরমাত্মার ন্যায়ই নিরুপাধি। যাবতীয় ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের উৎপত্তি হয় যাহা হইতে তাহাই ধর্ম্মকায়। নিরুপাধি পরমাত্মা হইতেও এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। তারপর ধর্ম্মকায় হইতেই বোধিচিত্তের উৎপত্তি হয়, এবং ইহাও শাশ্বত ও নিত্যসংজ্ঞক, কিন্তু অবিদ্যার মোহে বস্তুজগৎ প্রত্যক্ষ করে, আবার মোহমুক্ত হইলেই ধর্ম্মকায়ে লীন হয়। ইহাতে আত্মার স্বরূপই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"The Dharmakāya may be compared in one sense to the God of Christianity, and in another sense to the Brahman or Paramātmā of the Vedāntists. The Universe is a manifesta-

tion of the Dharmakāya himself, the Bodhicitta is nothing but an expression of the Dharmakāya, though finitely, fragmentarily, and imperfectly realised in us, etc. (Mahāyāna Buddhism by Suzuki, pp. 46 and 295)

যাহাই হউক, সাংখ্য-বেদান্তের ন্যায়ই বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন যে, মোক্ষ- বা নির্ব্বাণ-লাভই দুঃখ-নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। নির্ব্বাণ অর্থে বাসনার নিবৃত্তি। বাসনাধার চিত্ত যখন অচিত্ততায় লীন হয়, তখনই মুক্তিলাভ ঘটে। এই নির্ব্বাণের স্বরূপ লইয়াই পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন নির্ব্বাণ দুঃখময়, আবার কেহ বলিয়াছেন আনন্দময়। কেহ বলিয়াছেন ইহা অবাস্তব ও অভাব-স্বভাব, আবার কেহ বলিয়াছেন ইহা বাস্তব এবং ভাব-স্বভাব। কিন্তু মাধ্যমিক-শাস্ত্রেই ইহার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণ অর্থে পঞ্চস্কন্ধ-সমবায়ের বিলোপসাধনই নির্ব্বাণ। ইহাতে নির্ব্বাণে যেন স্থূলদেহের বিনাশই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পার্থিব-বস্তু-সকলের অনিত্যতা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া অবিদ্যার মোহ ধ্বংস করত যাবতীয় তৃষ্ণার বিলোপ-সাধনেই নির্ব্বাণলাভ হয়। আবার ধর্ম্মকায়ের সহিত একীভূত হইয়া জন্মমৃত্যুর অতীত শাশ্বত জীবনলাভকেও নির্ব্বাণ বলে। এইজন্যই নির্ব্বাণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিত্য, করুণা-স্বভাব এবং আনন্দময়। নির্ব্বাণ প্রকৃতপক্ষে অহং-ভাবের বিলোপ-সাধন। এই অহঙ্কার হইতেই দ্বৈতজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সীমারেখা-নির্দ্দিষ্ট আত্মজ্ঞান হইতেই ধারণা জন্মে যে, তুমি এবং সে প্রভৃতি আমা হইতে পৃথক্। ইহা হইতেই আত্মপর-ভেদজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এবং স্বার্থ ও পরার্থের ধারণা জন্মে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে যখন বুঝিতে পারা যায় যে, আমি, তুমি, সে প্রভৃতি সকলেই এক ধর্ম্মকায় (নামান্তরে তথতা বা শূন্যতা) হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, এবং বাহ্যিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা স্বরূপতঃ ভেদ-রহিত, তখন পরই আপন পর্য্যায়ে গৃহীত হয়, এবং সর্ববিধ দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে সমদর্শিতাহেতু করুণার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য নির্ব্বাণের সহিত করুণার অভিন্নত্ব স্বীকৃত হয়। আবার ধর্ম্মকায়ও করুণা-স্বভাব-

বিশিষ্ট। নির্বাণে সর্বসত্তা তাহাতেই লীন হয় বলিয়া ইহা উক্ত প্রকার বিশিষ্টতাসম্পন্ন হয়। নির্বাণ সুখময়, কারণ দুঃখের নিবৃত্তিতেই নির্বাণ-লাভ হইয়া থাকে। এখানে ব্রহ্মের ন্যায় ধর্ম্মকায় বা নির্বাণেও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব অর্পিত হইয়াছে। নির্বাণের এই সুখবাদ হইতেই পরবর্ত্তী কালে সহজিয়া-মতের উদ্ভব হইয়াছে। মাধ্যমিক শাস্ত্রে এই আনন্দ তত্ত্বমাত্র, কিন্তু সহজিয়ারা ইহাকে রূপ প্রদান করিয়াছেন, ইহার নামকরণ করিয়াছেন, ইহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি নৈরাত্মাদেবী, নামান্তরে পরিশুদ্ধাবধূতিকা, শূন্যতার সহচারিণী। সাধক যখন পার্থিব মোহ ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মকায়ে (তথতা বা শূন্যতায়) লীন হন, তখন তিনি নৈরাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া যেন মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন—

যথা—কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।
এবং—মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী। (চর্য্যা—৫০)
অন্যত্র—সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই। (চর্য্যা—২৮)

নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহে বলিয়া অস্পৃশ্যা ডোম্বী, দেহ-নগরীর বাহিরে অবস্থান করে, যথা—নগর বাহিরি ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ (চর্য্যা—১০)। তান্ত্রিক-মতে তাহার আবাসস্থান দেহ-সুমেরুর শিখর-প্রদেশে, অর্থাৎ উষ্ণীষকমলে—

যথা—উচা উচা পাবত তঁহিঁ বসই সবরী বালী। (চর্য্যা—২৮)
এবং—অধরতি ভর কমল বিকসিউ ইত্যাদি। (চর্য্যা—২৭)
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে ইত্যাদি। (চর্য্যা—২৮)

এই সহজ-নলিনীবনে নির্বিকল্প হইয়া প্রবেশ করিতে হয়, যথা—

সহজ-নলিনীবন পইসি নিবিতা। (চর্য্যা—৯)

সহজ অর্থে সহ-জাত। যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার সহজ। বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু আমরা যে বোধিচিত্ত, তাহার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, আর এই বোধিচিত্ত যে ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে উৎপন্ন তাহাও প্রচারিত করিয়াছেন। ধর্ম্মকায়ের বিশিষ্টতা এই যে, ইহা নিত্য, করুণাময়, এবং আনন্দপূর্ণ। বৃহত্তম স্বর্ণপিণ্ড হইতে আহৃত ক্ষুদ্রতম পরমাণুতে যেমন স্বর্ণের বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, সেইরূপ বিভু ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন

বোধিচিত্তেও ধর্ম্মকায়ের বিশেষত্ব বর্ত্তমান থাকে। অতএব নিত্যত্ব, করুণা এবং আনন্দ বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম্ম। সংসারে আসিয়া বোধিচিত্ত যে ভাবেই আত্মগোপন করুক না কেন, তাহার ঐ স্বাভাবিক বিশেষত্ব গুপ্ত বা ব্যক্ত অবস্থায় সর্বদাই তাহাতে বিদ্যমান থাকে। মোহ-মুক্ত এবং নির্ম্মল করিয়া ইহাকে ইহার স্বাধিষ্ঠানে বা পূর্বস্বরূপত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য। বোধিচিত্তের ঐ সহজাত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় সাধকগণকে **সহজধর্ম্মী** বলা হইয়া থাকে। মহাযানের সুবৃহৎ গণ্ডী হইতে প্রধানতঃ করুণা ও আনন্দের বিশেষত্ব লইয়া যে ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই সহজযান-নামক বিশিষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

নির্বাণ-লাভে মহাসুখে নিমজ্জিত হওয়াই সহজসাধনার চরম লক্ষ্য। অনেক চর্য্যাতেই ইহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। (চর্য্যা—১)
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা। (চর্য্যা—৮)
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে। (চর্য্যা—১৩)
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ। (চর্য্যা—১৮)
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ। (চর্য্যা—২৭)
মহাসুহে রাতি পোহাই। (চর্য্যা—২৮)
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ। (চর্য্যা—৪৯)
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো। (চর্য্যা—৫০) ইত্যাদি।

এইভাবে মহাসুখকে বিশেষরূপে প্রাধান্য প্রদান করিলেও সহজিয়া-মতে করুণাকেও পরিত্যাগ করা হয় নাই, শূন্য বা তথতার সহিত ইহাকে অভিন্নরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা—

নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরি। (চর্য্যা—১৩)
সুনকরুণরি অভিন বারেঁ ইত্যাদি। (চর্য্যা—৩৪)
অন্যত্র—সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ। (চর্য্যা—৮)
করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল। (চর্য্যা—১২)
করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ ইত্যাদি। (চর্য্যা—৩০)
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ। (চর্য্যা—৩১)

উদ্ধৃত উল্লেখগুলিতে শূন্যের নামান্তরই গগন, অন্যত্র ইহাই খ এবং আকাশ, যথা—

হাঁউ নিরাসী খমণভতারি। (চর্য্যা—২০)
খ-সম-সভাবে রে বা ণ নুকা কোএ। (চর্য্যা—৪৩)
এবং—তিম মণ-রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ। (ঐ)
এবং—হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খ-সমে-সমতুলা। (চর্য্যা—৫০)

যেহেতু শূন্যই সহজিয়াদের চরম প্রাপ্তি, এবং ইহার সহিত মহাসুখ ও করুণা অভিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে, অতএব শূন্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই সহজধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বুদ্ধের বাণীতে রহিয়াছে—"সর্বম্ অনিত্যম্, সর্বম্ অনাত্মম্, নির্বাণং শান্তম্।" ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, এবং ইহা হইতেই শূন্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। এখন এই "অনিত্যম্" ও "অনাত্মম্" দ্বারা কি বুঝাইতেছে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। সর্ব অর্থে সকল ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ। ইহারা অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে, ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল। আবার ইহারাই অনাত্ম অর্থে স্ব-ভাববিশিষ্ট নহে। নাগার্জুন বলিয়াছেন—

অপ্রতীত্য সমুৎপন্নো ধর্ম্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে।
যস্মাত্তস্মাদশূন্যো হি ধর্ম্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে॥
(মাধ্যমিক শাস্ত্র, ২৪ শ অঃ, ১৯শ কারিকা)

অর্থাৎ এমন ধর্ম্ম নাই, যাহা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অতএব সকল ধর্ম্মই শূন্যতা-স্বভাববিশিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্ত্রনামক বস্তুটি গ্রহণ করা যাউক। ইহা সূত্রের সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, বস্ত্রত্ব লোপ পায়। অতএব বস্ত্রের স্বভাবত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। সেইরূপ সূত্রগুলি তূলা হইতে, এবং তূলা কারণান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের কাহারও নিজস্ব সত্তা নাই। পার্থিব যাবতীয় বস্তুই এইরূপ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে উৎপন্ন বলিয়া সকলই অনাত্ম বা স্ব-ভাবহীন। বস্তু-সকলের এই স্ব-ভাবহীনতাই শূন্যতা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদাসীয় সূক্তে এই শূন্যতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। জড়ভরত সৌবীর-রাজের নিকট এই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আর বৌদ্ধযতি নাগসেন রাজা

মিলিন্দকে এই সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কার্য্যকারণ হইতে উৎপন্ন বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ সূত্রের যদি নিজস্ব স্ব-ভাবত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন বস্ত্রের স্ব-ভাবত্ব কিরূপে কল্পনা করা যায়? বস্ত্র, সূত্র প্রভৃতি ব্যাবহারিক সংজ্ঞা মাত্র, কিন্তু পরমার্থতঃ ইহারা সকলেই শূন্যগর্ভ। বস্তু-সকলের এই অনিত্যতা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই সংসার-বন্ধন দূরীভূত হয়। চর্য্যাতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি। (চর্য্যা—২৬)
কাজণ কারণ সসহর টালিউ। (চর্য্যা—১৮)
এবং—মায় নিরোহ অণুত্তর বোহী। (চর্য্যা—৪৪, টীকা দ্রষ্টব্য)

যদি দৃশ্যাবলীর প্রকৃত অস্তিত্বই না থাকে, তাহা হইলে তাহারা আমাদের নিকট দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রসকল বলিয়া থাকে যে, ইহা বিকল্প (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম), প্রতিভাস (যেমন মরু-মরীচিকা), এবং আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। ৪১ সংখ্যক চর্য্যাটিতে এই তত্ত্বই বিবিধ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দৃশ্যাদির জ্ঞানের উদয় তখনই হয়, যখন ইহাদের সাড়া ইন্দ্রিয়-দ্বারে আমাদের চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব জ্ঞানের আধার চিত্তেরই সর্বপ্রথম চিকিৎসিত হওয়া উচিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বভাবতঃ নিত্য এবং নির্ম্মল, কিন্তু অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকাতে ইহা সংবৃত্তি-বোধিচিত্তে পরিণত হয়। এই সংবৃত্তিবোধিচিত্তই চিকিৎসার বিষয়ীভূত। বৌদ্ধগণের যোগাচার-মতের লঙ্কাবতার, সন্ধিনির্মোচন, বিজ্ঞান-মাত্র প্রভৃতি সূত্রে ত্রিবিধ জ্ঞানের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়, যথা—১। পরিকল্পজ্ঞান, ২। পরতন্ত্রজ্ঞান, ৩। পরিনিষ্পন্নজ্ঞান।

পরিকল্পজ্ঞানকে ভ্রান্তিদর্শন বলা যাইতে পারে। জলে একটি সরলদণ্ড নিমজ্জিত হইলে নিমজ্জিতাংশ বক্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। অজ্ঞ লোকের পার্থিব জ্ঞান এই পর্য্যায়ভুক্ত। এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ তাহারা সংসার-মরীচিকার প্রতি ধাবিত হয়, অথবা জলে প্রতিফলিত চন্দ্রকেই সত্য ভাবিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তাহাদের এই ভ্রান্তি দূরীভূত হয়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, উক্ত দণ্ডটি বক্র নহে,

সরল, কেবল জলে নিমজ্জন-হেতু ইহার এক অংশ বক্র দেখাইতেছিল, আর উদক-চন্দ্রও প্রতিভাস-মাত্র; এইরূপ ব্যাবহারিক জ্ঞানকে পরতন্ত্রজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পারিপার্শ্বিক বস্তুসম্বন্ধীয় জাগতিক অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। এই অনিত্য জগৎকেই ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া থাকে। জগতের উৎপত্তির হেতু বা পরিণতি-সম্বন্ধে ধারণা করার প্রয়োজনীয়তা ইহা অনুভব করে না।

কিন্তু মানুষের মন যখন এই বস্তুজগৎ অবলম্বন করিয়া ইহার হেতু ও পরিণতি-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ধাবিত হয়, তখনই প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইয়া থাকে। যখন সে বুঝিতে পারে যে, এই বিভিন্ন অভিব্যক্তির মূলে এক পরম সত্য নিহিত আছে, এবং তাহা হইতেই বহু প্রতিভাসিত হইয়াছে, বাহ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও সকলেই এককারণ-সম্ভূত, এবং পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে পরমার্থ-সত্যের অনুভূতি জন্মে। ইহাই পরিনিষ্পন্ন জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-শাস্ত্রে পরতন্ত্র ও পরিকল্প জ্ঞানদ্বয়কে লোকসংবৃত্তি-সত্য, এবং পরিনিষ্পন্নজ্ঞানকে পরমার্থ-সত্য বলা হইয়াছে, যথা—

> দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
> লোকসংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥
> যে চানয়োর্ন জানন্তি বিভাগং সত্যয়োর্দ্বয়ঃ।
> তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীরবুদ্ধশাসনে॥

অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্ম্ম দুই সত্যের উপর স্থাপিত—লোকসংবৃত্তি-সত্য ও পরমার্থ-সত্য। যাহারা এই উভয়ের বিভিন্নতা জানে না, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মও অবগত নহে। তন্মধ্যে সংবৃত্তি-সত্য অবলম্বন করিয়াই পরমার্থ-সত্যে উপনীত হইতে হয়, নতুবা নির্বাণলাভ হয় না, যথা—

> ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দৃশ্যতে।
> পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে॥

সংবৃত্তি অর্থে সম্পূর্ণরূপে আবৃত, আর আকাশ অর্থে অনাবৃত। অতএব অজ্ঞানতার আবরণ ছিন্ন করিতে পারিলেই পরমার্থের সন্ধান লাভ করিয়া চিত্ত শূন্যতায় বা তথতায় লীন হইতে পারে। কিন্তু সংবৃত্তিবশতঃই চিত্ত জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণা করে, এবং তাহাতেই ইহার চঞ্চলতা

ও বিভ্রান্তির উদয় হয়। অতএব চঞ্চল চিত্তকেই সংযত করা বিধেয়। এইজন্য চর্য্যাগুলিতে চিত্ত, তজ্জাত বাসনা, এবং তাহার দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে, যথা—

১। চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।
অতএব—এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস। (চর্য্যা—১)

অর্থাৎ বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ কর।

২। মাররে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা গবণা ॥ (চর্য্যা—২১)

অর্থাৎ—মূষিকরূপ চঞ্চল চিত্তকে মার।

৩। চীঅ থির করি ধরহু নাহী।
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥ (চর্য্যা—৩৮)

অর্থাৎ—চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধর, কারণ অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না।

৪। চিঅ কণ্নহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে। (চর্য্যা—১৩)

অর্থাৎ—চিত্তকে শূন্যতায় আরোপ করিয়া মহাসুখ-সঙ্গমে যাইতে হয়।

৫। মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
* * * *
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ (চর্য্যা—৪৫)

অর্থাৎ—মন যেন একটি বৃক্ষ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা, আর বাসনাদি তাহার পাতা এবং ফল। এই তরুকে সমূলে বিনাশ কর।

৬। চিঅরাঅ সহাবে মুকল। (চর্য্যা—৩২)

অর্থাৎ—তথতা হইতে উৎপন্ন চিত্ত বিকল্পাদি পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্বাভাবিক মুক্ত স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

৭। চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসই ॥ (চর্য্যা—৩১)

অর্থাৎ—চন্দ্রের সহিত যেমন জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ চিত্তের সহিত তাহার বিকল্পাদিও নষ্ট হইয়া যায়।

৮। চিঅ তথতা সহাবে ষোহিঅ। (চর্য্যা—৪৬)

অর্থাৎ—তথতা-স্বভাবে চিত্তকে পরিশুদ্ধ কর।

৯। চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥ (চর্য্যা—৪২)

অর্থাৎ—চিত্ত সহজ-শূন্যতায় পূর্ণ হইলে আর মৃত্যুর ভয় থাকে না।

১০। চিঅরাঅ মই অহার কএলা। (চর্য্যা—৩৫)

অর্থাৎ—চিত্তরাজের ধ্বংসসাধনই পরমার্থ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভবের প্রকৃতপক্ষে কোনই অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অবিদ্যামোহাবিষ্ট আমাদের সংবৃত্তিবোধিচিত্তই ইহার কল্পনা করিয়া থাকে। এজন্য একটি চর্য্যার টীকাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "এষ সংবৃত্তিবোধিচিত্তো হি ভবঃ" (চর্য্যা—২০)। অন্যত্র—

দৃশ্যং ন বিদ্যতে চিত্তং চিত্তং দৃশ্যাৎ প্রমুচ্যতে।
দেহভোগপ্রতিষ্ঠানমালয়ং খ্যায়তে নৃণাম্॥ (লঙ্কাবতারসূত্র)

অর্থাৎ দৃশ্য নাই, কেবল চিত্তই আছে। অনুভূতির দ্বারা চিত্তই ভবরূপ দেহের সৃষ্টি করিয়া সুখদুঃখাদি উপভোগ করে। অতএব চিত্তেই ভবের অধিষ্ঠান বলিয়া চিত্তকে আলয় বলা হয়। আমাদের শুভাশুভ-ধারণাও চিত্তধর্ম্মমাত্র, যথা—

চিত্তং দ্বয়প্রভাসং রাগাদ্যাভাসমিষ্যতে তদ্বৎ।
শ্রদ্ধাদ্যাভাসং ন তদন্যো ধর্ম্মঃ ক্লিষ্টকুশলোঽস্তি॥

অর্থাৎ চিত্তের দুই প্রকার প্রতিভাস আছে—১। রাগাদি, ২। শ্রদ্ধাদি। ইহা হইতেই শুভাশুভ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

এই ভবই চিত্তজ বলিয়া ভবের মোহ অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ অনেক চর্য্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

১। ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
* * * *
ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ॥ ইত্যাদি (চর্য্যা—৫)

অর্থাৎ এই ভবনদী বেগে প্রবাহিত হইতেছে। মোহতরুকে বিদীর্ণ করিয়া ইহা অতিক্রম কর।

২। ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না। (চর্য্যা—৭)

অর্থাৎ পরমার্থের জ্ঞান হইলে বুঝা যায় যে, আমরা স্বভাবতঃ ভববিকল্প-পরিচ্ছেদক।

৩। মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥ (চর্য্যা—১২)

অর্থাৎ—প্রজ্ঞাদ্বারা চিত্তকে অবশ করিয়া আমি ভববল বা রূপাদি বিষয়-সমূহ জয় করিয়াছি।

৪। জা এথু চাহাম সো এথু নাহি। (চর্য্যা—২০)

অর্থাৎ—এই ভবে যে বিষয়সমূহ দেখিতেছি, তাহাদের প্রকৃতপক্ষে কোনই অস্তিত্ব নাই।

৫। ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতি।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥ (চর্য্যা—২১)

অর্থাৎ—এই ভবস্বরূপ চিত্ত স্বকায় বিদীর্ণ না করাতেই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়. অতএব চঞ্চল চিত্তকে নাশ কর।

৬। ভব-উলোলেঁ সব বি বোলিআ। (চর্য্যা—৩৮)

অর্থাৎ—বিষয়-তরঙ্গে সব পণ্ড হইয়া যায়।

৭। মারিল ভব-মত্তারে দহদিহে দিধলী বলী।
হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটিল ষবরালী॥ (চর্য্যা—৫০)

অর্থাৎ—ভব-মত্ততা দশদিক্ হইতে দগ্ধ করিয়া চিত্ত-শবর নির্বাণ প্রাপ্ত হইল।

অন্যত্র—বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী। (চর্য্যা—৪৫)

অর্থাৎ—মন-তরু শুভাশুভ ধারণা লইয়াই বর্দ্ধিত হয়।

যেহেতু পরমার্থতঃ ভবের কোনই অস্তিত্ব নাই, এবং ইহা শূন্যস্বভাব, আর নির্বাণও তথতা বা শূন্যতা, অতএব তত্ত্বদর্শিগণ ভব ও নির্বাণে বিভিন্নতা স্বীকার করেন না। এই জন্যই মাধ্যমিক শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

ন সংসারস্য চ নির্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।
ন নির্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্॥

এই ভবই সংসার, আর সংসার অর্থে পঞ্চস্কন্ধাত্মক দৃশ্যের উৎপত্তি ও লয়। যখন দৃশ্যমাত্রেরই অস্তিত্ব অর্থাৎ বর্ত্তমানতা নাই, তখন তাহার ভূত এবং ভবিষ্যতের কল্পনা করাও বৃথা। অর্থাৎ এই সংসারে কিছু জন্মেও না, মরেও না। আমাদের বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায় বা তথতার প্রতিভাস-মাত্র, আর এই চিত্তই দৃশ্যাদি-বিকল্পের স্রষ্টিকর্ত্তা। অতএব

এই সংসারে যে-কোন দৃশ্যের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি, পরমার্থতঃ তাহা সমস্তই ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার চিত্তের প্রশান্তিতে তাহা ঐ ধর্ম্মকায়েই লয়প্রাপ্ত হয়। ইহা সাগর-তরঙ্গের উত্থান ও পতনের ন্যায়। তরঙ্গে ও জলে যেমন কোন পার্থক্য নাই, ভব ও নির্বাণও সেইরূপ ভেদ-রহিত। প্রকৃতপক্ষে—

ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্বাণমিতি কথ্যতে।

অথাৎ—ভবের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই নির্বাণলাভ হয়। ভব এবং নির্বাণ পৃথক্ নহে। এই সকল তত্ত্ব নানাভাবে চর্য্যাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—

১। অপণে রচি রচি ভব-নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম-মরণ-ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম, মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো॥ ইত্যাদি (চর্য্যা—২২)

অন্যত্র—

২। ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥ (চর্য্যা—২৯)

৩। এবং—উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥ (ঐ)

অর্থাৎ—জলে প্রতিফলিত চন্দ্র যেমন সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, ভাবাভাবও সেইরূপ প্রতিভাস-মাত্র। সংবৃতচিত্তে দেখিলে ইহা আছে, আর পরমার্থ-বোধিচিত্তে বিচার করিলে কিছুই নাই।

৪। ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ। (চর্য্যা—৯)

অর্থাৎ—ভাবাভাব অণুমাত্রও অপরিশুদ্ধ নহে, কারণ ইহারা উভয়ই তথতার প্রতিভাস-মাত্র।

৫। জাই ণ আবয়ি রে ণ তংহি ভাবাভাব। (চর্য্যা—৪৩)

অর্থাৎ—এই জগতে যখন কিছু আসেও না, যায়ও না, তখন তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে ভাবাভাব নাই।

৬। ভণ কইসে কাহ্নু নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥ (চর্য্যা—৪২)

অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? কারণ তখন পঞ্চস্কন্ধাত্মক সসীম সত্তা অসীম পরমার্থ-জলধিতে (তথতায়) প্রবেশ করিয়া সারা বিশ্বে বিচরণ করিতে থাকে। অতএব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায় না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মহাযানীরা নির্বাণে উচ্ছেদবাদ পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পঞ্চস্কন্ধের বিনাশের পরেই যে নির্বাণলাভ হয় তাহা নহে, সংসারে বর্ত্তমান-থাকা-কালীনও নির্বাণলাভ হইতে পারে। এখানে নির্বাণ অর্থ বোধি। বুদ্ধদেব কঠোর সাধনা দ্বারা জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া দুঃখের মূল ধ্বংস করত সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। তখনই প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার চিত্ত-প্রদীপ নির্বাপিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে অসীম করুণার উদ্রেক হওয়াতে তিনি জগতের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। সাধকেরাও সেইরূপে চিত্ত জয় করিয়া এই সংসারে থাকিয়াই নির্বাণে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। চিত্ত-জয়েই যখন নির্বাণ, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই নির্বাণ আমাদের দেহের মধ্যেই রহিয়াছে, এজন্য দূরে যাইতে হয় না। চর্য্যাতেও রহিয়াছে—

নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী। (চর্য্যা—৫)

অন্যত্র—ণিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক। (চর্য্যা—৩২)

এবং—আচ্ছহুঁ চউখণ সংবোহী।

মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী ॥ (চর্য্যা—৪৪)

অর্থাৎ—ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানের বা ভবের প্রভাব রোধ করিতে পারিলেই বোধিলাভ হয়। অতএব এই সংসারই নির্বাণ। এইমতে নির্বাণ অর্থ সংসারসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাযান-মতে নির্বাণের বিশেষত্ব প্রধানতঃ দুইটি—১। জগতের তথা চিত্তের শূন্যতা, ২। করুণা। দুঃখ-নিরোধ-বাদ হইতে পরবর্ত্তী কালে ইহার সহিত মহাসুখের ধারণা যুক্ত হইয়াছে, আর এই মহাসুখকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া সহজপন্থীরা এক পৃথক্ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন। মহাযান-মতে এই সুখ তত্ত্ববিশেষ, যুক্তি দ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু সহজিয়ারা শুষ্ক যুক্তি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, তাঁহারা ইহার অনুভূতি, এবং সেই অনুভূতির স্বরূপ-সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন। মহাযান-মতে নির্বাণ অনির্বচনীয়,

কায়বাক্‌চিত্তের অতীত, আর সহজিয়ামতে নির্বাণজাত মহাসুখও তদ্বিধ, অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসগোচর। আমাদের কোন প্রকার অনুভূতির স্বরূপ নানা কৌশলে ব্যাখ্যা করিলেও তাহাতে অন্যের হৃদয়ে অনুরূপ অনুভূতির উদ্রেক হয় না, কারণ অনুভূতিমাত্রই প্রত্যেকের নিজস্ব বিজ্ঞানমাত্র। এই জন্য সহজধর্ম্মে সাধনার জন্য গুরুর উপদেশের ব্যবস্থা রহিয়াছে বটে, এমন কি গুরুর উপদেশ ভিন্ন সাধনমার্গে যে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না, ইহাও বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অনুভূতি জন্মাইতে গুরু বোবা, এবং শিষ্য কালা, যথা—

আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কহিব কীস॥
জে তঁই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥ (চর্য্যা—৪০)

অথচ সাধনমার্গে গুরুর উপদেশের ব্যবস্থা রহিয়াছে, যথা—

বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি। (চর্য্যা—৮)
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল। (চর্য্যা—১২)
সদ্‌গুরু-পাঅপসাএঁ জাইব পুণু জিণউরা। (চর্য্যা—১৪) ইত্যাদি।

গুরুর উপদেশে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু সহজানুভূতির স্বরূপ বুঝাইতে গুরু যেন কালার ন্যায় সঙ্কেতাদি দ্বারা বোবাকে বুঝাইয়া থাকেন, যথা—

ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥ (চর্য্যা—৪০)

কারণ যুক্তি দ্বারা এই অনুভূতির উদ্রেক করা যায় না, যথা—

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে না॥ (চর্য্যা—২৯)

তত্ত্বালোচনায় ইহা জানা যায় না, কারণ এই দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান কায়বাক্‌-চিত্তের অতীত। অন্যত্র—

ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায়॥ (চর্য্যা—৪০)
বাক্‌পথাতীত কাহি বখাণী। (চর্য্যা—৩৭)

এই জন্যই আর একটি চর্য্যাতে বলা হইয়াছে—

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ অলক্খলক্খণ ণ জাই। (চর্য্যা—১৫)

অর্থাৎ—মহাসুখের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা অনুভূতির অতীত, অতএব তাহা অলক্ষ্য।

অন্যত্র—

অলক্খলক্খণ-চিত্তা মহাসুখে
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ। (চর্য্যা—৩৪)

অর্থাৎ—এই মহাসুখের স্বরূপ চিত্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। এই জন্যই লুইপাদ বলিয়াছেন—

জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস ॥ (চর্য্যা—২৯)

অর্থাৎ—সহজানন্দে নিমগ্ন হইলে দিশাহারা হইতে হয়।

তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও এইরূপ একটা অবস্থা-সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। দুঃখের কারণ এই জগৎ। জগতের সহিত চিত্তের সংযোগ হয় ইন্দ্রিয়-দ্বারে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া চিত্তে সমাহিত করিতে পারিলে জগতের সহিত তাহাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তখন চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিধ দুঃখের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে। এই অবস্থায় আনন্দের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যতক্ষণ চিত্ত আছে, ততক্ষণই "আমি" আছি, অতএব "আমি আনন্দ উপভোগ করিতেছি" এই ধারণাও লোপ পায় না। যদি মহাসুখে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে লীন করা যায়, তাহা হইলেই সর্ববিধ অনুভূতি সুখসাগরে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। ইহাই সহজিয়াদের চরম প্রশান্তি।

সহজিয়ারা তাঁহাদের গুরুদিগকে বজ্রগুরু আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বজ্র অর্থে কঠোর শূন্যতা, যথা—

দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহ্যবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে ॥ (ক, ৮ পৃঃ)

ইহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত যাঁহারা তাঁহারাই বজ্রধর বা বজ্রগুরু। ইহা মহাযানীদের শূন্যতারূপী ধর্ম্মকায়েরই প্রকারভেদ মাত্র। পরবর্ত্তী কালে

বজ্রযানীরা মন্ত্র, তন্ত্র, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি অবলম্বনে বহু দেবদেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করাতে মহাযান-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন।

অনেক চর্য্যাপদে এবং তাহাদের টীকাতেও বজ্রগুরুর উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। (চর্য্যা—১৭)
বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ। (চর্য্যা—৩৫)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বজ্রধর গুরুকেই সহজিয়ারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বজ্রযানীদের ন্যায় তাঁহারা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, বরং ইহা দ্বারা যে পরমনির্বাণ লাভ হয় না, ইহাই তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, যথা—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণ-বখাণে।
অপইঠান-মহাসুহলীলেঁ দুলক্‌খ পরমনিবাণে॥ (চর্য্যা—৩৪)

অর্থাৎ—মন্ত্রে, তন্ত্রে এবং ধ্যানে কিছুই হয় না। মহাসুখে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে পরমনির্বাণ-লাভ হয় না।

অন্যত্র—সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ-দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥ (চর্য্যা—১)

অর্থাৎ—সকল প্রকার সমাধি দ্বারাও দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় না। সহজযানীদের সহিত বজ্রযানীদের এইখানেই পার্থক্য। তথাপি তাঁহারা যে বজ্রধর গুরুকে স্বীকার করেন, ইহার কারণ—

বাজূলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ। (চর্য্যা—৩৫)

অথাৎ—বজ্রগুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া লক্ষ্যের সন্ধান করিয়া লইবে। এই ভাবে জগতের অনিত্যতা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া চিত্ত জয় করত শূন্যতাসম্ভূত মহাসুখে লীন হওয়াই সহজযানীদের আদর্শ। তন্ত্রমন্ত্রাদি দ্বারা বজ্রশূন্যতাকে উপলব্ধি করার পক্ষপাতী ইঁহারা নহেন। ইহা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, বজ্রযানী-মত প্রচারিত হইবার পরে সহজযানের উদ্ভব হইয়াছিল।

সহজিয়ারা অদ্বৈতবাদী। বজ্রশূন্যতারূপ ধর্ম্মকায় বা তথতায় বোধিচিত্ত অধিষ্ঠিত হইলে যে, জগতের দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহারই ফল অপার করুণা এবং মহাসুখ।

অতএব অদ্বৈতজ্ঞান ভিন্ন মহাসুখে লীন হইতে পারা যায় না। এই জন্যই চর্য্যাতে বলা হইয়াছে—

অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ। (চর্য্যা—৫)

অর্থাৎ—অদ্বয় কুঠার দ্বারা নির্বাণকে দৃঢ় কর।

অন্যত্র—

অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ। (চর্য্যা—৪৯)

অর্থাৎ—অদ্বয় জ্ঞান ভিন্ন ক্লেশও ধ্বংস করা যায় না।

যে সকল বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই মূলগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবল তিব্বতীয় ও চৈনিক অনুবাদাদিতে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এইজন্য ঐ সকল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল যে বৌদ্ধশাস্ত্রেই এই সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা নহে, অনেক হিন্দুশাস্ত্রেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় তত্ত্বের আলোচনা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এখানে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

অশ্রাব্যাবাচ্যদুর্দ্দর্শ-তত্ত্বেনাজ্ঞাতমূর্ত্তিনা।
ভুবনানি বিড়ম্ব্যন্তে কেনচিদ্ভ্রমদায়িনা॥ (১।২৬।৩১)

অর্থাৎ—শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয়, বাগিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং অজ্ঞাতমূর্ত্তি এমন এক তত্ত্ব আপনিই আপনাকে আপনার ভ্রমদায়িনী মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন দেখাইতেছেন। যাহা তত্ত্ব, যাহা স্বরূপ, তাহা প্রচ্ছন্ন। তাহাতেই এই ভুবনরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে।

অস্ত্যনন্তবিলাসাত্মা সর্বগঃ সর্বসংশ্রয়ঃ।
চিদাকাশো'বিনাশাত্মা প্রদীপঃ সর্বজন্তুষু॥ (২।১০।১১)

অর্থাৎ—সমুদায় মায়িকপদার্থের (জগতের) আধার, সর্বগামী, সর্বান্তর্যামী, অবিনশ্বর, চিদাকাশরূপী এক অদ্বয় আত্মা আছেন। তিনিই বিদ্যমান জীবসমূহে আত্মা আখ্যায় প্রদীপের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

সগঙ্কল্পবিকল্পাদ্যৈঃ কৃতনানাক্রমভ্রমৈঃ।
জগত্তয়া স্ফুরত্যম্বুতরঙ্গাদিতয়া যথা॥ (২।১৯।২০)

অর্থাৎ—জল যেমন তরঙ্গাদিরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা-রূপ চৈতন্যবস্তু সঙ্কল্পবিকল্পাদির সমষ্টি দ্বারা জগৎ-রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থিরাদস্থিরাকারস্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ॥
তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রীর্বিততেয়ং বিতন্যতে॥ ৩।১।১৫-১৬

অর্থাৎ—সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের ন্যায় পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন প্রাদুর্ভূত হয়, তৎপর সেই মন স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার কল্পনা করে, এবং তাহা হইতেই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হইয়া থাকে।

স এবান্যতয়োদেতি যৎ পদার্থ-শতভ্রমৈঃ।
কটকাঙ্গদকেয়ূর-নূপুরৈরিব কাঞ্চনম্॥ ৩।৭।৭০

অর্থাৎ—একই চিদাত্মা শতসহস্র পদার্থের আকারে সমুদিত হইতেছেন. যেমন কাঞ্চন হইতে কটক, অঙ্গদ, কেয়ূর প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

অত্মৈবেদং জগৎ সর্বং কুতো দেহাদিকল্পনা।
ব্রহ্মৈবানন্দরূপং সৎ যৎ পশ্যসি তদেব চিৎ॥ ৩।৫৭।১৩

অর্থাৎ—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা। দেহাদির পৃথক্ কল্পনা বৃথা। যাহা দেখিতেছ, তাহা সমস্তই চিৎস্বরূপ।

ব্রহ্মার্ণবাৎ সমুদিতা লহরীবিলোলা-
শ্চিৎসম্বিদো হি মননাপরনামবত্যঃ। ৪।১১।৭৫

অর্থাৎ—মনন-নামধারী চিৎসম্বিদ্ ব্রহ্মরূপ অর্ণব হইতে বিলোলা লহরীর ন্যায় সমুদিত হইয়া প্রস্ফুরিত হয়।

দ্রষ্টব্য :—বৌদ্ধগণের ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে চিৎস্বরূপ এই পরমাত্মার পরিকল্পনা পৃথক্ নহে, কেবল নামভেদ-মাত্র। ধর্ম্মকায় হইতে বোধি-চিত্তের উৎপত্তির ন্যায় পরমাত্মা হইতে মনন-নামধারী চিৎ-সম্বিদের প্রস্ফুরণ একই তত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা-মাত্র। সংবৃত্তিবোধিচিত্তরূপ সবিকার মন হইতেই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হইয়া থাকে। দৃশ্যাদি সমস্তই চিৎস্বরূপ, অনিত্য বলিয়া শূন্য-গর্ভ, কিন্তু পরমাত্মা-সম্পর্কে তদভিন্ন।

এখন বোধিচিত্তের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইতেছে—

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥ ১।১৬।২৫

অর্থাৎ—চিত্তই দৃশ্য-দর্শনের হেত, চিত্ত থাকাতেই জগত্রয় আছে,

চিত্ত ক্ষয় হইলে জগৎ তিরোহিত হয়, অতএব চিত্তের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

যত্র তত্র স্থিতে যদ্বদ্দর্পণে প্রতিবিম্বতি।
অদ্র্যব্ধ্যুর্বী-নদী-বারি চিদাদর্শে তথৈব হি। ৩।১।৩০

অর্থাৎ—চিৎ-দর্পণ যেখানেই থাকুক, সেই স্থানেই তাহাতে শরীরাদি সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইবে।

ততস্তত্র পুনর্দ্দুঃখং জরা মরণজন্মনী।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গঃ স্থূলসূক্ষ্মচলাচলঃ॥ ৩।১।৩১

অর্থাৎ—সেইজন্য পুনঃপুনঃ দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগ, স্থির ও অস্থির বিভাগ, সে সকলের অভাব অর্থাৎ লয়, সমস্তই দৃষ্ট হইবে।

তস্মিন্নিরস্তনিঃশেষসঙ্কল্পাং স্থিতিমেষি চেৎ।
সর্বাত্মকং পদং তত্ত্বং ত্বং তদাপ্নোষ্যসংশয়ম্॥ ৩।১৭।১৩

অর্থাৎ—চিত্তস্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ করিয়া চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে সর্বাধার এবং সর্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করা যায়।

তেনেদং সর্বমাভোগি জগদিত্যাকুলং ততম্।
মন্যে তদ্ব্যতিরেকেণ পরমাত্মৈবাবশিষ্যতে॥ ৩।৯৭।৭

অর্থাৎ—যেহেতু মনই জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে, অতএব মনের অভাবে অদ্বয় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকে।

চিত্তমেব সকলভূতাড়ম্বরকারিণীমবিদ্যাং বিদ্ধি। ৩।১১৬।৮

অর্থাৎ—চিত্তই ভূতাড়ম্বরকারিণী অবিদ্যা।

পূর্বং প্রধ্বংসনান্যো'ন্যাভাবৈর্যদুপশাম্যতি।
ন শাম্যত্যেব তচ্চিত্তে শাম্যত্যেব তু দৃশ্যতে॥ ৪।২।১০

অর্থাৎ—জগৎ উপশম প্রাপ্ত হয় না, চিত্তই উপশম প্রাপ্ত হয়। জগৎ থাকে না, এই লৌকিক কথা চিত্তের উপশমমূলক।

দ্রষ্টব্য :—সংবৃত্তিবোধিচিত্তই অবিদ্যাবশে এই জগতের কল্পনা করে। চিত্ত লয়প্রাপ্ত হইলে দ্বৈতভাব লোপ পায়, এবং এক অদ্বয় তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত দর্পণ-স্বরূপ, তাহাতেই দৃশ্যাদি প্রতিবিম্বিত হয়।

এখন চিত্তোদ্ভব এই জগতের অনিত্যতা-সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

যচ্চেদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তৎসর্বমস্থিরং ব্রহ্মন্ স্বপ্নসঙ্গমসন্নিভম্॥ ১।২৮।১

অর্থাৎ—এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অস্থির বা অলীক।

যথেদমসদাভাতি বন্ধ্যাপুত্র ইবারবী। ৩।৪।৭৪

অর্থাৎ—জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক।

ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বুসন্নিভম্।
রূপন্তু ক্ষণসঙ্কল্পাদ্দ্বিতীয়েন্দুভ্রমোপমম্॥ ৩।৪।৩৯

অর্থাৎ—মন হইতে মৃগতৃষ্ণিকা-সলিলের ন্যায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার রূপ দ্বিচন্দ্রদর্শনের ন্যায় ভ্রান্ত।

নির্বাণ, তথতা ও শূন্যতা

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ। ১।৩।৬

অর্থাৎ—দৃশ্য নাই, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা মন হইতে দৃশ্যবস্তুর মার্জন, অর্থাৎ অস্তিত্ব পরিহার করিতে পারিলেই পরমা নির্বৃতি বা নির্বাণ-নামক মোক্ষ লাভ করা যায়।

নির্বাণং নাম পরমং সুখং যেন পুনর্জনঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে তজ্জ্ঞানাদেব লভ্যতে॥ ২।১০।২১

অর্থাৎ—যাহা দ্বারা নির্বাণ-নামধেয় পরমসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা পাইলে আর জন্মমরণ ভোগ করিতে হয় না, তাহা আত্মতত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন লভ্য নহে।

দ্রষ্টব্য :—এখানে নির্বাণে পরমসুখের কল্পনাও রহিয়াছে।

নাস্তি দৃশ্যং জগদ্দ্রষ্টা দৃশ্যাভাবাদ্বিলীনবৎ।
ভাতীতি ভাসনং যৎ স্যাৎ তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ॥ ৩।১০।৪০

অর্থাৎ—দৃশ্য কিছুই নাই, এবং দৃশ্যের অভাবহেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় যে বোধ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তদ্রূপ বা তথতা।

আশুন্তান্তঃকরণঃ শান্তবিকল্পঃ স্বরূপসারময়ঃ।
পরমশমামৃত-তৃপ্তস্তিষ্ঠতি বিদ্বান্নিরাবরণঃ।। ২।৩।৩৬

অর্থাৎ—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষেরাই প্রশান্তচিত্তে সর্বপ্রকার কল্পনা পরিহার-পূর্বক পরমা শান্তি অবলম্বন করিয়া অনাবরণে (আকাশে) অবস্থান করেন।

যেয়ং সংসারপদবী গম্ভীরা পাদকোটরা।
তাং তাং শূন্যাং বিকারাঢ্যাং বিদ্ধি রাম মহাটবীম্।।
বিচারালোকলভ্যেয়ং যদৈকেনৈব বস্তুনা।
পূর্ণা নান্যেন সংযুক্তা কেবলেব তদৈব সা।। ৩।৯৯।৩-৪

অর্থাৎ—এই সংসার অপার, ও অতি গভীর মহাটবী। পরমার্থ-দর্শনে ইহা শূন্য। যখন অন্য সম্বন্ধ থাকে না, যখন একাদ্বয় ব্রহ্মবস্তু নির্বিকার ও পূর্ণ থাকেন, তখন ইহা শূন্য হয়।

এইভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলির সন্ধান যোগবাশিষ্ঠে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চর্য্যাতে যে সকল বিশিষ্ট উক্তি রহিয়াছে, তাহারও প্রতিধ্বনি উক্ত রামায়ণে মিলিয়া থাকে, মনে হয় যেন একের আদর্শ অন্যের দ্বারা অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম চর্য্যাতে আছে—

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুঃখেতেঁ নিচিত মরিঅই।। (চর্য্যা—১)

অর্থাৎ—সমাধি দ্বারা কিছুই হয় না, কেবল সুখদুঃখ ভোগ করিয়া মরিতে হয়।

আর যোগবাশিষ্ঠে আছে—

ইদং প্রমার্জিতং দৃশ্যং ময়া চাত্রাহমাস্থিতঃ।
এতদেবাক্ষয়ং বীজং সমাধৌ সংসৃতিস্মৃতেঃ।।
সতি ত্বস্মিন্ কুতো দৃশ্যে নির্বিকল্পসমাধিতা।
সমাধৌ চেতনত্বস্ত তুর্য্যঞ্চাপ্যুপপদ্যতে।।
ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুধুপ্তান্ত ইবাখিলম্।
জগদ্দুঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্।। ৩।১।৩২-৩৪

অর্থাৎ—জ্ঞাননিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি দ্বারা দৃশ্যমার্জন হয়, ইহা মনে করিও না। কারণ এই সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না" এইরূপ বোধ-সংস্কার

বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য সমাধিভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণই পুনঃ সংসারের অক্ষয় বীজ, এবং সেই বীজ পুনঃপুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। নির্বিকল্প-সমাধিতেও দৃশ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় না। যেমন সুষুপ্তির অবসানে পূর্বতন জ্ঞানের উদয় হয়, তেমনি সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্বার পূর্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ-পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়।

এই চর্য্যাতেই দেহকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যথা—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

তু—সচ্ছায়ো দেহবৃক্ষোঽয়ং—ভুজশাখো মনস্কন্ধো—হস্তপাদসুপল্লবঃ ইত্যাদি ১।১৮।৫-৮

বিভিন্নতা এই যে এখানে ভুজদ্বয়কে শাখা বলা হইয়াছে, আর উক্ত চর্য্যার টীকাতে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ শাখা-রূপে কল্পিত হইয়াছে।

তৎপর—চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।

তু—নেহ চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্মো বহ্নের্দ্ধর্ম্মো যথোষ্ণতা॥ (ঐ, ৩।১১২।৫)

অর্থাৎ—চাঞ্চল্যবিহীন মন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় মনের চঞ্চলতাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। চিত্ত থাকিলেই তাহার চঞ্চলতা থাকিবে, এবং কালের বশীভূত হইতে হইবে, কিন্তু—

যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে॥ (ঐ, ৩।১১২।৮)

অর্থাৎ—চাঞ্চল্যবর্জিত মনকে মৃত বলা যায়, এবং তাহাই শাস্ত্রজ্ঞদিগের অনুমোদিত মোক্ষ। এই মোক্ষ লাভ না করা পর্য্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয় না, এবং কালের বশীভূত হইতে হয়। কারণ—

অস্যৈবাচরতো দীনৈর্ম্মুগ্ধৈর্ভূতমৃগব্রজৈঃ।
আখেটকং জর্জরিতে জগজ্জঙ্গলজালকে॥ (ঐ, ১।২৪।২)

অর্থাৎ—কাল এই জগৎরূপ অরণ্যে অজস্র অজ্ঞ জীবরূপ মৃগের প্রতি মৃগয়া করিতেছে। যাহাদের চিত্ত চঞ্চল তাহারাই মোহাবদ্ধ বলিয়া অজ্ঞ, অতএব তাহারাই কালের বশীভূত হয়।

এই চর্য্যাতে বাসনার বন্ধন পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে, যথা—
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ ইত্যাদি, কারণ—

শুদ্ধির্হি চিত্তস্য বিবাসনত্বম্। (ঐ, ৪।১৭।৩১)

অর্থাৎ—বাসনাশূন্যতাই চিত্তের শুদ্ধি।

চর্য্যা—৫

১। ভব-ণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।

অর্থাৎ—ভবনদী গহন এবং গম্ভীর ইত্যাদি।

তু°—"যেয়ং সংসারপদবী গম্ভীরা পাদকোটরা। (যোগবা, ৩।৯৯।৩)

এখানেও সংসারকে গহন এবং গভীর বলা হইয়াছে।

২। নিয়ড়ি বোহি, দূর মা জাহী।

অর্থাৎ—বোধি নিকটেই আছে, দূরে যাইও না।

তু—স্বানন্দাভাসরূপো'সৌ স্বদেহাদেব লভ্যতে। (ঐ, ৩।৬।৩)

অর্থাৎ—নিজের দেহেই পূর্ণানন্দের অনুভূতি লাভ করা যায়।

অন্যত্র—য এষ দেবঃ কথিতো নৈষ দূরে'বতিষ্ঠতে।
শরীরে সংস্থিতে নিত্যং চিন্মাত্রমিতি বিশ্রুতঃ॥ (ঐ, ৩।৭।২)

অর্থাৎ—জ্ঞাতব্য বিষয় দূরে অবস্থিত নহে, ইহা চৈতন্যরূপে সতত আমাদের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।

চর্য্যা—৬। এই চর্য্যাতে সাধক নিজেকে আরণ্যমৃগের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

তু°—বিক্রীতা ইব তিষ্ঠাম এতৈর্দৈবাদিভির্বয়ম্।
মুনে প্রপঞ্চরচনৈর্মুগ্ধা বনমৃগা ইব॥ (ঐ, ১।২৬।২)

অর্থাৎ—আমরা আরণ্যমৃগের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।

হরিণী কর্ত্তৃক হরিণকে আশ্বাস দেওয়ার কথাও বলা হইয়াছে, যথা—

—হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।

ত°—তপো বা দেবতা বাপি ভূত্বা স্বৈরং চিদন্যথা।
ফলং দদাত্যথ স্বৈরং নভঃফলনিপাতবৎ॥

স্বসম্বিদ্‌যতনাদন্যন্ন কিঞ্চিচ্চ কদাচন।
ফলং দদাতি তেনাশু যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ (ঐ, ৩।৪৫।১৯-২০)

অর্থাৎ—তপস্যা বল, আর দেবতা বল, কেহ কিছুই নহে। আপনার প্রযত্ন-প্রদীপ্ত চিৎশক্তিই সেই সেই তপস্যা বা দেবতা হইয়া ফল প্রদান করে। নিজ সম্বিতের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহ ফলদাতা নাই।

চর্য্যা—৯

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥

অর্থাৎ—মত্তহস্তীর ন্যায় বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণাচার্য্য মহানন্দে বিহার করিতেছেন।

তু°—সংসারাভিধবৃক্ষমাত্মনিগড়ং ছিত্ত্বা বিবেকাসিনা
মুক্তস্ত্বং বিহরেহ বারণপতিঃ স্তম্ভাদিবোন্মোচিতঃ। (ঐ, ৪।৩৯।৫১)

অর্থাৎ—বারণপতির স্তম্ভ-উন্মথনের ন্যায় তুমি সংসারবৃক্ষরূপ আত্মনিগড় হইতে মুক্ত হইয়া বিহার কর।

ছড়গই সঅল সহাবে সূধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥

তু°—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৃণাদি যদিদং জগৎ।
তৎ সর্বং সর্বদাত্মৈব নাবিদ্যা বিদ্যতে'নঘ ॥ (ঐ, ৩।১১৪।১৩)

অর্থাৎ—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ জগৎ সমস্তই আত্মা, অতএব পরমাত্মা-সম্পর্কে সমস্তই স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ।

অন্যত্র—বস্তুতস্ত ন জাতো'সি ন মৃতো'সি কদাচন।
শুদ্ধবিজ্ঞানরূপস্ত্বং শান্ত আত্মনি তিষ্ঠসি ॥ (ঐ, ৩।৪১।৫৪)

অর্থাৎ—বস্তুতঃ তুমি জাত বা মৃত হও নাই। তুমি চিরকালই কেবল শুদ্ধ ও শান্ত বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছ (অতএব ভাবাভাব অণুমাত্রও অশুদ্ধ নহে)।

পুমান্ মৃতোঽস্মি জাতোঽস্মি জীবামীতি কুদৃষ্টয়ঃ।
চেতসো বৃত্তয়ো ভান্তি চপলস্যাসদুত্থিতাঃ॥
ন কশ্চনেহ ম্রিয়তে জায়তে ন চ কশ্চন। (ঐ, ৩।১১১।২৫-২৬)

অর্থাৎ—আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীবিত এ সকল কুকল্পনা। বস্তুতঃ কেহই জাত অথবা মৃত হয় না।

এইরূপ একটি উক্তিই ৪২ সংখ্যক চর্য্যায় রহিয়াছে, যথা—

ভব জাই ণ আবই এস্থু কোই।

অর্থাৎ—এই পৃথিবীতে কিছু আসেও না, এবং এখান হইতে কিছু যায়ও না। ২৯ সংখ্যক চর্য্যাতেও এই জাতীয় উক্তি রহিয়াছে।

তু°—ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্ত্রয়ে।
ন চ ভাববিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে॥ (ঐ, ৩।১১৪।১৫)

অর্থাৎ—এই ত্রিজগতে কোন কিছু জন্মেও না, মরেও না। যাহা জন্মে ও মরে তাহার সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহা কেবল মায়িক প্রতিভাস মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই তত্ত্বের উপরেই প্রধানতঃ বৌদ্ধগণের শূন্যবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চর্য্যা—১০

নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।

অর্থাৎ—ডোম্বী দেহের বাহিরে অবস্থান করে।

তু°—অশ্রাব্যাবাচ্যদুর্দর্শতত্ত্বেনাজ্ঞাতমূর্ত্তিনা।
ভুবনানি বিড়ম্ব্যন্তে কেনচিদ্ভ্রমদায়িনা॥ (ঐ, ১।২৬।৩১)

অর্থাৎ—শ্রবণের অবিষয়, বাক্যের অপ্রাপ্য, দর্শনের অগোচর অজ্ঞাত-মূর্ত্তি এক তত্ত্ব এই ভ্রমদায়িনী বিশ্বভুবন দেখাইতেছে। এই তত্ত্বই ডোম্বী, যেহেতু ইহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া অস্পৃশ্যা, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া দেহের বাহিরেই অবস্থান করে।

এক সো পদুমা চৌষট্‌ঠি পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

অর্থাৎ—কৃষ্ণাচার্য্য যেন ডোম্বীর সহিত এক পদ্মের উপরে উঠিয়া নাচিতেছেন।

তু°—কদাচিল্লীলয়া লোলং বিমানমধিরোহতি।
অনাহতগতিঃ কান্তং বিহর্ত্তুমমলং মনঃ ।।
তত্রস্থো লোকসুন্দর্য্যা সততং শীতলাঙ্গয়া।
রমতে রাময়া মৈত্র্যা নিত্যং হৃদয়সংস্থিতঃ ।। (ঐ, ৪।২৩।৩৫-৩৬)

অর্থাৎ—যাঁহারা বিদিতাত্মা তাঁহারা মনের সহিত লীলা সহকারে বিমানতুল্য হৃৎপুণ্ডরীকে অধিরোহণ করত লীলা বা বিলাস করিতে থাকেন। কখনও সর্বলোকসুন্দরী ও অতি-শীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপা পরমা প্রিয়ার সহিত বিহার করেন।

চর্য্যা—১৮

কাজণ কারণ সসহর টালিউ।
*　　*　　*

অর্থাৎ—কার্য্যকারণাত্মক সংবৃত্তিবোধিচিত্ত নষ্ট কর।

তু°—কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব কারণৈঃ সহকারিভিঃ।
কার্য্যকারণয়োরৈক্যাত্তদভাবান্ শাম্যতি ।।
*　　*　　*
কার্য্যকারণতা তেন স শব্দো ন চ বাস্তবঃ ।। (ঐ, ৩।২১।২২-২৩)

অর্থাৎ—অবিচারময়ী মায়া তিরোহিত হইলে কার্য্যকারণাদি সমস্তই এক হইয়া যায়। কার্য্যকারণ নামে মাত্র আছে, বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্ব নাই।

অন্যত্র—দুর্বুদ্ধিভিঃ কারণকার্য্যভাবম্।
সঙ্কল্পিতং দূরতরে ব্যুদস্য ।। (ঐ, ৪।১।৩৬)

অর্থাৎ—অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা জগতের মিথ্যা কার্য্যকারণ-ভাব দূরে পরিত্যাগ করিবে।

এবং—কার্য্যকারণতা হ্যত্র ন কিঞ্চিদুপপদ্যতে।
যাদৃগেব পরং ব্রহ্ম তাদৃগেব জগত্রয়ম্ ।। (ঐ, ৩।৩।২৮)

অর্থাৎ—কার্য্যকারণ-সম্পর্কে এখানে কিছুই জন্মে না। যেমন পরমব্রহ্ম, তেমনি এই জগত্রয়, ইহাদের পার্থক্য নাই। এই জন্যই বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, নির্বাণে ও সংসারে কোনই পাথক্য নাই। চর্য্যাতেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে, যথা—

চর্য্যা—২২

অপণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥ (চর্য্যা—২২)

অর্থাৎ—ভবনির্ব্বাণের পার্থক্য রচনা করিয়া লোকেরা অযথা আপনাদিগকে আবদ্ধ করে।

অতএব বলা হইয়া থাকে—

জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ (চর্য্যা—২২)

তু —কথং স্যাদাদিতা জন্মকর্ম্মণাং দৈবপুংস্ত্বয়োঃ।
ইত্যাদি সংশয়গণঃ শাম্যত্যহ্নি যথা তমঃ ॥ (ঐ, ২।১৮।১৬)

অর্থাৎ—যেমন দিবসাগমে অন্ধকার দূরে পলায়ন করে তেমনি বিবেকাগমে "আগে জন্ম, কি আগে কর্ম্ম" এইরূপ সংশয় তিরোহিত হয়।

চর্য্যা—৩৪। রাআ রাআ রাআ রে ইত্যাদি। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আত্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যার জন্য এই উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে:—বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণের অরুন্ধতী নামে পত্নী ছিলেন। একদা কোন রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণের রাজা হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে তিনি পদ্ম নামে ভূপতি, এবং অরুন্ধতী লীলা নামে তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ জলকেলি, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি দ্বারা পরস্পরকে প্রসন্ন করিতেন। লীলা ভাবিলেন—"আমার স্বামী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, কিন্তু তিনি চিরজীবী নহেন। তাঁহার অভাবে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, অতএব ইহার প্রতীকার করা উচিত।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জ্ঞপ্তি দেবীর (জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর) উপাসনা করিয়া এই বর লাভ করিলেন যে, মৃত্যুর পরে তাঁহার স্বামীর আত্মা যেন তাঁহার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত না হয়। যথাসময়ে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি জ্ঞপ্তি দেবীর নির্দ্দেশ-অনুযায়ী দেবীর নিকটে প্রার্থনা করিলেন—"আমার ভর্ত্তা এক্ষণে কোথায় কিভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" দেবী বলিলেন—"তুমি চিত্তস্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ

করিয়া যদি চিদাকাশে স্থিতিলাভ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার স্বামীর তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।" তদনুযায়ী লীলা মধ্যরাত্রে নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী রাজধানীর পুরীর মধ্যে রাজগণ-সমাবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মন্ত্রী, সৈন্য, দূত প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ আছে, কেবল তিনি প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ষোড়শবর্ষীয় হইয়া রাজত্ব করিতেছেন। এইভাবে স্বীয় বাসনাগারে পূর্ব্বসদৃশ নগরবাসিগণকে অবলোকন করিয়া লীলা বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—"আমার স্বামীর ন্যায় নগরবাসিগণ কি সকলেই মরিয়াছে?" তৎপর সমাধিভঙ্গের পরে তিনি সেই রাত্রেই সকলকে জাগরিত করিয়া দেখিলেন যে, তাহারা মরে নাই, পূর্ব্ববৎ জীবিত আছে। তখন তিনি ভাবিলেন—"এই যে অন্তরে ও বাহিরে আমি উভয় সৃষ্টি একই প্রকার দেখিলাম, ইহা কিরূপে হইল?" তখন জ্ঞপ্তি দেবী আবির্ভূতা হইয়া লীলাকে বলিলেন—"চিদাকাশে বাহ্যে ও অন্তরে ত্রিজগৎ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে বলিয়া তুমি ঐরূপ দেখিয়াছ। সকল সৃষ্টিই স্বপ্নতুল্য এবং প্রাতিভাসিক, সমস্তই জীবের স্বরূপে কল্পিতাকারে অবস্থিতি করে। পূর্ব্ব ভ্রম হইতে বর্ত্তমান ভ্রম, এবং ইহা হইতে ভবিষ্যৎ ভ্রমের উদ্ভব হয়। এই সৃষ্টি সংস্কারজনিত ভ্রান্তির বিলাস-মাত্র। এই ভ্রান্তিই লোকের বন্ধন বা মোহ।" এই পদ্ম-নৃপতিই পুনরায় রাজা বিদূরথ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক ছায়া-লীলা তাঁহার পত্নী হইয়াছিল। (ঐ, উৎপত্তি-প্রকরণ, ১৫শ হইতে ২০শ সর্গ)। ৩৪-সংখ্যক চর্য্যাতে "রাআ"-শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা একাধিক রাজা, এবং তাঁহাদের মোহাবদ্ধ অবস্থার উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে, যোগবাশিষ্ঠের উক্ত উপাখ্যানটিই চর্য্যাতে লক্ষিত হইয়াছে। ২-সংখ্যক চর্য্যাতে "বিআতী" শব্দে এই জ্ঞপ্তি দেবী বা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীকেই অবধূতীরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। (ডাঃ বাগচীর সংস্করণ, ৩–৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিব্বতীয় অনুবাদে "কু—বিজ্ঞপ্তি" স্থানে বি (বিশিষ্ট) জ্ঞপ্তি (বা জ্ঞান) হইবে। অনুবাদক বি-উপসর্গের কদর্থ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

চর্য্যা—৪১

আইএ অণুঅনাএ জগ রে ভাংতিএ সো পড়িহাই, ইত্যাদি

অর্থাৎ—এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ভ্রান্তিতেই ইহা জগৎ-রূপে প্রতিভাত হয়। মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, বন্ধ্যাপুত্র, রজ্জুতে সর্পভ্রম, বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ এবং আকাশ-কুসুমের ন্যায় ইহা অলীক।

তু°—ন হি দৃশ্যাদৃতে কিঞ্চিন্মনসো রূপমস্তি হি।
দৃশ্যঞ্চোৎপন্নমেবৈতন্নেতি বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ॥ (যো. বা., ৩।৪।৪৭)

অর্থাৎ—দৃশ্য ব্যতিরেকে মনের অন্য কোন প্রকার রূপ নাই, এবং দৃশ্যও বাস্তবিক পক্ষে উৎপন্ন হয় নাই।

অন্যত্র—ইদমাদাবনুৎপন্নং সর্গাদৌ তেন নাস্ত্যলম্।
ইদং হি মনসো ভাতি স্বপ্নাদৌ পত্তনং যথা॥ (ঐ, ৩।৪।৭৫)

অর্থাৎ—এই বিশ্ব আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ, স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ।

তস্মাদ্রাম জগন্নাসীন্ন চাস্তি ন ভবিষ্যতি।
চেতনাকাশমেবাশু কচতীর্থমিবাত্মনি॥ (ঐ, ৪।২।৮)

অর্থাৎ—জগৎ হয় নাই, হইবেও না, এবং বর্ত্তমানেও নাই। কেবল চেতনাকাশই ইদানীং জগৎ-রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে।

মনসা তন্যতে সর্বমসদেবেদমাততম্।
যথা সঙ্কল্পনগরং যথা গন্ধর্বপত্তনম্॥
আধিভৌতিকতা নাস্তি রজ্জ্বামিব ভুজঙ্গতা। (ঐ, ৩।৩।৩০-৩১)

অর্থাৎ—যেমন মনে নগরের সৃষ্টি, এবং গন্ধর্বপুর প্রভৃতি অলীক বিষয়ের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। রজ্জুতে সর্পত্বের ন্যায় বাস্তবিক আধিভৌতিকতা তাহাতে নাই।

ইদমস্মাৎ সমুৎপন্নং মৃগতৃষ্ণাম্বুসন্নিভম্।
রূপস্থ ক্ষণসঙ্কল্পাদ্দ্বিতীয়েন্দুভ্রমোপমম্॥ (ঐ, ৩।৪।৩৯)

অর্থাৎ—এই জগৎ মৃগতৃষ্ণিকা-সলিলের ন্যায় অলীক, এবং দ্বিচন্দ্র-দর্শনের ন্যায় ভ্রান্তি-মাত্র।

এবং—তৈলাদি সিকতাস্বিব। (ঐ, ৩।১১।১৩)

অর্থাৎ—ইহা বালুকার মধ্যে তৈলের অস্তিত্বের ন্যায় অলীক।

বন্ধ্যাকন্যেব দৃষ্টেহ ন কদাচন কেনচিৎ। (যো. বা., ৪।২।৩)

অর্থাৎ—জগতের উৎপত্তি বন্ধ্যানারীর কন্যার অনুরূপ।

অবয়বাবয়বিতা শব্দার্থৌ শশশৃঙ্গবৎ। (ঐ, ৩।১৪।৭৭)

অর্থাৎ—অবয়ব অবয়বী, শব্দ ও অর্থ সমস্তই শশশৃঙ্গবৎ অলীক।

চর্য্যা—৪২

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না ॥
ভণ কইসে কাহ্নু নাহিঁ।
ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর ॥ ইত্যাদি

তু—রামো'স্য মনসো রূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্যজড়াকৃতেঃ ॥ (ঐ, ৩।৪।৩৭)

অর্থাৎ—মনের কোন রূপ নাই। যেমন আকাশের কোন রূপ নাই অথচ নাম আছে, মনও সেইরূপ শূন্যাকার ও জড়। ইহাই মনের সহজ-শূন্যতা।

এবং তু—অবিনাশো'পি কস্মাত্ত্বং বিনশ্যামাতি শোচসি।
অমৃত্যুবশগতো স্বচেছ্ বিনাশঃ ক ইবাত্মনি ॥ (ঐ, ৩।১২২।২০)

অর্থাৎ—তুমি যখন অবিনাশী, তখন তুমি কেন বিনশ্বর দেহের জন্য বৃথা শোক করিবে? অমরস্বভাব আত্মার আবার বিনাশ কি?

অখণ্ডৈকচিতিরূপস্য দেহে খণ্ডনমাগতে।
অসম্যগ্‌দর্শিনো'প্যস্তি ন নাশঃ কিমু সন্মতেঃ ॥ (ঐ, ৩।১২২।৪১)

অর্থাৎ—দেহের খণ্ডনে অখণ্ডৈকরস চৈতন্যস্বভাব তোমার কি ক্ষতি হইবে? যাহারা অজ্ঞান তাহাদেরই আত্মনাশ-ভ্রান্তি জন্মে, যাহারা জ্ঞানী তাহাদের এই ভ্রম থাকে না।

স্বাস্পদাত্মানমেবাসৌ বিনষ্টাদ্দেহপঞ্জরাৎ।
অভ্যাস্তাং বাসনাং যাতঃ ষট্‌পদঃ স্বমিবাম্বুজাৎ ॥ (ঐ, ৩।১২২।৪৬)

অর্থাৎ—যেমন ভ্রমর পঙ্কজ হইতে আকাশে গমন করে, তদ্রূপ জীবেরাও দেহ-বিনাশে আপনার আস্পদ পরমাত্মায় গমন করিয়া থাকে (অর্থাৎ মহাসমদ্রে মিশিয়া ত্রৈলোক্যে বিচরণ করে)।

অতএব—নষ্টে কিং নাম নষ্টং স্যাৎ রাম কেনানুশোচসি। (যো. বা., ৩।১২২।৪৭)

অর্থাৎ—উপাধি-নাশে কিছুই নষ্ট হয় না, অতএব এইজন্য শোক করা উচিত নয়।

> অসন্ময়ং সদিব পুরো বিলক্ষ্যতে
> পুনর্ভবত্যথ পরিলীয়তে পুনঃ।
> স্বয়ং মনশ্চিতিচিতসংস্ফুরদ্বপু-
> র্মহার্ণবে জলবলয়াবলী যথা॥ (ঐ, ৩।১২২।৫৮)

অর্থাৎ—অসৎ মনঃ জগৎ-রূপে প্রস্ফুরিত হইয়া পুরোভাগে লক্ষিত হয়। এই মনই পরমাত্মমহার্ণবে বীচিমালার ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয় (অতএব ভগ্ন তরঙ্গে সাগর শুষ্ক হয় না)।

দ্রষ্টব্য :—এই একটি অধ্যায়ের ভাব লইয়া সমগ্র চর্য্যাটি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

চর্য্যা—৪৫—

> মণ-তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
> আসা বহল পাত ফলবাহা॥
> বরগুরু-বঅণ কুঠারেঁ ছিজঅ।
> কাহ্ন ভণই তরু পুন ন উইজঅ॥
> বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী।
> ছেবই বিদুজন গুরু পরিমানী॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ—মন তরুর ন্যায়, পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার শাখা, বাসনা তাহার ফল এবং পাতা-স্বরূপ। গুরুর উপদেশে তাহা ছেদন কর, যেন পুনরায় ইহা বর্দ্ধিত না হইতে পারে। এই তরু শুভাশুভ জলে বর্দ্ধিত হয়। ইত্যাদি।

তু'—ইতি বহুকল্পনা-বিবর্দ্ধিতাঙ্গং
> জয়তি চিরং বিততং মনোমহাদ্রুম্।
> শমমুপগমিতে পরস্বভাবে
> পরমমুপৈষ্যসি পাবনং পদং যৎ॥ (ঐ, ৩।১০৯।৩১)

অর্থাৎ—বহু কল্পনা (বাসনা) দ্বারা বিবর্দ্ধিতাঙ্গ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন তরুর ন্যায় মন বিচার দ্বারা জয় করিয়া পরমস্বভাবে বাসনাশান্তি-রূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে তমি বহ্মপদ পাইবে।

কর্ম্মবীজং মনঃস্পন্দঃ কথ্যতে'থানুভূয়তে।
ক্রিয়াস্তু বিবিধাস্তস্য শাখাশ্চিত্রফলান্তরোঃ॥ (যো. বা., ৩।৯৬।১১)

অর্থাৎ—বাসনা যেন বৃক্ষ, কর্ম্ম তাহার বীজ, মনঃস্পন্দ শরীর, ক্রিয়া তাহার শাখা, এবং শাখাসকল বিচিত্র ফলবিশিষ্ট।

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা শুভাশুভম্।
অন্তর্হর্ষং বিষাদঞ্চ সমনস্কো হি বিন্দতি॥ (ঐ, ৩।৯৬।৫৮)

অর্থাৎ—সমনস্ক জীবেরাই শুভাশুভ বিষয় শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন ইত্যাদি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করে।

মনোনাম্নি পরিক্ষীণে কর্ম্মণ্যাহিতসম্ভ্রমে।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে জন্তুঃ পুনর্নাম ন জায়তে॥ (ঐ, ৩।৯৭।১১)

অর্থাৎ—কর্ম্মানুরক্ত মন জ্ঞানের দ্বারা বিশীর্ণ হইলে মুক্তি লাভ করে, পুনর্বার প্রজাত হয় না।

সর্বং সর্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।
অসঙ্কল্পনশস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তং গতং যদা॥ (ঐ, ৩।১১১।১৫)

অর্থাৎ—যখন চিত্ত সঙ্কল্পপরিত্যাগরূপ অস্ত্রে ছিন্ন হয়, তখনই শান্ত ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়।

চর্য্যা—৪৭

ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
নউ খর জালা ধুম ন দিসই।

অর্থাৎ—ডোম্বীর ঘরে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু এই আগুনের দাহ-জ্বালা নাই। টীকাতে অগ্নি-অর্থে—"মহাসুখরাগদাহযুক্তো হ্যগ্নিঃ।"

তু°—তৎসম্বিত্ত্যা বহ্নিসত্তা তেন ত্যক্তানলাকৃতিঃ।
সর্বগো'প্যদহত্যেব স জগদ্ব্যাপাবকঃ॥ (৩।৮০।২৬)

অর্থাৎ—সম্বিৎই প্রসিদ্ধ বহ্নির অস্তিত্বসাধক। ইহা সর্বব্যাপী অথচ অদাহক।

দাঢ়ই হরিহর বাহ্ম ভড়া।
ফীটা হই ণবগুণ শাসন পড়া॥

'—ব্রহ্মার্কবিষ্ণুহরশ্চ সদাশিবাদি
শান্তো শিবং পরমে তদিহৈকমাস্তে।
সর্বোপাধিবিলয়বশাদবিকল্পরূপং
চৈতন্যমাত্রময়মুজ্‌ঝিতবিশ্বসঙ্গম্‌ ॥ (৩।১০।৫৪)

অর্থাৎ—ব্রহ্মা, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও সদাশিবাদি দেবগণ লয়প্রাপ্ত হইলে একমাত্র সেই পরম-শিবই অবস্থান করেন। তৎকালে ইঁহার কোন উপাধিই থাকে না বলিয়া নির্বিকল্প-স্বরূপ হন, তখন ইনিই বিশ্ব-সংজ্ঞা পরিত্যাগ করত চৈতন্যময় ব্রহ্ম হন। চর্য্যাকারও এখন এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ইহাই বক্তব্য। টীকার তান্ত্রিক ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। এখন নবগুণ শাসনের আর কোন মূল্য নাই, কারণ—

ন চ তর্কভরশ্বোদৈর্ন তীর্থনিয়মাদিভিঃ।
সতো দৃশ্যস্য জগতো যস্যাদেতি বিচারকাঃ ॥ (৩।১।২৫)

অর্থাৎ—(সম্বিৎ ব্যতীত) তর্কের আতিশয্যে, তীর্থসেবায়, ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে এই সত্যবৎ প্রতীয়মান দৃশ্য জগৎকে তুচ্ছ করা যায় না। যিনি মনকে আত্মবিচারে নিযুক্ত করেন, তিনি জগৎকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান।

চর্য্যা—৪৯

এই চর্য্যার একটি প্রধান উক্তি এই যে, ইহাতে নিজের গৃহিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে (টীকা দ্রষ্টব্য)। যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। লবণ নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তাঁহার সভায় এক ঐন্দ্র-জালিক আসিয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে এক গুচ্ছ ময়ূরপুচ্ছ ঘুরাইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন যে, সেই সময়ে এক অশ্বপাল একটি তেজস্বী অশ্ব লইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিল। সেই অশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন—"আমি দেখিলাম যেন আমি ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া এক গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। সেখানে এক চণ্ডাল-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। তাহাকে বিবাহ করিয়া আমি চণ্ডালের ন্যায় চণ্ডালজনপদে বাস করিতে লাগিলাম।

আমার অনেকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পরে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় আমি সপরিবারে অন্যত্র চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আমার ছোট পুত্রটি ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার মাংস খাইতে চাহিলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া আমি যেই আত্মাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, অমনি আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে।" এই আখ্যায়িকায় সংসারই অরণ্য, আর মন অশ্ব। রাজার নিকট হইতে এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া সভ্যগণ বলিয়াছিলেন—"সংসারস্থিতি এইরূপই, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত কোন দৈবী সংঘটিত হইয়াছিল—যাহাতে মনের বিলাসই যে সংসার, ইহা প্রতীতি হয়।" (ঐ, ৩।১০৪—৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আর এই জ্ঞান জন্মিলেই দ্বৈতজ্ঞানের নিরসন হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া নিজের গৃহিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে। মনে হয় যেন উভয় স্থানেই একই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।

চর্য্যা—৫০

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী।

ইহার টীকায় শূন্য, অতিশূন্য, এবং মহাশূন্যের কল্পনা করা হইয়াছে, আর প্রভাস্বর-শূন্যরূপ হৃদয়-কুঠারে তাহা ছেদনের কথা বলা হইয়াছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণেও এইরূপ ত্রিবিধ শূন্যের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়, যথা—

চিত্তাকাশং চিদাকাশমহাকাশং তৃতীয়কম্।
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং বরাননে॥ (৩।১৭।১০)

অর্থাৎ—আকাশ ত্রিবিধ—চিত্তাকাশ, মহাকাশ এবং চিদাকাশ। তন্মধ্যে চিত্তাকাশ বাসনাময়, ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ আকাশ মহাকাশ, আর চিদাকাশ সর্বব্যাপী মহান্ চৈতন্য, এবং অন্য দুই আকাশ অপেক্ষা এই জন্যই ইহাকে শূন্যতর বলিয়া জানিবে।

প্রভাস্বর-শূন্যতারূপ হৃদয়-কুঠারেরও পরিকল্পনা রহিয়াছে, যথা—

তস্মিন্নিরস্তনিঃশেষসঙ্কল্পো স্থিতিমেষি চেৎ।
সর্বাত্মকং পদং তত্ত্বং ত্বং তদাপ্নোষ্যসংশয়ম্॥ (৩।১৭।১১)

অর্থাৎ—চিত্তস্থ সমুদায় কল্পনার নিরোধ করিয়া চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে সর্বাধার সর্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করিতে পারা

যায়। আর তাহা হইলেই "ভবমত্ততা" তিরোহিত হয়, যথা—

অত্যন্তাভাবসম্পত্ত্যা জগতশ্চৈতদাপ্যতে। (৩।১২।১৪)

অর্থাৎ—এই তত্ত্ব-লাভ দ্বারাই জগতের দ্বৈতজ্ঞান নিবারিত হয়।

এইভাবে একমাত্র যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অবলম্বন করিয়া চর্য্যায় বিবৃত যাবতীয় তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (Yoga-Vāsiṣṭha and its Philosophy, by B. L. Atreya, p. 38), তাহা হইলে ইহার কয়েক শতাব্দী পরে চর্য্যাগুলি রচিত হইয়াছিল। অতএব চর্য্যার মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠকেও আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই চর্য্যাতত্ত্ব হিন্দু কি বৌদ্ধ তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ রূপ, প্রেম ও আনন্দের সাধনা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ সহজিয়া-ধর্ম্মের মূল তত্ত্বও অরূপ বা শূন্যতা, করুণা বা প্রেম, এবং মহাসুখ বা আনন্দ। এই হিসাবে উভয় ধর্ম্মের তত্ত্বগত ঐক্য রহিয়াছে। সীমাবিশিষ্ট রূপই সাধনার বলে আত্যন্তিক অভিব্যক্তিতে অরূপে পরিণত হয়। দৃশ্যের দেহে রূপের অভিব্যক্তি আছে বলিয়াই আমরা দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা ভালবাসি সেই অভিব্যক্ত রূপকে, আর দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণ আসে ইহা সেই রূপের আশ্রয়স্থল বলিয়া। এইজন্য দেহে রূপকে স্থায়ী করিবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার অভাব নাই। কিন্তু এই মাটির দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে। এই জন্য যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত রূপের সন্ধান করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, রূপ এক স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু ইহা প্রতি দৃশ্যে বিভিন্ন প্রকারে পরিস্ফুট হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদন করিতেছে, তখন রূপের সীমারেখা অসীমে মিশিয়া যায়। ইহাই অরূপ বা শূন্যতা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হয় অপরিসীম করুণা (প্রেম) এবং মহাসুখ (আনন্দ)। কারণ শাশ্বত রূপের সন্ধান যে পাইয়াছে, সে সমগ্র জগৎকেই তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সর্বাধারে মমতাযুক্ত হয়, আর মহাসুখে কালাতিপাত করে। এই হিসাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্ম্মে তত্ত্বগত কোন

পার্থক্য নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ জগৎকে অস্বীকার করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবগণ জগৎকেই স্বীকার করিয়া সসীমের মাঝে অসীমের সন্ধান করিয়াছেন। ইহা কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যমাত্র।

সমন্বয়[১]

অনেকের ধারণা এই যে, চর্য্যাগুলিতে বিশেষরূপে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানতঃ দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ কোন কোন চর্য্যাতে যে তন্ত্র ও যোগ-সম্বন্ধীয় আলোচনা রহিয়াছে ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ সাধনার উদ্দেশ্য লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সাধারণ লোকে হয়ত বলিবে যে, দেবতার পরিতুষ্টি-সাধনই সাধনার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই দেশে দেবতাপূজার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে তাহাতে লোকের মনে এইরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও সাধকগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন যে, সাধনার উদ্দেশ্য বাহিরের কোন দেবতার পরিতুষ্টি-সাধন নহে, কিন্তু আত্মোপলব্ধি। নিজেকে জান, ইহাই সকল সাধনার মূলতত্ত্ব। গীতাতেও আছে—জীবাত্মা আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে, অন্যে নহে (গীতা, ৬।৫)। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"আমাকে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা" ইত্যাদি। অতএব এই আত্মজ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহাই সাধনা। শাস্ত্রকারগণ ইহার নানাপ্রকার পদ্ধতি বা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, যথা—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি। তান্ত্রিক সাধনাও এই আত্মোপলব্ধির একটি উপায় মাত্র।

নিজেকে জানা অর্থে নিজের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করা। আমি কি, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে আমার শরীর, মন, প্রাণ ইত্যাদি বিষয় স্বভাবতঃ আমার মনে উদিত হয়, কারণ আমি ইহাদের সমবায়েই

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সংস্কৃত-অধ্যাপক ৺প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

গঠিত হইয়াছি। অতএব আমাকে জানার অর্থ আমার দেহের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, আমাদের এই দেহটি পঞ্চভূতে গঠিত হইয়াছে, আর ইহাতে আছে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, এবং অস্থিমাংসসহ বিবিধ নাড়ী, ধমনী ইত্যাদি। কিন্তু সাধকেরা এই স্থূলদেহ লইয়া বিব্রত থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম শরীর-তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেহমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ী, এবং বিবিধ চক্রের সংস্থান রহিয়াছে। এই সকল চক্রে শক্তিরূপিণী দেবীগণ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। চৈতন্য-রূপা কুণ্ডলিনী সকল শক্তির মূলাধার। ইনি সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে জাগরিত করিয়া মস্তকস্থ সহস্রার কমলে প্রেরণ করিতে পারিলেই অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, তখন সাধক নিজের স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। ইহাই প্রধানতঃ তন্ত্রের সূক্ষ্ম শরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ললনা, রসনা প্রভৃতি নাড়ী স্বীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সুষুম্নার ন্যায় অবধূতিকাই শ্রেষ্ঠা। ইহা মূলাধারের ন্যায় বজ্রাগারে অবস্থান করে, এবং সহস্রারের ন্যায় ৬৪ দলযুক্ত উষ্ণীষকমলে আনন্দের আস্বাদন লাভ করে। ইহা একই পরিকল্পনার বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র।

তন্ত্রের বহি পাঠ করিয়া এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতেই এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয় না। রসায়ন-শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানা যাইতে পারে যে অম্লজান ও উদজান বাষ্প মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। কিন্তু তাহাতেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মিশ্রণ-ব্যাপার হাতে-কলমে শিক্ষা না করা যায়। সেইরূপ তন্ত্রের বহিতে সূক্ষ্ম দেহতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই তান্ত্রিক সাধনা অনুসৃত হয়। অতএব এই সাধনা তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। বেদ ও তন্ত্রের বিভিন্নতাও এইখানে। বেদ হইতেছে জ্ঞানকাণ্ড, আর তন্ত্র হইতেছে ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করিবার শাস্ত্র। বেদের জ্ঞান তান্ত্রিক প্রথায় উপলব্ধি করিতে পারিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী

নহে, কিন্তু সহায়ক বা সাহায্যকারী। অতএব তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য যে তান্ত্রিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদে তান্ত্রিকতা নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী অথর্ববেদে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার পরে তান্ত্রিক মতবাদেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগশাস্ত্র সাংখ্যের পরিশিষ্টরূপেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাযান-মত দার্শনিক তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী বজ্রযানে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্যই অধিকাংশ চর্য্যাতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থাকিলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মধ্যে মধ্যে তন্ত্র ও যোগের উল্লেখ রহিয়াছে। এই জাতীয় চর্য্যাগুলি যে পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চর্য্যাগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই এদেশে তন্ত্র ও যোগের প্রথা প্রকৃষ্টরূপে প্রচারিত ছিল। এইরূপে যে শিক্ষা এখানে প্রসারতা লাভ করিয়াছিল, বৌদ্ধসহজিয়া মতের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া তাহাই এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই জন্যই ইড়া পিঙ্গলার পরিবর্ত্তে ললনা রসনা প্রভৃতি নামকরণ দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাচীন মতবাদেরই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র। তথাপি এই সহজিয়াগণের মধ্যেও যে সাধনার প্রণালী-সম্বন্ধীয় মতভেদ রহিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি চর্য্যাতে আছে—

> কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
> অপইঠান-মহাসুহলীলেঁ দুকখ পরমনিবাণে॥ (চর্য্যা—৩৪)

অর্থাৎ—মন্ত্র, তন্ত্র বা যোগে কিছুই হয় না। মহাসুখলীলায় সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকিলে পরমনির্ব্বাণ লাভ করা যায় না। ইহা দ্বারা দার্শনিক মতবাদীরা তন্ত্রমন্ত্রাদি অবলম্বনে অনুষ্ঠিত সাধনাকে নির্ব্বাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে স্বীকার করেন নাই। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের মধ্যেও এইরূপ সম্প্রদায়-বিভাগ রহিয়াছে। যাঁহারা কেবলমাত্র প্রেম অবলম্বনে ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা প্রকৃতির সহযোগে অনুষ্ঠিত তন্ত্রমন্ত্রাদি-ঘটিত সাধনাকে বহিরঙ্গ-অনুষ্ঠানরূপে অতি প্রাথমিক স্তরের প্রক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই হিসাবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া-মতবাদে সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে।

চর্য্যাগুলিতে যে গুরুর উপর অত্যধিক নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে, ইহার কারণ কি? বাহিরের জগৎ সর্বসাধারণের জন্য, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের অন্তর্জগৎ তাহার নিজস্ব। বাহিরে একটা আলো থাকিলে, যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা সকলেই তাহা সমভাবে দেখিতে পারে, কিন্তু কাহারও মনে ভক্তির উদয় হইলে তাহার অনুভূতি তাহারই হয়, অন্যে তাহা অনুমান করিতে পারে মাত্র, কিন্তু ভাগ বসাইতে পারে না। পিতার ধনে পুত্র ধনবান্ হইতে পারে, কিন্তু পিতার আধ্যাত্মিকতা সাধনা ভিন্ন পুত্র লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ মানুষের অন্তর্জগতের যাহা-কিছু তাহার নিজস্ব, তাহা লাভ করিতেই তাহাকে প্রভূত সাধনা করিতে হইয়াছে। আমাদের হাঁটা, কথা-বলা, লেখাপড়া, বিদ্যা প্রভৃতি আমরা কিছুই সাধনাভিন্ন লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদিগকে সাহায্য লইতে হইয়াছে যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে। চেষ্টা প্রত্যেকেরই নিজস্ব বটে, কিন্তু সেই চেষ্টা করিবার প্রণালী ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যাঁহারা দক্ষ, তাঁহাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে সফলতা সহজে লাভ করা যায়। এইজন্য যাবতীয় গুহ্য শাস্ত্রেই গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। গীতা ও উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, গুরুর উপদেশ ভিন্ন এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। চর্য্যাতেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে। কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। সহজানন্দ যে অনুভূতি-সাপেক্ষ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুরুর উপদেশে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে বটে, কিন্তু বাক্‌পথাতীত এই আনন্দের উদ্রেক করিতে গুরু বোবা, এবং শিষ্য কালা। অর্থাৎ অন্তর্জগতের এই অনুভূতি তোমাকে নিজের চেষ্টায় লাভ করিতে হইবে। সাধনা ভিন্ন কেবলমাত্র গুরুর উপদেশেই ইহা জন্মিতে পারে না। এইভাবে চর্য্যাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তারও একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চর্য্যার ভাষাতত্ত্ব

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা", এবং "বৌদ্ধ সহজিয়া-মতের অতি পুরাণ বাঙ্গালা গান"। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষার অনেক অনন্যসাধারণ বিশেষত্বের সন্ধান যে এই চর্য্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পরে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার "The Origin and Development of the Bengali Language" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রধানতঃ তাঁহাদের আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে।

কোন ভাষার অনুশীলন করিতে হইলে তাহার স্বরবিজ্ঞান (Phonology), পদগঠনরীতি (Morphology), এবং শব্দ-তত্ত্ব (Vocables) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। অতএব চর্য্যার ভাষা-সম্বন্ধেও এই তিনটি বিষয়ই প্রধান আলোচ্য বিষয়। তন্মধ্যে শব্দতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনা শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকায় দৃষ্ট হইবে। তিনি প্রত্যেক পদকর্ত্তার পদমধ্যস্থ তৎসম, তদ্ভব, এবং দেশী প্রভৃতি শব্দের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। "শব্দ-সূচী"তেও ইহার সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। অতএব স্বরবিজ্ঞান এবং পদগঠনরীতিই এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

স্বর-বিজ্ঞান

স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ সকল সময়ে রক্ষিত হয় নাই। চর্য্যার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, অনেক স্থলেই ইকার অকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে একত্র-উচ্চারিত দুই স্বরবর্ণের

মধ্যে পরবর্ত্তী স্বরটি য-শ্রুতি অথবা ব-শ্রুতির আকার ধারণ করে। এইরূপে অ কখনও কখনও 'ইঅ'এর মত উচ্চারিত হইয়াছে। যথা—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥ (চর্য্যা—২)

সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, এই দুই পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাসের মিল নাই, অতএব এখানে কবির অক্ষমতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, কুম্ভীরে খাঅ—কুম্ভীরেণ খাদিতম্ = কুম্ভীরে খাইঅ = কুম্ভীরে খাঅ। অতএব এখানে অকারের ই-শ্রুতি স্বাভাবিক। সেইরূপ এই চর্য্যাতেই জাগঅ, মাগঅ, ভাঅ, জাঅ প্রভৃতি পদ রহিয়াছে।

বাঙ্গালায় কোন কোন স্থলে অকার ওকারের মত উচ্চারিত হয়, যথা—ভালো, করো প্রভৃতি। এই উচ্চারণ-বিশিষ্টতার দৃষ্টান্ত চর্য্যাতেও পাওয়া যায়। মর্দ্দয়িত্বা হইতে মোড়িডই হইয়া মোড়িডঅ হওয়াই উচিত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ৯ সংখ্যক চর্য্যাতে মোড়িডউ লিখিত হইয়াছে। অ প্রথমতঃ ও, এবং তৎপর "উ"তে পরিণত হইয়াছে (চা, ১০৬ পৃঃ)। এই উ শৌরসেনী-প্রাকৃত-প্রভাবজাত বলিয়া মনে হয় না, বাঙ্গালার উচ্চারণ-বিশিষ্টতার প্রাচীনতম নিদর্শন মাত্র। সেইরূপ ঐ চর্য্যাতেই রহিয়াছে তোড়িউ। সংস্কৃত "কৃত" হইতে "কিঅ" পাঠ দোহাতে পাওয়া যায় (ক, ১২৪, ১৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ১১ সংখ্যক চর্য্যাতে কৃত হইতেই "কিউ" পাঠ ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অকার এখানে উকারে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ ২৭ সংখ্যক চর্য্যাতেও গত হইতে গউ।

চর্য্যায় হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘস্বর অবিচারিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—পঞ্চ (১, ১৩, ১৬ সং চর্য্যা), এবং পাঞ্চ (১২, ১৪, ৪৫ সং চর্য্যা)। চীঅ (চিত্ত হইতে, ১৬, ৩৮ সং চর্য্যা), চছাড়ী (১৫ সং চর্য্যা), চুম্বী (৪ সং চর্য্যা) প্রভৃতি স্থলে অনাবশ্যক দীর্ঘস্বর-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (সং) ঋজু হইতে জাত (৩২ সংখ্যক চর্য্যাতে) উজু, কিন্তু ১৫ সংখ্যক চর্য্যাতে একাধিক বার উজূ। বর্ত্তমান বাঙ্গালাতেও এই হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের বিভিন্নতা রক্ষিত হয় না, সেইজন্যই আমরা উচ্চারণের দ্বারা বিভিন্নতা প্রতিপাদন না করিয়া (হ্রস্ব) ই, (দীর্ঘ) ঈ প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকি।

প্রাকৃতে ঐ, ঔএর ব্যবহার কম, কিন্তু চর্য্যায় উভয় স্বরই সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—চৌকোটি (চর্য্যা—৩৭), চৌষ্‌ঠ্‌ঠি (চর্য্যা—১০), তৈলোএ (চর্য্যা ৩০, ৪২) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ

সন্ধির একটি সাধারণ সূত্র এই যে, স্বরবর্ণের পরে ছ্ থাকিলে চ্ এর আগমে ইহা চ্ছ হয়; যথা—আ+ছাদন=আচ্ছাদন; প্রতি+ছবি =প্রতিচ্ছবি, ইত্যাদি। ইহারই প্রভাবে পূর্ববর্ত্তী স্বরের সহিত উচ্চারিত হওয়াতে চর্যায় শব্দের আদিতেও ছ স্থলে চ্ছ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নাহি চ্ছিনালী (১৮), ন চ্ছিজই (৪৬), বাটা চ্ছাড়ী (১৫) ইত্যাদি। কিন্তু কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়, যথা—কুঠারেঁ ছিজঅ (৪৫), আবার ৬ সংখ্যক চর্য্যাতেই ন ছাড়অ, ন চ্ছুপই, বন চ্ছাড়ী লিখিত রহিয়াছে।

তবর্গ ও টবর্গের অন্তর্গত বর্ণ হইতে বাঙ্গালায় ড় ও ঢ়এর উদ্ভব হইয়াছে; যথা—পততি বা পঠতি হইতে পড়ে, গঠতি হইতে গড়ে। ইহা বর্ণের অত্যাধুনিক পরিণতি, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের আভাস চর্য্যার লিপিতত্ত্বেও পাওয়া যায়, যথা—কেডুআল (ক, ১৩), কিন্তু কেড়ুআল (ক, ৮, ১৪, ৩৮)। ৯ সংখ্যক চর্য্যাতে দৃঢ় লিখিত হইয়াছে, এবং একটি দোহাতেও (ক, ১০৩ পৃঃ) দিঢ় পাঠ পাওয়া যায়, অথচ ১, ৩, ১১, ৪১ সংখ্যক চর্য্যাতে ইহারই পরিবর্ত্তে দিট লিখিত হইয়াছে। ঢ়-এর উচ্চারণ-বিশিষ্টতা-প্রদর্শনার্থ এই ট ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অন্যত্র উপাড়ী (৮), কুড়িআ (১০), ঘড়িয়ে (৩), কোড়ি (২, ৪৯) প্রভৃতি।

বাঙ্গালায় বিভিন্ন জ, ন, ব ও সএর উচ্চারণে বিশেষ পাথক্য লক্ষিত হয় না। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব বিশিষ্টতা। আমরা এখন এই বিভিন্নতা প্রদর্শন করিবার জন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া (তালব্য) শ, (মূর্দ্ধন্য) ষ, (দন্ত্য) স প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকি। চর্য্যার আদর্শ পুঁথি লিখিত হইবার কালেই এই উচ্চারণ-বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যথা—মণ (চর্য্যা—২০), অথচ মন (চর্য্যা—৩০)। জেণ তটঅ অবণা গবণা (চর্য্যা—২১)। ৫০ সংখ্যক একটি চর্য্যাতেই

শবর, ষবরালী, সবর লিখিত হইয়াছে। এমন কি সংস্কৃত টীকাতেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়; যথা—"সুদ্ধধর্ম্মতাপীঠিকাং প্রাকৃতভাসয়া রচয়িতুমাহ" ইত্যাদি (ক, ২ পৃঃ)। এখানে "সুদ্ধ" ও "ভাসয়া" লক্ষণীয়। ৪৫ সংখ্যক চর্য্যাতে কুঠারেঁ, আবার ৫০ সংখ্যক চর্য্যাতে কুরাড়ী। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে সংস্কৃতের আদর্শে এই বর্ণ-বিন্যাস শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

পদগঠন-রীতি

১। বচন

আধুনিক বাঙ্গালায় কোন কোন কারকে সাধারণতঃ কোনই বিভক্তি একবচনে ব্যবহৃত হয় না। চর্য্যাপদেও ইহার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়, যথা—

কর্ত্তৃকারকে—কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল (চর্য্যা—১)।
কর্ম্মকারকে—দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ (ঐ)।
করণকারকে—বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী (চর্য্যা—৪৫)।
অধিকরণকারকে—বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস (চর্য্যা—৬)।

বাঙ্গালায় যেমন বহুবচন বুঝাইবার জন্য বহুত্ববোধক শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—গাছগুলি, পাখীসব ইত্যাদি, সেইরূপ চর্য্যাতেও—সঅল সমাহিঅ (চর্য্যা—১), মণ্ডল সঅল (চর্য্যা—১৬) ইত্যাদি।

কখনও সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা বহুবচন বুঝান হইয়াছে; যথা—দুই ঘরে (চর্য্যা—৩), পঞ্চ ডাল (চর্য্যা—১) ইত্যাদি।

কখনও বিশেষণ পদ দুইবার ব্যবহার করিয়া বহুবচন বুঝান হইয়াছে; যথা— উচা উচা পাবত (চর্য্যা—২৮)।

আবার সংস্কৃতের অনুকরণেও বহুবচনের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—মূঢ়া (চর্য্যা—১৫) ইত্যাদি। ১৯ সংখ্যক চর্য্যার "ভব-নির্বাণে" পদে দ্বিবচনের বিভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তুলনীয়—পঞ্চজনা (চর্য্যা—২৩), এবং সমাহিঅ (চর্য্যা—১)।

আধুনিক বাঙ্গালার "রা" বা "এরা" চর্য্যাতে নাই।

২। লিঙ্গ

আধুনিক বাঙ্গালায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী লিঙ্গ-ব্যবহারের কঠোর নিয়ম নাই, কিন্তু চর্য্যাপদে দেখা যায় যে, অপভ্রংশ ভাষার প্রভাবে ইহাতে লিঙ্গের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও লক্ষিত হয়, পরে তাহা লোপ পাইয়াছে। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে, এবং অতীতকালের ক্রিয়ায় চর্য্যাতে ই এবং ঈ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—তোহোরি কুড়িআ, হাড়েরি মালী (চর্য্যা—১০), রাতি পোহাইলী (চর্য্যা—২৮) ইত্যাদি।

চর্য্যাতে ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দে ই এবং ঈ রক্ষিত হইয়াছে, আবার কতকগুলি তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম শব্দে আ দৃষ্ট হয়; যথা—বহুড়ী জাগঅ (চর্য্যা—২), বালী বা বালি (চর্য্যা—২৮, ৫০), দেবী (চর্য্যা—১৭), জোইণি (চর্য্যা—১৯)। অন্যত্র—আসা (চর্য্যা—৪৫), শঙ্কা (চর্য্যা—৩৭), কংখা (ঐ) ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি (নী) ব্যবহারও লক্ষিত হয়; যথা—শুণ্ডিনি (চর্য্যা—৩)।

চর্য্যাতে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় যে, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় একই বিভক্তি গ্রহণ করিত; যথা—আলিএঁ কালিএঁ (চর্য্যা—৭), ডোম্বীএর সঙ্গে (চর্য্যা—১৯) ইত্যাদি।

কিন্তু সমাহিঅ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিভক্তি রক্ষিত হইয়াছে (চর্য্যা—১)।

৩। সন্ধি

সমান সবর্ণে দীর্ঘ হয়, এই সূত্রানুযায়ী গঠিত সমস্তপদের দৃষ্টান্ত চর্য্যাতেও মিলিয়া থাকে; যথা—অজরামর, ভাবাভাব, বালাগ, ধামাথে ইত্যাদি।

সংস্কৃতে একাদশ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। পদমধ্যস্থ এই আকারাগমের দৃষ্টান্ত চর্য্যাতেও পাওয়া যায়; যথা—ইষ্টামালা (চর্য্যা—৪০)।

৪২ সংখ্যক চর্য্যার "ণচ্ছংতে" শব্দে (ক, দ্রষ্টব্য) কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ণ+অচ্ছংতে=ণচ্ছংতে। এখানে পূর্বপদের অন্ত্যস্বরের

লোপ করিয়া সমস্তপদটি গঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা সন্ধির এক বিশেষত্ব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সেইরূপ কিম্পি (চর্য্যা—১৬, ৪৯)।

৪। সমাস

প্রায় সর্ববিধ সমাসের দৃষ্টান্তই চয্যাতে পাওয়া যায়।

তৎপুরুষ :—কমলরস (৪), আসবমাতা (৯) ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয় :—ভাগতরঙ্গ (৪২), মহাসুহ (১, ৮) ইত্যাদি।

রূপক সমাস :—ভবজলধি (১৩), ভবণই (৪) ইত্যাদি।

বহুব্রীহি :—খমণভতারি (২০), অলক্খলক্খণচিত্তা (৩৪), সপরবিভাগা (৩৬) ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব :—চান্দসুজ (৪), ভবনির্ব্বাণ (১৯), বামদাহিণ (৮) ইত্যাদি।

৫। কারক ও বিভক্তি

আধুনিক বাঙ্গালার ন্যায় চর্য্যাতে দুই প্রকারে কারক গঠিত হইয়াছে—প্রথমতঃ বিভক্তি-যোগে, দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন শব্দ- বা শব্দাংশ-ব্যবহারে, যথা—

কর্ত্তৃকারকে

১। কখনও কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় নাই ; যথা—কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল (চর্য্যা—১)।

২। কখনও ও ; যথা—জো মনগোঅর সো উআস (চর্য্যা—৭)।

৩। কখনও এ ; যথা—কুম্ভীরে খাঅ (চর্য্যা—২), চোরে নিল অধরাতী (ঐ)।

কর্ম্মকারকে

১। কখনও কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় নাই ; যথা—বাখোড় মোড়িউ, বান্ধন তোড়িউ (চর্য্যা—৯)।

২। কখনও এঁ, যথা—গঅবরেঁ তোলিআ (চর্য্যা—১২)।

৩। কখনও এ ; যথা—সাখী করিব জালন্ধরি পাএ (চর্য্যা—৩৬), সহজে থির করি (চর্য্যা—২)।

৪। কখনও ক ; যথা—ঠাকুরক পরিনিবিতা (চর্য্যা—১২)।

করণকারকে

১। কখনও কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় নাই ; যথা—বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী (চর্য্যা—৪৫)।
২। কখনও এঁ ; যথা—কুঠারেঁ ছিজঅ (চর্য্যা—৪৫)।
৩। কখনও এ ; যথা—জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ (চর্য্যা—১৯)।
৪। কখনও তেঁ ; যথা—সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই (চর্য্যা—১)।
৫। কখনও ইঅ ; যথা—সঅল সমাহিঅ (চর্য্যা—১)।

চতুর্থীতে বা সম্প্রদান কারকে

১। কখনও কে ; যথা—বাহবকে পারঅ (চর্য্যা—৮)।
২। কখনও কুঁ ; যথা—মকুঁ ণঠা (চর্য্যা—৩৫)।
৩। কখনও রেঁ বা রে ; যথা—করিণিরেঁ রিসঅ (চর্য্যা—৯), তোহোরে বিরুআ বোলই (চর্য্যা—১৮)।
৪। ভিন্ন শব্দ ব্যবহারে ; যথা—ধামার্থে (চর্য্যা—৫)।

অপাদান কারকে

১। হুঁ, যথা—খেপহুঁ (চর্য্যা—৪)।

সম্বন্ধে

১। কখনও আ ; যথা—সূণা হিঅহি (চর্য্যা—৬)।
২। কখনও আহ ; যথা—জাহের বাণচিহ্নরূব (চর্য্যা—২৯)।
৩। কখনও ক ; যথা—ছান্দক বান্ধ (চর্য্যা—১)।
৪। কখনও এর, আর ইত্যাদি ; যথা—রুখের তেন্তলি (চর্য্যা—২), পাটের আস (চর্য্যা—১), ডোম্বীএর (চর্য্যা—১৯), হরিণার খুর (চর্য্যা—৬), হরণীর নিলঅ (চর্য্যা—৬) ইত্যাদি।
৫। কখনও ণ ; যথা—কাজণ কারণ (চর্য্যা—১৮)।
৬। কখনও রি বা এরি ; যথা—হাড়েরি মালী (চর্য্যা—১০, স্ত্রীলিঙ্গে)।

অধিকরণ কারকে

১। কখনও এঁ ; যথা—মাঝেঁ কাবালী (চর্য্যা—১৮), পহিলেঁ (চর্য্যা—১২)।

২। কখনও এ ; যথা—নেউর চরণে (চর্য্যা—১১)।

৩। কখনও ই ; যথা—নিঅড়ি বোহি (চর্য্যা—৫)।

৪। কখনও অহি ; যথা—মূঢ়া হিঅহি (চর্য্যা—৬)।

৫। কখনও অই ; যথা—দিবসই (চর্য্যা—২)।

৬। কখনও হি ; যথা—খণহি (চর্য্যা—৪)।

৭। কখনও হ ; যথা—খণহ ন ছাড়অ (চর্য্যা—১৯)।

৮। কখনও ত ; যথা—বাটত (চর্য্যা—৮), গঅণত (চর্য্যা—২৮)।

৯। কখনও কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় নাই ; যথা—হাক পড়অ চৌদীস (চর্য্যা—৬)।

সম্বোধনে

১। কখনও কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় নাই ; যথা—জই তুম্হে লোঅ (চর্য্যা—৫)।

২। কখনও উ ; যথা—কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস (চর্য্যা—৭)।

৩। আবার কখনও ই ; যথা—হেরি সে কাহ্নি (চর্য্যা—৭)।

৪। সম্বোধনে ঈ হ্রস্ব হয়, যথা—ডোম্বি (চর্য্যা—১০)।

বিবৃতি

প্রাচীন বাঙ্গালা মাগধী অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন, অতএব মাগধী অপভ্রংশের প্রভাব ইহাতে রহিয়াছে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, মাগধী প্রাকৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী এক কল্পিত ভাষাকে মাগধী অপভ্রংশ বলা হয়। মাগধী প্রাকৃতে অকারান্ত বিশেষ্যের কর্ত্তৃকারকের একবচনে এ, এবং বহুবচনে আ দৃষ্ট হয় (তু° —শৌরসেনী ও এবং আ)। যথা—(সং) পুত্রঃ—পুত্রাঃ, (মাগধী প্রা) পুত্তে, পুত্তা, (শৌ-প্রা) পুত্তো, পুত্তা। মাগধী অপভ্রংশে কি ছিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ধারণা করা যায় যে, এই 'এ' লঘু হইয়া বোধ হয় 'ই'তে পরিণত হইয়াছিল, যথা—পুত্তি—পুত্ত (তু°—শৌ-অঃ —পুত্তু—পুত্ত)। তারপর এই 'ই' কোন কালে লোপ পাইয়া কেবল মূল শব্দটিই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। এই রীতি কেবল কর্ত্তৃকারকে নহে, অন্যান্য কারকেও এবং অকারান্ত ব্যতীত অন্যান্য শব্দেও সংক্রামিত হইয়াছে।

তৃতীয়ার—এন-জাত 'এ' কর্ত্তৃকারকেও ব্যবহৃত হয়, যথা—কুম্ভীরেণ খাদিতম্ হইতে কুম্ভীরে খাই বা খাঅ।

সম্বোধনে যে কাহ্নি-রূপ পাওয়া যায় তাহাতে মাগধী অপভ্রংশের ই-বিভক্তিই রক্ষিত হইয়াছে। কাহ্নু-শব্দে শৌ-অঃ-প্রভাব লক্ষিত হয়। কর্ত্তৃকারকের 'ও' শৌরসেনী-প্রভাবজাত।

কর্ম্মকারকের এঁ বা এ, এবং অধিকরণের এঁ, এ, ই, অহি, অই, হি, হ প্রভৃতি (সং) অস্মিন্ হইতে অম্হি—অহিং হইয়া, অথবা অধুনা-লুপ্ত সংস্কৃতের অধি হইতে ভি—ভিম্—হি—হিম্ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—গৃহভি, গৃহভিম্ হইতে ঘরহি, ঘরহিম্ হইয়া ঘরে বা ঘরেঁ। এই সপ্তমীর বিভক্তিই পরে দ্বিতীয়াতে সংক্রামিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ার ক ষষ্ঠীর কৃত, কার্য্য হইতে উৎপন্ন।

তৃতীয়ার এঁ, এ বিভক্তি—এন হইতে উৎপন্ন।

তৃতীয়ার তে সপ্তমীর ত+এ-যোগে উৎপন্ন।

সম্প্রদানের কে ষষ্ঠীর কৃত-জাত ক+৭মীর এ-যোগে।

সম্প্রদানের কুঁ বোধ হয় অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইত।

চতুর্থীর রেঁ বা রে ষষ্ঠীর র+৭মীর এ-যোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

সম্বন্ধের আ, আহ (সং) অস্য হইতে জাত। তু°—তস্য—তস্স—(অপ°) তাহ, তহ, তা, যেমন তাহার, তার ইত্যাদি।

সম্বন্ধের আর, এর ইত্যাদি কেরক-জাত কের, কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা—তস্য+কের=তাহের; তস্য+কর=তাহর, তার ইত্যাদি। তু°—আজিকার ইত্যাদি। কৃত হইতেই ষষ্ঠীর ক আসিয়াছে এবং ইহা দ্বিতীয়া, চতুর্থী প্রভৃতিতে সংক্রামিত (কখনও সপ্তমীর এ-যোগে) হইয়াছে।

(সং) অন্ত হইতে সপ্তমীর ত-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে। "তে"-রূপে দুইবার সপ্তমীর বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠীর ণ বহুবচনের বিভক্তি হইতে জাত। যথা—কার্য্যাণাং কারণম্ হইতে কাজণ কারণ।

স্ত্রীলিঙ্গের ই বা ঈ সংস্কৃতের ইকা হইতে উৎপন্ন।

সর্বনাম

উত্তম পুরুষ

রূপ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তৃকারকে	হাঁউ	
	অহ্মে	অম্হে
	আম্হে	
কর্ম্মবাচ্যে অনুক্ত কর্ত্তায়	মই, ম, মোএ	
দ্বিতীয়াতে	মো	
চতুর্থীতে	মকুঁ	
ষষ্ঠীতে	মোহোর	

বিবৃতি

(সং) অহম্-জাত হাঁউ কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—হাঁউ কপালী (চর্য্যা—১০)। বৈদিক বহুবচনের অস্মে হইতে অহ্মে এবং আম্হে কর্ত্তৃকারকের একবচনেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—আম্হে ভাল দাহ দেহুঁ (চর্য্যা—১২, ক, ২২ পৃঃ)। অন্যত্র—অহ্মে কুন্দুরে বীরা (চর্য্যা—৪, ক, ৯ পৃঃ)। আবার ইহা হইতে উৎপন্ন অম্হে বহুবচনেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—অম্হে ন জানহুঁ (ক, চর্য্যা—২২)।

তৃতীয়ার ময়া হইতে জাত মই কর্ম্মবাচ্যের অনুক্ত কর্ত্তায় ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—মই বাহিঅ হেলেঁ (চর্য্যা—১৮); মই দেখিল (চর্য্যা—৩৫) ইত্যাদি। ইহা ম, এবং মোএ রূপেও ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—করিব ম সাঙ্গ (চর্য্যা—১০), এবং—মোএ ঘলিলি (ঐ)। পরে এই মই-রূপটি হাঁউ এর পরিবর্ত্তে প্রাদেশিকতায় মুই-রূপে এখনও ব্যবহৃত হইতেছে।

ষষ্ঠীর মম হইতে অপভ্রংশে মবঁ হইয়া মো-রূপের উদ্ভব হইয়াছে। এই মো কর্ম্মকারকেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বাজুলে দিল মো লক্খ ভণিআ (চর্য্যা—৩৫)। আবার ইহাকেই মূল শব্দরূপে গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠীতে মোহোর (চর্য্যা—২০), এবং চতুর্থীতে মকুঁ (চর্য্যা—৩৫) রূপের সৃষ্টি হইয়াছে।

মধ্যম পুরুষ

রূপ

	একবচন
প্রথমা	তু, তঁই, তো
কর্ম্মবাচ্যে অনুক্ত কর্ত্তায়	তুম্হে, তুহ্মে
দ্বিতীয়া—	তো, তোহোরে
তৃতীয়া—	তোএ, তঁই
চতুর্থী—	তোরেঁ
ষষ্ঠী—	তোহোর, তোহোরেঁ, তোরা, তো
স্ত্রীলিঙ্গে—	তোহোরি

বিবৃতি

(সং) ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তু বা তো কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—তু কামচণ্ডালী (চর্য্যা—১৮), তু লো ডোম্বী (চর্য্যা—১০); সুণ হরিণা তো (চর্য্যা—৬)। আবার অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সহিত এই তু যুক্ত হইয়া বাহতু (চর্য্যা—১৪)=তুমি বাহ; বুঝতু (চর্য্যা—৩২) =তুমি বোঝ ইত্যাদি পদের উদ্ভব হইয়াছে।

(সং) ত্বয়া হইতে করণের—এন-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দু-যোগে তঁই-রূপের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—তঁই লো ডোম্বী (চর্য্যা—১৮)। আবার ইহা করণেও ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—তঁই বিনু (চর্য্যা—৪)।

(সং) তব হইতে উৎপন্ন তো ষষ্ঠীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—তো মুহ চুম্বী (চর্য্যা—৪)। পরে এই তো কর্ত্তৃভিন্ন কারকে ব্যবহৃত পদগুলির মূল রূপে গৃহীত হইয়া বিভক্তি-যোগে বিবিধ রূপের সৃষ্টি করিয়াছে, যথা—তোহোর অন্তরে (চর্য্যা—১০), তোহোরি কুড়িআ (ঐ, স্ত্রীলিঙ্গে), তোহোর দোসে (চর্য্যা—৩৯), তুট বাষণা তোরা (চর্য্যা—৪১)। ইহার কতকগুলি রূপ দ্বিতীয়া ও চতুর্থীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—তো পুছমি সদ্ভাবে (চর্য্যা—১০), তোহোরে বিরুআ বোলই (চর্য্যা—১৮)। চতর্থীতে—বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই

(ঐ)। আবার এই তো, ত্বয়া-জাত তঁই সহ মিলিত হইয়া তোএ রূপে করণেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—তোএ সম করিব ম সাঙ্গ (চর্য্যা—১০)।

(সং) যুষ্মদ্ হইতে একবচনের ত্বম্, ত্বয়া প্রভৃতির প্রভাবে উদ্ভূত তুম্হে, তুম্হে অনুক্ত কর্ত্তায় চর্য্যাতে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা —তুম্হে হোইব পারগামী (চর্য্যা—৫), তুম্হে জাইবেঁ (চর্য্যা—২৩)।

নাম পুরুষ

রূপ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তৃকারকে	সে, তে, সো	তে
কর্ম্মে—	তা, সো	
সম্বন্ধে—	তা, তসু, তাহের	
অধিকরণে—	তহিঁ	

বিবৃতি

(সং) সঃ হইতে মাগধী-প্রাকৃতে শি হইয়া বাঙ্গালায় শি বা সি হওয়া উচিত ছিল (তু°—আসামী সি), কিন্তু সম্ভবতঃ তৃতীয়ার তেন-জাত তেঁ-এর প্রভাবে সে হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—হেরি সে কাহ্নি (চর্য্যা—৭)। তৃতীয়ার তেন হইতে তেঁ বা তে আসিয়াছে। দৃষ্টান্ত—তে তবি টাল (চর্য্যা—৪০)।

পুংলিঙ্গের বহুবচনের তে হইতে কর্ত্তৃকারকের বহুবচনের তে আসিয়াছে। দৃষ্টান্ত—তে তে গেলা (চর্য্যা—৭)।

শৌরসেনী-প্রভাবে (সং) সঃ হইতে সো হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—সো উআস (চর্য্যা—৭)। এই সো কর্ম্মকারকেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—করিহ সো নিচ্চল (চর্য্যা—২১), সো কইসে বখানী (চর্য্যা—২৯)।

কর্ম্মকারকের তা (সং) তস্য হইতে তাহ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা (চর্য্যা—৭)। ইহার সহিত পুনরায় কেরক-জাত এর-যোগে তাহের। প্রয়োগ—তাহের উহ ন দিস (চর্য্যা—২৯)। আবার তা ষষ্ঠীতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা —তা গলে গলপাস (চর্য্যা—৩৭)।

ইহারই সহিত অধিকরণের হি বা হিম্-জাত হিঁ-যোগে সপ্তমীর তহিঁ উৎপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—তহিঁ চড়ি নাচঅ (চর্য্যা—১০)।

শৌরসেনী অপভ্রংশ তস্স হইতে ষষ্ঠীর তসু উৎপন্ন হইয়াছে। প্রয়োগ—তসু সাহা (চর্য্যা—৪৫)।

সে, সো বিশেষণ-রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—এক সে শুণ্ডিনি (চর্য্যা—৩), ছেবহ সো তরু (চর্য্যা—৪৫)।

নির্দ্দেশক সর্বনাম

রূপ

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তৃকারকে—	জ, জো	জে
কর্ম্মকারকে—	জা	
সম্বন্ধে—	জা, জাহের, জাসু	
অধিকরণে—	জহি	

ইহা ব্যতীত সংযোজক অব্যয় রূপে জেঁ।

প্রয়োগ

জ এহু জুগতি (চর্য্যা—২৬)।

জো মনগোঅর সো উআস (চর্য্যা—৭)।

জে জে আইলা (চর্য্যা—৭) বহুবচনে।

জা লই অচ্ছম (চর্য্যা—২৯) কর্ম্মকারকে।

জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা (চর্য্যা—২২) সম্বন্ধে।

জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জানী (চর্য্যা—২৯) সম্বন্ধে।

জাসু নাহি অপ্পা (চর্য্যা—৪৩)।

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হো ণঠা (চর্য্যা—৩১)।

জেঁ অজরামর হোই দিঢ়কান্ধ (চর্য্যা—৩) অব্যয়।

বিবৃতি

(সং) যস্য হইতে জাহ হইয়া জা সম্বন্ধে ও কর্ম্মকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ইহার সহিত বিভক্তি-যোগে সম্বন্ধে জাহের, এবং অধিকরণে জহি হইয়াছে। যস্য হইতেই জাসু (তসু দ্রষ্টব্য)।

(সং) যদ্-জাত জ, জো এবং জে কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেন-জাত জেঁ অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রশ্নার্থক সর্বনাম

রূপ

কর্ত্তৃকারকে :—কেঁ—কেঁ কি বাহবকে পারঅ (চর্য্যা—৮)।
কেহো—কেহো কেহো বোলই (চর্য্যা—১৮)।
কোই—আবই এস্থু কোই (চর্য্যা—৪২)।
কোএ—ণ মুকা কোএ (চর্য্যা—৪৩)।
কর্ম্মকারকে :—কাহি—কাহি করিঅই (চর্য্যা—১)
কিম্পি—কিম্পি ন দিঠা (চর্য্যা—১৬)।
কো—কো বি ন দেখি (চর্য্যা—১৬)।
সম্বন্ধে :—কাহরি—কাহরি নাবেঁ (চর্য্যা—১০)।
কাহেরি—কাহেরি শঙ্কা (চর্য্যা—৩৭)।
কাহেরে—কাহেরে দিবি পিরিচ্ছা (চর্য্যা—২৯)।
অধিকরণে :—কহিঁ—কহিঁ গই পইঠা (চর্য্যা—৪০)।
কাস্থ—কাস্থ কদিনি (চর্য্যা—২৩)।

বিবৃতি

(সং) কেন-জাত কেঁ অনুক্ত কর্ত্তায় কর্ম্মবাচ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঃ অপি হইতে কেহো, কোই, কোএ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারই সংক্ষেপে কো কর্ম্মকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(সং) কস্য হইতে কাহ হইয়া কা, কাহি কর্ম্মকারকে, এবং এই কাহ-এর সহিত কেরক-জাত এর-বিভক্তি-যোগে কাহরি, কাহেরি প্রভৃতি পদের উদ্ভব হইয়াছে। কিম্+অপি=কিম্পি (বাঙ্গালা সন্ধির নিয়মে)।

নৈকট্য-বোধক সর্বনাম

এ—এ বন চ্ছাড়ী (চর্য্যা—৬)
এহ—এহ সহাব (চর্য্যা—৪৩)
এহু—এহু জুগতি (চর্য্যা—২৬)

এউ—এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ (চর্য্যা—১)

এষা—এষা অটমহাসিদ্ধি (চর্য্যা—১৫)

এথু—সো এথু নাহি (চর্য্যা—২০)

এস্থু—আবই এস্থু কোই (চর্য্যা—৪২)

(সং) এতদ্‌-জাত এ : অস্য-জাত আহ-যোগে এহ, এহু, **এউ** ; **এবং** স্ত্রীলিঙ্গে এষা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(সং) অত্র হইতে (প্রা) এথ হইয়া এথু হইয়াছে। সম্ভবতঃ **(সং)** অস্মিন্‌ হইতে অস্সিং হইয়া 'এস্থু', 'কাস্থু' ইত্যাদি শব্দের স্থু আসিয়াছে।

ক্রিয়া-বিভক্তি

বর্ত্তমান কাল

বিশেষত্ব :—একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্ত্তন হয় না।

উত্তম পুরুষে—মি, ম, হুঁ, ই, এ।

মধ্যম পুরুষে—সি

প্রথম পুরুষে—ই, অ, এ, অই, আই, অন্তি, অতি, অথি

দৃষ্টান্ত

মি—মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ (চর্য্যা—১০)

ম—জা লই অচ্ছম (চর্য্যা—২৯)

হুঁ—খেলহুঁ, দেহুঁ, লেহুঁ (চর্য্যা—১২)

ই—নিতি আবেশী (চর্য্যা—৩৩)

এ—উহ লাগে না (চর্য্যা—২৯)

সি—অইসসি, যাসি (চর্য্যা—১০)

অই—হেরুয় ন পাবিঅই (চর্য্যা—২৬)

আই—কো পতিআই (চর্য্যা—২৯)

অ—হরিণী বোলঅ (চর্য্যা—৬)

এ—লবএ মুত্তাহার (চর্য্যা—১১)

অন্তি—ভমন্তি, হোন্তি (চর্য্যা—২২)

অথি—ভণথি কুক্কুরী পাএ (চর্য্যা—২০)

অতি—সরহ ভণতি (চর্য্যা—২২)

বিবৃতি

সংস্কৃতে উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি মি, আর বহুবচনের বিভক্তি মস্। ইহা হইতে চর্য্যাতেও মি, এবং ম-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে। এই মি হইতে ই-বিভক্তির উৎপত্তি, এবং তাহাই (পূর্বোক্ত স্বরবিজ্ঞান অনুযায়ী) এ-তে পরিণত হইয়াছে।

(সং) অহম্-জাত হঁউ আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া হুঁ-রূপে ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত মধ্যম পুরুষের একবচনের লটের বিভক্তি সি চর্য্যাতে অনুকৃত হইয়াছে।

সংস্কৃতের প্রথম পুরুষের একবচনের বিভক্তি তি হইতে চর্য্যার প্রথম পুরুষের ই-বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই ই (পূর্বোক্ত স্বরবিজ্ঞান অনুযায়ী) অ এবং এ-রূপ গ্রহণ করিয়াছে। অবর্ণের পরবর্ত্তী ই উচ্চারণে "অই" হয়। ই-বর্ণের পরে ইহাই বিভক্তি-স্বরূপ "অই," "আই"-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মূল কর্ম্মবাচ্যে ব্যবহৃত বিভক্তিতে, যথা—প্রাপ্যতে (টীকা) হইতে পাবিঅই, ভাব্যতে হইতে ভাবিঅই।

সংস্কৃতের বহুবচনের বিভক্তি "অন্তি" চর্য্যাতেও সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই "অতি"-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই "অন্তি"র সহিত বিশিষ্টার্থে হি যুক্ত হইয়া "অথি"-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যথা—ভণন্তিহি—ভণতিহি—ভণথি (চা, ৯৩৭ পৃঃ)।

অতীত কাল

অ—তিশরণ ণাবী কিঅ অঠক মারী (চর্য্যা—১৩)
আ—আম্হে ঝাণে দিঠা (চর্য্যা—১)
উ—রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে (চর্য্যা—১১)
ও—চঞ্চল চীএ পইঠো কাল (চর্য্যা—১, পাঠান্তর)
ড়—কুক্কুরীপাএঁ গাইড় (চর্য্যা—২)
ল—বাজুলে দিল (চর্য্যা—৩৫)
লা—জে জে আইলা তে তে গেলা (চর্য্যা—৭)
লী—চণ্ডালী লেলী (চর্য্যা—৪৭)

বিবৃতি

সংস্কৃতে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ অতীত ঘটনা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত। তাহা হইতে চর্য্যার অ-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে; যথা—(ময়া) কৃতম্ হইতে কিঅ। ইহারই বিশিষ্টার্থে আ এবং উচ্চারণ-বিশিষ্টতায় উ।

ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের বিসর্গ ওকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া চর্য্যার ও-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

উক্ত ক্ত-প্রত্যয়-জাত ত হইতে ড়-বিভক্তির উদ্ভব কল্পিত হইয়াছে, যথা—গীত হইতে গাইত—গাইদ—গাইড় (চা—৯৪২ পৃঃ)। তুলনীয়—কৃত হইতে কট—কড়।

উক্ত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত ইল্ল-জাত ইল-যোগে অতীতের ল-বিভক্তির উদ্ভব। যথা—গত+ইল=গেল। ইহারই বিশিষ্টার্থে লা, এবং তুচ্ছার্থে লী।

ভবিষ্যৎ কাল

চর্য্যার ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি 'ইব' সংস্কৃতের তব্য-প্রত্যয়-জাত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যথা—'নিবাসঃ কর্ত্তব্যঃ' হইতে 'করিব নিবাস' (চর্য্যা—৭, উত্তম পুরুষ)। ইহাই মধ্যমপুরুষের বে, যথা—তুম্হে জাইবে (চর্য্যা—২৩), এবং বি, যথা—মই দিবি পিরিচ্ছা (চর্য্যা—২৯)।

অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষে

অ—বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল (চর্য্যা—১৩)
তু—বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুছি (চর্য্যা—৮)
হ—বিন্ধহ পরমণিবাণে (চর্য্যা—২৮)
হু—মা লেহু রে বঙ্ক (চর্য্যা—৩২)
উ—জাউ ণ আণেঁ (চর্য্যা—৩৮)
হি —হী —দাহিণ বাম মা হোহী (চর্য্যা—৫)

প্রথম পুরুষে

অউ—সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা (চর্য্যা—২২)

বিবৃতি

লটের মধ্যমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি থ হইতে ধ হইয়া হ-বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই হ হইতেই পরে অ-বিভক্তির উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে (চা, ৯০৬ পৃঃ)। এই অ উচ্চারণ-বিশিষ্টতায় 'উ'তে পরিণত হইয়াছে, অথবা লোটের প্রথমপুরুষের তু-বিভক্তি হইতে উ-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে। উক্ত হ হইতেই বিশিষ্টার্থক হি-বিভক্তির উৎপত্তি।

সর্বনাম ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তু-বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব 'বাহতু'র অর্থ তুমি বাহ।

অনুজ্ঞার আত্মনেপদী মধ্যম পুরুষের একবচনের বিভক্তি স্ব হইতে স্স হইয়া হু-বিভক্তির উদ্ভব হইয়াছে।

উপসংহার

প্রায় পনর বৎসর পূর্বে চর্য্যাপদগুলি পড়াইবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। তখন অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে এই দুর্গম ব্যূহে আমার কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার হইয়াছিল। তারপর এই পনর বৎসর চর্য্যাগুলি লইয়া আমি নানাভাবেই আলোচনা করিয়াছি। তাহারই ফলে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বজ্রবিদ্ধ মণির মধ্যে সূত্রের ন্যায় আমি এই চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি সুধীগণ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় চর্য্যাপদগুলির সহিত তাহাদের সংস্কৃত টীকাও মুদ্রিত করিয়াছেন। প্রায় সর্বত্রই আমি এই টীকা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিবার পক্ষে এই টীকাটি যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই টীকা পাঠ করিয়া ইহার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত মনে করি। আমার যেন মনে হয় কোন কোন স্থলে টীকাকার অনাবশ্যক তান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম চর্য্যাটিই গ্রহণ করা যাইতেছে। যাহাতে "চঞ্চল চীঅ পইঠা কাল" এই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, এবং "সঅল সমাহিঅ কাহিঁ

করিঅই " বলিয়া প্রক্রিয়াবিশেষের সার্থকতা স্বীকৃত হয় নাই, তাহারই অন্তর্গত " ছান্দক বান্ধ " ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া " ছন্দমোড্ডিয়ানকরণাদি বন্ধস্থিহায় " লিখিয়া বন্ধাদির অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই বোধ হয়। যাহাই হউক, দ্রষ্টব্য এই যে, এখানেও বন্ধাদির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নাই। যখন এই জাতীয় প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া শূন্যতত্ত্বের অনুসরণ করিতেই নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তখন " চঞ্চল চীএ পইঠা কাল " ব্যাখ্যা করিবার জন্য " নন্দাভদ্রাজয়ারিক্তাপূর্ণাতিথি-ক্রমেণ সংবৃত্তিবোধিচিত্তমৃগাঙ্কং শোষং নয়তীতি " প্রভৃতির অবতারণাতে যেন অত্যধিক তান্ত্রিক প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ কি? চর্য্যাগুলি রচিত হইবার পরে যখন সংস্কৃত টীকাটি রচিত হইয়াছিল, তখন সহজিয়া-তান্ত্রিক মত বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, আর এই জন্যই টীকাকার তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। অথবা তিব্বত কিংবা নেপালে টীকাটি রচিত হইয়া থাকিলে ঐ সকল দেশের প্রচলিত ধর্ম্মমত টীকাতে মধ্যে মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত টীকাটি সম্পূর্ণই নির্ভরযোগ্য এবং চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিবার জন্য টীকাকার যে " সদ্বর্ত্ম " নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী অনেকগুলি চর্য্যার টীকার মর্ম্মার্থ আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। কিন্তু এই গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। আমার ছাত্র শ্রীমান্ ক্ষুদিরাম দাস এম.এ., কাব্যতীর্থ শব্দসূচী প্রস্তুত করিতে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এজন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইল।

শব্দসূচী প্রস্তুত করিবার কালে স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছি। এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল :—

চর্য্যা—৩। ১০ পৃষ্ঠার ভাবানুবাদের ৮ম পঙ্‌ক্তির অনুবাদ এইরূপ হইবে :—" গ্রাহক পশিয়া খায়, নিঃসরণ নাই।"

চর্য্যা—১১। ৪৪ পৃষ্ঠার ৮ম পঙ্ক্তির পরে " কিন্তু ননন্দ অর্থে আনন্দ দেয় না যে। অতএব প্রকৃত আনন্দ দেয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ননন্দ বলা হইয়াছে। মতান্তরে—নব নব আনন্দ। তুলনীয়—'নানা প্রকারম্'—টীকা। নব নব আনন্দ দেয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ ননন্দ।"

চর্য্যা—১৩। ৭ম পঙ্ক্তির "পরসর" স্থানে "পরসরস" হইবে। এবং ৫১ পৃষ্ঠার ৮ম পঙ্ক্তিতেও এই পরিবর্ত্তন হইবে।

চর্য্যা—১৪। প্রথম পঙ্ক্তির নাঈ শব্দ। নাবী নৌকা হইতে নাঈ হয়, আবার নদী হইতেও নঈ হইয়া আদি অকারের বৃদ্ধিতে নাঈ হইতে পারে (তু° ভবণই—চর্য্যা—৫)। এখন এই চর্য্যাতে এই শব্দটি কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাই বিচার্য্য বিষয়। টীকাতে আছে—"যস্যাঃ শুক্রনাড়িকা বিরমানন্দাবধূতি-কায়া মধ্যে বর্ত্ততে সা এব নৌঃ সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যা।" এখানে অবধূতিকার মধ্যে বর্ত্তমান শুক্রনাড়ীকেই নৌকা বলা হইয়াছে। একটি দোহা-টীকায় আছে—"বোধিচিত্তং সাম্বৃতস্পন্দরূপং শুক্রম্" (ক, ১২৩ পৃঃ)। অতএব তান্ত্রিক মতে বোধিচিত্তকেই শুক্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ২৭ সংখ্যক চর্য্যায় বোধিচিত্তকেই অবধূতী-মার্গে চালিত করিতে বলা হইয়াছে (ঐ, তৃতীয় পঙ্ক্তি ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। আবার এই ১৪ সংখ্যক চর্য্যার তৃতীয় এবং অষ্টম পঙ্ক্তির টীকাতেও আছে—"সহজশোধিতবিরমানন্দনৌমার্গে" এবং—"বিলক্ষণপরিশোধিতবোধিচিত্তনৌবাহনাভ্যাসং কুরু।" এখানেও বোধিচিত্তকেই নৌকা, এবং বিরমানন্দাবধূতীকে তাহার মার্গ বলা হইয়াছে। অতএব "নাঈ" শব্দটি নদী অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। অথবা দুই নদীর মাঝে যখন নৌকা বাহিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন লক্ষণায় অবধূতীনাড়ীরূপিণী তৃতীয় মার্গও কল্পিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই যে, তান্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলাইয়া টীকাটি লিখিত হইয়াছে। গঙ্গা-যমুনাকে গ্রাহ্য-গ্রাহক বলা হইয়াছে। এখানে ললনা-রসনার অবতারণা করা হয় নাই। অথচ নদীর ব্যাখ্যায় শুক্রনাড়িকার কল্পনা করা হইয়াছে।

ইহাতে টীকাকারের উপর অনাবশ্যক তান্ত্রিকতার প্রভাবই লক্ষিত হয়।

এই চর্য্যার পাঠ ও ব্যাখ্যাদি নিম্নলিখিত প্রকারে সংশোধিত হইবে :—

৫১ পৃষ্ঠায় ১৪ সংখ্যক চর্য্যার প্রথম পঙ্‌ক্তির "নাই" স্থানে "নাঈ" হইবে।

চতুর্থ পঙ্‌ক্তির "সদ্‌গুরুপাঅপএ" স্থানে "°পসাএ" হইবে। ৫২ পৃষ্ঠার ভাবানুবাদের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির "নৌকা" স্থানে "নদী" হইতে পারে।

মর্ম্মার্থের প্রথম পঙ্‌ক্তির "বিরমানন্দরূপিণী" স্থানে "বিরমা-নন্দাবধূতীমার্গে" হইবে। এবং ইহার তৃতীয় পঙ্‌ক্তির "বসিয়া" শব্দটি বাদ যাইবে।

৫৩ পৃষ্ঠায় টীকার ১৬শ পঙ্‌ক্তির "ইহাকেই" স্থানে "বোধি-চিত্তকে" হইবে। এবং ১৭শ পঙ্‌ক্তির "ইহার" স্থানে "ঐ নদীর" হইবে।

৫৪ পৃষ্ঠার "সদ্‌গুরুপাঅপএ" স্থানে "°পসাএ" হইবে।

চর্য্যা—২০। ভাবানুবাদের "অন্তকুটী" স্থানে "অন্তঃকুটী" হইবে। মর্ম্মার্থের প্রথম পঙ্‌ক্তির "ভগবতী নৈরাত্মা অবধূতী" স্থানে "ভগবতী নৈরাত্মায় পরিবর্ত্তিত সাধক" হইবে। এবং ইহার দশম পঙ্‌ক্তির "আস্তাকুড়" স্থানে "অন্তঃকুটী" হইবে।

৮০ পৃষ্ঠার "বাপ" শব্দের অর্থে "করিয়াছেন" এর পরে "অথবা বিষয়ের অনুভূতি হইতেই সংবৃত্তিবোধিচিত্তের উদয় হয় বলিয়া বিষয়মণ্ডলকে বাপ বলা হইয়াছে" হইবে।

———

সঙ্কেত-বিবৃতি

ক—৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত—বৌদ্ধগান ও দোহা।

খ—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী কর্ত্তৃক প্রকাশিত Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Caryāpadas.

গ—Buddhist Mystic Songs—Edited by Dr. Md. Shahidullah.

চ।—The Origin and Development of the Bengali Language by Dr. S. K. Chatterji.

চর্য্যাপদ

১

রাগ [পটমঞ্জরী]—লুইপাদানাম্—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা[1] কাল ॥
দিঢ়[2] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ-দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই[3] ॥
এড়ি[4] এউ[4] ছান্দক বান্ধ করণক[5] পাটের[5] আস।
সুনুপাখ ভিতি[6] লেহুরে[7] পাস ॥
ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে[8] দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি[9] বইঠা[10] ॥

পাঠান্তর

১ পইঠো, ক :
২ দিট, ক ;
৩ মরিআই, ক ;
৪–৪ এড়িএউ, ক ;
৫–৫ করণকপটের, খ ;
৬ ভিড়ি, খ ;
৭ লাহুরো, ক ;
৮ সাণে, ক ;
৯ পাণ্ডি, ক, খ ;
১০ বইন, ক।

ভাবানুবাদ

কায়ারূপ তরুবর, পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল ॥
দৃঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুই ভণে—গুরুকে পুছিয়া ইহা জান ॥

সকল সমাধি দ্বারা কিবা করা যায়।
সুখদুখে নিশ্চিত মরিবেই হায় ॥
ছন্দের বন্ধন এড় করণের (পারিপাট্য) আশ।
শূন্যতা পক্ষের দিকে লহ তুমি পাশ ॥
লুই বলে—ইহা আমি ধ্যানে দেখিয়াছি।
ধমণ–চমণ দুই পীঁড়িতে বসেছি ॥

মর্ম্মার্থ

শরীরকে এখানে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইহার শাখাস্বরূপ।

বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত চঞ্চল হয় বলিয়া আমরা বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া কাল-কবলিত হই। কিন্তু এই চঞ্চলতা দূরীভূত করিয়া মহাসুখ বা নিত্যানন্দ লাভ করিবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা জানিতে হয়।

যোগ-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি দ্বারা দুঃখের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য মাত্র, কারণ সমাধিস্থ অবস্থায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ হয় বলিয়া দুঃখের অনুভূতি হয় না বটে, কিন্তু ব্যুত্থানে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গে পুনরায় পার্থিব জ্ঞান উদিত হওয়াতে দুঃখ-সাগরেই পতিত হইতে হয়। এইরূপে সমাধিতে সুখ, এবং ব্যুত্থানে দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিতে হয় বলিয়া সমাধি প্রভৃতি চিরস্থায়ী মহাসুখ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে।

প্রকৃতপক্ষে বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশাই আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণস্বরূপ, অতএব ইহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মহাসুখ লাভ করা যায় না। এখানে সমাধি প্রভৃতির দ্বারা ক্ষণিক চিত্তবৃত্তির নিরোধ অপেক্ষা দুঃখের মূলীভূত কারণ বাসনার নিবৃত্তিই মহাসুখলাভের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

এখন এই বাসনা-নিবৃত্তির উপায় কি? যতদিন সংসারের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় ধারণা থাকিবে ততদিন ইহা আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবেই। কিন্তু সংসার অসৎ অর্থাৎ ইহার প্রকৃত পক্ষে কোনই অস্তিত্ব নাই, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিবশতই জগৎ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, এইরূপ ধারণা জন্মিলে এই অসার বস্তুকে উপভোগ করিবার আর প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং শূন্যতত্ত্ব বা জগতের অসারতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা উচিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ধ্যানে অর্থাৎ আত্মস্থ হইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি আলিকালি, লোকজ্ঞান, লোকভাস, রবিশশী অর্থাৎ গ্রাহ্য বা ভব, এবং গ্রাহক বা মননেন্দ্রিয়াদির উপর আসন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, অর্থাৎ ভব-বিকল্পাদি দ্বারা আর তিনি বিচলিত হন না। অথবা তিনি কুম্ভকযোগে ধ্যানস্থ হইয়াছেন।

টীকা

২ পঞ্চ বি ডাল :—" রূপাদয়ঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ। ষড়িন্দ্রিয়াণি ধাতবো বিষয়াশ্চ গ্রাহ্য-গ্রাহক-গ্রহণোপলক্ষিত-পল্লবত্বাৎ কায়তরুবরত্বেন গৃহীতঃ "—টীকা। এখানে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে ইন্দ্রিয়গণকেই পল্লবরূপে কল্পনা করিয়া কায়াকে তরুবর বলা হইয়াছে। তিব্বতীয় পাঠেও পঞ্চ ডালকে প্রত্যঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৪৫শ চর্য্যাতে আছে—

মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।

এখানে মনকে তরুরূপে কল্পনা করিয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে তাহার শাখা বলা হইয়াছে। অতএব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই এখানে কায়াতরুর শাখারূপে গ্রহণ করা উচিত। ইহাদের সহিত মনকে যোগ করিয়া টীকাতে ষড়িন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ ভবের উপাদানরূপে টীকাতে লক্ষিত হইয়া থাকিবে।

চঞ্চল চীএ :—" প্রকৃত্যাভাসদোষবশাৎ চাঞ্চল্যতয়া প্রাকৃতসত্বেনাচ্যুতিরূপো হি রাহুঃ। স এব কালঃ "—টীকা। অতএব আমাদের স্বাভাবিক যে সকল দোষ আছে তাহাদ্বারাই চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এইজন্যই আমরা প্রাকৃতসত্ব বা ভবকেই দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। তুলনীয়—

" জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মানই॥" (চর্য্যা—৪৫)

আর এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই রাহুরূপ কাল আমাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব চিত্তের এই চঞ্চলতা দূরীভূত করাই পরম পুরুষার্থ। তুলনীয়— " জবেঁ মসাএর আচার তুটঅ। ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥" (চর্য্যা —২১)।

বি—অপি-জাত। চীএ—চিত্তে।

পইঠা :—পাঠান্তরে পইঠো—প্রবিষ্টঃ হইতে। কিন্তু এই চর্য্যার শেষ দুই পঙ্ক্তিতে " দিঠা " ও " বইঠা " রহিয়াছে বলিয়া " পইঠা " পাঠই গৃহীত হইল। বিশিষ্টার্থে আকার।

৩-৪ মহাসুখঃ—" সর্বধর্ম্মানুপলম্ভরূপং সহজানন্দমহাসুখম্ "—টীকা। ইহাতে মহাসুখের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিষয়সমূহের উপলব্ধি হইতে মুক্ত হইলেই মহাসুখ লাভ হয়। বিষয়ের সহিত মনের সংযোগ সাধন করে ইন্দ্রিয়গণ। এইজন্য মন আছে বলিয়াই বিষয়ের অনুভূতি জন্মে। অতএব চিত্ত যদি অচিত্ততা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত বিষয়ও লোপ পায়। পরবর্ত্তী কয়েকটি চর্য্যাতেও এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হো নঠা।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা॥ (চর্য্যা—৩১)

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাজ সহাবে মুকল ।। (চর্য্যা—৩২)

নির্বাণারোপিত চিত্তের সহিত বিষয়মণ্ডলও লোপ পায় বলিয়া দুঃখের কারণ তিরোহিত হওয়াতে মহাসুখের উৎপত্তি হয়। এখানে নির্বাণাবস্থা লক্ষিত হইতেছে। বক্তব্য এই যে, গুরুর উপদেশে নির্বাণে মহাসুখ লাভ করিবার পন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর।

দিঢ়=দৃঢ়। করিঅ—কৃত্বা হইতে ক্ত্বাচ্ স্থানে ইঅ হইয়া। সেইরূপ পুচ্ছিঅ—পৃষ্ট্বা হইতে। পরিমাণ—পরিমাণয় (অনুজ্ঞায়)। ভণই=ভণতি।

৫-৬ সঅল সমাহিঅ ইত্যাদি :—"সমাধয়ঃ ইন্দ্রিয়নিরোধায় নির্দিষ্টাঃ। তৈরত্র সমাধিভিঃ সুখরহিতত্বাৎ দুষ্করপোষধাদিনিয়মৈশ্চ কিঞ্চিৎ ন ক্রিয়তে। এবং মহাসুখাবঘাতেন বুদ্ধতীর্থিকো বহূনি দুঃখান্যনুভূয় উৎপদ্যন্তে ম্রিয়ন্তে চ"—টীকা। অর্থাৎ সমাধিতে কষ্টসাধ্য প্রথায় ইন্দ্রিয়নিরোধ করিতে হয় বলিয়া এখানে তাহা সমর্থিত হয় নাই। কিন্তু ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও সম্ভবপর। "জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি দ্বারা দৃশ্যমার্জন হয়, ইহা মনে করিও না। কারণ এই সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। এইজন্য সমাধিভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়, আর সেই স্মরণই পুনঃপুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। নির্বিকল্প সমাধিতেও দৃশ্য-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় না। যেমন সুষুপ্তির অবসানে পূর্বতন জ্ঞানের উদয় হয় তেমনি সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্বার পূর্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখপরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়।" (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্যপ্রকরণ, ১।৩২-৩৪)। এইরূপে সমাধিকালে আংশিক দুঃখহীনতা ও সমাধিভঙ্গে দুঃখসাগরে নিমজ্জনের জন্য দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির পক্ষে সমাধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় না। কিন্তু কি করিলে দুঃখমুক্ত হওয়া যায় তাহা পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সঅল সমাহিঅ—সকলসমাধিভিঃ। অতএব সবিকল্প ও নির্বিকল্প এই উভয় প্রকার সমাধিই এখানে লক্ষিত হইয়াছে।

করিঅই—ক্রিয়তে। মরিঅই—ম্রিয়তে।

৭-৮ "ছন্দমোড্ডিয়ানকরণাদিবন্ধং বিহায় শূন্যতাপক্ষকেতি নৈরাত্মধর্ম্মপাশমিতি সমীপং তদীয়ালিঙ্গনং কুরু"—টীকা। এড়ি—পরিত্যাগ করিয়া।

এউ—এতদ্-শব্দজাত (চা, ৮৩৪ পৃঃ)। অর্থ এই।

ছান্দক—ছন্দ (বাসনা)—কৃতজাত ক। বাসনার।

করণক—করণ (ইন্দ্রিয়)—কৃতজাত ক। ইন্দ্রিয়ের।

পাটের—পারিপাট্যের, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির (বাসনা)। আস—আশা।

সুনুপাখ—শূন্যপক্ষ। শূন্যতত্ত্ব (বা নৈরাত্মধর্ম্ম—টীকা) সম্বন্ধীয় বিচার।

ভিতি—ভিত্তি হইতে দিক অর্থে।

পাস—পার্শ্ব, সামীপ্য অর্থে—টীকা।

এই বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া শূন্য-তত্ত্ব-বিচারের দিকে অগ্রসর হও, পাশ বা সামীপ্য লও। এই ভাবে বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে আর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে না, অতএব কালের প্রভাব হইতেও মুক্ত হইতে পারিবে। (দ্বিতীয় পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য।) সমাধি দ্বারা ইহা করা যায় না বলিয়া পূর্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে ইহার অসারতার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৯-১০ ধমণ চমণ :—"ধবণং শশিশুদ্ধ্যালিনা চবণং রবিশুদ্ধ্যা কালিনা, তদুভাভ্যা-মাসনং কৃত্বা"—টীকা।

অন্যত্র আলিকালি অর্থে—"বজ্রজাপ-পরিশোধিত চন্দ্রসূর্য্যাদি" (১১শ চর্য্যার টীকা)।

আবার ৭ম চর্য্যার টীকায় ইহাদিগকেই লোকজ্ঞান ও লোকভাস বলা হইয়াছে। একটি দোহার টীকায় রবিশশীকে "গ্রাহ্যগ্রাহক বা জ্ঞেয়জ্ঞান"রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (ক, ১২৪ পৃঃ।)

অতএব লোকজ্ঞান-লোকভাস বা গ্রাহ্যগ্রাহকভাব পরিশুদ্ধ করিয়া তাহাদের উপর আসন করিয়া বসা হইয়াছে, যেন ইহাদের দ্বারা অবধূতী-মার্গ বা পবমার্গের পথ অবরুদ্ধ না হয়। ধ্মা ধাতু হইতে সং—ধমন, প্রা—ধমণ হইয়া পূরক অর্থে তান্ত্রিকমতে ধমণ। এবং সং—চ্যবন হইতে প্রা—চবণ হইয়া রেচক অর্থে চবণ বা চমণ (Buddhist Mystic Songs, p. 2)। এই উভয়বিধ-শ্বাস-রোধ-করা-কুম্ভক-সমাধিস্থ-অবস্থাও লক্ষিত হইতে পারে।

আম্‌হে—অস্মে—আম্‌হে। ঝাণে—ধ্যানে। দিঠা—দৃষ্ট। বেণি—প্রা—বেণ্ণি হইতে দুই অর্থে। পিণ্ডি—পিণ্ডী—পিঁড়ী—আসন অর্থে। বইঠা—উপবিষ্ট।

২

রাগ গবড়া—কুক্কুরীপাদানাম্—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ[১] ॥
আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে[২] নিল অধরাতী ॥

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই[৩] ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরী-পাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝেঁ একু[৪] হিঅহি[৪] সমাইড়[৫] ॥

পাঠান্তর

১ খাই, খ ;
২ চৌরি, ক, খ ;
৩ কাগ, খ ;
৪-৪ একুড়ি অহিঁ, ক ;
৫ সনাইড়, ক।

ভাবানুবাদ

দুলিকে দুহিয়া পীঠে ধরণ না যায়।
বৃক্ষের তেঁতুল ফল কুমীরেই খায় ॥
অঙ্গন যে ঘরপর, শুন অবধূতি।
"কানেট" যে দোষ চোরে নিল আধ রাতি ॥
শ্বশুর নিদ্রিত হল, বধূ আছে জাগি।
"কানেট" যে চোরে নিল, কোথা গিয়ে মাগি ॥
দিবসে বধূটি কাঁদে সদা ভয়ে ভীত।
রাত্রিতে চলিয়ে যায় কামে হতে প্রীত ॥
এইরূপ চর্য্যাপদ কুক্কুরীপাদ গায়।
কোটি মাঝে এক যোগী-হৃদয়ে সামায় ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে কুম্ভক-যোগ দ্বারা সহজানন্দ উপভোগ করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যাহারা অনভিজ্ঞ তাহারা মহাসুখকমল দোহন করিয়া অর্থাৎ চিত্তকে নির্বাণমার্গে চালিত করিয়া বজ্রমণিরূপ পৈঠায় ধারণ করিতে পারে না, অর্থাৎ সহজানন্দ উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু গুরুর উপদেশে কুম্ভক-সমাধি দ্বারা দেহতরুর ফলস্বরূপ চিত্তকে নিঃস্বভাব করা যাইতে পারে।

দেহরূপ গৃহের নিকটেই অর্থাৎ উষ্ণীষকমলে মহাসুখের আঙ্গিনা রহিয়াছে। ওগো দুঃখনাশকারিণি অবধূতি, আমাকে তথায় লইয়া চল। সেখানে অর্দ্ধরাত্রে অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদানসময়ে পূরকরেচকাদিবর্জ্জিত কুম্ভকদ্বারা আমি স্থিরভাবে বায়ু ধারণ করিয়া সহজানন্দ উপভোগ করিতে পারিব।

সেই সময়ে শ্বাসবায়ু স্থির হইয়া যখন অতীন্দ্রিয় আনন্দে প্রযুক্ত হয়, তখন ভববিকল্পাদি প্রক্ষালিত করিয়া যোগীর পরিশুদ্ধ প্রকৃতিরূপিণী বধূ জাগিয়া থাকে, এবং সহজানন্দে পূরকাদি বায়ুপ্রবাহরহিত হইয়া গ্রাহ্যগ্রাহকভাব তিরোহিত হয়, অর্থাৎ চিত্ত লয়প্রাপ্ত হয়, অতএব তখন প্রার্থনা করিবার কিছুই থাকে না।

চিত্তের সজাগ অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়াদি সতেজ অবস্থায় থাকে তখনই দিবা। চিত্তই দৃশ্য-দর্শনের হেতু। অতএব নিজ সংবৃত্তি দ্বারা ইহা জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের ভীষণ পরিণতি দেখিয়া নিজেই ভীত হয়। কিন্তু প্রজ্ঞাজ্ঞানের উদয় হইলে ইন্দ্রিয়াদির সুষুপ্তি-হেতু চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া নির্বিকল্পাকারে মহাসুখসঙ্গমে গমন করে।

এইরূপ চর্য্যা কুক্কুরীপাদ গান করেন। এককোটি যোগীর মধ্যে একজনের হৃদয়ে হয়ত এই তত্ত্ব প্রবেশ করিতে পারে।

টীকা

১-২ দুলি :—"দ্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং মহাসুখকমলং দুলি সন্ধ্যাসঙ্কেতে বোদ্ধব্যম্"—টীকা।

দ্বৈতভাব যাহাতে লীন হইয়াছে এইরূপ মহাসুখকমলকে দুলি বলা হইয়াছে। "কমলম্ উষ্ণীষকমলম্" (চর্য্যা—২৭—টীকা)।

সং—দুলি, ডুলি—প্রা—দুলী। সাধারণ অর্থে স্ত্রী-কচ্ছপ। ডুলিক্ষীর =কচ্ছপের দুধ, আকাশকুসুমবৎ অলীক অর্থে, যথা—"ন চেয়মবগতিঃ ডুলিক্ষীরপ্রায়া" (Bhāmatī on Brahma-Sūtra, 2.1.14; Quoted in Buddhist Mystic Songs, 4)।

দুহি :—"দোহনং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং তৎ অবধূতীমার্গেণ গত্বা"—টীকা। অর্থাৎ চিত্তকে অবধূতীমার্গে বা নির্বাণপথে প্রেরণ করিয়া নিঃস্বভাব না করিলে চিত্ত নির্বাণপথে গমন করিতে পারে না, এজন্য ৩৩ সংখ্যক চর্য্যার টীকায় বলা হইয়াছে—"দোহনমিতি নিঃস্বভাবীকরণম্।"

পিটা :—"পীঠকে বজ্রমণৌ"—টীকা। শরীরের মধ্যে ২৪টি পীঠ কল্পিত হইয়াছে, যথা—

"চতুর্বিংশতিভেদেন পীঠাদ্যত্রৈব সংস্থিতম্।" (দোহা, ১০০ পৃঃ—টীকা।)

তন্মধ্যে বজ্রমণিপীঠ অন্যতম। শূন্যতারূপ বজ্রের অধিষ্ঠান বলিয়া।

ধরণ ন জাই :—কাহারা ধরিতে পারে না? "বালযোগিনস্তস্য ধরণে ন সমর্থাঃ"—টীকা। যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা পারে না, কিন্তু কুম্ভকযোগে পারা যায়।

রুখের :—" কায়বৃক্ষস্য "—টীকা। দেহরূপ বৃক্ষের। ১ম চর্য্যা দ্রষ্টব্য। বৈদিক—রুক্ষ ; প্রা—রুক্‌খ। বৃক্ষ অর্থে।

তেন্তলি :—" ফলং তদেব বোধিচিত্তম্ চিঞ্চাফলবৎ বক্রম্ "—টীকা। বোধিচিত্তকে দেহবৃক্ষের ফল বলা হইয়াছে, এবং তেঁতুলের ন্যায় ইহার বক্রতা কল্পিত হইয়াছে।

কুম্ভীরে :—" বিলক্ষণপরিশোধিত-কুম্ভকসমাধিনা "—টীকা।

খাঅ :—" ভক্ষণং নিঃস্বভাবীকরণং কুর্বন্তি "—টীকা।

পরিশোধিত কুম্ভকযোগদ্বারাও বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাব করা যায়।

৩-৪ আঙ্গন ঘরপণ :—" বিরমানন্দাবধূতীগৃহম্ "—টীকা। শরীররূপ গৃহে উষ্ণীষ-কমলে যে বিরমানন্দের স্থান আছে, এখানে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। " মহাসুখং বসত্যস্মিন্নিতি মহাসুখবাস উষ্ণীষকমলং তত্র সর্বশূন্যালয়ঃ "—টীকা—১২৪ পৃঃ।

সুন ভো বিআতী :—" ভোঃ পরিশুদ্ধাবধূতিকে শৃণু "—টীকা। " অবহেলয়া ক্লেশাদিপাপান্ ধুনোতি ইত্যবধূতী "—দোহা, ১২৪ পৃঃ—টীকা। যাহার সাহায্যে সর্বক্লেশহর নির্বাণ লাভ করা যায়।

বিআতী :—বিজ্ঞপ্তি হইতে (খ, ৪ পৃঃ)। টীকানুযায়ী এখানে পরিশুদ্ধাবধূতী লক্ষিত হইয়াছে।

কানেট :—" প্রবেশাদিবাতদোষবিভবম্ "—টীকা। কানেট শব্দে যখন দোষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তখন বোধ হয় কৃষ্ণত্ব শব্দ হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। পাঠান্তরেও কানেট্ট রহিয়াছে।

অধরাতী :—" অর্দ্ধরাত্রৌ চতুর্থীসন্ধ্যায়াম্ "—টীকা। তুলনীয়—" চতুর্থী-সন্ধ্যায়াং প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদানসময়ে " (চর্য্যা—২৭—টীকা)। অন্যত্র—" চতুর্থসন্ধ্যয়া চতুরানন্দা বোদ্ধব্যাঃ " (চর্য্যা—৫০—টীকা)।

কানেট চোরে নিল ইত্যাদি :—কুম্ভকযোগে নিশ্বাসগ্রহণকে পূরক, আর পরিত্যাগকে রেচক বলে। কিন্তু পূর্ণ সমাধির অবস্থায় নিশ্বাসপ্রশ্বাস রহিত হয় বলিয়া এখানে বলা হইয়াছে যে, সহজানন্দ-চোরে প্রবেশাদিবাতদোষ অপহরণ করিয়াছে (সহজানন্দচোরেণ হৃতম্—টীকা)। সমাধিস্থ অবস্থায় অনুভূত সহজানন্দকে এখানে চোর বলা হইয়াছে।

৫-৬ সুসুরা :—" ত্বরিতাদিশ্বাসম্ "—টীকা।

নিদ গেল :—" চতুর্থানন্দং যোগনিদ্রাং নীত্বা "—টীকা। যখন ত্বরিতাদিশ্বাস তুরীয়ানন্দে সুষুপ্ত থাকে। পূর্ণকুম্ভকের অবস্থায় ইহা সংঘটিত হয়।

বহুড়ী :—" অবধূতীশব্দসন্ধ্যয়া "—টীকা। অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় নৈরাত্মা অবধূতীকেই বহুড়ী বা বধূ বলা হইয়াছে। অন্যত্র তাঁহাকেই " যোগীন্দ্রস্য গৃহিণী নৈরাত্মা " (চর্য্যা—২৮—টীকা) বলা হইয়াছে। তিনিই—" অনাদি-ভববিকল্পঞ্চ ধুত্বা প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতীরূপেণ অহর্নিশং জাগরণং কুর্বন্তি "

—টীকা। অর্থাৎ যখন যোগীন্দ্র পূর্ণ কুম্ভকে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন থাকেন, তখন তাঁহার প্রকৃতিরূপিণী অবধূতী ভববিকল্প পরিহার করিয়া জাগরণ করেন। সহজার্থে যোগীন্দ্র নিত্যানন্দে নিমগ্ন থাকেন।

কানেট ইত্যাদি :—"প্রভাস্বরচোরেণ প্রবেশাদিবাতদোষো যদা নীতস্তদা গ্রাহ্যাদ্যভাবে যোগীন্দ্রো দশদিশি ক্বাপি কিঞ্চিন্ন প্রার্থয়তি"—টীকা। এইরূপ সমাধির সময়ে যখন শ্বাসপ্রশ্বাস রহিত হইয়া যায় তখন গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাব তিরোহিত হয়, অতএব কাহারও নিকট কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না। অর্থাৎ তখন নির্বিকল্প-সমাধি লাভ হইয়া থাকে। কানেট বা কানেট্ট :—কৃষ্ণ হইতে কাহ্ন হইয়া কান বা কানু চিরপ্রসিদ্ধ। কৃষ্ণত্ব হইতে কানেট্ট। তুলনীয়— খ-ত্ব হইতে খট্টে (চর্য্যা—১১)।

৭-৮ দিবসই :—চিত্তের সজাগ অবস্থাই তাহার দিন, আর সুষুপ্তিই রাত্রি। চিত্ত "সংবৃত্ত্যা ত্রৈলোক্যং নির্ম্মায়" ইত্যাদি (টীকা) অর্থাৎ নিজের সংবৃত্তি-দ্বারা ত্রৈলোক্য নির্ম্মাণ করে। অন্যত্র—

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যপ্র., ১৬।২৫।

অর্থাৎ এই চিত্তই দৃশ্যদর্শনের হেতু, চিত্ত থাকাতেই জগত্রয় আছে, চিত্তের ক্ষয় হইলে জগৎ তিরোহিত হয়। এইরূপে চিত্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার ভীষণরূপ দেখিয়া নিজেই ভীত হইয়া ক্রন্দন করে। যথা—

যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতিভয়ঙ্করম্।
সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারে হ্যবুধস্তথা॥ টীকা, ক, ৬ পৃঃ।

পাঠান্তরে—"কাগ ডরে ভাঅ।" তুলনীয়—

দিবা কাকরুতাদ্‌ভীতা রাত্রৌ তরতি নর্ম্মদাম্।
তত্র সন্তি জলে গ্রাহা মর্ম্মজ্ঞা সৈব সুন্দরী॥

ভোজপ্রবন্ধ—শ্লোঃ ২৯৪; গ, ৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু সংস্কৃত টীকার অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

রাতি :—প্রজ্ঞাজ্ঞানের উদয়ে অচিত্ততা অবস্থায় "স্বয়মেব নির্বিকল্পং গচ্ছতি।" টীকা।

কামরু—কামরূপ, মহাসুখস্থান অর্থে। জাঅ—যাতি।

ভায় :—"বিভেতি, সন্ত্রস্তা ভবতি।" ভীত হয়।

৯-১০ অইসন :—ঈদৃশন। "ঈদৃশ্যতীবনিষ্প্রপঞ্চচর্য্যা"—টীকা।

কোড়ি মাঝেঁ—"যোগিকোটীনাং মধ্যে"—টীকা।

হিঅহি :—হৃদয়—হিঅঅ—হিআ। ইহার ৭মীতে।

সমাইড় :—"অন্তর্ভবতি"—টীকা। প্রবেশ করে। সং—সম্মাপয়তি; প্রা—সম্মাঅই—সামাঅ—সমাঅ। অতীতের—ইল যোগে সমাইল—সমাইড়।

৩

রাগ গবড়া—বিরুবপাদানাম্—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ[১]।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ়[২] কান্ধ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআঁ[৩]।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল[৪] পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে[৫] ঘড়লী[৬] সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥

পাঠান্তর

১ সান্ধে, ক, খ;
২ দিট, ক;
৩ দেখইআ, ক, খ;
৪ দেট, ক;
৫ স, ক;
৬ ডুলী, ক; ঘড়লী, খ।

ভাবানুবাদ

এক সে শুণ্ডিনী দুই নিয়া ঘরে সান্ধে।
চিকণ বাকল দ্বারা বারুণীকে বান্ধে॥
সহজে করিয়া স্থির বারুণীকে সান্ধ।
অজর অমর হও লভি দৃঢ় স্কন্ধ॥
চিহ্ন প্রমোদের দেখি দশমী দ্বারেতে।
গ্রাহক আপনি আসে বাহি সেই পথে॥
চৌষট্টি ঘটীতে মদ প্রসারিত পাই।
গ্রাহক পশিয়া খায়, সারা কিছু নাই॥
অবধূতীরূপ ঘটী, সরু তার নাল।
বিরুব বলিছে চিত্ত স্থির করি চাল॥

মর্ম্মার্থ

সহজমতে বামনাসাপুটে চন্দ্রস্বভাবে (অর্থাৎ গ্রাহকভাবে) ললনা-নাড়ী, এবং দক্ষিণ-নাসাপুটে সূর্য্যস্বভাবে (অর্থাৎ গ্রাহ্যভাবে) রসনা-নাড়ী অবস্থান করে। আর ইহাদের মধ্যভাগে গ্রাহ্যগ্রাহকভাববর্জিত অবধূতী-নাড়ী বর্ত্তমান আছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া অস্পৃশ্যতাহেতু শুণ্ডিনীরূপিণী উক্ত অবধূতিকা গ্রাহ্যগ্রাহক-রূপিণী উক্ত দুই নাড়ীর কার্য্য রোধ করিয়া যেন তাহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী নিজের পথে প্রবেশ করাইয়াছে। সরলার্থে পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা গ্রাহ্যগ্রাহকভাব বিসর্জন করিয়া স্বাধিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই অবস্থায় যোগী গুরুর উপদেশে অবিদ্যা-বীজ-দ্বেষ প্রভৃতি মালিন্য-রহিত প্রভাস্বরশূন্যতারূপ বাকলের দ্বারা সুখপ্রমোদদানকারী বারুণী মদ্যের ন্যায় নিজ বোধিচিত্তকে বন্ধন করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকভাব-বর্জিত হইয়া নৈরাত্মার সঙ্গ লাভ করাতে এখন যোগীর চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া মহাসুখে নিমগ্ন রহিয়াছে। তখন সহজানন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বারুণীরূপ বোধিচিত্ত অবধূতী-মার্গে বা শূন্যতার পথে গমন করে (সান্ধে পাঠে)। মতান্তরে—হে বালযোগি, সহজানন্দ স্থির করিয়া মহাসুখপাশে বারুণীরূপ বোধিচিত্তকে বন্ধন করত যাহাতে অজরামরত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পার, তাহাই কর। নবদ্বারের অতিরিক্ত বৈরোচনদ্বারে অর্থাৎ নির্বাণপথে মহাসুখপ্রমোদের চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহকরূপ গন্ধর্বসত্ত্ব (প্রসুপ্ত বোধিচিত্ত) তাহা উপভোগ করিবার জন্য নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং চতুর্দ্দিকে আনন্দের উপকরণ বিস্তৃত দেখিয়া সে তাহাতেই বিভোর হইয়া রহিল (অর্থাৎ মহাসুখে তখন নির্বিকল্প-সমাধি লাভ করিল)। মহাসুখ সংঘটন করে বলিয়া অবধূতিকাকে ঘটী বলা হইয়াছে, আর গ্রাহ্যগ্রাহকভাব-বর্জিত বলিয়া ইহাকে সরু কল্পনা করা হইয়াছে। এই সরু অবধূতী-পথে চিত্তকে স্থির করিয়া চালাইতে সিদ্ধাচার্য্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

টীকা

১-২ শুণ্ডিনি :—" সা অবধূতিকা শুণ্ডিনী "—টীকা। অস্পৃশ্যযোগহেতু (অতীন্দ্রিয়বশতঃ) এই অবধূতীকে কখনও " ডোম্বী " (চর্য্যা—১০), কখনও " চণ্ডালী " (চর্য্যা—৪৯), কখনও " শবরী " (চর্য্যা—২৮) প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

দুই :—" চন্দ্রসূর্য্যৌ বামদক্ষিণৌ দ্বৌ "—টীকা।

নাসার দুইদিকের ললনা-রসনাখ্য নাড়ীদ্বয়কে, যথা—

" বামনাসাপুটে প্রজ্ঞাচন্দ্রস্বভাবেন ললনা স্থিতা।
দক্ষিণনাসাপুটে উপায়সূর্য্যস্বভাবেন রসনা স্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা "— দোহাটীকা—১২৫ পৃঃ।

ঘরে :—" মধ্যমায়াম্ "—টীকা। মধ্যবর্ত্তী নিজের গৃহে।

সান্ধঅ :—" সন্ধয়তি প্রবেশয়তি "—টীকা। প্রবেশ করায়—অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব ধবংস করিয়া স্ববর্ষ্মে প্রবাহিত করে।

চীঅণ বাকলঅ :—" অবিদ্যাবীজদ্বেষ-কল্কহিতেন প্রভাস্বরেণ "—টীকা। অবিদ্যাদি-মালিন্যরহিত, অতএব প্রভাস্বর-শূন্যতারূপ বাকলের দ্বারা।

বারুণী :—" বারুণীতি সুখপ্রমোদত্বাৎ বোধিচিত্তম্ "—টীকা। বারুণী মদ্য পান করিলে সুখপ্রমোদের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ ধর্ম্মকায়জাত বোধিচিত্ত হইতেও আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে বারুণীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গ্রাহ্যগ্রাহকভাব ধ্বংস করিয়া প্রমোদিত বোধিচিত্ত বারুণীকে প্রভাস্বরশূন্যতায় বন্ধন করেন বলিয়া অবধূতীকে শুণ্ডিনী বলা হইয়াছে।

৩-৪ সহজে থির করি :—" সহজানন্দং স্থিরীকৃত্য ভো বালযোগিন্ "—টীকা। এই দুই পঙ্‌ক্তিতে বালযোগীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি সহজানন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক।

বারুণী সান্ধ :—টীকাতে বারুণীকে বন্ধন করিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে, যথা—" বারুণীতি সন্ধ্যাবচনেন সংবৃত্তিবোধিচিত্তং বোদ্ধব্যম্। তস্য বোধিচিত্তস্য স্বাধিষ্ঠানগতস্য অক্ষরতাসুখপাশেন বন্ধনং কৃত্বা "—টীকা। তিব্বতীয় অনুবাদেও " ধারয় " অর্থে " সান্ধে " স্থানে " সান্ধয় "পাঠে " বন্ধনং কুরু " (ডাঃ বাগচীর সং, ৬পৃঃ)।

জেঁ অজরামর :—" যেন অজরামরত্বং দৃঢ়স্কন্ধং লভসে তৎ কুরু "—টীকা। অজরামরত্বরূপ দৃঢ়স্কন্ধ যাহাতে লাভ করিতে পার তাহাই কর। দৃঢ়স্কন্ধই অজরামরত্ব।

৫-৬ দশমি দুআরত :—" বৈরোচন-দ্বারে'পি "—টীকা। নবদ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ বৈরোচন-দ্বারে। তুলনীয়—" God or the religious object of Buddhism is generally called Dharma-Kāya-Buddha, and occasionally Vairochana Buddha and identified with the highest truth and reality" (Mahāyāna Buddhism by Suzuki, pp. 219-20). পরমার্থসত্য, বুদ্ধত্ব বা নির্বাণলাভের পথকে এখানে বৈরোচন-দ্বার বলা হইয়াছে। অন্যত্র—" গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ " (কুমারপাল-চরিতের টীকা, ২৭১ পৃঃ ; গ, ৬পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

আইল গরাহক ইত্যাদি :—" গন্ধর্বসত্বো হি স্বয়মেব আগত্য তেন দ্বারেণ প্রবিশ্য "—টীকা। গন্ধর্বসত্ব অর্থে " অন্তরাভবসত্ব " (অমরকোষ)। " অন্তরাভবসত্বস্তু জন্মমরণয়োর্মধ্যভবঃ প্রাণী যো মৃতো নৈব কায়ান্তরং প্রাপ্তঃ, নাপি জন্ম, স মরণজন্মনোরন্তরাভবত্বাদন্তরাভবসত্বঃ " (ঐ, টীকা)।

অর্থাৎ সাধক যখন পরমার্থসত্যের সন্ধান পায়, তখন বোধিচিত্তের এই প্রসুপ্ত অবস্থা মহাসুখের গ্রাহকরূপে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

গরাহক :—গ্রাহক।

৭-৮ চউশটী ঘড়িয়ে ইত্যাদি :—চৌষট্টি ঘটীতে মদ্য প্রসারিত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহা পান করিয়া বিভোর হইলেন। ইহাই টীকাতে সংক্ষেপে এইভাবে বলা হইয়াছে—"মহাসুখকমলরসপানেন সূচিতপ্রীণনং করোতি।" অথবা চউশট্টি ঘড়িয়ে অর্থে—"চতুঃষষ্টি ঘটিকা বা চৌষট্টি দণ্ড—দিবারাত্র সকল সময়েই" (ক. শব্দসূচী) মহাসুখমদ্য পান করিয়া বিভোর হইলেন।

দেল :—দত্ত+ইল। বিশেষণে। তুলনীয়—"গেলীজাম" (চর্য্যা—৮)।

পসাবা :—প্রসার হইতে প্রসারিত দ্রব্য অর্থে।

৯-১০ এক ঘড়লী :—"সা এব পূর্বোক্তাবধূতিকা সংবৃত্তি-পরমার্থ-সত্যদ্বয়ম্ ঘটতীতি কৃত্বা ঘটী"—টীকা। সংবৃত্তি ও পরমার্থ সত্যদ্বয়কে সংঘটন করে বলিয়া অবধূতীকে ঘটী বলা হইয়াছে। পরিশুদ্ধ এবং অপবিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর দুই রূপের সন্ধান ১০ম ও ১৮শ চর্য্যায় পাওয়া যায়।

সরুই নাল :—"আভাসদ্বয়নিরোধাৎ সূক্ষ্মরূপা"—টীকা। গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ আভাসদ্বয় নিরোধ করে বলিয়া (১ম পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য) অবধূতীমার্গকে সরু বলা হইয়াছে।

থির করি চাল :—"বোধিচিত্তং স্থৈর্য্যং কৃত্বা নিস্তরঙ্গরূপেণ চালয়"—টীকা। বোধিচিত্তকে অবিচলিতরূপে চালনা কর।

৪

রাগ অরু—গুণ্ডরীপাদানাম্—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টি[১] করহু বিআলী॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি॥
খেপহুঁ[২] জোইনি লেপ ন জাঅ[৩]।
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ[৪]॥

সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ বেণি পখা ফাল ॥
ভনই গুণ্ডরী অম্হে[5] কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝেঁ[6] উভিল চীরা ॥

পাঠান্তর

১ ঘাণ্ট, ক, খ ;
২ খেঁপহু, ক ;
৩ জায়, ক ;
৪ সগাঅ, ক ;
৫ অহ্মে, ক ;
৬ মঝেঁ, ক।

ভাবানুবাদ

ত্রিনাড়ী যোগিনী চাপি দেয় অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ যোগ করহ বিকালী ॥
তোমা বিনা যোগিনি গো, ক্ষণ নাহি জীব।
তোর মুখ চুম্বি রস কমলের পিব ॥
ক্ষেপিলে যোগিনী নাহি মোহলিপ্ত রহে।
মণিমূল হ'তে পুনঃ উর্দ্ধ্ব স্থানে বহে ॥
শ্বাস ঘরে রোধি দিয়া তালার বন্ধন।
চন্দ্রসূর্য্য দুই পক্ষ করহ খণ্ডন ॥
গুণ্ডরী বলিছে—আমি কুন্দুরে বীর।
নরনারী মাঝে চিহ্ন ধরেছি যোগীর ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মাকে যোগিনী বলা হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মার প্রকৃতি এই যে, তিনি ললনা-রসনা-অবধূতিকা নাম্নী প্রধান তিনটি নাড়ীকে চাপিয়া নিরাভাস করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণভাব নাশ করিয়া সাধককে নিজের অভিজ্ঞান অর্থাৎ নৈরাত্মতা প্রদান করেন, এবং তাহা রক্ষাও করেন, অথবা আনন্দ দান করেন, এবং সাধকের অভ্যাসগুণে তাহাকে আশ্বাসিত করেন। অতএব ওহে সাধক, তমি বজ্রপদ্মসংযোগে অর্থাৎ চিত্ত শূন্যতায় পূর্ণ করিয়া সহজানন্দ লাভ করত কালরহিত অবস্থায় অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে মহামুদ্রারূপ নির্বাণের সাক্ষাৎ লাভ কর।

ইহা জানিতে পারিয়া মহাসুখলাভে উন্মত্ত সাধক নৈরাত্মা-যোগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—ওগো যোগিনি, প্রবল বাসনার আবেগে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া

আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আনন্দের আধার তোমার মুখ চুম্বন করিয়া আমি উষ্ণীষকমলের পরমার্থ-মধু পান করিব। তান্ত্রিকমতে এখানে মহানন্দের আধার তথতাকে সহস্রার-পদ্মের ন্যায় মস্তকে স্থাপন করা হইয়াছে।

পরমাত্মা হইতে মায়াবশ জীবাত্মার উৎপত্তির ন্যায় তথতা হইতে বোধিচিত্তের উদ্ভব হয়। কিন্তু আমাদের বোধিচিত্ত তথতার ন্যায় পরিশুদ্ধ-প্রকৃতি হইলেও অবিদ্যা-মোহে অভিভূত হইয়া সংসারে আবদ্ধ হয়। নৈরাত্মাকে লাভ করিবার জন্য উক্ত প্রকার উদ্দীপনা আসিলে ইহা আর মোহাবলিপ্ত থাকে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মস্তকস্থ নৈরাত্মার সহিত মিলিত হয়। মূলাধারচক্রে কুণ্ডলিনী-শক্তির সুপ্তাবস্থার ন্যায় এখানে মণিমূলে বোধিচিত্তের মোহলিপ্ত অবস্থা কল্পিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনী যেমন প্রবুদ্ধ হইয়া সহস্রারে গমন করে, বোধিচিত্তও সেইরূপ আবেগের বশে নৈরাত্মার সহিত মিলিত হয়।

এখন যোগাচার দ্বারা বোধিচিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবার উপায় বর্ণিত হইতেছে। শ্বাসের ঘরে তাহাকে তালাবদ্ধ করিয়া গ্রাহ্যগ্রাহকভাব খণ্ডন করত ওহে যোগি, তুমি মহামুদ্রার সাক্ষাৎ লাভ কর।

গুণ্ডরীপাদ বলিতেছেন যে, কুন্দুর-যোগের দ্বারা অক্ষর সুখ লাভ করিয়া তিনি ক্লেশ-নাশকারী বীর হইয়াছেন, এবং যোগি-যোগিনীদিগের মধ্যে প্রজ্ঞাভিজ্ঞানস্বরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন যোগীন্দ্রের চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

টীকা

১-২ তিঅড্ডা :—" ললনা-রসনাবধূতিকানাড্যঃ ত্রিনাড্যম্ "—টীকা। ললনা, রসনা ও অবধূতিকা নাম্নী প্রধান তিনটি নাড়ী।

চাপী :—" চাপয়িত্বা নিরাভাসীকৃত্য "—টীকা। চাপিয়া অর্থে আভাস-শূন্য করিয়া।

জোইনি :—" পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্ম-যোগিনী "—টীকা। পরিশুদ্ধা নৈরাত্মাকে এখানে যোগিনী বলা হইয়াছে।

অঙ্কবালী :—" অঙ্কং স্বচিহ্নং সাধকায় দদাতি, তং পালয়তি চ। অথবা বিচিত্রাদি-লক্ষণযোগেন আনন্দাদিক্রমং দদাতি, পুনঃ সা এব ভাবকস্য অবিরতা-ভিযোগাৎ আশ্বাসং দদাতি"—টীকা। টীকাকার " অঙ্কবালী " শব্দটীকে " অঙ্ক " এবং " পালী বা বালী " এই দুইভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। অঙ্ক অর্থে স্বচিহ্ন, আর তাহাই পালন করেন বলিয়া " পালী।" টীকাতে ইহার দুই রকম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অঙ্ক বা স্বচিহ্ন দেন এবং পালন করেন, অথবা সাধককে আনন্দ এবং আশ্বাস দান করেন। তিব্বতীয় ব্যাখ্যায় আলিঙ্গন অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আলিঙ্গনেও আনন্দ ও আশ্বাস দান করা হয়, অতএব ইহা ভাবার্থ।

দে :—দদাতি হইতে দান করে অর্থে।

কমলকুলিশ ঘান্টি :—" সম্যক্‌কুলিশাব্জসংযোগঘট্টৌ আনন্দ-সন্দোহতয়া"—টীকা। বজ্রপদ্মের সংযোগে আনন্দ লাভ করিয়া। চিত্তরূপ কমলের সহিত শূন্যতারূপ বজ্র বা চরমতত্ত্ব যোগ করিয়া অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। বজ্রপদ্মঘর্ষণে পঞ্চমহাভূতের মধ্যে তেজোধাতুর উদ্ভব হয়, যথা—" ঘর্ষণাৎ তেজো জায়তে। বজ্রপদ্মঘর্ষণেন তেজোধাতুরুৎপদ্যতে" (দোহাটীকা—১২৫ পৃঃ)।

করহুঁ বিআলী :—" বিকালিমিতি কালরহিতাম্‌ মহামুদ্রাং সিদ্ধিং সাক্ষাৎ কুরু"—টীকা। কালহীন বা সময়নিরপেক্ষ চিরনির্বাণ লাভ কর। এই দুই পঙ্‌ক্তি সাধককে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। মহামুদ্রা=নির্বাণ (চর্য্যা—৩৭ দ্রষ্টব্য)।

৩-৪ " অতএব মহাসুখ-লম্পটো'হংভাবকঃ এবং বদতি"—টীকা। মহাসুখলুব্ধ সাধক এই দুই পঙ্‌ক্তি বলিতেছেন।

জোইনি তঁই ইত্যাদি :—" ভো নৈরাত্মযোগিনি, ত্বয়া বিনা ক্ষণৈকং দুর্বার-বেগচপলত্বাৎ প্রাণবাতধারণে ন সমর্থো'হম্‌"—টীকা। ওগো যোগিনি, আমি আবেগাতিশয্যে আর তোমা ভিন্ন বাঁচিতে পারি না। নৈরাত্মাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে।

তো মুহ চুম্বী :—" তব বক্ত্রং সহজানন্দং পুনশ্চুম্বয়িত্বা"—টীকা।

কমলরস :—" উষ্ণীষকমলমধুমদনং পরমার্থ-বোধিচিত্তম্‌"—টীকা। মস্তকস্থ কমলের মধুরূপ পরমার্থের আস্বাদন করিব।

৫-৬ খেপহুঁ ইত্যাদি :—" ক্ষেপাৎ স্বস্থানযোগাৎ সা বোধিচিত্তরূপা নৈরাত্মযোগিনী বিলক্ষণ-শোধিতানন্দেন মণিমূলে ন মোহমলাবলিপ্তা ভবতি"—টীকা। এই টীকাতে মূলের ভাবার্থমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পরমাত্মা হইতেই জীবাত্মার উদ্ভব, কিন্তু ইহা অবিদ্যামোহে আচ্ছন্ন থাকে। এই মোহজাল ছিন্ন করিতে পারিলেই ইহা পরমাত্মার বিশেষত্বসমন্বিত হয়। বৌদ্ধগণ আত্মা-পরমাত্মা স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু পরমাত্মার ন্যায় ধর্ম্মকায় বা তথতা স্বীকার করেন, এবং তাহা হইতেই যে বোধিচিত্তের উদ্ভব তাহাও স্বীকার করেন। এই বোধিচিত্ত সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে মোহমলাবলিপ্ত থাকে, কিন্তু স্বস্থানযোগহেতু অর্থাৎ তথতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহা তথতার ন্যায়ই বিলক্ষণ পরিশুদ্ধ। তুলনীয়—" Being a reflex of the Dharmakāya, the Bodhicitta is practically the same as the original in all its characteristics" (Mahāyāna Buddhism by Suzuki, p. 299). মোহমল ধৌত করিতে পারিলেই ইহার তথতা-বিশেষত্ব প্রকটিত হয়। বোধি-চিত্তের এই জাগরণকে প্রণিধান বলে। প্রণিধান অর্থে মোক্ষের জন্য প্রবল আবেগ ইত্যাদি। তুলনীয়—" Praṇidhāna is a strong wish

etc." (Do, p. 307). এই চর্য্যাতে তান্ত্রিক মতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে তথতাকে মস্তকে স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা হইতে উদ্ভূত বোধিচিত্ত কুণ্ডলিনীর ন্যায় মণিমূলে অর্থাৎ আধারচক্রে যেন মোহলিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে "দুর্বারবেগচপলতা" দ্বারা যে নৈরাত্মাকে লাভ করিবার বাসনা জাগরিত হইয়াছে তাহা বলা হইয়াছে। এই উৎক্ষেপাবেগে আর বোধিচিত্ত যে মণিমূলে মোহলিপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারিতেছে না, তাহাই এখানে বলা হইল।

খেপহুঁ :—উৎক্ষিপ্ত হইতে অপাদানে। প্রণিধান হেতু।
জোইনি :—নৈরাত্মা-রূপিণী তথতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া এখানে সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট বোধিচিত্তকে যোগিনী বলা হইয়াছে। প্রথম পঙ্‌ক্তির "জোইনি" স্বয়ং নৈরাত্মা।

লেপ :—(মোহমলাব-) লিপ্ত।

মণিকুলে বহিআ ইত্যাদি :—"পুনস্তস্মিন্ ক্রীড়ারসমনুভূয় মণিমূলাৎ উর্দ্ধং গত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতি"—টীকা। প্রবুদ্ধতাহেতু এখন আনন্দরস অনুভব করিয়া মণিমূল হইতে উর্দ্ধ দিকে গমন করিতে করিতে স্বস্থানে অর্থাৎ মহাসুখচক্রে অন্তর্হিত হয়।

মণিকুলে :—টীকায় মণিমূলে। মূলাধার-চক্রের ন্যায় মণিমূল কল্পিত হইয়াছে।
ওড়িআণে :—উর্দ্ধ স্থানে।

৭-৮ এখানে যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।
সাসু :—শ্বাস।
ঘরেঁ ঘালি :—তাহার নিজের ঘরে রুদ্ধ করিয়া। প্রা :—ঘল্লই হইতে স্থাপন করা অর্থে (গ, ৮ পৃঃ)।

কোঞ্চা তাল :—বক্র অর্থাৎ দৃঢ় তালা। অথবা—"অভেদিতমভেদ্য-তাল-সংপুনীকরণং সূর্য্যচন্দ্রয়োর্মার্গ-নিরোধং দীয়তে" (দোহাটীকা—১৩০ পৃঃ)। অর্থাৎ অভেদ্য তালা দ্বারা এমনভাবে বন্ধ করিয়া যেন চন্দ্রসূর্য্যও প্রবেশ করিতে না পারে। তিব্বতীয় অনুবাদেও কোঞ্চা শব্দ বক্র অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে (খ, ৮ পৃঃ)। ইহা দ্বারা বোধ হয় তালার অভেদ্যতা সূচিত হইয়াছে। কুঞ্চিকা হইতে কোঞ্চা।

চান্দসুজ বেণি ইত্যাদি :—"চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ পক্ষগ্রহং খণ্ডয়িত্বা মণিমূলদ্বার-নিরোধং কর্ত্তব্যম্"—টীকা। চন্দ্রসূর্য্য অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ দুইপক্ষ; ফাল—খণ্ডন কর। সিদ্ধাচার্য্য নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

৯-১০ কুন্দুরে বীরা :—"কুন্দুরেণ দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তি-যোগাক্ষরসুখেন ক্লেশারিমর্দ্দনাৎ বীরো'হম্"—টীকা। দুই ইন্দ্রিয়সমাপত্তিরূপ যোগের দ্বারা অক্ষয় সুখ লাভ

করিয়া আমি ক্লেশধ্বংসকারী বীর হইয়াছি। এখানে দুই ইন্দ্রিয় অর্থে মন এবং পবন, যথা—জহি মণ পবণ গঅন দুআরে দিঢ় তালা বিভিজ্জই ইত্যাদি (ক, ১০, ১৩০ পৃঃ)। ইহাদের কার্য্য রোধ করিয়া কুন্দুরুযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়, যাহার ধারণা পূর্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির টীকা হইতে পাওয়া যায়, যথা—"যোগীন্দ্রেণ দেবতাযোগপূর্বকং কায়বজ্রং দৃঢ়ীকৃত্য, বজ্রজাপোপদেশেন চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ পক্ষগ্রহং খণ্ডয়িত্বা বাগ্‌বজ্রং স্থিরীকৃত্য চিত্তবজ্রদৃঢ়ীকরণায় ইত্যাদি।" কিন্তু সকলের পক্ষে ইহার অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর নহে, কারণ "কুন্দুরুযোগে তত্ত্বং ন প্রাপ্যতে মূঢ়লোকৈঃ" (দোহাটীকা—১১৫ পৃঃ)। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শেষ পঙ্‌ক্তিতে "নরনারী" বলা হইয়াছে। অথবা—"দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তি" দ্বারা কুলিশারবিন্দ-সংযোগ-জাত অক্ষর মহাসুখের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নরঅ নারী মাঝেঁ :—"সম্প্রদায়বহির্মুখ-যোগিনীযোগিনাং মধ্যে"—টীকা।

উভিল চীরা :—"যোগীন্দ্রচিহ্নমষ্টগুণৈশ্বর্য্যাদি ময়োদ্ধৃতমভিজ্ঞা-সন্দর্শনার্থম্" —টীকা। অর্থাৎ প্রজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ অষ্টৈশ্বর্য্যাদি যোগীন্দ্রের চিহ্ন আমা দ্বারা ধৃত হইয়াছে। ইহা এই চর্য্যার ফলশ্রুতি।

উভিল :—উর্দ্ধ হইতে উভ + ইল বিশেষণে। সিদ্ধির চরম অবস্থায় উর্দ্ধস্থান বা উষ্ণীষ-কমল-প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া "উভিল চীরা" অর্থে টীকাতে "যোগীন্দ্র-চিহ্নং ময়া ধৃতম্" বলা হইয়াছে।

চীরা :—চিহ্নধারী। বিশেষণে আকার।

৫

রাগ গুর্জরী—চাটিল্লপাদানাম্—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী ॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই[১]।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ[২] মোহতরু পাটী[৩] জোড়িঅ।
অদঅ[৪] দিঢ়[৪] টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ[৫] ॥

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড়ি[৬] বোহি দূর[৭] মা[৭] জাহী।।
জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছ তু চাটিল অনুত্তর-সামী।।

পাঠান্তর

১ গটই, ক;
২ ফাড্ডিঅ, ক, খ;
৩ পটি, ক, খ; গ, পাটী;
৪-৪ আদঅদিটি, ক;
৫ কোহিঅ, ক, খ; কোড়িঅ, গ;
৬ নিয়ড্ডী, ক, খ;
৭-৭ দূরম, ক।

ভাবানুবাদ

গহন গভীর ভব-নদী বেগে বহে।
দুই ধারে পাঁক, মাঝে থাই নাহি তাহে।।
ধর্ম্মার্থে চাটিল তায় সাঁকো দিছে গড়ি।
পারগামী লোক যেন তরে ভর করি।।
মোহতরু ফাড়ি তার পাটগুলি জোড়।
অদ্বয়-টাঙ্গি দিয়া নির্বাণে কর দৃঢ়।।
সাঁকোতে চড়িলে বাম-ডাহিন না হও।
নিকটে রয়েছে বোধি, দূরে নাহি যাও।।
তোমাদের মাঝে যারা হবে পারগামী।
পুছিও চাটিলে, যিনি অনুত্তর-স্বামী।।

মর্ম্মার্থ

এই ভব নদীস্বরূপ। ইহাতে দিবারাত্র বিষয়তরঙ্গ উত্থিত হইয়া লয় পাইতেছে বলিয়া ইহাকে গহন বা ভয়ঙ্কর বলা হইয়াছে। বিবিধ দোষের প্রবাহ ইহাকে গভীর করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে ইহা বেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। দোষের প্রবাহহেতু ইহার দুইদিক্ দোষরূপ পঙ্কে অনুলিপ্ত, এবং মধ্যেও থৈ পাওয়া যায় না, অতএব ইহা উত্তীর্ণ হওয়া অতীব কষ্টকর।

ঘট-পট-স্তম্ভ-কুম্ভাদির ন্যায় ভূতবিকারই ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই। সাধারণতঃ ইহা বঝা যায় না বলিয়া সিদ্ধাচার্য্য চাটিল এক

সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যেন পরপারে গমনেচ্ছুক লোকেরা ইহার উপর নির্ভর করিয়া ভবনদী অতিক্রম করিতে পারে।

এখন কিরূপে এই সেতু প্রস্তুত করা যায় তাহারই উপায় বর্ণিত হইতেছে। মোহ-রূপ তরু (যাহার অধিষ্ঠান চিত্তে) ফাঁড়িয়া প্রথমতঃ পাটগুলি পৃথক্ কর, অর্থাৎ চিত্তের বিষয়গ্রহ খণ্ডন কর, তৎপর জ্ঞানালোকে তাহাদিগকে যুড়িয়া দেও। অবশেষে অদ্বয়জ্ঞানরূপ কুঠারের সাহায্যে নির্বাণ সুদৃঢ় করিয়া সেতু প্রস্তুত কর।

এখন এই সেতুর উপর উঠিয়া বামে দক্ষিণে অর্থাৎ বিমার্গে গমন করিও না। গ্রাহ্যগ্রাহকভাব পরিত্যাগ কর। এইরূপে চলিলে অচিরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

মহামোহস্বরূপা এই ভবনদী যাহারা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা অনুত্তর-ধর্ম্মস্বামী সিদ্ধাচার্য্য চাটিলকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। কারণ সহজিয়া গুরু ব্যতীত অন্য কেহ এই তত্ত্ব অবগত নহে।

টীকা

১-২ ভবণই :—ভবনদী। গহণ :—" দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং বিষয়োল্লোলমুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ, অতএব গহনং ভয়ানকম্ "—টীকা। দিবারাত্রি বিষয়তরঙ্গ উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া গহন অর্থে ভয়ঙ্কর।

গম্ভীর :—" প্রকৃতিদোষাদ্ গভীরম্। ষট্‌পথদ্বারেণ মূত্রপুরীষাদিকং চ প্রবহতীতি "—টীকা। অতএব নানা দোষের প্রবাহহেতু গভীর।

বেগেঁ :—বেগেন। বাহী :—বহিয়া যায় ; বাহিঅই—বাহিএ—বাহী।

দুআন্তে :—(দ্বি হইতে) দু + অন্তে (ধারে)। " অন্তদ্বয়ং পারাবারং বাম-দক্ষিণম্ "—টীকা।

চিখিল :—" প্রকৃতিদোষপঙ্কানুলিপ্তম্ "—টীকা। সং—চিখল্ল, চিকিল ; প্রা—চিখিল (গ, ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পঙ্কলিপ্ত।

থাহী :—সং—স্থিত হইতে থেহ—থেহা (তরু, শব্দসূচী)। মতান্তরে সং—স্থল হইতে থই (শব্দকোষ)। তল অর্থে। স্তঘিক—থাহিঅ—থাহী ?

৩-৪ ধামার্থে :—" স্বলক্ষণধারণাৎ ধর্ম্মঃ, ঘট-পট-স্তম্ভ-কুম্ভাদি-ভূতবিকারঃ। তস্য স্বরূপেণ নাস্তি রূপমিতি বিচারানুপলম্ভতয়া "—টীকা। এই ভব যে ঘট-পটাদিরূপ ভূতবিকার তাহা সাধারণতঃ বুঝা যায় না বলিয়া ইহা উত্তীর্ণ হইবার সেতুর প্রয়োজন।

সাঙ্কম :—সংক্রমম্—সাঁকো—সেতু।

গঢ়ই :—গঠতি। পাঠান্তরে গটই—ঘটয়তি (টীকা)।

৫-৬ ফাড়িঅ :—স্ফাটয়িত্বা। পাটী :—পাটক, পাটা, তক্তা।

জোড়িঅ :—যুক্ত হইতে জোড় + লটের থ হইতে হ হইয়া অ।

অদঅ :—অদ্বয়। দিঢ় :—দৃঢ়। টাঙ্গী :—(দেশী শব্দ) কুঠার।
দিঢ় কোরিঅ :—"দৃঢ়ং করোতি"—টীকা। অন্বয় :—অদঅ টাঙ্গী (দ্বারা) নিবাণে দিঢ় কোরিঅ। পাঠান্তরের "কোড়িঅ" (কোড্ডিঅ, পুথির পাঠ) করিও অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।
ফাড়িঅ মোহতরু ইত্যাদি :—একটি দোহাতে আছে—

কায়বাক্‌মন জাব ণ বিভজ্‌জই।
সহজসহাবে তাব ণ রজ্‌জই॥ পৃঃ ১১৩

অর্থাৎ কায়, বাক্ ও মন এই তিনটিকে পৃথক্ করিতে হইবে। তাহা না করিলে সহজ-স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহারাই মোহের জনক বলিয়া ইহাদিগকে বিভক্ত করিয়া মোহ ধ্বংস করিবার নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে।
পাটী জোড়িঅ :—১৬শ চর্য্যাতে আছে—"তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে" ইত্যাদি, অর্থাৎ কায়, বাক্ ও চিত্তরূপ তিনটি পাট লগ্ন হইল। কিরূপে? "জ্ঞানপানমদিরেণ লগ্নঃ"—টীকা। জ্ঞানরূপ মদিরা দ্বারা লগ্ন। আলোচ্য পদের টীকায়—"সত্তালোকং পাটকেন সহ একীকরণং ঘটয়তি।"
অদঅ দিঢ় ইত্যাদি :—অদ্বয়জ্ঞানকে এখানে কুঠাররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান দ্বারাই নির্বাণলাভ হয়, ইহাই বক্তব্য। দিঢ় শব্দটি ক্রিয়াবিশেষণ (টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭-৮ সাঙ্কমত :—সংক্রমম্ হইতে সাঙ্কম + সপ্তমীর অন্ত-জাত ত।
দাহিণ বাম :—"বামদক্ষিণচন্দ্রসূর্য্যাভাসৌ"—টীকা। চন্দ্রসূর্য্য অর্থে "গ্রাহ্যং জ্ঞেয়ং গ্রাহকো জ্ঞানম্" (ক, ১২৪ পৃঃ)। বামে দক্ষিণে যাইও না অর্থে গ্রাহ্যগ্রাহকভাববর্জিত হও।
হোহী :—ভূ-জাত হো + লোটের হি।
নিয়ড়ি বোহি :—"এতেন অভ্যাসবশেন বোধি-মহামুদ্রাসিদ্ধির্ন দূরতরা, অতীব সন্নিহিতৈব"—টীকা। এইভাবে চলিলে অচিরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।
নিয়ড়ি :—নিকট—নিঅড়—নিঅড়ি (অধিকরণে)।
বোহি :—বোধি, সিদ্ধি।

৯-১০ তুম্হে :—তুস্মে—তুম্হে। তুমি।
হোইব :—ভূ-স্থানে হো + ইতব্য-জাত ইব।
পুচ্ছ :—পৃচ্ছ হইতে পুচ্ছ।
তু :—ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তু। তুমি।
অনুত্তর-সামী :—অনুত্তর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ যোগী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর, কারণ "অন্যযোগিনস্তথাবিধং ন জানন্তি, পুস্তকদৃষ্টগর্বত্বাৎ"—টীকা। (চর্য্যা—৩৬ —টীকা দ্রষ্টব্য)।

৬

রাগ পটমঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্—

কাহেরে[১] ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল[২] হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু[৩] অহেরি ॥
তিন ন চছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী ॥
হরিণী বোলঅ[৪] সুণ হরিণা[৫] তো।
এ বন চছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে[৬] হরিণার খুর ন দীসঅ[৭]।
ভুসুকু ভণই মূঢ়[৮]-হিঅহি ন পইসই[৯] ॥

পাঠান্তর

১ কাহৈরি, ক ;
২ বেটিল, ক ;
৩ ভুকু, ক ;
৪ বোলঅ হরিণা, ক ;
৫ হরিআ, ক ;
৬ তরসন্তে, খ ; তরঙ্গন্তে, ক ;
৭ দীসই, খ ;
৮ মূঢ়া, ক ;
৯ পইসঈ, ক।

ভাবানুবাদ

কাহাকে গ্রহণ করি মুক্ত আছি কিসে।
আমা বেড়ি পড়েছিল হাঁক যে চৌদিশে ॥
আপন মাংসের হেতু মৃগ নিজ বৈরী।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে ভুসুকু অহেরী ॥
তৃণ নাহি ছোঁয় মৃগ, নাহি খায় পানী।
হরিণ হরিণীর আলয় নাহি জানি' ॥
হরিণী বলিছে—"শুন তুই হরিণারে।
এই বন ছাড়ি তুই চল্ বনান্তরে" ॥
ত্বরাগামী মৃগ-ক্ষুর দেখা নাহি যায়।
ভুসুকু ভণে—মূঢ়ের পশে না হিয়ায় ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে চঞ্চলতা-হেতু নিজের চিত্তকে হরিণের সহিত তুলনা করিয়া ভুসুকুপাদ হরিণ-শিকারের উপমার সাহায্যে পরমার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। শিকারিগণ যেন চতুর্দিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া হরিণকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, এই অবস্থায় হরিণীর আহ্বানে সে তাহার মুক্তি সাধন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ভুসুকু বলিতেছেন যে, কালরূপ শিকারী চতুর্দিক্ হইতে যে মার্‌মার্ শব্দ করিতেছিল তাহা তাহার চিত্ত-হরিণ শ্রবণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় কাহাকে অর্থাৎ নৈরাত্মাকে গ্রহণ করিয়া সে কি প্রকারে সেই আবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এই চর্য্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

হরিণ নিজের মাংসের জন্য নিজের শত্রু হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার মাংসের লোভেই সকলে তাহাকে হত্যা করিতে ধাবিত হয়। সেইরূপ অবিদ্যা-বিমোহিত চিত্ত-হরিণ মদমাৎসর্য্যাদি-দোষের জন্যই নিজের সর্বনাশ সাধন করে। ইহা বুঝিতে পারিয়া ভুসুকু সদ্‌গুরুর বচনরূপ বাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে বিরত হন নাই। এইরূপ আঘাতে প্রবুদ্ধ হইয়া চিত্ত যেন তাহার বিপদবস্থা বুঝিতে পারিয়া পানাহার অর্থাৎ জাগতিক ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিপদ্-শূন্য স্থানে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গিনী নৈরাত্মা-দেবীর নিরাপদ্ আবাস ইন্দ্রিয়-দ্বারে জানা যায় না বলিয়া সে তাহার সন্ধান করিতে পারে নাই। এমন সময়ে নৈরাত্মা-দেবী তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"রে চিত্ত-হরিণ, এই কায়বন পরিত্যাগ করিয়া ভয়শূন্য মহাসুখকমলবনে যাইয়া বিচরণ কর।" এই কথা শুনিয়া হরিণ এত ত্রস্ত গমন করিল যে, তাহার ক্ষুরের উত্থান-পতন দৃষ্ট হইল না। ভুসুকু বলিতেছেন যে, এই তত্ত্ব মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

টীকা

"মৃত্যুমারবিষাবেষ্টিতঃ সন্ মারমারেতি হাকং মম চিত্তহরিণেন শ্রুতম্। ইদানীং গুরুচরণরেণুপ্রসাদাৎ তং বিহায় সর্বধর্ম্মানুপলম্ভতয়া গ্রাহ্যগ্রাহকাভাবত্বাৎ ক্কাপি গৃহীত্বা মুক্ত্বা স্থিতো'হম্"—টীকা। অর্থাৎ মৃত্যুমারাদি দ্বারা আবেষ্টিত হইয়া আমার চিত্তহরিণ মার্‌মার্ শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল, এখন গুরুর প্রসাদে ঐ আবেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া সর্বধর্ম্মের অনুপলব্ধি ও গ্রাহ্যগ্রাহকভাবের অভাব-হেতু আমি কাহাকেও (নৈরাত্মাকে) গ্রহণ করিয়া বিমুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। কিরূপে? তাহাই পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘিণি:—গৃহীত্বা (টীকা)। গৃহ্ ধাতু হইতে গৃহ্ণাতি হয়। তাহারই প্রভাবে ঘিণি, গ্রহণ করিয়া অর্থে।

মেলি:—একটি দোহাতে আছে—"এহু মণ মেল্লহু পবণ তুরঙ্গ সুচঞ্চল" (ক, পৃঃ ৯৯)। ইহারই টীকায় বলা হইয়াছে—"ঈদৃশং মনঃ পবনঞ্চ সুষ্ঠু চঞ্চলমিব তুরঙ্গং যথা..........তৎ ত্যাজ্যং কুরু" (ঐ)। অতএব

চঞ্চলতাহেতু মনকে তুরঙ্গ বলা হইয়াছে। এখানে "মেল্লহ" অর্থে "ত্যাজ্যং কুরু" অর্থাৎ পরিত্যাগ কর। কি ত্যাগ কর? চঞ্চলতা ত্যাগ কর, অর্থাৎ তাহা হইতে মুক্ত হও। পদের সংস্কৃত টীকাতেও আছে—"মুক্তা স্থিতোঽহম্"—"মেলি অচ্ছহু"। অতএব পরিত্যাগ করা অর্থই সুসঙ্গত। ১৮শ চর্য্যার মেলই অর্থেও টীকাতে—"পরিত্যজন্তি" বলা হইয়াছে। ৩৮শ চর্য্যার টীকাও দ্রষ্টব্য। বাঙ্গালায় "মেলানি" শব্দও বিদায় লওয়া বা ত্যাগ করিয়া যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অচ্ছহু :—প্রাচীন সম্ভাবিত রূপ এস্-স্কে-তি হইতে অস্-ছ-তি—অচ্ছতি হইয়া অচ্ছ ধাতুর উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে (চা. ১০৩৫ পৃঃ)। তাহার সহিত অহম্-জাত হউঁ যোগে অচ্ছহু, আমি আছি অর্থে। তু—খেলহুঁ (চর্য্যা—১২)।
কাহেরে—কস্য স্থানে কাহ+কেরক-জাত এর-যোগে কাহের। এখানে দ্বিতীয়ায় কাহেরে, অর্থ কাহাকে। তু—কাহেরে (চর্য্যা—২৯) চতুর্থীতে (চা. ৮৪৪ পৃঃ)।

কীস :—তুলনীয় কীষ (চর্য্যা—২৯) কস্য হইতে, কিরূপে অর্থে।

বেঢ়িল :—বেষ্টিত হইতে।

হাক :—দেশী হক্ক হইতে (চা. ৪৫৭ পৃঃ)।

পড়অ :—পততি—পড়ই—পড়এ—পড়অ।

চৌদীস :—চতুর্দিশ হইতে।

৩-৪ "স্বয়ং-কৃতাবিদ্যা-মাৎসর্য্য-দোষেণ চাঞ্চল্যতরা স এব চিত্তহরিণঃ সর্বেষাং বদ্ধবৈরী। ক্ষণমপি চিত্তং বিহায় ভুসুকুপাদ-আখেটিকঃ সদ্‌গুরু-বচন-বাণেন (ন) অন্যং প্রহরতি, তমেবমিতি"—টীকা। অর্থাৎ অবিদ্যাদি-দোষহেতু চিত্তহরিণ সকলের শত্রু। ইহা বুঝিতে পারিয়া সাধক গুরুর উপদেশরূপ বাণ দ্বারা শিকারীর ন্যায় সতত তাহাকেই প্রহার করিয়াছে—তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য।

অপণা মাংসেঁ ইত্যাদি :—তুলনীয়—"আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী" কৃঃ কীঃ। আত্মন—অপ্পণ—আপন, বিশিষ্টার্থে আ। মাংসেঁ—তৃতীয়ার এন-জাত এঁ-যোগে।

ছাড়অ :—ছর্দ্দতি হইতে (চা, ৪৭২ পৃঃ)।

অহেরি :—আখেটিক হইতে, শিকারী।

৫-৬ "যথা বাহ্যৈঃ মৃগৈঃ তৃণচেছদ-নির্ঝরপানং ক্রিয়তে তদ্বৎ চিত্তহরিণং ন করোতি। বিশিষ্য বিচারস্বরূপেণ তয়োঃ চিত্তপবনয়োঃ নিলয়ং নিবাসম্ ইন্দ্রিয়দ্বারেণ নাবগম্যতে"—টীকা। চিত্ত যখন উক্তপ্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তখন সে সাধারণ মৃগের ন্যায় পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ তখন এই আবেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া সে হরিণী-রূপিণী নৈরাত্মার নিকটে যাইবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, অথচ ইন্দ্রিয়-দ্বারে তাহার সন্ধান করিতে পারিতেছে না।

চছুপই :—স্পৃশতি হইতে।

পিবই :—পিবতি হইতে।

পানী :—পানীয়, জল।

জানী :—জ্ঞাত্বা হইতে অসমাপিকা ক্রিয়া।

৭-৮ "বিষপান-ভবগ্রহান্ হরতি খণ্ডয়তি হরিণীতি সন্ধ্যাভাষয়া সৈব জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা"--টীকা। এখানে পানাহারকে স্পষ্টই ভবগ্রহ বলা হইয়াছে। ইহা হরণ করে বলিয়া নৈরাত্মাকে সন্ধ্যাভাষায় হরিণী বলা হইয়াছে। হরিণকে হরিণী পন্থার সন্ধান দিয়াছিল। ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া টীকাকার লিখিয়াছেন—"ভাবকস্য অভ্যাস-প্রকর্ষবশাৎ"—অথাৎ চিত্তের অতিশয়-ব্যাকুলতা-হেতু (চর্য্যা—২৮, টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা দ্বারা চিত্তহরিণের পানাহার পরিত্যাগ করিবার কারণ বুঝা যায়।

এ বন চছাড়ী :—"কায়বনস্য কায়গ্রহং বিহায়"--টীকা। অর্থাৎ শারীরিক বা ভবের যাবতীয় মোহ পরিত্যাগ করিয়া।

হোহু ভান্তো :—"বিভ্রান্তি-বিকল্পৈঃ চচাব"--টীকা। অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপ-বিকল্প-বিহীন হইয়া বিচরণ কর (নৈরাত্মার আবাসরূপ মহাসুখকমলবনে)।

৯-১০ টীকাতে "তরংগতে" অর্থাৎ তূর্ণং গতে। ডাঃ বাগচী বলেন ইহা "তরসন্তে" (অর্থাৎ ত্রাসহেতু) হইবে। ত্রাসহেতু শীঘ্র গমন করিয়াছে, এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দীসঅ :—দৃশ্যতে।

হিঅহি :—হৃদয়—হিঅঅ—হিআ। অধিকরণে।

পইসই :—প্রবিশতি।

৭

রাগ পটমঞ্জরী—কাহ্নুপাদানাম্—

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মনগোঅর সো উআস॥

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না ।
ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা ।
অবনাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা[১] ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই ।
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি[২] ন পইসই ॥

পাঠান্তর

১ ভইঈল্গা, ক ; ২ মো হিঅহি, খ ।

ভাবানুবাদ

আলিতে কালিতে বাট অবরুদ্ধ কৈল ।
তাহা দেখি কানুপাদ বিমন হইল ॥
" কানু, তুই কোথা গিয়ে করিবি নিবাস ?
যা'রা মনগোচর তা'রাই উদাস ॥"
তা'রা তিন, তা'রা তিন, তিন হয় ভিন্ন ।
কানু ভণে—মোরা হই ভব-পরিচ্ছিন্ন ॥
যা'রা যা'রা এসেছিল, তা'রা তা'রা গেল ।
গমনাগমনে কানু বিমন হইল ॥
কানুর নিকটে আছে জিনপুর, হেরি ।
কানু ভণে—মোহহেতু প্রবেশিতে নারি ॥

মর্ম্মার্থ

কৃষ্ণাচার্য্য পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়া এই চর্য্যাটি রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যখন তাঁহার চিত্ত অবিদ্যাবিমোহিত ছিল, তখন আলিকালি, অথাৎ লোকজ্ঞান ও লোক-ভাসের দ্বারা তাঁহার অবধূতীমার্গ বা নির্বাণলাভের পথ অবরুদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে গুরুর প্রসাদে তিনি জ্ঞানালোক লাভ করিয়া বিশুদ্ধমনা হইয়াছেন।

এখন তিনি মহাসুখে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বুঝিতে পারিতেছেন যে, ব্যাপ্য-ব্যাপক-রূপ সুখে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব এই মহাসুখের জন্য অন্যত্র বাসের সন্ধান করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা (আগম-বেদ-পুরাণাদি পাঠ করিয়া).

প্রধানতঃ মননেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরমার্থ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, তাঁহারা এই মহাসুখের স্বরূপসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন না, কারণ ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

বস্তুজগতে পরস্পর যে বিভিন্নতা কল্পিত হয় তাহা বিকল্পজাত। যাঁহারা পরমার্থ-তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন তাঁহারা এই ভববিকল্পজাল ছিন্ন করিয়া উক্তপ্রকার বিভিন্নতার ধারণা লোপ করিয়া দিয়াছেন।

জগতে যাহাই উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই বাহ্যতঃ লোপ পাইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। কিন্তু পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ এই গমনাগমন বা উৎপত্তিধ্বংসের অন্তর্নিহিত মহাসত্যসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া আর ইহাতে বিচলিত হন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, এই ভবে কিছু আসেও না এবং ইহা হইতে কিছু যায়ও না। ইহা বুঝিতে পারিয়া এখন কৃষ্ণাচার্য্য বিশুদ্ধমনা হইয়াছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জিনপুর বা মহাসুখপুর তাঁহার অতীব নিকটবর্ত্তী, কিন্তু অবিদ্যাবিমোহিত চিত্ত লইয়া তাহাতে প্রবেশ করা যায় না, অর্থাৎ মহাসুখের আস্বাদ লাভ করা যায় না।

দ্রষ্টব্য—দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে "বিমন" শব্দ-ব্যবহারে যে বিশুদ্ধতার অবতারণা করা হইয়াছে, চর্য্যাটির অবশিষ্ট অংশে তাহারই স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অষ্টম পঙ্ক্তিতে পুনরায় "বিমন" শব্দ-ব্যবহারে পূর্ণতা সূচিত হইয়াছে। ৯ম ও ১০ম পঙ্ক্তি ফলশ্রুতিমাত্র।

টীকা

১-২ আলিএ কালিএ :—"আলিনা লোকজ্ঞানেন, কালিনা লোকভাসেন"—টীকা। কিন্তু প্রথমচর্য্যার টীকায় ধমণচমণকে "শশিশুদ্ধ্যালিনা রবিশুদ্ধ্যা কালিনা" বলা হইয়াছে। আবার ১১শ চর্য্যার টীকায় আলিকালিকে "বজ্রজাপ-পরিশোধিত-চন্দ্রসূর্য্যাদি" বলা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আলিকালির সহিত রবিশশীর ধারণা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ৩১ চর্য্যার "নাদ-বিন্দুরবিশশী"কে "অনাদি-অবিদ্যা-অজ্ঞান-পটলা"রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবিদ্যা-অজ্ঞান দ্বারা যে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হইবার পথ অবরুদ্ধ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি দোহার "রবিশশি তুড়িআ" অর্থে "গ্রাহ্যং জ্ঞেয়ং গ্রাহকো জ্ঞানং তাভ্যাং বর্জিতা" বলা হইয়াছে (পৃঃ ১২৪)। গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবের নিরসন না হইলেও নির্বাণলাভ হয় না, অতএব ইহাও নির্বাণ-পথের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। কিন্তু আলোচ্য পদের টীকায় আলিকে লোকজ্ঞান এবং কালিকে লোকভাস বলা হইয়াছে। লোকভাস অর্থে উদকচন্দ্রের বা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই নশ্বর জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় ভ্রান্তধারণা। এই জাতীয় বিকল্পও পরাগতির পরিপন্থী। ইহাকেই লোকজ্ঞানের সহিত অভিন্নরূপে (একীকৃত্য—টীকা) গ্রহণ করাতে, অর্থাৎ ভ্রান্তিবশতঃ উক্তপ্রকার বিকল্পকেই প্রকৃতরূপে গ্রহণ করাতে অবধূতীমার্গ বা নির্বাণপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সদগুরু-পসাদে পকততত্ত্ব অবগত হইয়া এখন কৃষ্ণাচার্য্য

বিশিষ্টমনা বা পরিশুদ্ধ হইয়াছেন। এই লোকজ্ঞানকেই দমন করিবার জন্য ৯ম চর্য্যায় "বিদ্যাকরি দমকুঁ অকিলেসেঁ" বলা হইয়াছে।

আলিএঁ :—আলি + তৃতীয়ার এন-জাত এঁ।

বাট :—বর্ত্ম—বত্ত—বট্ট—বাট।

রুন্ধেলা :—রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর ন্ আগম হয় বলিয়া রুধ্ ধাতু + অতীতের ইলা।

তা দেখি :—সদ্‌গুরুপ্রসাদে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া।

বিমন :—"বিশিষ্টমনসঃ পরিশুদ্ধভূতাঃ"—টীকা।

ভইলা :—ভূধাতু-জাত ভ + অতীত ইল—সম্ভ্রমাথ ক আ।

৩-৪ "স্বয়মেবাত্মানং সম্বোধ্য বদন্তি—ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ সুখেন ব্যাপিতং জগৎ ইতি—কুত্র স্থানে অস্মাভিনিবাসঃ করণীয়ঃ স তন্ময়ত্বাৎ"—টীকা। গুরুর প্রসাদে মন পরিশুদ্ধ হওয়াতে সহজানন্দের সন্ধান পাইয়া এখন আমি বুঝিতেছি যে, এই মহাসুখ ওতপ্রোতভাবে এই জগতের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে, অতএব মহাসুখের সন্ধানে আমাদের স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন আছে কি? তুলনীয়—

> ন সংসারস্য চ নির্বাণাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্।
> ন নির্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণম্। মাধ্যমিক-শাস্ত্র।

অতএব "মহাসুখেন পরিশুদ্ধ-কায়বাক্‌চিত্তাবির্ভাবনিয়মেন বিলসতি", যেহেতু "অপ্রতিষ্ঠানমহাসুখলীলয়া তব নির্বাণং দুর্লক্ষ্যম্" (চর্য্যা—৩৪—টীকা)। কৃষ্ণাচার্য্য যে মহাসুখে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন এখানে তাহাই বলা হইল। কিন্তু—"যে'পি যোগিনো মনোগোচরা মননেন্দ্রিয়বোধপ্রধানা ভবন্তি তে'প্যস্মিন্ ধর্ম্মে উদাসাঃ সুদূরতরা এব"—টীকা। মনগোঅরঃ—"মনগোচরা মননেন্দ্রিয়বোধপ্রধানা"—টীকা। বাহ্যজগতের জ্ঞান যাহা হইতে হয় তাহাই মননেন্দ্রিয় (Rhys Davids' Buddhist Psychology, pp. 140, 163, etc.)। ইহাই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া যাহারা এই মহাসুখ উপলব্ধি করিতে চায়, তাহারা এই সহজতত্ত্ব বুঝিতে পারে না, কারণ—ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে (ইন্দ্রিয়াণামগোচরত্বেন—টীকা, ১৯ পৃঃ)। অন্যত্র—"যে'পি বহিঃশাস্ত্রাগমাভিমানিনঃ পণ্ডিতাঃ তে'প্যস্মিন্ ধর্ম্মে সংমূঢ়াঃ দূরতরাঃ। তেষাং হৃদয়ে কিঞ্চিৎ তত্ত্বোন্মীলিতমাত্রং ন ভবতীতি" (চর্য্যা—৬—টীকা)।

অন্যত্র—"জো মণ গোঅর গোইআ সো পরমথে ন হোন্তি"—(চর্য্যা—৪০—টীকা)।

৫-৬ তে তিনি ইত্যাদি :—"বাহ্যে স্বর্গমর্ত্যপাতালম্ অধ্যাত্মে কায়বাক্‌চিত্তদিবা-রাত্রিসন্ধ্যা-যোগযোগিনীতন্ত্রাদিকং বোদ্ধব্যম্"—টীকা। এইরূপ ভেদোপ-লব্ধি বিকল্পভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞ যোগীদিগের

নিকট ইহা অনুভূত হয় না, কারণ তাঁহারা ভববিকল্প ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে—

স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালমেকমূর্ত্তি ভবেৎ ক্ষণাৎ।

ভবপরিচ্ছিন্না :—" ভববিকল্পচ্ছেদকাঃ "—টীকা।

তুলনীয় :—

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা-ত্রিধাদি-ভেদো'য়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি॥ শিবসংহিতা।

অন্যত্র :—

কোথা কীট, কোথা ইঁট, কোথায় বা কাঠ।
মায়াবশে তুমি শুধু দেখ এ বিভ্রাট॥
বস্তুতত্ত্ব নরোত্তম, কোথা কিছু নাই।
কেবল আছয়ে এক অচিন্ত্য আত্মাই॥ রসরত্নসার।

৭-৮ " যে যে ভাবা উৎপন্নাস্তে তে ভাবা বিলয়ঙ্গতাঃ। এষানুৎপাদভঙ্গেষু সংবৃতি-সত্যস্বভাবপরিজ্ঞানেন গুরুপ্রসাদত্বাৎ কৃষ্ণাচার্য্যচরণা বিশিষ্টমনসঃ পরিশুদ্ধ-ভূতাঃ "—টীকা। যাহা জন্মিয়াছে তাহাই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ গমনাগমন বা জন্মমৃত্যুর ধারণাও বিকল্পাত্মক। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া কৃষ্ণাচার্য্য এমন বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন। তুলনীয়—

ভব জাই ণ আবই এস্থু কোই। চর্য্যা—৪২।

আইলা, গেলা :—আয়াত + ইলা ; গত + ইলা।

অবনাগবণে :—" সংসারচক্রে যাতায়াতম্ " (টীকা, ৩৭ পৃঃ)। গমনাগমনে, উৎপত্তিভঙ্গে, জন্মমৃত্যুতে।

বিমন :—বিশিষ্টমনসঃ, পরিশুদ্ধ।

৯-১০ কাহ্নি :—কাহ্ন শব্দের সম্বোধনে।

জিনউর :—" জিনপুরং মহাসুখপুরম্ "—টীকা।

বট্টই :—বর্ত্ততে।

মোহিঅহি—মোহিতো'পি, অর্থাৎ অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তে। তুলনীয়—

নির্বিকার না হইলে যাইতে না পারে।
বিকার থাকিতে গেলে যাবামাত্র মরে। অমৃতরসাবলী।

" মো হিঅহি " পাঠে " আমার হৃদয়ে " প্রবেশ করে না বলিলে অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

৮

রাগ দেবক্রী—কম্বলাম্বরপাদানাম্—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক[১] ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই[২] কইসেঁ॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে[৩] চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥
বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা[৪]।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা[৫]॥

পাঠান্তর

১ মহিকে, ক; ২ বহুউই, ক;
৩ চন্‌হিলে, ক; ৪ মাগা, ক;
৫ সঙ্গা, ক।

ভাবানুবাদ

সোনা-ভর্ত্তি আছে মোর করুণা-নৌকাতে।
রূপা থুইবার ঠাঁই নাহিক তাহাতে॥
বাহরে কম্বলি তুই গগন উদ্দেশে।
গত জন্ম বাহুড়িয়া আসে দেখি কিসে॥
খুঁটি উপাড়িয়া তুমি মেলি দেও কাছি।
বাহরে কম্বলিপাদ, সদ্‌গুরু পুছি॥
চারিদিকে চাহ তুমি চড়িয়া মার্গেতে।
কেড়ুয়াল না থাকিলে কে পারে বাহিতে॥
বামেতে ডাহিনে চাপি মার্গ সাথে চলি।
বাটেই যাইবে তব মহাসুখ মিলি॥

মর্ম্মার্থ

আমার করুণাগঠিত চিত্তরূপ-নৌকা সোনায় অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অতএব তাহাতে রূপা অর্থাৎ রূপবেদনাদি-পঞ্চস্কন্ধগঠিত বস্তুজগতের স্থান নাই। পদ-কর্ত্তা নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে কম্বলাম্বরপাদ, এইরূপ চিত্তনৌকা তুমি গগন অর্থাৎ নির্বাণ লক্ষ্য করিয়া বাহিতে আরম্ভ কর। ইহা করিলে আর তোমার গত জন্ম পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না, অর্থাৎ তুমি পুনর্জন্মরহিত অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।

এখন কি প্রকারে এই নৌকা বাহিতে হইবে তাহারই নির্দ্দেশ প্রদান করা হইতেছে। প্রথমতঃ আভাস (গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণোপলক্ষিত)-দোষরূপ খুঁটিগুলি উৎপাটিত কর, তৎপর অবিদ্যাসূত্ররূপ কাছি খুলিয়া দেও। এখন গুরুর প্রসাদে চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া মহা-সুখচক্ররূপ সমুদ্রের উদ্দেশে বাহিয়া চল।

এইভাবে নির্বাণের পথে যাত্রা আরম্ভ করিলে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ প্রভূত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইও, নতুবা সংসারগর্ত্তে পতিত হইবে। মনে রাখিও যে, গুরুর উপদেশরূপ কেড়ুআল বা ক্ষেপণী অবলম্বন না করিলে এই নৌকা বাহিয়া ভব-জলধি অতিক্রম করা যায় না।

এইরূপে বামদক্ষিণ বা গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ আভাসদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া মধ্যবর্ত্তী বিরমানন্দ বা নির্বাণপথের সহিত যুক্ত থাকিয়া অগ্রসর হইলে মহাসুখসঙ্গমে উপস্থিত হওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য—৯ম ও ১৩শ চর্য্যার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

টীকা

১-৪ সোনে :—" সর্বাকারবরোপেতশূন্যতয়া "—টীকা। অর্থাৎ সর্বশূন্যতায়।

করুণা নাবী :—" করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং নাবীতি উৎপ্রেক্ষা-লঙ্কারপবং বোদ্ধব্যম্ "—টীকা। এখানে করুণাকে চিত্তরূপ নৌকার সহিত অভিন্নরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা আবার শূন্যতায় পরিপূর্ণ। অতএব চিত্তে করুণা ও শূন্যের মিলন সংসাধিত হইয়াছে। তুলনীয়—নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী। চর্য্যা—১৩।

রূপা :—" রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানাদীনাম্ " টীকা। অর্থাৎ বস্তু-জগৎ।

নাহিক ঠাবী :—" স্থানভেদং নাস্তি "—টীকা। অতএব এই পাঠই সঙ্গত। " মহিকে ঠাবী " পাঠেও অর্থসঙ্গতি হয়।

বাহতু গঅণ উবেসেঁ :—" নির্বিকল্পপ্রবাহাভ্যাসং কুরু "—টীকা। ভব-বিকল্পজাল ছিন্ন করিতে পারিলেই চিত্ত অচিত্ততায় লীন হয়। ইহাই শূন্যতা বা গগন।

উবেসেঁ :—উদ্দেশেন।
গেলী :—গত + ইল = গেল, তুচ্ছার্থে ঈকার।
বাহুড়ই :—" ব্যাঘুটতি "—টীকা। ফিরিয়া আসে।
কইসেঁ :—কীদৃশেন।

৫-৬ খুন্টি :—" আভাসদোষম্ "—টীকা। তুলনীয়—বাখোড় (চর্য্যা—৯)।
উপাড়ী :—" উৎপাট্য "—টীকা।
মেলিলি :—" মুক্তীকৃত্য "—টীকা।
কাচিছ :—" বিদ্যাসূত্রম্ "—টীকা। সংসার-জ্ঞানরূপ সূত্র। তুলনীয়—" বিবিহ বিআপক বান্ধণ " (চর্য্যা—৯)। বাং—কাছি।

৭-৮ মাঙ্গত :—(মার্গ হইতে) মাঙ্গ + অন্ত-জাত ত (অধিকরণে) " মার্গং বিরমানন্দম্ "—টীকা। বিরমানন্দ বা নির্বাণ-পথ।
চড়্হিলে :—চড়িলে। চড়িল্লহি হইতে।
চউদিস চাহঅ :—" চতুর্দ্দিশং গ্রাহ্যাদি বিনা সংসারে পততি "—টীকা। অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে যদি না দেখ তাহা হইলে সংসারে পতিত হইবে। অতএব সতর্ক হইও।
কেড়ুআল :—সদ্গুরুর বচনরূপ বৈঠা। কেণিপাত। অথবা সং—কূপীটপাল, প্রা—কঈড়বাল হইতে (গ, ১৩ পৃঃ)।
বাহবকে :—বাহ + ভবিষ্যৎ কালের ইব—বাহব (বিশেষ্য) + কৃত-জাত চতুর্থীতে কে। বাহিবারে।

৯-১০ " বামদাহিণ :—বামদক্ষিণমাভাসদ্বয়ম্ "—টীকা। গ্রাহ্যগ্রাহকভাব। তু"—চন্দ্রসূর্য্যাভাসৌ (চর্য্যা—৫—টীকা)। অন্যত্র—" বামদক্ষিণমগ্রপশ্চাত্তীরমনুপশ্যন্তি " (চর্য্যা—১৪—টীকা)। এবং—" বামদক্ষিণাভাসদ্বয়পরিহারাৎ ভাববিষয়োপসংহারং কৃতম্ " (চর্য্যা—১৫—টীকা)।
মিলি মিলি মাঙ্গা :—" বিরমানন্দগতং বোধিচিত্তং যদা মিলিতং তস্মিন্ মার্গে "—টীকা। অর্থাৎ বিরমানন্দের পথের সহিত সর্বদা মিলিত থাকিয়া।
মহাসুহ সাঙ্গা :—" মহাসুখসঙ্গ—নৈরাত্মজ্ঞানাভিষঙ্গম্ "—টীকা। নৈরাত্ম-জ্ঞানের অভিষঙ্গ।

৯

রাগ পটমঞ্জরী—কাহ্নপাদানাম্—

এবংকার দিঢ়[১] বাখোড় মোড়িউ[২]।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥

কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা ।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ।।
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ।।
ছড়গই সঅল সহাবে সূধ ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ।।
দশবলরঅণ হরিঅ দশদিসেঁ ।
বিদ্যা করি[৩] দমকুঁ[৩] অকিলেসেঁ ।।

পাঠান্তর

১ দৃঢ়, ক ; ২ মোড়্‌ডিউ, ক, খ ;
৩-৩ বিদ্যাকরি, ক ; অবিদ্যাকরিকুঁ দম, খ ।

ভাবানুবাদ

এ-বং-রূপ দৃঢ়বদ্ধ বাখোড় মর্দিয়া ।
বিবিধ ব্যাপক যত বন্ধন তোড়িয়া ।।
কৃষ্ণাচার্য্য আসবেতে মাতি লীলা করে ।
সহজনলিনীবনে পশি নির্বিকারে ।।
করীরা করিণী দেখি ছাড়ে তৃষামদ ।
তথা কানু বরিষয়ে তথতা যে মদ ।।
ষট্‌গতিকা সকলেই স্বভাবতঃ শুদ্ধ ।
ভাবাভাব বাল মাত্র নহে অবিশুদ্ধ ।।
দশদিকে দশবল আহরণ করি ।
অক্লেশে দমন কর বিদ্যারূপ করী ।।

মর্ম্মার্থ

এই পদে কৃষ্ণাচার্য্য নিজেকে মত্তহস্তীর সহিত তুলনা করিয়া রূপকভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। একটি হস্তীকে যেন দুইটি স্তম্ভে আবদ্ধ কবিয়া রাখা হইয়াছে, এবং তাহার শরীরে অন্যান্য বিবিধ প্রকার বন্ধনও রহিয়াছে ; কিন্তু মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া সে যেন ঐ সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কমলবনে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়ারত হইল। কৃষ্ণাচার্য্যও সেইরূপ সূর্য্যচন্দ্রাভাস বা দিবারাত্রিজ্ঞানরূপ (কালজ্ঞানরূপ) দুইটি স্তম্ভ ধ্বংস করিয়া,

এবং অবধূতীমার্গের বিঘ্নস্বরূপ অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ত্রিবিধ বন্ধনের অনুভূতির বিনাশকারী জ্ঞানাসবপানে প্রমত্ত হইয়া মহাসুখরূপ সহজ-নলিনীবনে যাইয়া নির্বিকল্পাকারে ক্রীড়ারত রহিয়াছেন।

হস্তিনীর সঙ্গহেতু যেমন হস্তীরা আসক্তিমদ বর্ষণ করে, ভগবতী নৈরাত্মা-দেবীর সঙ্গহেতু সেইরূপ এখন তিনি তথতা বা নির্বাণ-মদ বর্ষণ করিতেছেন।

এই অবস্থায় উপনীত হইয়া এখন তিনি ভাবাভাবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অণ্ডজ-জরায়ুজপ্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ, কারণ সকলেই ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন। ভাবাভাব (স্থিতি ও লয়) অণুমাত্রও অপরিশুদ্ধ নহে।

তথতারত্ন-রূপ দশবল দশদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। অনুভবের অভ্যাস দ্বারা তাহাদের সাহায্যে বিদ্যা-করীকে অনায়াসে দমন করিয়া নির্বিকল্প হওয়া যায়।

টীকা

১-৪ এ-বং-কার :—" একারশ্চন্দ্রাভাসঃ বংকারঃ সূর্য্যঃ উভয়ং দিবারাত্রিজ্ঞানম্ "—টীকা। দিবারাত্রিজ্ঞান অর্থে সময়ের জ্ঞান। কাল এই নশ্বর সংসার লইয়া অবিরত ক্রীড়া করিতেছে। জন্ম, মৃত্যু ও অস্তিত্বের ধারণা কালপ্রভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব ইহা ভববিকল্পের কারণভূত। যাহারা এই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে জগতে তাহারাই অবিনশ্বর ও অমর। অতএব এই সংসার-নাটকের নটরূপ কালের প্রভাব অতিক্রম করাই নির্বিকল্পজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি। অন্যত্র—" কাল এই জগৎ-অরণ্যে অজস্র অজ্ঞজীবরূপ মৃগের প্রতি মৃগয়া করিতেছে " (যো, ১।২৩।২)। তুলনীয়—" এবংকার জে বুজ্‌ঝিঅউ তে বুজ্‌ঝিঅউ সঅল অশেষ।" (দোহা—১২৯ পৃঃ)।

বাখোড় :—" স্তম্ভদ্বয়ম্ "—টীকা। স্তম্ভটিকা হইতে (শব্দসূচী)। তুলনীয়—খম্ভা-ঠানা (চর্য্যা—১৬)।

মোড়িউ :—" মর্দ্দয়িত্বা নিরাভাসীকৃত্য "—টীকা।

বিবিহ বিআপক :—" বিবিধপ্রকার-অনবধূতীব্যাপক-বন্ধনম্ "—টীকা। অবধূতীমার্গের বিঘ্নস্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যাজাত বিবিধ বন্ধন।

তোড়িউ :—" তোড়য়িত্বা "—টীকা।

আসবমাতা :—" এষাং ত্রয়াণাম্ অনুপলম্ভাসবপানেন প্রমত্তঃ "—টীকা। আ-সু (প্রসব করা) + অল্ অর্থাৎ যাহা মত্ততা জন্মায়। আসব-শব্দ এখানে আধ্যাত্মিক মদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানাসব-পানে ইহাদের উপলব্ধি হইতে মুক্ত হইয়া।

নলিনীবন :—" মহাসুখকমলবনম্ "—টীকা।

নিবিতা :—" নির্বিকল্পাকারে "—টীকা। অর্থাৎ অচিন্ততা প্রাপ্ত হইয়া। নিবৃত্ত শব্দ হইতে।

পইসি :—প্রবিশ্য।

৫-৬ জিম, তিম :—শৌরসেনী অপভ্রংশ জেংব, তেংব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। করিণিরেঁ :—করিণীশব্দের ৬ষ্ঠী 'করিণীর'এর সহিত ৭মীর হিম্-জাত হিঁ-যোগে করিণীরহিঁ—করিণিরেঁ। করিণীসম্পর্কে বুঝাইতে ৪র্থীতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

রিসঅ :—"ঈর্ষ্যামদং বহতি"—টীকা। পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত ঈর্ষ্যা-রূপ আসক্তি। তিব্বতীয় পাঠে আসক্তি অর্থে গৃহীত হইয়াছে।
তথতা মঅগল :—তথতা-মদ-স্রাব। সং—গল্ ধাতু ক্ষরিত বা জলাকারে প্রবাহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন গলদশ্রু। এখানে বিশেষরূপে স্রোত বা স্রাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
তথতা :—পালি তথত্ত (নির্বাণ) হইতে। ইহা অবাঙ্মনসগোচর বলিয়া তথতা (=ইংরেজী thatness)। তুলনীয়—ব্রহ্মবাচী তৎ-শব্দ।

৭-৮ ছড়গই :—"ষড় গতিকা। অণ্ডজা জরায়ুজা উপপাদুকাঃ সংস্বেদজা দেবা-সুরাদি-প্রকৃতিকাঃ সর্বে ভাবাঃ"—টীকা। অর্থাৎ যাবতীয় বস্তুজগৎ। তু°—"প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ" (মহাভারত, ১২।৩৯৬)। "চতুর্বিধা জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জাঃ" (ঐ, টীকা)। এখানে দেব এবং অসুর লইয়া ষড়বিধ বলা হইয়াছে।
সহাবে সুধ :—"স্বভাবেন পরিশুদ্ধা"—টীকা। কারণ একই ধর্ম্মকায় হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে।

ভাবাভাব ইত্যাদি :—"বালাগ্রম্-অপি-অপরিশুদ্ধং কিঞ্চিৎ ন বিদ্যতে"—টীকা। তুলনীয়—"ভাব ন হোই অভাব ণ জাই" (চর্য্যা—২৯)। "যস্মাৎ বিচারেণ ভাবস্য উপলম্ভো ন বিদ্যতে, অভাবো'পি ন ভবতি অসদ্রূপত্বাৎ" —ঐ, টীকা। ভাবেরই যখন অস্তিত্ব নাই (বিকল্পাত্মক বলিয়া) তখন তাহার অভাব আবার কি? ইহা নিরর্থক। অন্যত্র—"ভব জাই ণ আবই এস্থু কোই" (চর্য্যা—৪২)। জগতে যখন কিছুই উৎপন্ন হয় না, ধ্বংসও হয় না, তখন ভাব ও অভাবে অণুমাত্রও বিভিন্নতা নাই। অতএব একটিকে পরিশুদ্ধ এবং অপরটিকে অপরিশুদ্ধ বিবেচনা করিবার কোনই কারণ নাই। প্রথম চর্য্যার "জে জে আইলা" ইত্যাদিতেও গমনাগমন-সম্বন্ধে প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইয়া কৃষ্ণাচার্য্য বিশুদ্ধমনা হইয়াছেন।

৯-১০ দশবলরঅণ ইত্যাদি :—"তথতারত্নং দশদিগ্ব্যাপকতয়া অনুভবাভ্যাসবলেন হারিতমস্মাকম্"—টীকা। সংসারে ও নির্বাণে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া তথতাই সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। অথবা সর্বম্ অনিত্যম্, সর্বম্ অনাত্মম্ বলিয়া শূন্যতাই চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। অনুভবের অভ্যাস দ্বারা ইহা অবগত হইয়া ভবজ্ঞানরূপবিদ্যা দমন কর।

হরিঅ :—হরিত, স্ফুরিত, বিস্তৃত অর্থে (গ, ১৫ পৃঃ)।
বিদ্যা করি দমকুঁ :—"অবিদ্যাকরীন্দ্রস্য দমনং কুরু"—টীকা। পাঠান্তরের অবিদ্যাকরি অর্থে অবিদ্যাজাত জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান।

১০

রাগ দেশাখ— কাহ্নুপাদানাম্ —

নগর বাহিরি[১] রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই[২] ছোই জাহ সো[৩] বাহ্মণ[৪] নাড়িআ ।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব[৫] ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ[৬] ।।
এক সো পদুমা[৭] চৌষঠ্ঠী[৮] পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ।।
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি[৯] জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ।।
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা[১০] চাংগেড়া[১১]।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া[১২] ।।
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি[১৩] হাড়ের মালী ।।
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ ।।

পাঠান্তর

১ বারিহি, ক ; বাহিরে, খ ;
২ ছুই, ক ;
৩ যাই সো, ক ; জাইসো, খ ;
৪ বাহ্ম, ক ;
৫ করিবে, ক ;
৬ লাগ, ক ;
৭ পদমা, ক, গ ;
৮ চৌষঠী, খ ; চউসঠি, গ ;
৯ অইসসি, ক ;
১০ অবর ণা, ক, খ ; অবর মো, গ ;
১১ চঙ্গতা, ক ; চাঙ্গিড়া, গ ;
১২ এট্টা, ক ;
১৩ ঘলিলি, ক ; ঘালিলি, গ।

ভাবানুবাদ

তোমার কুড়িয়া ডোম্বি, নগর বাহিরে।
ছুয়ে ছুয়ে যাও তুমি ব্রাহ্মণ নেড়ারে ॥
ডোম্বি, তোর সহ আমি করিবই সঙ্গ।
কানু যে কাপালী যোগী নির্ঘৃণ উলঙ্গ ॥
এক হয় পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি।
তাহে চড়ি নাচে যেন ডোম্বী ও বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বি, পুছি আমি স্বরূপে তোমায়।
আসা যাওয়া কর তুমি কাহার নৌকায় ॥
তন্ত্রী ও চাঙ্গাড়ি পাত্র ডোম্বী ত্যাগ করে।
নটের পেটিকা আমি ছাড়ি তব তরে ॥
তুমি ডোম্বী, আমি কাপালিক (তব তুল্য)।
তব তরে লইয়াছি আমি হাড়-মাল্য ॥
সরোবর ভাঙ্গি ডোম্বি, খাও যে মৃণাল।
তোমারে মারিব ডোম্বি, লইব পরাণ ॥

মর্ম্মার্থ

ডোমজাতীয় লোকেরা অস্পৃশ্য বলিয়া সমাজে বিবেচিত হয়, এবং তাহারা সাধারণতঃ নগরের বাহিরেই অবস্থান করে। এই রীতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহাসুখস্বরূপিণী পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বা নির্বাণ-দেবীকে এখানে ডোম্বী আখ্যায় অভিহিত করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহে বলিয়া অস্পৃশ্যা ডোমজাতীয়া।

কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন—ওগো নৈরাত্মা ডোম্বি, গুরুর উপদেশে এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, রূপাদি বিষয়সমূহের বাহিরে তুমি অবস্থান কর, এবং যাঁহারা সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত নন, এইরূপ যোগিগণের চপলচিত্তকে তুমি কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়াই চলিয়া যাও, অর্থাৎ তাঁহারা তোমার আভাসমাত্র জানিতে পারে, কিন্তু তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। এখানে বক্তব্য এই যে, একমাত্র সহজিয়াপন্থীরাই নির্বাণরূপ মহা-সুখের অধিকারী হইতে পারে, অন্যে নহে।

এখন কৃষ্ণাচার্য্য মহাসুখরূপিণী ডোম্বীর সন্ধান পাইয়া বলিতেছেন যে, তোমার সহিত আমার অভিষ্বঙ্গ কর্ত্তব্য, অর্থাৎ মিলিত হওয়া উচিত। কারণ অস্পৃশ্যযোগ-হেতু তুমি যেমন ডোমজাতীয়া, আমিও তেমনি ঘৃণালজ্জাদিদোষরহিত নগ্ন যোগী হইয়া তোমার সহিত মিলনের উপযুক্ত হইয়াছি। অর্থাৎ যাবতীয় লোকাচারের প্রভাব হইতে

মুক্ত হইয়া এখন আমি পরিশুদ্ধ হইয়াছি। অতএব এখন নির্বাণলাভে আমার অধিকার জন্মিয়াছে।

তারপর পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মার সঙ্গ লাভ করিয়া কৃষ্ণাচার্য্যের এইরূপ অনুভূতি জন্মিয়াছে যে, তাঁহারা উভয়ে যেন ৬৪ দলযুক্ত একটি পদ্মের উপরে উঠিয়া মহারাগানন্দে নৃত্য করিতেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে বিবিধ চক্র ও পদ্মের স্থান শরীরের মধ্যে নির্দ্দেশিত হয়। সাধনায় সফলকাম হইলে একে একে তাহাদের অস্তিত্বের অনুভূতি সাধকগণ লাভ করিয়া থাকেন। এখানেও ঐরূপ এক চক্র পরিকল্পিত হইয়াছে।

নৈরাত্মানুভূতি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ইহাই বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণাচার্য্য নৈরাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—ওগো ডোম্বি, আমি তোমাকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি চিত্তের সংবৃত্তিরূপ নৌকায় আসা-যাওয়া কর? কর না, ইহাই অভিপ্রেত, কারণ এই অনুভূতি অতীন্দ্রিয়।

এখন নৈরাত্মধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলা হইতেছে—ওগো ডোম্বি, তুমি অবিদ্যারূপ তন্ত্রী, এবং চাঙ্গাড়িরূপ বিষয়াভাস বিক্রয় বা পরিত্যাগ করিয়া থাক। অতএব তোমার জন্য আমি এই সংসাররূপ নটপেটিকা পরিত্যাগ করিলাম।

এখন ডোম্বীর সহবাসে কৃষ্ণাচার্য্য প্রকৃত কাপালিক সাজিতেছেন। ডোম্বীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—তুমি যেমন ডোমজাতীয়া আমিও সেইরূপ কুণ্ডল-কণ্ঠিকাদি হাড়ের মালা গ্রহণ করিয়া তোমার সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ-রূপে বিকারহীন হইয়া তোমার সঙ্গসুখ লাভ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি।

শেষ দুই পঙক্তিতে অবিদ্যারূপিণী অপরিশুদ্ধাবধূতী ডোম্বীর কথা বলা হইতেছে। ইনি কায়ারূপ সরোবর ভাঙ্গিয়া তাহার মূল মৃণালরূপ বোধিচিত্ত ভক্ষণ করেন। অতএব কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই অবিদ্যাকে তিনি নাশ করিবেন।

টীকা

১-২ নগর :—"নগরিকেতি রূপাদিবিষয়সমূহং বোদ্ধব্যম্"—টীকা। বস্তুজগৎ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার অনুভূতি হয়।

বাহিরি :—"তস্য বাহ্যে, ইন্দ্রিয়াণামগোচরত্বেন"—টীকা। অতীন্দ্রিয় বলিয়া বাহিরে বলা হইয়াছে।

ডোম্বি :—"অস্পৃশ্যযোগত্বাৎ ডোম্বীতি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বোদ্ধব্যা"—টীকা। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাহিরে, অতএব অস্পৃশ্যা বলিয়া নৈরাত্মাকে ডোম্বী বলা হইয়াছে।

তোহোরি কুড়িআ :—"তবাগারং মহাসুখচক্রং ময়া সিদ্ধাচার্য্যেণ অবগত-মিতি"—টীকা। মহাসুখচক্ররূপ তোমার আবাসের সন্ধান আমি পাইয়াছি।

ছোই ছোই :—স্পৃষ্ট্বা। কারণ তাহারা তোমার আভাস মাত্র জানিতে পারে, কিন্তু তোমাকে আয়ত্ত করিতে পারে না।

বাহ্মণ নাড়িআ :—" চপলযোগত্বাৎ চিত্তবটুকম্, অসম্প্রদায়যোগিনাং বোধি-চিত্তম্ "—টীকা। যাঁহারা সহজিয়া নন তাঁহারা এই নৈরাত্মার সন্ধান পান না, ইহাই বক্তব্য। কারণ—" যে'পি বহিঃশাস্ত্রাগমাভিমানিনঃ পণ্ডিতাঃ তে'পি অস্মিন্ ধর্ম্মে সংমূঢাঃ " (চর্য্যা—৬—টীকা)। অন্যত্র—" নৈরাত্ম-ধর্ম্মাপরিচয়েন বহিঃশাস্ত্রাভিমানিনো যে যোগিনস্তে'পি কুলে শরীরে ভ্রমন্তীতি" (চর্য্যা—১৪—টীকা)। এই জন্যই বলা হইয়াছে—" জো মনগোঅর সো উআস " (চর্য্যা—৭)। চপলতার জন্য এই জাতীয় পণ্ডিতগণের বোধিচিত্তকে নেড়ে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

৩-৪ তোএ সম ইত্যাদি :—" ত্বয়া সহ ময়া অভিষঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ "—টীকা। কারণ " যাদৃশ-স্বভাবস্তাদৃশো নির্ঘৃণো লজ্জাদিদোষরহিতো'হম্ "—টীকা। তুমি যেমন ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোক, আমিও তেমনি ঘৃণালজ্জাদিবর্জিত। অতএব আমাদের মিলনে বাধা নাই।

নিঘিন :—নির্ঘৃণঃ হইতে। তুলনীয়—" ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার " (চর্য্যা—৩১)।

কাপালি :—" কং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং পালয়তীতি কাপালিকঃ " (চর্য্যা—১৮—টীকা)।

লাংগ :—নগ্ন হইতে। লজজাদিদোষরহিত বলিয়া নগ্ন বলা হইয়াছে।

৫-৬ পদুমা :—পদ্ম—পদুম—বিশিষ্টার্থে আ।

চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী :—" পদ্মকং নির্ম্মাণচক্রং চতুঃষষ্টিদলযুক্তম "—টীকা। এখানে পদ্মকে ৬৪ দলযুক্ত নির্ম্মাণচক্র বলা হইয়াছে। এই নির্ম্মাণচক্রেই সৃষ্টিরহস্য নিহিত আছে। ইহার বহুবিধ অভিব্যক্তি বলিয়া ৬৪ দলের পরি-কল্পনা। তাহার উপরে অধিষ্ঠিত অর্থে সৃষ্টিরহস্য অবগত হইয়া জগৎ অতিক্রম করত মহাসুখে লীন হওয়া। এইজন্য ডোম্বীর বাসগৃহকে টীকায় " ভবাগারং মহাসুখচক্রং " বলা হইয়াছে।

নাচঅ :—" মহারাগানন্দে " নৃত্য করেন।

বাপুড়ী :—২০শ চর্য্যার বাপুড়া অর্থে " বরাকী " বলা হইয়াছে। হতভাগ্য। এখানেও পার্থিব-সম্পৎ-পরিত্যাগকারী অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অথবা সং—বপ্তা বা বপ্ত হইতে বাপা বা বাপ। ইহারই আদরে বাপুড়ী। তুলনীয় শৌরসেনী অপভ্রংশ—বপ্পুড়া।

৭-৮ পুছমি :—পৃচ্ছামি।

সদভাবে :—" সদ্ভাবেন স্বরূপাশয়েন "—টীকা।

আইসসি ইত্যাদি :—" কস্য সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত-নৌকামার্গেণ যাতায়াতং করোষি, ন করোষীত্যর্থঃ "—টীকা। নির্বাণে সর্বধর্ম্ম লোপ পায় বলিয়া কোন পকার সংবৃত্তি দ্বারা ইহার অনুভূতি হয় না।

আইসসি :—আ-বিশ্ ধাতু হইতে আবিশসি হইয়া অইসসি। আগমন কর, প্রবেশ কর।

৯-১০ তান্তি :—" অবিদ্যারূপম্ "—টীকা। তন্ত্রী।

বিকণঅ :—" বিক্রয়ণং পরিত্যাগং করোমি "—টীকা। তুমি বিক্রয় করিয়া পরিত্যাগ কর।

অবরনা :—ফুলের পল্লবের ন্যায় আবরণকারী অর্থে বিশেষণে আ, যেমন জল হইতে জলা-ভূমি।

চাংগেড়া :—" তস্য পল্লবং বিষয়াভাসম্ "—টীকা। চাঙ্গালিকা হইতে। তুলনীয় হি—চঙ্গেরা, ও—চাঙ্গুরি, বাং—চাঙ্গারী। বাঁশের চটার বিস্তৃতমুখ পাত্র।

তোহোর অন্তরে :—চতুর্থী-বিভক্তিজ্ঞাপক প্রাচীন অন্তরে=জন্যে। তু°—" তোহ্মার অন্তরে পথে সাধোঁ মহাদান " (কৃঃ কীঃ, ১২২ পৃঃ)।

নড়-পেড়া :—" নটবৎ সংসারপেটকম্ "—টীকা। নট হইতে নড়। পেটিকা হইতে পেটা—পেঁড়া।

১১-১২ " যাদৃশ-স্বভাবস্তাদৃশো নির্ঘৃণো লজ্জাদিদোষরহিতো'হম্ "— ৩য়-৪র্থ পঙ্ক্তির টীকা। তুমি যেমন ডোম্বী, আমিও তোমার সমকক্ষ কাপালিক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলিতেছেন—দেখ, আমিও হাড়ের মালা গলায় পরিয়াছি।

হাঁউ :—অহম্—অহকং—হকং—হঁউ—হাঁউ। আমি।

কপালী :—" কং তব সুখং পালিতুং সমর্থঃ "—(টীকা) বলিয়া কপালী। ঘেণিলি :—টীকায় " বিধৃত্য," শব্দসূচীতে " লইলাম," গলায় পরিলাম। গেহ্নিলি হইতে ঘেণিলি গ্রহণ করা অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

হাড়ের মালী :—মৃত শরীরে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থাকে না। জীবিত অবস্থায় যাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি তদ্বৎ লোপ পায় তাহারাই " জীয়ন্তে মরা " আখ্যায় অভিহিত হয়। এখানে কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন যে, মৃত ব্যক্তির ন্যায় সর্বতো-ভাবে তিনি নির্বিকার হইয়াছেন। তাহারই নিদর্শনস্বরূপ হাড়ের মালা গলায় পরিয়াছেন।

১৩-১৪ সরবর :—" সরোবরং কায়পুষ্করম্ "—টীকা। দেহরূপ সরোবর।

মোলাণ :—মৃণাল। " তন্মূলম্—তদেব বোধিচিত্তম্ "—টীকা। কায়-সরোবর ভাঙ্গিয়া তাহার মূল বোধিচিত্তকে ভক্ষণ কর।

মারমি ডোম্বি :—" ডোম্বিনীদ্বিধাভেদমাহ। গুরুসম্প্রদায়বিহীনস্য সৈব ডোম্বিনী অপরিশুদ্ধাবধূতিকা "—টীকা। যাহারা সহজপন্থী নয় " নৈরাত্ম-ধর্ম্মাপরিচয়েন তে'পি কুলে শরীরে ভ্রমন্তীতি " (চর্য্যা—১৪—টীকা)। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যারূপিণী এই ডোম্বী কায়াসরোবর ভাঙ্গিয়া তাহার মূল ভক্ষণ করে। অতএব ইহার ধ্বংসসাধন কর্ত্তব্য।

১১

রাগ পটমঞ্জরী—কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্—

নাড়ি-শক্তি দিঢ়[১] ধরিঅ খট্টে[২] ।
অনহা ডমরু বাজই[৩] বীরনাদে[৪] ।।
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে ।
দেহ-নঅরী বিহরই[৫] একাকারে[৬] ।।
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে ।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ।।
রাগ দেষ মোহ লইআ[৭] ছার ।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার[৮] ।।
মারিঅ শাস্থ নণন্দ ঘরে শালী ।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ।।

পাঠান্তর

১ দিট, ক ; ২ খাটে, খ ;
৩ বাজএ, ক ; ৪ °নাটে, খ ;
৫ বিহরএ, ক ; ৬ একারেঁ, ক ;
৭ লাইঅ, ক ; ৮ মুত্তিহার, ক।

ভাবানুবাদ

নাড়ীশক্তি দৃঢ়ভাবে ধরি শূন্যোপরি ।
অনহা ডমরু বাজে বীরনাদ করি ।।
কানু যে কাপালী যোগী পশি যোগাচারে ।
দেহ-নগরীতে বিহরয়ে একাকারে ।।
আলি কালি যেন ঘণ্টা নূপুর চরণে ।
রবিশশী করিয়াছে কুণ্ডলাভরণে ।।
রাগ-দ্বেষ-মোহ দগ্ধি, লই তার ক্ষার ।
পরম মোক্ষের লভিয়াছে মক্তাহার ।।

শ্বাস রোধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘরে শাল দিয়া ।
কাপালী হয়েছে কানু মায়াকে মারিয়া ।।

মর্ম্মার্থ

পূর্ববর্ত্তী পদে কিরূপে কাপালিক হওয়া যায় তাহাই তত্ত্বব্যাখ্যা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এই পদে যোগাচার অবলম্বন করিয়া কাপালিক হইবার উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশৎ নাড়ীর মধ্যে প্রধানা বিরমানন্দরূপা অবধূতিকা যে নাড়ী তাহা মণিমূল হইতে ঊর্দ্ধে চালিত করিয়া মস্তকস্থ প্রভাস্বর-শূন্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করা হইয়াছে, এবং এক ডমরু শূন্যতাসিংহনাদে বাদিত হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় কৃষ্ণাচার্য্য যোগাচারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্লেশাদি ধ্বংস করত দেহরূপ নগরী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

কিরূপে ইহা সংঘটিত হইয়াছে এখন তাহাই বিবৃত হইতেছে। এই অবস্থায় আলিকালি বা লোকজ্ঞান ও লোকভাসকে, এবং রবিশশী বা গ্রাহ্যগ্রাহকাদি ভাবকে পরিশোধিত করিয়া তিনি চরণের ঘণ্টা ও নূপুর, এবং কর্ণের কুণ্ডলরূপে পরিণত করিয়াছেন। আর রাগদ্বেষমোহাদিকে মহাসুখরূপ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্মে শরীর অনুলিপ্ত করিয়াছেন, মোক্ষরূপ মুক্তাহার পরিধান করিয়াছেন, এবং শ্বাস রোধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে নিঃস্বভাব করিয়া, ও অবিদ্যারূপিণী মায়াকে ধ্বংস করিয়া তিনি কাপালিক হইয়াছেন।

কাপালিকগণ চরণে ঘণ্টানূপুর ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করেন, ভস্মে শরীর অনুলিপ্ত করেন, এবং গলায় মালা পরিধান করেন। এখানে বলা হইল যে, আলিকালিকে ঘণ্টা-নূপুরে, এবং রবিশশীকে কর্ণের কুণ্ডলরূপে পরিণত করা হইয়াছে, পরমমোক্ষরূপ মুক্তাহার গলায় শোভিত হইতেছে, রাগদ্বেষাদির ভস্ম শরীরে মাখা হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেকটি অলঙ্কার রূপকভাবে এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা

১-৪ নাড়ি-শক্তি :—" দ্বাত্রিংশন্নাড়িকা-শক্তিস্তাসাং মধ্যে প্রধানাবধূতিকা বিরমানন্দ-রূপা "—টীকা। তুলনীয়—

ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন রসনোপায়সংস্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা ।।

এইজন্য অবধূতীকে প্রধানা নাড়ী বলা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রেও ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্না নাড়ীকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এখানেও অনুরূপ পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়।

ধরিঅ :—ধৃত্বা হইতে। " গুরুপ্রসাদাৎ মণিমূলে বিধৃত্য "—টীকা। এখানে মণিমূলে ধারণ করার কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু এই মণিমূলে যখন অবধূতী

থাকে, তখন ইহা "মোহমলাবলিপ্তা ভবতীতি" (টীকা, চর্য্যা—৪), এবং "মণিমূলাদূর্দ্ধং গত্বা গত্বা মহাসুখচক্রে অন্তর্ভবতি" ঐ। অতএব খট্টে ধারণ করার অর্থই সঙ্গত। তন্ত্রশাস্ত্রেও সুষুম্নার মধ্যবর্ত্তিনী সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্দ্ধে চালিত করিয়া সহস্রারে লীন করিতে হয়।

খট্টে :—খস্থে হইতে। তুলনীয় কৃষ্ণস্ব হইতে কানেট্ট (চর্য্যা—২)। "খং শূন্যতা প্রভাস্বরেণ সহজং সংস্পৃশ্য"—টীকা। এখানেও নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, অবধূতী যাইয়া প্রভাস্বর শূন্যতা স্পর্শ করিবে। এই শূন্যতা কোথায়? "মহাসুখং বসত্যস্মিন্নিতি মহাসুখবাসম্ উষ্ণীষ-কমলং তত্র সর্বশূন্যালয়ঃ"—(দোহা, ১২৪ পৃঃ, টীকা)। অতএব এখানে বলা হইল যে, অবধূতীকে মহাসুখবাস সর্বশূন্যালয় উষ্ণীষকমলে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে হইবে।

অনহা ডমরু :—"অনাহতং ডমরুশব্দম্"—টীকা। এইরূপ অনাহত ধ্বনির উল্লেখ ১৬শ ও ১৭শ চর্য্যাতেও রহিয়াছে। সেখানে "অনাহতমিতি শূন্যতা-শব্দম্" (১৬শ চর্য্যার টীকা) বলা হইয়াছে। অন্যত্র "শূন্যতাধ্বনীতি" —(১৭শ চর্য্যার টীকা)। অতএব শূন্যতায় যখন অবধূতী যাইয়া মিলিত হইয়াছেন, তখন যে শূন্যতাধ্বনি উত্থিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব লুপ্ত হইয়া নির্বাণরূপ শূন্যতায় চিত্ত বিলীন হইয়া যায়, ইহাই বক্তব্য।

বাজই :—"বাজো নিস্বনপক্ষয়োঃ"—ইতি মেদিনী। অতএব বাজ্যতি—বাজই।

বীরনাদে :—"শূন্যতাসিংহনাদেন"—টীকা।

পইঠ :—প্রবিষ্ট।

অচারে :—যোগাচারে।

বিহরই :—বিহরতি।

একাকারে :—"ক্লেশভক্ষণাদিনয়েন একাকারতয়া"—টীকা।

৫-৬ আলি কালি :—লোকজ্ঞান ও লোকভাস (৭ম চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।

নেউর :—নূপুর।

রবিশশী :—দিবারাত্রিজ্ঞানরূপ (চর্য্যা—৯—টীকা) বিকল্প (চর্য্যা—৩২—টীকা)। ইহাদিগকে পরিশোধিত করিয়া অলঙ্কাররূপে ধারণ করা হইয়াছে।

আলি কালি রবিশশী :—"বজ্রজাপপরিশোধিত-চন্দ্রসূর্য্যাদিকেন ঘণ্টানূপুরাদি-যৌগিকালঙ্কারং কৃতমিতি"—টীকা।

কিউ :—সং—কৃতম্, প্রা—কিদং, কিঅ—কিউ।

৭-৮ দেষ :—দ্বেষ।

ছার :—ক্ষার হইতে। "মহারাগবহ্নিনা রাগদ্বেষাদিকং দগ্ধ্বা তেন ভস্মনা বিলিপ্তাঙ্গঃ"—টীকা।

পরম মোখ ইত্যাদি :—" পরমমোক্ষমুক্তাহারমণ্ডিতঃ "—টীকা।
লবএ :—লভতে—লভই—লভএ—লবএ।

৯-১০ শাস্থ :—" শ্বাসং "—টীকা। সমাধির অবস্থায় শ্বাস রুদ্ধ হয়। তখন ইন্দ্রিয়-সকলেরও ক্রিয়া লোপ পায়।
নণন্দ ঘরে শালী :—" চক্ষুরিন্দ্রিয়াদিবিজ্ঞানবাতং নানাপ্রকারং বোদ্ধব্যম্। তং নিঃস্বভাবীকৃত্য "—টীকা। নানাপ্রকারে আনন্দ দেয় বলিয়া চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে ননন্দ বলা হইয়াছে।
শালী :—" নিঃস্বভাবীকৃত্য "—টীকা। ধ্বংস করিয়া।
মাঅ :—" অবিদ্যাং চ মায়ারূপাম্ "—টীকা। মায়ারূপা অবিদ্যা।

১২

রাগ ভৈরবী—কৃষ্ণপাদানাম্—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে[১] ঠাকুর।
উআরি[২] উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিনউর॥
পাহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ[৩]।
গঅবরেঁ তোড়িআ[৪] পাঞ্চজনা ঘালিউ[৫]॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা[৬]।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু অম্হে[৭] ভাল দান[৮] দেহুঁ।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ॥

পাঠান্তর

১ মারেসিরে, খ; ২ তআরি, ক;
৩ মরাড়িইউ, ক; ৪ তোলিআ, ক;
৫ ঘোলিউ, ক; ৬ °বিত্তা, ক;
৭ আম্হে, ক; ৮ দাহ, ক।

ভাবানুবাদ

করুণা-পীড়িতে যেন খেলি নববল।
গুরু-উপদেশে জিত হ'ল ভববল ॥
নাশিল আভাসদ্বয়, মরিলে ঠাকুর।
উপকারী-উপদেশে কাছে জিনপুর ॥
প্রথমেই তেড়ে গিয়ে বড়েগুলি মারি।
গজবর দ্বারা পাঁচজনে ঘাল করি ॥
মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে করিয়া নিবৃত্ত।
অবশ করিয়া ভববল হ'ল জিত ॥
কানু ভণে—দেখ আমি ভাল দান দেই।
ছকের চৌষট্টি কোঠা গণিয়াই লই ॥

মর্ম্মার্থ

দাবাখেলার উপমাসাহায্যে এই পদে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সমল খনির গর্ভে মণি থাকে. তাহাকে পরিষ্কৃত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সেইরূপ চিত্তনিহিত যাবতীয় দোষ (যাহা সমাধির অন্তরায়স্বরূপ) নিরাকৃত করিয়া স্বাধিষ্ঠান বা স্বরূপে অবস্থিত করুণাময় চিত্তকে পীঠ (দাবাখেলার ছক) রূপে পরিণত করিয়া যেন চতুর্থানন্দবল (কায়বাক্‌চিত্তের অতীত)-রূপ দাবা খেলিতেছি, ইহা কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় বলিতেছেন। এই অবস্থায় গুরুর উপদেশে অবিরত আনন্দযোগে ক্রীড়া করত তাহা দ্বারা বিষয়াভাসরূপ ভব-বল অক্লেশে জিত হইয়াছে।

কিরূপে এই ভব-বলকে জয় করা হইয়াছে, এখন তাহারই নির্দ্দেশ প্রদান করা হইতেছে। প্রথমতঃ লোকজ্ঞান ও লোকভাস-রূপ আভাসদ্বয় (৭ম চর্য্যার আলিকালি তুলনীয়) নিরাকৃত করা হইল, পুনরায় অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তরূপ ঠাকুরকেও (দাবাখেলার রাজা) মারা হইল। এখন উপকারিকার উপদেশে দেখা যাইতেছে যে, মহানন্দময় জিনপুর অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অর্থাৎ অচিত্ততা লাভ করিয়া নিত্যানন্দের অনভূতি জন্মিয়াছে।

এই বিষয়ই পুনরায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রথমে নানাপ্রকার প্রকৃতি-দোষরূপ বড়িয়াগুলিকে সবলে প্রহার করিয়া মারিয়া দিয়াছি, তৎপর তথতাচিত্তরূপ গজ-দ্বারা পঞ্চবিষয়গত অহংকার-মমকারাদিরূপ পঞ্চস্কন্ধাত্মক পাঁচজনকে ঘায়েল বা নির্ম্মদ করিয়াছি। অবশেষে প্রজ্ঞারূপ মন্ত্রীর দ্বারা চিত্তরূপ ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত বা পরিনির্বাণে আরোপিত করিয়া রূপাদি-বিষয়সমূহরূপ ভব-বল জিত হইয়াছে।

এখন উপসংহারে কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন—দেখ, আমি কেমন ভাল দান দেই, এবং নির্ম্মাণচক্ররূপ ৬৪ কোঠায় মন স্থির করিয়া প্রভাস্বরময় প্রকৃতি গ্রহণ করি।

টীকা

১-২ করুণা :—" স্বাধিষ্ঠানচিত্তরূপাচিত্তং বোদ্ধব্যম্ "—টীকা। স্বাধিষ্ঠান অর্থে স্বরূপে অবস্থিত। সাধারণতঃ চিত্ত অবিদ্যা-সহযোগে বিবিধ-দোষাবলিপ্ত থাকে। ইহারা দূরীভূত হইলেই চিত্ত স্বরূপে অবস্থিত হয়। কারণ ধর্ম্মকায় হইতে উদ্ভূত চিত্ত মোহবিমুক্তিতে ধর্ম্মকায়ের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয়? ইহাতে করুণা ও শূন্যের মিলন সংসাধিত হয়। তুলনীয়—" সোনে ভরিতী করুণা নাবী" (চর্য্যা—৮)। অন্যত্র—" নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী " (চর্য্যা—১৩)। এইরূপ চিত্তকে অবিরত আনন্দাভিযোগে ক্রীড়া করাইবার উপযুক্ত পীঠরূপে পরিণত করিতে তাহার বিবিধ দোষ দূরীভূত করিতে হয়, যথা—" পিহাড়ীতি তস্যাশ্রয়সপ্তদোষাঃ সমাধিমলা বোদ্ধব্যাঃ। তান্ ফাটয়িত্বা নিরাসীকৃত্য....অবিরতানন্দাভি-যোগেন ক্রীড়াং কুর্বন্ " ইত্যাদি—টীকা।

পিহাড়ি :—সং—পীঠ, প্রা—পিঠর (হেমচ°, ১।১০২)—পিহড়—পিহাড়ি (Nominal Verb Incomp.)। পীঠ বা ছকরূপে পরিণত করিয়া।

খেলহুঁ :—খেল + অহম্-জাত (হঁউ হইতে) হুঁ-যোগে খেলহুঁ, অর্থ—আমি খেলি।

নঅবল :—" চতুর্থানন্দবলম্ "—টীকা। কায়বাক্চিত্তের অতীত যে আনন্দ তাহাই চতুর্থানন্দ। ইহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত। ইহাকেই বিরমানন্দ বলা হয়। ইহাকে অবিরত অনুভব করিবার যোগ্য পীঠরূপে চিত্তকে পরিণত করা হইয়াছে। অবিদ্যাজনিত চিত্তের দোষ দূরীভূত না হইলে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না, তাই টীকাতে বলা হইয়াছে—" সপ্ত দোষাঃ সমাধিমলাঃ নিরাসী-কৃত্য।" এই অবস্থায় উপনীত হইলে কি হইল? জিতেল ভববল ইত্যাদি :—বস্তুজগতের আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া গেল।

বোহেঁ :—বোধেন, উপদেশেন।

জিতেল :—সং—জিতম্—টীকা। জিত হইল।

ভববল :—" বিষয়াভাসবলম্ "—টীকা।

৩-৪ ফীটউ :—টীকাতে—" ফীটমিতি নিঃকৃন্তিতম্।" ৫০শ চর্য্যার " ফিটেলি " শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাতে আছে "স্ফেটিতম্"। সং—স্ফেটিত—ফেটিঅ—ফীটউ (Originally Passive Imperative, became confused with 1st Person Indicative Present in ও or ওঁ (চা, ৯২০ পৃঃ)। দূরীভূত হইল।

দুআ :—দ্বি হইতে দু + নির্দ্দেশক আ; অর্থ দুইটা। টীকাতে—" আভাস-দ্বয়ম্ "। ৭ম চর্য্যার আলিকালি-শব্দের এবং ১০ম চর্য্যার তন্ত্রী ও চাঙ্গাড়ি-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। অবিদ্যা ও তাহার পল্লবরূপ বিষয়াভাস।

মাদেসি :—প্রা—মদেসি মধ্যমপুরুষের একবচনে। অর্থ মৃত হইলে। তুলনীয়—মৃত অর্থে মদ ধাতু, যেমন মাদ্যতি=হেমচন্দ্রের মড্চই (প্রাকৃত-ধাত্বাদেশ, by Grierson, published in the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VIII, No. 2, p. 109)।
ঠাকুর :—" অবিদ্যাচিত্তম্ "—টীকা। অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তকে ঠাকুর বা দাবার রাজা বলা হইয়াছে।

উআরি :—" উপকারিক "—টীকা। সাধনার সময়ে যিনি চালিত করেন তাঁহাকে উপকারী বলা হয়। " বোধিচিত্তাঙ্করোপদেশেন "—টীকা।
উএসেঁ :—উপদেশেন।
জিনউর :—জিনপুর বা মহানন্দধাম। বিষয়াভাসাদি ধ্বংস করিলেই নিত্যানন্দ লাভ হয়।

৫-৬ পাহিলেঁ :—প্রথম—পঠম—পহম, (পহ + ইল্ল ?)—পহিলঁ—পহিলেঁ (৭মীতে)।
তোড়িআ :—ত্রোটয়িত্বা—তোড়য়িত্বা হইতে।
বড়িআ :—বটিকা। " বড়িকেতি সন্ধ্যাভাষয়া ঘট্ট্যুত্তরশতপ্রকৃতয়ঃ "—টীকা। প্রকৃতির দোষরূপ নানাপ্রকার অভিব্যক্তি।
মারিউ :—আমি মারি, এই অর্থে অহম্-জাত উ।
গঅবরেঁ :—" তথতা-চিত্তগজেন্দ্রেণ "—টীকা। নির্বাণারোপিত চিত্তরূপ গজ দ্বারা।
পাঞ্চজনা :—" পঞ্চস্কন্ধাত্মক-পঞ্চবিষয়স্য অহংকার-মমকারাদি-ভূষণম্ "—টীকা। পঞ্চবিষয়গত অহঙ্কারাদি।
ঘালিউ :—" প্রহত্য নির্ম্মদং কৃতমিতি "—টীকা। ঘায়েল করি।

৭-৮ মতিএঁ :—" মত্যা প্রজ্ঞাপারমিতানুবুদ্ধ্যা "—টীকা। প্রজ্ঞারূপ মন্ত্রীর দ্বারা। মন্ত্রিণা হইতে মন্তিএঁ (সা-প-প, ১৩২৭, ১৫১ পৃঃ)।
ঠাকুরক :—" ঠাকুরমিতি সংক্লেশারোপিতচিত্তম্ "—টীকা। এখানে সংবৃত্তি-বোধিচিত্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।
পরিনিবিতা :—পরিনিবৃত্ত, অর্থাৎ " পরিনির্বাণারোপিতং কৃতম্ "—টীকা। চিত্তকে অচঞ্চল বা নির্বাণে আরোপিত করা হইল। রাজাকে মাৎ করা হইল।
অবশ করিআ :—রাজা আর চলিতে পারে না, এইরূপ করিয়া, অর্থাৎ অচিন্ততায় লীন করিয়া।
ভববল :—" ভাবগ্রামবলং রূপাদিবিষয়ম্ "—টীকা। ভববিকল্প হইতে মুক্ত হওয়া গেল।

৯-১০ দেহুঁ :—দা + অহম্-জাত হুঁ।
চউষঠঠি কোঠা :—" চতঃষষ্টিকোষ্ঠকে নির্ম্মাণচক্রে "—টীকা। দাবা খেলার

ছকে ৬৪টি ঘর থাকে। তত্ত্বব্যাখ্যায় ইহাকেই নির্ম্মাণচক্র বলা হইয়াছে। ১০ম চর্য্যার—"এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী" ইত্যাদির ব্যাখ্যাতেও টীকায় নির্ম্মাণচক্রের উল্লেখ রহিয়াছে। এই নির্ম্মাণচক্রে "স্বচিত্তং স্থিরীকৃত্য প্রকৃতিপ্রভাস্বররূপং গৃহ্লামি"—টীকা। সৃষ্টিরহস্য অবগত হইয়া প্রভাস্বরশূন্যতায় চিত্ত স্থির করিয়াছি।

১৩

রাগ কামোদ—কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্—

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠক মারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী ।।
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা।
মাঝ[১] বেণী তরঙ্গম মুনিআ ।।
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ।।
গন্ধপরসর[২] জইসোঁ তইসোঁ।
নিংদ বিহুনে সুইনা জইসো ।।
চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে ।।

পাঠান্তর

১ মঝ, ক; ২ °পরসরস, খ

ভাবানুবাদ

ত্রিশরণ-লীন নৌকা করি আট মারি।
করুণা শূন্যের যোগ নিজদেহে হেরি ।।
ভব পার হই, করি মায়া স্বপ্ন সম।
মধ্যমায় সুখের তরঙ্গ অনুপম ।।
পঞ্চ তথাগত শক্তি করি কেড়ুয়াল।
কায়-নৌকা বাহি কানু তর মায়াজাল ।।

গন্ধ-পরশ যাহা তাহাই থাকুক।
নিদ্রাহীন স্বপ্নবৎ কেবল অলীক ॥
চিত্ত কর্ণধার করি শূন্যতা-মার্গে।
চলে কাহ্ন মহাসুখ-সঙ্গম-স্বর্গে ॥

মর্ম্মার্থ

কায়বাক্চিত্ত চতুথ শরণে লীন হইয়াছে এইরূপ মহাসুখকায়াকে নৌকাস্বরূপ করাতে নিজদেহে করুণা ও শূন্যের মিলন সংসাধিত হইয়াছে, এবং আটপ্রকার বুদ্ধৈশ্বর্য্য অনুভূত হইতেছে।

অথবা

স্কন্ধধাতু-আয়তনাদি অষ্টবিধ বিকল্পাত্মক জ্ঞান পরিহার করিয়া সমরসীভূত কায়বাক্চিত্ত দ্বারা বিরমানন্দ নৌকা গঠিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজদেহে করুণা ও শূন্যের মিলন সংসাধিত হইয়াছে। তখন যাবতীয় পার্থিব ব্যাপারকে যেন মায়াময় ও স্বপ্নোপম করিয়া উক্তপ্রকার নৌকার সাহায্যে কৃষ্ণাচার্য্য কর্ত্তৃক ভবজলধি অতিক্রান্ত হইয়াছে, এবং মধ্যবেণীতে স্বাধিষ্ঠান-চিত্ত হইতে উত্থিত সুখের তরঙ্গ তাঁহাদ্বারা তন্ময়ভাবে অনুভূত হইয়াছে।

এখন নিজেকে সম্বোধন করিয়া কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন—হে কাহ্নু, বিশুদ্ধ পঞ্চ-তথাগতাত্মক নিজ দেহকে ক্ষেপণী পরিকল্পনা করিয়া উক্ত প্রকার মহাসুখ-নৌকা গ্রহণ করত মায়াজালবৎ স্কন্ধধাত্বাদিবিষয়সমুদ্র বাহিয়া চল।

গন্ধস্পর্শাদি বিষয়সমূহ যেরূপ আছে সেইরূপই থাক। নিদ্রাবিহীন স্বপ্নের ন্যায় তাহারা এখন অলীক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

শূন্যতারূপ নৌকাপথে চিত্তরূপ কর্ণধারকে আরোপিত করিয়া কৃষ্ণাচার্য্য মহা-সুখসঙ্গমে চলিয়াছেন।

টীকা

১-২ তিশরণ ণাবী :—"ত্রয়ং কায়বাক্চিত্তং যস্মিন্ চতুর্থশরণে লীনং গতং তং মহাসুখকায়ং নৌকেতি সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্"—টীকা। ত্রি অর্থাৎ কায়-বাক্-চিত্ত চতুর্থশরণ বা তুরীয় আনন্দে লীন হইয়াছে, এইরূপ দেহকে নৌকা কল্পনা করা হইয়াছে।

অঠক মারী :—"অঠকুমারীতি বুদ্ধৈশ্বর্য্যাদি সুখমনুভূতম্"—টীকা। এখানে অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা —এই আট প্রকার বুদ্ধৈশ্বর্য্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই সময়ে উক্ত আটপ্রকার বুদ্ধৈশ্বর্য্য অনুভূত হইতেছে। টীকায় "অঠ কুমারী" পাঠ

গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে ঐশ্বর্য্যই কুমারীরূপে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে ইহা অনুভব করা যায়? "স্কন্ধধাত্বায়তনেন্দ্রিয়বিষয়বিকল্প-বিভ্রমরূপম্" (দোহা—১১৬ পৃঃ টীকা) আটজনকে মারিয়া "মহাসুখোপায়েন নিশ্চলম্ অস্খলিতরূপং কায়ানন্দাদ্যেকরসীভাবেন বোধিচিত্তং জ্ঞানানন্দ-চতুর্থং যোগিনা কৃতমিতি" (দোহা—১২৯ পৃঃ টীকা)। অর্থাৎ মহাসুখে কায়বাক্চিত্ত সমরসীভাব প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানানন্দরূপ চতুর্থানন্দ উপভোগ করা যায়। ইহাকেই টীকাতে "তিশরণ ণাবী" বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে উক্ত প্রকার অষ্টবিধ বিকল্প ধ্বংস করিতে হয়। "অঠক মারী" দ্বারা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অঠক = অষ্টকে (কৃতজাত ক দ্বিতীয়ায়)। স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন এবং পঞ্চেন্দ্রিয় এই অষ্টক। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে করুণা ও শূন্যের মিলন নিজদেহে সংঘটিত হয়। তুলনীয়—"সোণে ভরিতী করুণা ণাবী" (চর্য্যা ৮), এবং "শূন্যতাকরুণা অভিন্নরূপিণী মহামুদ্রা ইত্থম এবংকারং যেন প্রতীয়তে তেন যোগীন্দ্রেণ স্কন্ধধাত্বায়তনাদীনাং প্রতীতমিতি" (ক, ১২৯ পৃঃ)।

৩-৪ তরিত্তা ভবজলধি:—"তেন চতুর্থানন্দোপায়-নৌকয়া ভবসমুদ্রং কৃষ্ণাচার্য্যেণ তীর্ণম্"—টীকা। চিত্ত যখন এইভাবে চতুর্থানন্দে লীন হয়, তখন অচিত্ততা-হেতু পার্থিব বিষয়সমূহের অনুভূতি লোপ পায়।

করি:—কৃত্বা—করিঅ—করি। মাঅ:—মায়া।

সুইনা:—স্বপ্ন—সুপিন—সুইন + নির্দ্দেশক আ।

মাঅ সুইনা:—"মায়াময়ং স্বপ্নোপমং চ কৃত্বেতি"—টীকা। বিকল্প ধ্বংস হওয়াতে এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জাগতিক ব্যাপার কেবল অবিদ্যার ছলনা মাত্র, এবং স্বপ্নের ন্যায় অলীক।

মাঝ বেণী:—"মধ্যবেণিকায়াম্"—টীকা। ললনারসনার মধ্যবর্ত্তী অবধূতী নাড়ী। তুলনীয়—"অবধূতী মধ্যদেশ" (দোহা—১২৪ পৃঃ—টীকা)। অন্যত্র—"গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ" (চর্য্যা—১৪)।

তরঙ্গম মুনিআ:—"তরঙ্গম্ উল্লোলং সুখং ভুক্তং ময়েতি"—টীকা। অর্থাৎ সুখের তরঙ্গ আমি উপভোগ করিয়াছি। কিরূপে? ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য টীকাতে বলা হইয়াছে—"ইতি আত্মবেদনং ন প্রতীক্ষ্যতে।" অবধূতী "গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা" বলিয়া এই বিরমানন্দে যাবতীয় অনুভূতি লয় পাইয়া গিয়াছে, ইহাই অভিপ্রেত।

মুনিআ:—তনাদিগণীয় মন্ ধাতু হইতে মত্বা—মণিঅ—মুণিঅ—মুনিআ (তুলনীয় মুণহু—দোহা, ৯৪ পৃঃ)। সাধারণ অর্থে তন্ময়ভাবে।

৫-৬ পঞ্চ তথাগত ইত্যাদি:—"বিশুদ্ধপঞ্চতথাগতাত্মকং স্বদেহং কেলিপাতং পরিকল্প্য"—টীকা। তুলনীয়—"পঞ্চজ্ঞানাত্মকং বিলক্ষণপরিশোধিত-সংবৃত্তি-

বোধিচিত্তং স্থিরীকৃত্য কায়নৌরক্ষাং কুরু" (চর্য্যা—৩৮—টীকা)। চর্য্যাপদে কেড়ুআল শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ৮ম চর্য্যার কেড়ুআল অর্থ—"সদ্গুরুবচনেন।" ১৪শ চর্য্যার "পাঞ্চ কেড়ুআল" অর্থ "পঞ্চক্রমোপদেশম্" (ঐ, টীকা), অর্থাৎ "বিশুদ্ধবিষয়েষু গুর্বাজ্ঞয়া পঞ্চকামোপভোগাদি" (দোহাটীকা, ১০৯ পৃঃ)।

বাহঅ মাআজাল :—"মায়াজালবৎ স্কন্ধধাত্বাদিবিষয়সমুদ্রস্য বাধাং কুরু"—টীকা।

৭-৮ গন্ধপরসর :—"গন্ধরসস্পর্শাদি বিষয়ং যথৈবাস্তি তথৈবাস্তু"—টীকা। যেরূপ আছে সেইরূপই থাকুক।

নিংদ বিহুনে ইত্যাদি :—"জাগ্রদবস্থায়াং স্বপ্নবৎ প্রতিভাতি"—টীকা।

৯-১০ চিঅ কণ্ণহার :—"চিত্ত-কর্ণ ধারম্"—টীকা।

সুণত মাঙ্গে :—"শূন্যতানৌমার্গে সমারোপ্য"—টীকা।

সাঙ্গে :—সঙ্গমে।

১৪

ধনসীরাগ—ডোম্বীপাদানাম্—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ[১] লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ[২] জাইব পুণু জিণউরা॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত[৩] কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥
চন্দসূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বামদাহিন দুই মাগ ন চেবই[৪] বাহতু ছন্দা॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই[৫]।
জো রথে চড়িলা বাহবা[৬] ন[৬] জাই কুলে কুলে বুলই[৭]॥

পাঠান্তর

১ পোইআ, ক, খ; ২ পাঅপএ, ক;
৩ পিটত, ক; ৪ রেবই, ক;
৫ করেই, ক; ৬-৬ বাহবাণ, ক;
৭ বুড়ই, ক।

ভাবানুবাদ

গঙ্গা ও যমুনা দুই নদী মাঝে
এক নৌকা বহি চলে।
তাহে নিমজ্জিত মাতঙ্গী, যোগীকে
পার করে অবহেলে ॥
বাহত ডোম্বি, বাহলো ডোম্বি
পথেতে হইল দেরী।
সদ্‌গুরু-পাদ— প্রসাদে যাইব
পুনঃ আমি জিনপুরী ॥
পঞ্চ কেড়ুয়াল পড়িছে মার্গেতে
পিঠেতে কাছিকা বান্ধি।
শূন্য-সেঁউতিতে পানী সেঁচ যেন
না পশে কায়ার সন্ধি ॥
চন্দ্র-সূর্য্য দুই চাকা ও পুলিন্দা
সৃষ্টির সংহারকারী।
বাহ অনায়াসে বাম ও ডাহিন
দুই দিক নাহি হেরি ॥
কড়ি না লইয়া সেবা না লইয়া
স্বেচ্ছায় পার করে।
যারা রথে চড়ি বাহিতে না পারে
তারা কূলে ভ্রমি মরে ॥

মর্ম্মার্থ

গ্রাহ্যগ্রাহকরূপিণী গঙ্গাযমুনার মধ্যে বিরমানন্দরূপিণী এক নৌকা বাহিত হয়। ঐ বিরমানন্দে নিমজ্জিতা সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী অতএব হস্তিনীস্বরূপিণী নৈরাত্মা ডোম্বী ঐ নৌকাতে বসিয়া সংসারার্ণবে যোগীন্দ্রকে পার করে। সংসারসমুদ্র অতিক্রম করিতে হইলে নৈরাত্মার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ যাবতীয় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া নির্বাণ লাভ না করিতে পারিলে ভবসমুদ্র অতিক্রম করা যায় না। পদকর্ত্তা ডোম্বীপাদ নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, বিরমানন্দের ঐ মার্গ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র বাহিয়া চল, পথে বিলম্ব করিও না। আমি গুরুর পাদপ্রসাদে পুনরায় মহাসুখপুরে গমন করিব।

গুরুর পঞ্চক্রমোপদেশরূপ পাঁচটি কেড়ুআল বা ক্ষেপণী বিরমানন্দমার্গে পাতিত করিয়া, এবং পীঠ বা মণিমূলে সহজানন্দ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া শূন্যসেঁউতিতে বিষয়-তরঙ্গরূপ জল ফেলিয়া দেও, যেন ইহা দেহে প্রবেশ করিতে না পারে। অর্থাৎ নির্ব্বাণ-মার্গে গমন করিতে হইলে গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সাধনা করিতে হইবে, মণিমূলে সহজানন্দ দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে হইবে, এবং বিষয়তরঙ্গের স্পর্শ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে হইবে।

চন্দ্ররূপ প্রজ্ঞাজ্ঞান, সূর্য্যরূপ অদ্বয়জ্ঞান, এবং পুলিন্দারূপ নপুংসকত্ব বা নিরুপাধিত্ব (ব্রহ্মবাচী তৎ) এই তিন প্রকার বিকল্প স্বষ্টিসংহারকারী, বাম-দক্ষিণ বা অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে বিলক্ষণ পরিশোধিত নৌকা বাহিয়া চল।

নৈরাত্মা ডোম্বী পার করিবার জন্য কপর্দ্দক গ্রহণ করে না, এবং পরিচর্য্যাও প্রত্যাশা করে না। সে স্বেচ্ছায় পার করে। কিন্তু এই পথ অবলম্বন করিয়া যাহারা বাহিতে বা সাধনা করিতে জানে না, তাহারা অগ্রসর হইতে না পারিয়া কূলেই ভ্রমণ করে।

টীকা

১-২ গঙ্গা জউনা ইত্যাদি :—সংস্কৃত টীকাতে তান্ত্রিক ব্যাখ্যা ধৃত হইয়াছে, যথা—"গঙ্গাযমুনেতি সন্ধ্যায়া চন্দ্রাভাসসূর্য্যাভাসৌ গ্রাহ্যগ্রাহকৌ। বিরমানন্দ-অবধূতিকা মধ্যে বর্ত্ততে। সা এব নৌঃ সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যা।" কৃষ্ণাচার্য্যের একটি দোহাতে আছে—

ললনারসনা রবিশশি তুড়িআ বেন বি পাসে। (ক, ১২৪ পৃঃ)।

ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—"বামনাসাপুটে প্রজ্ঞাচন্দ্রস্বভাবেন ললনা স্থিতা। দক্ষিণনাসাপুটে উপায়সূর্য্যস্বভাবেন রসনা স্থিতা। যথা—

ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন রসনোপায়সংস্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জ্জিতা॥"

এখানেও ললনারসনাকে রবিশশী কল্পনা করিয়া তাহাদের মধ্যদেশে অবধূতীর অবস্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই অবধূতী গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জ্জিতা, অর্থাৎ—"গ্রাহ্যং জ্ঞেয়ং গ্রাহকো জ্ঞানং তাভ্যাং বর্জ্জিতা জ্ঞেয়জ্ঞানয়োঃ জন্য-জনকেভ্যঃ।" ইহা হইতেই ভবজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া ক্লেশাদির অনুভূতি জন্মে। কিন্তু "অবহেলয়া অনাভোগেন ক্লেশাদিপাপান্ ধুনোতি ইতি অবধূতী" বলিয়া তাহাকে গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জ্জিতা বলা হইয়াছে। অতএব ক্লেশধ্বংসকারী অবধূতীমার্গই মহাসুখসঙ্গমে যাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা। ইহাকেই নৌকারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকে ডোম্বী, অবধূতী বা নৈরাত্মা রূপে অভিহিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহা যোগীকে অনায়াসে ভবসমুদ্র অতিক্রম করায়, অর্থাৎ যাহারা গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জ্জিত এই পন্থা অনসরণ করে তাহারা অনায়াসে ভবসমদ্র অতিক্রম করিতে পারে।

তহিঁ বুড়িলী :—" তত্র স্থিত্বা সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী ডোম্বী "—টীকা। তাহাতে অবস্থিত অর্থাৎ নিমজ্জিত ডোম্বী। " বুড়িলী " পদ " মাতঙ্গী " পদের বিশেষণ।

মাতঙ্গী :—" সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী " বলিয়া মত্ততাহেতু হস্তিনীরূপে কল্পিতা অবধূতী।

জোইআ :—টীকায় " যোগীন্দ্র " শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া " জোইআ " পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩–৪ " সহজশোধিতবিরমানন্দনৌমার্গে প্রাপ্তে সতি—ভো ডোম্বি আত্মানং সম্বোধ্য বদতি কিমর্থং বিলম্বঃ ক্রিয়তে "—টীকা। অতএব ডোম্বি এখানে অবধূতিকা ডোম্বী নহে। সিদ্ধাচার্য্য ডোম্বীপাদ ইহা নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

উছারা :—অতিরিক্ত বেলা (ক, শব্দসূচী)। টীকাতেও রহিয়াছে—" কিমর্থং বিলম্বঃ ক্রিয়তে ?" পদাবলীতেও—" বেলা যে উচর হল " (দীনচণ্ডীদাস, ১৫২ পৃঃ)। অতএব " বাটত ভইল উছারা " অর্থে পথে অতিরিক্ত বেলা হইয়াছে, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ ? সং—উচ্ছ্রিত হইতে উছর। তুলনীয়—" উছর হয়েছে বেলা " (ধর্ম্মমঙ্গল—মাণিক)।

সদ্‌গুরু পাঅপএ :—সদ্‌গুরুপাদপ্রসাদে।

জাইব পুণু :—ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন বোধিচিত্ত পুনরায় ধর্ম্মকায় প্রাপ্ত হইবে।

জিণউরা :—" জিনপুরং মহাসুখপুরম্ "—টীকা।

৫–৬ পাঞ্চ কেড়ুআল :—" পঞ্চক্রমোপদেশম্ "—টীকা। অর্থাৎ—" বিশুদ্ধ-বিষয়েষু গুর্বাজ্ঞয়া পঞ্চকামোপভোগাদি " (দোহাটীকা—১০৯ পৃঃ)। অন্যত্র —"যেনৈব পঞ্চকামোপভোগাদিনা মূর্খ লোকা বধ্যন্তে, তেনৈব সতি পরিজ্ঞানে গুরোরাদেশাৎ পণ্ডিতা লঘু শীঘ্রতঃ সংসারাৎ মুক্তা ভবন্তি।" (দোহাটীকা, ৯৮ পৃঃ)। যথা—

> যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্বজন্তবঃ।
> তেনৈব বিষতত্ত্বজ্ঞো বিষেণ স্ফুটয়েদ্বিষম্ ॥ (ঐ)।

কেড়ুআল :—কেলিপাত (টীকা, চর্য্যা ৩৮), ক্ষেপণী। তু°—কেনিপাতঃ কোটিপাত্রমরিত্রে (অভিধানচিন্তামণি, ৩।৫৪৩)।

মাঙ্গে—শূন্যতামার্গে।

পিঠত কাচ্ছী বান্ধী :—সাধারণ অর্থে—নৌকা কাছি দ্বারা খুঁটীর সহিত বাঁধা থাকে। নৌকা চালাইবার কালে বন্ধন মুক্ত করিয়া কাছি নৌকাতে তোলা হয়। এখানে নৌকা চালনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, দাঁড় পড়িতেছে, এবং পিছনদিকের কাছিটিও বন্ধনমুক্ত করিয়া নৌকায় গুটাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। অতএব এখন নৌকাচালনার সর্ববিধ বাধা দূরীভূত হইয়াছে।

টীকার ব্যাখ্যা—"কচিছ্কামণিমূলং গতম্, তদেব বোধিচিত্তং সহজানন্দেন বিধৃতম্"—টীকা। সংবৃত্তিবোধিচিত্তই সংসারের বন্ধন, তাহাকে মণিমূলে চালিত করিয়া। পীঠ অর্থে এই মণিমূল।

গঅণদুখোলেঁ:—সাধারণতঃ শূন্যগর্ভ সেঁউতিতে, কিন্তু এখানে শূন্যতারূপ সেঁউতি দ্বারা।

পাণী:—"পানীয়ং বিষয়োল্লোলনং"—টীকা। বিষয়ের তরঙ্গ।

পইসই সান্ধি:—"কায়ে বিশতি"—টীকা। সান্ধি—সন্ধিস্থল। নৌকার মধ্যে যেন জল প্রবেশ না করে। তত্ত্বব্যাখ্যায়—বিষয়তরঙ্গ হইতে আত্মরক্ষা কর।

৭-৮ চন্দসূজ্জ দুই প্রভৃতি:—টীকাতে আছে—"চন্দ্রং প্রজ্ঞাজ্ঞানম্ সূর্য্যমুৎপাদাদদ্বয়-জ্ঞানং পুলিন্দং সন্ধ্যাভাষয়া নপুংসকম্। ত্রয় এতে সংসারস্য সৃষ্টিসংহারকারকাঃ।" অতএব চন্দ্রসূর্য্য এবং পুলিন্দ এই তিনটিকেই সৃষ্টিসংহারকারী বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্র অর্থে প্রজ্ঞাজ্ঞান, সূর্য্য অর্থে অদ্বয়জ্ঞান, আর পুলিন্দ অর্থে নপুংসক বা নিরুপাধিত্ব লক্ষিত হইয়াছে। এই তিন প্রকার বিকল্প দ্বারাই সংসার নষ্ট হয়। তুলনীয়:—

> বজ্রোত্থানং সদা কুর্য্যাচ্চন্দ্রার্কগতিভঞ্জনাৎ।
> অন্যথা নাবধূত্যংশে বিশতি প্রাণমারুতঃ। (টীকা, ২৮ পৃঃ)।

অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যরূপ দুই চক্রের গতি রোধ করিতে না পারিলে অবধূতীমার্গে প্রবেশ করা যায় না।

বাহতু ছন্দা:—"স্বচ্ছন্দেন বিলক্ষণশোধিত-বোধিচিত্তনৌবাহনাভ্যাসং কুরু।" —টীকা।

৯-১০ কবড়ী:—"কপর্দ্দিকাম্"—টীকা।

বোড়ী ন লেই:—"পরিচর্য্যামাত্রেণাগ্রাহ্যতয়া"—টীকা। অর্থাৎ পরিচর্য্যাও গ্রহণ করে না। অথবা—বোড়ি অর্থে এক পয়সা।

স্বচ্ছড়ে:—স্বচ্ছন্দে।

রথে:—নৌকারূপ বাহনে।

কুলে কুলে বুলই:—"কুলে শরীরে ভ্রমন্তীতি"—টীকা। অবধূতী-মার্গে অগ্রসর না হইয়া কেবল শরীর বা রূপজগতের মধ্যেই ভ্রমণ করে। পাঠান্তরে "কুলেঁ কুল বুড়ই"—অর্থাৎ কুলেই সর্বস্ব বিসর্জন করে। বহিঃশাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতগণসম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে (টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৫

রাগরামক্রী—শান্তিপাদানাম্—

সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ[১] অলক্খলক্খণ[২] ণ জাই।
জে জে উজূবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই ॥
কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট-সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা[৩] ॥
মাআমোহ-সমুদারে[৪] অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে[৫] নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই[৬] উজূবাট জাঅন্তে ॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট-ন-গুমা-খড়তড়ি[৭] ণ[৮] হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ

পাঠান্তর

১ বিআরেঁতে, ক ; ২ অলক্খলক্খ, খ :
৩ কণ্নারা, ক ; ৪ মাআমোহা°, ক ;
৫ অগে, ক ; ৬ সিঝএ, ক ;
৭ ঘাটনগুমা° , ক ; ৮ নো, ক।

ভাবানুবাদ

স্বীয় সংবেদন— স্বরূপ বিচারে
অলক্ষ্যলক্ষণাভাব।
যারা ঋজুবাটে গেলা তারা দেখ
অনাবর্ত্ত হল সব ॥
কূলে না ভুলিও মূর্খেরা ভাবে
সংসার ঋজুপথ।
বালকের ন্যায় বিকল্পে না ভোল
সোনাবাঁধা রাজপথ ॥

মায়ামোহরূপ সমুদ্রের অন্ত
গভীরতা নাহি বুঝ।
আগে নৌকা-ভেলা না দেখি, ভুলেতে
নাথে নাহি কেন পুছ ।।
শূন্যপথ-তত্ত্ব না বুঝিতে পারি
যাইতে ভুল না কর।
অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হয়, এই
ঋজুবাট যদি ধর ।।
বাম ও ডাহিন দুই বাট ছাড়ি
শান্তি কেলি করে বুলে।
ঘাট- গুল্ম-তৃণ নাহি এই পথে
আঁখি বুজি যাও চলে ।।

মর্ম্মার্থ

এই পদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্য্য শান্তিপাদ এখানে সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলিয়া অলক্ষ্য, অতএব লক্ষণাদি দ্বারা ভাষায় ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁহারা এই সহজপথে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা মহাসুখে মগ্ন থাকিয়া তাহা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, অর্থাৎ বস্তুজগতের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় ধারণা চিরদিনের জন্য তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। অতএব শান্তিপাদ উপদেশ-প্রদানের ছলে বলিতেছেন, প্রত্যেকশরীরে বা বস্তুজগতের কুমার্গে লয় বা লীন হইও না, অর্থাৎ ভবের মোহে অভিভূত হইও না, কারণ মূর্খেরাই এই সংসারটাকে মহাসুখ-লাভের সহজ পন্থারূপে গ্রহণ করে, পণ্ডিতেরা করে না। রাজা যেমন কনকপথে উদ্যানে প্রবেশ করেন, তুমিও সেইরূপ ভবনির্বাণাদি বিকল্প পরিহার করিয়া মহাসুখবনে প্রবেশ কর।

বালযোগীরা এই মায়ামোহরূপ সংসারসমুদ্রের অন্ত এবং গভীরতা বুঝিতে পারে না, কারণ তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে ইহার স্বরূপসম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। ইহা উত্তীর্ণ হইবার জন্য নৌকা বা ভেলা যদি না দেখ, তাহা হইলে ভ্রান্তিবশতঃ কেন গুরুকে জিজ্ঞাসা কর না? গুরুর উপদেশ ভিন্ন ইহা অতিক্রম করিবার অন্য উপায় নাই।

ওগো, অজ্ঞ যোগি, তুমি যদি এই সহজশূন্যরূপ পথের উদ্দেশ বা সন্ধান নাও পাও, তথাপি এই পথে যাইতে ভুল করিও না, কারণ এই সহজপথে গমন করিলে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হয়।

বামদক্ষিণের আভাসদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য শান্তিপাদ এই সহজপথে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করেন। অতএব এই পথতত্ত্ব সম্যক অবগত হইয়া তিনি বলিতেছেন

যে, ইহাতে তৃণগুল্মাদি প্রতিবন্ধক নাই, অতএব চক্ষু বুজিয়া এই পথে চলিয়া যাও।

টীকা

১-২ সঅ-সম্বেঅণ-সরুঅ-বিআরেঁ ইত্যাদি :—"স্ব-সংবেদনানুভবস্বরূপেণ অলক্ষ্য-লক্ষণাদিবিচারং বিকল্পং ন গচ্ছতীতি"—টীকা। অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্বানুভূতির স্বরূপ বিচার করিতে অলক্ষ্যলক্ষণাদি বিকল্পের স্থান নাই। এখন এই অনুভূতির স্বরূপ কি? "যঃ সংবেত্তি মনোরত্নম্ অহর্নিশং সহজস্বভাবং পরিস্ফুটং স পরমযোগীন্দ্রো ধর্ম্মস্য যথাভূতগতিং জানাতি" (দোহাটীকা—১২৮ পৃঃ)। অর্থাৎ সংবৃত্তি-মনোরত্নে সহজস্বভাব পরিস্ফুট হইলে বস্তুজগতের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। আর এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই নির্বাণলাভ হয়, যথা—

পরিজ্ঞানং ভবস্যৈব নির্বাণমিতি কথ্যতে। (দোহাটীকা—১১৯ পৃঃ)।

বস্তুতঃ এখানে "সঅ-সম্বেঅণ" দ্বারা এই সহজানন্দের অনুভূতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা—"সঅ-সম্বিত্তি মহাসুহ বাসিঅ" (দোহা, ১১০ পৃঃ)। নির্বাণাবস্থায় অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে যে ইহা লাভ করা যায় তাহা অনেক পদেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইজন্য সহজানন্দের ব্যাখ্যা ভাষায় করা যায় না, যথা—

ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায়॥ (চর্য্যা—৪০)।

এবং—বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস। ঐ

অন্যত্র—"অচিত্ত-লক্ষণং ন কেন চিত্তবিধিনা গ্রাহিতং ভবতি। কস্মাৎ তর্হি যস্য চিত্তরূপস্য কাষ্ঠপাষাণাদিষু কিং স্বসংবেদনং ভবতি, এবম্ অচিত্ত-রূপং কিং লক্ষ্যতে, ন লক্ষ্যতে ইতি যাবৎ"—(দোহাটীকা, ১১১ পৃঃ)। অর্থাৎ—কাষ্ঠপাষাণাদির যেরূপ অনুভূতি হয়, চিত্ত দ্বারা অচিত্ততার অনুভূতি সেইরূপ লাভ করা যায় না। এই সকল কারণে ইহাকে অলক্ষ্য বলা হইয়াছে। অতএব ভাষায় ইহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না, কারণ—"স্বসংবেদনং সর্ব-ভাবান্তর্গতসামায় লভ্যতে, অসংবেদনেতি যাবৎ" (দোহাটীকা, ১১০ পৃঃ)। অর্থাৎ—স্বসংবেদনে সর্বভাবের সাম্যাবস্থা লাভ হয়, অতএব ইহা অনুভূতির অতীত। তথাপি যদি বলা হয়—"ইদং স্বসংবিত্তিলক্ষণং মহাসুখেষু বাহ্যাঙ্গনাস্পর্শেষু ভাষিতম্" (দোহাটীকা, ১১০ পৃঃ), তবে তাহা ভ্রান্তি মাত্র। অতএব এই চর্য্যার প্রথম পঙ্‌ক্তির অর্থ এই—স্বীয় সংবৃত্তিরূপ মহাসুখ অনুভূতির অতীত, অতএব অলক্ষ্য। ভাষায় ইহার লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করা যায় না।

উজুবাটে :—ঋজুবর্ত্মে, সহজপথে।

অনাবাটা :—" অনাবর্ত্ত "—টীকা। ফিরিয়া না আসা।

জে জে উজুবাটে ইত্যাদি :—" যে যে'প্যতীতা যোগীন্দ্রাঃ এতদ্বিরমানন্দাবধূতী-মার্গবরেণ গতাঃ তে'প্যনাবর্ত্তে মহাসুখচক্রসরসিজবনে লগ্নাঃ"—টীকা। অর্থাৎ যাঁহারা এই সহজপথে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা মহাসুখে নিমগ্ন থাকিয়া আর ভববিকল্পাদিতে প্রবেশ করেন না। ইহাই অনাবর্ত্ত।

৩-৪ কুলেঁ :—" প্রত্যেক শরীরে "—টীকা, অর্থাৎ বস্তুজগতে।

কুল :—এই শব্দটি ৩৮শ চর্য্যাতেও আছে। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—" কুমার্গ চন্দ্রাদিকং যস্মিন্নবধূত্যাং লয়ং গচ্ছতি সা কুলশব্দেন বোদ্ধব্যা " (ঐ, টীকা)। এখানে দেখা যায় যে, কুমার্গের " কু " এবং লয়ের " ল " যোগে কুল শব্দ গঠিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা ১৮শ চর্য্যার কুলীন শব্দেও প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—" কৌ শরীরে লীনং "—ইতি কুলীন। এখানেও টীকায় বলা হইয়াছে—"কুলে প্রত্যেকশরীরে ভো মূঢ়া বালযোগিন এতদ্-বিরমানন্দোপায়মার্গং বিহায় নান্যো মার্গসম্ভারো'ভিন্নখো'স্তি।" অতএব বিরমানন্দমার্গ পরিহার করিয়া প্রত্যেকশরীররূপ, অর্থাৎ বস্তুজগতের জ্ঞানরূপ কুমার্গে লীন হইও না।

মূঢ়া উজুবাট-সংসারা :—কারণ মূর্খ লোকদের এই সংসারই সহজপথ, অর্থাৎ তাহারা সংসারকেই সর্বসুখের আকর বলিয়া মনে করে, পরমার্থতত্ত্বকে নহে। " মূঢ়া " সম্বোধন, আর " উজুবাট-সংসারা " ইহার বিশেষণ।

বাল ভিণ ইত্যাদি :—" বজ্রমার্গবামদক্ষিণে বাল বড়ে খাদিবিকল্পনং মা করিষ্যথ ভো বালযোগিন্। যথা রাজচক্রবর্ত্তী কনকপথধারয়া ক্রীড়োদ্যানং প্রবিশতি, তদ্বৎ যোগীন্দ্রো'পি লীলয়াবধূতীমার্গেণ মহাসুখচক্রকমলোদ্যানং বিশতীতি "—টীকা। বাল (সম্বোধনে—ভো বালযোগিন্) ভিণ (ভব-নির্বাণ পৃথক্, এইরূপ) একু বাকু (কোন বাক্যে) ণ ভুলহ (ভুলিও না)। টীকাতে " খাদিবিকল্পন " রহিয়াছে, ইহার অর্থ ভবনির্বাণরূপ বিকল্প। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ভিন্ন নহে, কারণ " যো ভবঃ সৈব নির্বাণম্ " (টীকা, ১০৯ পৃঃ). অথবা—" ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্বাণমিতি কথ্যতে " (চর্য্যা—৭—টীকা), অর্থাৎ ভবের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই নির্বাণলাভ হয়, ইহা পৃথক্ নহে। তিব্বতীয় পাঠে " The sharp voice that the grain of Tila is not one " রহিয়াছে। ইহাতে ভবনির্বাণ যে পৃথক্ নয় তাহাই রূপকভাবে বলা হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিকল্প পরিহার করিয়া রাজা যেমন কনকপথে উদ্যানে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তুমিও মহাসুখবনে প্রবেশ কর।

৫-৬ মাআমোহ ইত্যাদি :—" মায়া প্রজ্ঞা চ ভণ্যতে। তত্রাভিষঙ্গো মোহঃ। স এব মহাসমুদ্রঃ। তস্যান্তং প্রমাণং ন প্রাপ্যতে বালযোগিনা "—টীকা।

অতএব প্রজ্ঞার বা ভবজ্ঞানের নামান্তরই মায়া। মোহ ইহার সহচর। মায়ামোহরূপ সমুদ্রের অন্ত বা সীমা, এবং থাহা বা গভীরতা বালযোগীরা বুঝিতে পারে না।

নাহা :—" সদ্‌গুরুনাথম্ "—টীকা।

৭–৮ সুনাপান্তর :—শূন্যপন্থার। টীকায়—" অস্মিন্ মার্গঞ্চ প্রাপ্য প্রভাস্বরং শূন্যমিতি কৃত্বা "।

উহ ন দীসই :—উদ্দেশ যদি না পাও। তুলনীয়—" উহ ন দিস " (চর্য্যা—২৯), অর্থ—" উদ্দেশং ন দৃশ্যতে "।

ভান্তি ন বাসসি জান্তে :—" ভ্রান্ত্যা মা করিষ্যসি "—টীকা। যাইতে ভ্রান্তি বাসিও না, অর্থাৎ ভুল করিও না।

অটমহাসিদ্ধি :—"খড়্গাঞ্জন-পাদলেপান্তর্ধান-রসরসায়ন-খেচর-ভূচর-পাতাল-সিদ্ধি-প্রমুখাঃ " (গ, ২১ পৃঃ)।

সিঝই :—সিদ্ধ্যতি। লাভ হয়।

৯–১০ বাম-দাহিণ দো বাটা :—" বামদক্ষিণ-আভাসদ্বয়ম্ "—টীকা। আলিকালির টীকা দ্রষ্টব্য (চর্য্যা—৭)।

বুলথেউ সংকেলিউ :—কেলি বা ক্রীড়া করিয়া ভ্রমণ করে। " শান্তিনা ভাববিষয়োপসংহারং কৃতম্ "—টীকা। অবধূতীমার্গে গমনের বিঘ্নস্বরূপ ভাব-বিষয়াদি ধ্বংস করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বল্-ধাতু সঞ্চরণে, তাহা হইতে " বুল " ভ্রমণ করা অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঘাট-ন-গুমা-খড়তড়ি :—" ঘটকুটীগুল্মদালকাদিভয়ং ন বিদ্যতে। তৃণকণ্টক-খল্লবিখল্লকাদ্যুপদ্রবং নাস্তীতি "—টীকা। ঘাট (ঘটকুটী)-ন-গুমা (গুল্ম)-খড় (তৃণ)-তড়ি (তরকারি ?) ইত্যাদি প্রতিবন্ধক নাই।

১৬

রাগ ভৈরবী—মহীধরপাদানাম্—

তিনিএঁ[১] পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ[২]-মণ্ডল সঅল[২] ভাজই
মাতেল চীঅ–গএন্দা[৩] ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তসেঁ ঘোলই॥

পাপ পুণ্ণ[৪] বেণি তোড়িঅ[৫] সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ-টাকলি লাগি রে[৬] চিত্ত[৭] পইঠ ণিবাণা ॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চ-বিসঅ[৮]-নায়ক রে বিপখ কোবি[৯] ন দেখি ॥
খররবি-কিরণ-সন্তাপেঁ[১০] রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা[১১] মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥

পাঠান্তর

১ তিনি এঁ, ক ;
২-২ সঅ, মণ্ডল সএল, ক ;
৩ গঅন্দা, ক ;
৪ পুণা, ক ;
৫ তিড়িঅ, ক ;
৬ লাগেলি রে, খ ;
৭ চিত্তা, ক ;
৮ বিষয় রে, ক ;
৯ কো বী, ক ;
১০ সন্তাপেরে, ক ;
১১ মহিআ, খ।

ভাবানুবাদ

শূন্যধ্বনি ঘন গরজে ভীষণ
তিন পাট হ'ল লগ্ন।
তা শুনি সকল বিষয়-মণ্ডল-
মার ভয়ঙ্কর ভগ্ন ॥
মত্ত চিত্ত-গজ ধায়।
চন্দ্র-সূর্য্য আদি বিকল্প ঘোলায়ে
সদা গগনেতে যায় ॥
পাপপুণ্য দুই শিকল তোড়িয়া
মর্দ্দি অবিদ্যা-থাম।
গগন-শিখরে উঠিয়া চিত্ত
প্রবেশে নির্বাণ-ধাম ॥
মহারস-পানে প্রমত্ত হইল
উপেক্ষিয়া ত্রিভুবন।
পঞ্চ বিষয়ের নায়ক হইয়া
না দেখে বিপক্ষ জন ॥

খর-রাগানলে তাপিত হইয়া
প্রবেশে গগনাঙ্গনে।
ইথে ডুবি আমি কিছুই দেখি না
মহীধরপাদ ভণে ॥

মর্ম্মার্থ

ভবজ্ঞানের আধার এই চিত্ত। মোহাভিভূত চিত্ত হইতেই ভবজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই চিত্তরূপ বৃক্ষকে ছেদন করিয়া কায়বাক্‌মনোরূপ তিনটি পাট প্রস্তুত করা হইয়াছে। তৎপর তাহারা জ্ঞানমদিরা দ্বারা পরস্পরের সহিত একীভূতভাবে যুক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় যখন সহজস্বভাবে প্রবেশ করা হইল, তখন ভয়ঙ্কর শূন্যতাশব্দের ঘন গর্জন শ্রুত হইল। তাহা শ্রবণ করিয়া সংসারের দুঃখের কারণভূত ভয়ঙ্কর মারস্বরূপ স্বীয় স্কন্ধধাত্বাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলগুলি সমরসীভাব প্রাপ্ত হইয়া সকলই ধ্বংস হইয়া গেল।

তখন চন্দ্রসূর্য্যদিবারাত্রিজ্ঞানরূপ যাবতীয় বিকল্প (চর্য্যা—১৬—টীকা) ধ্বংস করিয়া জ্ঞানামৃতপানে প্রমত্ত আমার চিত্তরূপ গজেন্দ্র অবিরত বিরমানন্দরূপ শূন্যগগনের সীমার দিকে ধাবিত হয়, কারণ তথায় মহাসুখসরসী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পাপপুণ্যরূপ সংসারশিকলদ্বয় ছিন্ন করিয়া এবং লোকজ্ঞান-লোকভাসরূপ অবিদ্যা-স্তম্ভস্থান মর্দ্দন করিয়া আমার চিত্ত গগনশিখরে যাইয়া নির্বাণে প্রবেশ করিল।

তখন আমার চিত্ত ত্রিভুবনের যাবতীয় জিনিষ উপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ ভববিকল্প পরিহার করিয়া মহাসুখরসপানে প্রমত্ত হইয়া, পঞ্চবিষয়ের নায়কত্ব লাভ করিয়া, মহাসুখের বিপক্ষ বা শত্রুরূপ ক্লেশাদি কিছুই অনুভব করে না।

মহাসুখরাগরূপ অনলদ্বারা সন্তাপিত হইয়া এখন আমার চিত্ত স্বর্গ-গঙ্গারূপ মহা-সুখসরোবরে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে সিদ্ধাচার্য্য মহীধর বলিতেছেন যে, ঐরূপ বিরমানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া এখন তিনি ঐ সুখের স্বরূপও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, কারণ সম্পূর্ণরূপে নির্বিকল্প হইয়াছেন।

টীকা

১-২ তিনিএঁ পাটেঁ ইত্যাদি :—"পাটত্রয়ং কায়ানন্দাদিকং তস্য অভেদোপচারেণ গৃহীত্বা জ্ঞানপানমদিরেণ লগ্নঃ"—টীকা। এই তিনটি পাট কি? সংবৃত্তি-বোধিচিত্তবৃক্ষরূপ মোহতরু ফাড়িয়া অর্থাৎ তাহার বিষয়গ্রহ খণ্ডন করিয়া কায়বাক্‌চিত্তরূপ তিনটি পাট প্রস্তুত করা হইয়াছে (চর্য্যা—৫—টীকা)। কারণ—

কায়বাক্‌মন জাব ণ বিভজ্জই।
সহজসহাবে তাব ণ রজ্জই ॥ (দোহা—১১৩ পৃঃ)

অর্থাৎ এই তিনটি বিভক্ত না হইলে সহজে অনুরক্তি জন্মে না। বিভক্ত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে "জ্ঞানপানমদিরেণ" (টীকা), অথবা "সততা-লোকং পাটকেন সহ" (চর্য্যা—৫—টীকা) একীকরণ বা লগ্ন করা হইয়াছে। অতএব এখন পদকর্ত্তা মহীধর সহজস্বভাবে প্রবেশ করিয়াছেন। এই অবস্থায়—

অণহ :—"অনাহতমিতি শূন্যতাশব্দম্"—টীকা।

কসণ :—"ভয়ানকম্"—টীকা।

গাজই :—"গর্জ্জনং করোতি"—টীকা।

সেই সময়ে ভয়ানক অনাহত শূন্যতাশব্দ উত্থিত হইল। তুলনীয় :—"অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে" (চর্য্যা—১১)। সহজানন্দে প্রবিষ্ট হইলে ভীষণ শূন্যতাশব্দ শুনা যায় ইহা একাধিক পদে বিবৃত হইয়াছে।

তা স্থনি :—"তম্ অনাহতং শব্দং শ্রুত্বা"—টীকা।

মার ভয়ঙ্কর :—"সংসারভয়ঙ্করাগন্তুক-স্কন্ধক্লেশাদয়ঃ"—টীকা। সংসারের ভয়স্বরূপ স্কন্ধধাতু-আদি বিকল্পজাত দুঃখ প্রভৃতি। মার = বৌদ্ধশাস্ত্রের শয়তান, যে প্রলোভিত করিয়া দুঃখে নিপাতিত করে।

বিসঅ-মণ্ডল :—বিষয়-মণ্ডল। তুলনীয়—"মণ্ডলচক্কবিমুক্ক অচ্ছউ সহজখণেহি" (দোহা—১২৮ পৃঃ)। "মণ্ডলচক্রবিমুক্তঃ সহজক্ষণে তিষ্ঠামীতি"—টীকা। অর্থাৎ সহজে প্রবেশ করিলে মণ্ডলচক্রবিমুক্ত হয়। এখন এই মণ্ডলচক্র-বিমুক্ত হওয়ার অর্থ কি? "স্কন্ধধাত্বায়তনাদ্যাঃ কালকায়বাক্‌চিত্তমণ্ডল-দেবতাশ্চেৎ মহাসুখোপদেশসমরসীভাবং গতাঃ"—টীকা। যখন স্কন্ধধাত্বাদি মণ্ডলগুলি সমরসীভাব প্রাপ্ত হয়। এইভাবে ইহারা এক মহামণ্ডলে প্রবেশ করে। এই পদের টীকাতেও স্কন্ধধাত্বাদির উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব অর্থ হইল—সেই শূন্যতাধ্বনি শ্রবণ করিয়া সংসারের দুঃখের কারণভূত ভয়ঙ্কর মারস্বরূপ স্বীয় স্কন্ধধাত্বাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলগুলি সমরসীভাব প্রাপ্ত হইয়া সকলেই ভগ্ন হইল।

সঅল :—সকল। ভাজই :—ভঞ্জ্-ধাতুজাত ভজ্যত হইতে ভাজই।

৩–৪ মাতেল :—মত্ত। জ্ঞানমদিরা-পানে প্রমত্ত।

চীঅ-গএন্দা :—চিত্ত-গজেন্দ্র।

ধাবই :—ধাবতি।

গঅণন্ত :—গগনসীমায়। শূন্যতার দিকে।

তুসেঁ ঘোলই :—"চন্দ্রসূর্য্যদিবারাত্রিবিকল্পং ঘোলয়িত্বা"—টীকা। অর্থাৎ যাবতীয় বিকল্প ধ্বংস করিয়া।

তুসেঁ :—তৃষ্ণা হইতে (ঋ = উ, যথা তাদৃশ হইতে তউষ, চর্য্যা—২৬)। বিকল্প-জাত তৃষ্ণা লক্ষিত হইয়াছে।

৫-৬ পাপ পুণ্ণ :—" পাপপুণ্যৌ সংসারপাশৌ "—টীকা।
বেণি :—" দ্বৌ "—টীকা।
মোড়িঅ :—মর্দ্দয়িত্বা।
খম্ভা :—" অবিদ্যাস্তম্ভম্ "—টীকা। ইহার উল্লেখ ৯ম চর্য্যাতেও রহিয়াছে।
ঠাণা :—স্থান হইতে বিশিষ্টার্থে আ।
গঅণ-টাকলি :—গগনশিখর। তুলনীয়—টাক্‌লি, মস্তকের অলঙ্কারবিশেষ।
চিত্ত পইঠ ণিবাণা :—" চিত্তগজেন্দ্রো নির্বাণসরোবরং গতঃ "—টীকা।

৭-৮ মহাবস :—" মহাসুখরসম্ "—টীকা।
মাতেল :—" প্রমত্তঃ সন্ "—টীকা।
তিহুঅন সএল উএখী :—" ত্রিভুবনস্য ভাবাভাবগ্রাহ্যাদিবিকল্পম্ " উপেক্ষা করিয়া। ভববিকল্প পরিহার করিয়া।
পঞ্চ-বিসয় :—" পঞ্চস্কন্ধাত্মকপঞ্চবিষয়স্য অহংকারমমকারাদি " (চর্য্যা—১২ —টীকা)।
নায়ক :—নায়কত্ব বা তাহাদের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া। অতএব ষষ্ঠ বজ্রধর হইয়া।
বিপখ :—বিপক্ষ। " ক্লেশবিপক্ষকারিণম্ "।
কো বি :—কো'পি। কাহাকেও।

৯-১০ খররবি-কিরণ-সন্তাপেঁ :—" মহাসুখরাগানলেন "—টীকা। মহাসুখরাগ-রূপ অনল দ্বারা সন্তাপিত হইয়া।
গঅণাঙ্গণ :—" গগনগঙ্গা-মহাসুখচক্রসরোবরম্ "—টীকা। গগন + অঙ্গন—গগনাঙ্গন। এখানে গগনগঙ্গারূপ মহাসুখসরোবর অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।
মহিত্তা :—সিদ্ধাচার্য্য মহীধর।
বুড়ন্তে :—" মগ্নে সতি "। ডুবিয়া থাকিয়া।
কিম্পি :—কিমপি। অর্থাৎ ঐ সুখের স্বরূপ।
ন দিঠা :—ন দৃষ্টম্। নির্বিকল্প হওয়াতে সমগ্র অনুভূতি লোপ পাইয়াছে বলিয়া।

১৭

রাগ পটমঞ্জরী—বীণাপাদানাম্—

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি[১] কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা।
সুন-তান্তিধনি বিলসই রুণা ॥
আলিকালি বেণি সারি সুণিআ[২]।
গঅবর সমরস-সান্ধি গুণিআ ॥
জবে করহা করহকলে[৩] চাপিউ[৩]।
বতিশ তান্তি-ধনি সঅল[৪] বিআপিউ ॥
নাচন্তি বাজিল[৫] গান্তি[৬] দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

পাঠান্তর

১ বাকি, ক ; ২ সুণেআ, ক ;
৩-৩ করহক লেপি চিউ, ক ; ৪ সএল, ক ;
৫ রাজিল, খ ; ৬ গাঅন্তি, খ।

ভাবানুবাদ

সূর্য্য-লাউ সহ লাগাইয়া শশী-তন্ত্রী।
অনাহত দণ্ডে যুক্ত করি অবধূতী ॥
হে সখি, হেরুক-বীণা বাজা'তেছি শুন।
শূন্যতন্ত্রী-ধ্বনি বিলসয়ে সকরুণ ॥
আলি কালি দুইটিকে সা-রিকা জানিয়া।
চিত্ত-গজ-সমরস-সন্ধিও গণিয়া ॥
যবে চিত্ত-কর চাপে করহকলেতে।
বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি ব্যাপে সকলেতে ॥
বজ্রচিত্তরাজ নাচে, দেবী করে গান।
বুদ্ধ-নাটক হয় বিশিষ্ট নির্বাণ ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে বীণাবাদনের উপমার সাহায্যে নির্বাণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বীণা প্রস্তুত করিতে অলাবুর অংশবিশেষ, তন্ত্রী বা তার, এবং একটি দণ্ডের প্রয়োজন হয়। এই চর্য্যাতে সূর্য্যকে অলাবু, চন্দ্রকে তন্ত্রী কল্পনা করিয়া একটি অনাহতদণ্ডে বিষয়চক্রী অবধূতিকার সহিত ইহাদিগকে সংযোজিত করা হইয়াছে। তৎপর সিদ্ধাচার্য্য বীণাপাদ ইহা বাজাইতে বাজাইতে নৈরাত্মা দেবীকে সখী কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—"ওগো সখি, অনাহত হেরুকবীণা বাদিত হইতেছে, এবং তাহার তন্ত্রীর শূন্যতা-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে মধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে।" অর্থাৎ নৈরাত্মাদেবীর সঙ্গহেতু চন্দ্রসূর্য্যরূপ অবিদ্যা-বিকল্প আয়ত্ত করিয়া আমি শূন্যতার সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছি। এখন শূন্যতাধ্বনিই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

এখন এই বীণাবাদনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। বীণাবাদনে প্রথমতঃ সা-রি-গা-মা ইত্যাদি স্বর সাধিতে হয়, তৎপর গ্রন্থিগুলি গণিয়া ঐকতান বাজাইবার অভ্যাস করিতে হয়। অবশেষে হস্তদ্বারা চাপিয়া যখন ইহা বাদিত হয়, তখন তন্ত্রীসকলের মধুর ধ্বনি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই পদে আলিকালি-রূপ আভাসদ্বয়কে স্বরসাধনার প্রাথমিক সা-রি বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই আভাসদ্বয়কে আয়ত্ত করা হইয়াছে। তৎপর চিত্তের দোষগুলির সমতা সম্পাদিত হইয়াছে। তখন চিত্তের তাপ প্রভাস্বর-রাহুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া দূরীভূত হওয়াতে সর্বত্রই শূন্যতাধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এখন সিদ্ধাচার্য্যের চিত্ত নির্বাণে আরোপিত হইয়াছে।

এই অবস্থায় উপনীত হইয়া যেন বজ্রাচার্য্য বীণাপাদ নৃত্য করিতেছেন, এবং তাঁহার সহচরী নৈরাত্মা দেবী গান করিতেছেন। এইভাবে বুদ্ধ বা নির্বাণ-নাটকের বিশেষরূপে সমতা বা পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

টীকা

১-২ সুজলাউ :—"সূর্য্যাভাসং তুংবিনাকারম্ উৎপ্রেক্ষ্য"—টীকা। রূপক-ভাবে সূর্য্যাভাসকে তুম্বি বা লাউরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বীণার নীচের দিক্ গঠিত হয়।

সসি :—"চন্দ্রাভাসেন তন্ত্রিকাম্"—টীকা। রূপকভাবে চন্দ্রাভাসকে বীণার তন্ত্রী বা তার কল্পনা করা হইয়াছে।

৯ম চর্য্যার টীকায় চন্দ্রসূর্য্যাভাসকে "উভয়ং দিবারাত্রিজ্ঞানম্" বলা হইয়াছে, এবং ইহারাই "অনাদি-অবিদ্যা-অজ্ঞান-পটলা" (চর্য্যা—৩১—টীকা)। অতএব —"পরিশুদ্ধ চন্দ্রসূর্য্যাদি" (চর্য্যা—১১—টীকা) দ্বারা বীণা গঠিত হইয়াছে।

অণহা দাণ্ডী :—"অনাহত-দণ্ডিকায়াং লাগয়িত্বা"—টীকা। অনাহত বা

শূন্যতারূপ দণ্ডে ইহাদিগকে লাগান হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপ অবিদ্যাবিকল্প ধ্বংস করিয়া শূন্যতায় পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।
একি কিঅত অবধূতী :—“বিষয়চক্রী অবধূতিকয়া সহ একীকৃত্য”—টীকা। অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবিদ্যাই বিষয়চক্রী। তাহার সহিত উক্ত আভাসদ্বয় একীভূত করিয়া অনাহতদণ্ডে লাগান হইয়াছে। সহজার্থে—অবিদ্যা ও আভাসদ্বয়কে শূন্যতায় পরিণত করা হইয়াছে।

৩-৪ বাজই অলো সহি ইত্যাদি :—“ভো সখি নৈরাত্মে বীণাপাদা বীণাদ্বারেণ শ্রীহেরুক-ইতি-অক্ষরচতুষ্টয়ার্থম্ অনাহতং ঘোষয়ন্তি”—টীকা। নৈরাত্মাকে সখীরূপে সম্বোধন করিয়া পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, তিনি উক্ত প্রকার বীণা দ্বারা “শ্রীহেরুক” এই চারিটি অক্ষর অনাহতভাবে বাজাইতেছেন। শ্রীহেরুক বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা। দেবতার নাম জপ করার ন্যায় বীণাতেও “শ্রীহেরুক” ধ্বনিত হইতেছে।

রুণা :—রুণুরুণু—মধুর। কিন্তু ১১শ চর্য্যায় অনাহত ডমরু ধ্বনিকে শূন্যতা-সিংহনাদ বলা হইয়াছে, এবং ১৬শ চর্য্যায় ইহাকেই করণ বা ভয়ানক বলা হইয়াছে। বীণায় কোমল ধ্বনি উত্থিত হয় বলিয়া এই কল্পনার বিভিন্নতা, অথবা ইহাতে “ন ভববন্ধো ভবতি” (টীকা) বলিয়া মধুর।

৫-৮ আলিকালি :—“আলিকালিবর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারম্”—টীকা। এখানে আলিকালিকে প্রাথমিক স্বররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, বীণাবাদনের রূপকের জন্য। কিন্তু অন্যত্র আলিকালি অর্থে অবিদ্যাজাত আভাসদ্বয় (৭ম চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।
সারি :—বীণার পক্ষে সা-রি প্রভৃতি স্বর। গূঢ় অর্থে—নির্ব্বাণপথের প্রাথমিক প্রতিবন্ধক আভাসদ্বয়।

সুণিআ :—বীণার পক্ষে—ঐ সকল স্বর ঠিক মত ধ্বনিত হইতেছে কিনা তাহা কর্ণের সাহায্যে স্থির করিয়া, অর্থাৎ ঐ সকল স্বর বাজান অভ্যাস করিয়া। গূঢ় অর্থে—উক্ত আভাসদ্বয় আয়ত্ত অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া (টীকার “প্রতীত্য” দ্রষ্টব্য)।
গঅবর :—“চিত্তরাজঃ”—টীকা।

সমরস-সান্ধি :—বীণাপক্ষে যে সকল গ্রন্থি স্পর্শ করিয়া সুরের সমতা রক্ষিত হয়, অর্থাৎ গান বাজান হয়। গূঢ় অর্থে—যাহাতে চিত্তের যাবতীয় বৃত্তি চিত্তেই লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় পরিণত হয়, তাহার সন্ধান করিয়া। তুলনীয়—“যথা সমুদ্রেষু জলে জলং মিশ্রিতং ভবতি তত্র সমরসতা” (দোহাটীকা, ১১০ পৃঃ)। টীকায়—“চিত্তরাজস্য সন্ধির্দোষচ্ছিদ্র-গুণিত্বাৎ।”। চিত্তের দোষচ্ছিদ্রসকল গণিয়া তাহাদিগকে সাম্যাবস্থায় আনিয়া।

করহা :—" করহমিতি চিন্তয়া চিত্তৌষ্ণ্যং বোদ্ধব্যম্ "—টীকা। চিন্তারূপ কর বা কিরণস্থিত উষ্ণতা লক্ষিত হইয়াছে। সক্রিয় চিত্ত অর্থে। " করস্থ " হইতে করহ, উষ্ণতা। এখানে কর অর্থে কিরণ।

করহকলে :—" করহকলমিতি প্রভাস্বরং বোদ্ধব্যম্ "—টীকা। " যস্মিন্ বিলক্ষণসময়ে তচ্চিত্তৌষ্ণ্যং তেন প্রভাস্বর-রাহুকেণ চাপিতম্ আক্রামিতম্।" যখন ঐ সক্রিয়চিত্ত শূন্যতারূপ জ্যোতিঃ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ চিত্ত নির্বাণালোকে উদ্ভাসিত হয়। "কররাহুকেণ" হইতে সংক্ষেপে "করহকেণ" হইবে কি ?

বীণাপক্ষে কর অর্থে হস্ত। বীণাবাদনের সময়ে এক হস্তে গ্রন্থিগুলিতে তার চাপিয়া ধরিতে হয়, এবং অপর হস্তস্থিত যন্ত্র দ্বারা তারে আঘাত করিতে হয়। বীণাপক্ষে করহকল—করস্থ কলা (যন্ত্র)। গূঢ় অর্থে—চিত্তৌষ্ণতা-ধ্বংস-কারী প্রভাস্বর জ্যোতি। অথবা—করহক লেপিউ হইবে কি ?

বতিশ তান্তি-ধনি ইত্যাদি :—বীণাপক্ষে বত্রিশ বহুত্ববোধক। বীণাতে অনেক তার থাকে। বাজাইবার সময়ে তাহাদের কম্পনে ধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। গূঢ় অর্থে—" দ্বাত্রিংশৎ-নাড়ীদেবতাবিগ্রহস্য ধ্বনিনেতি অনাহত-নৈরাত্মজ্ঞানেন ভাবাভাবব্যাপিতমিতি "—টীকা। অর্থাৎ দেহস্থ বত্রিশ নাড়ী হইতে অনাহত শূন্যতাধ্বনি উত্থিত হইয়া ভাবাভাব সকলে ব্যাপিত হয়।

৯-১০ বাজিল :—" বজ্রধর "—টীকা।

দেবী :—" নৈরাত্মাদিকাশ্চ গীতিকয়া মঙ্গলং কুর্বন্তি "—টীকা। এইরূপ নৃত্যের উল্লেখ ১০ম চর্য্যাতেও রহিয়াছে, যথা—" তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।"

বুদ্ধনাটক :—নির্বাণ-নাট্য।

বিসমা :—" বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং সমং নির্বাণং ভবতীতি "—টীকা। সর্বসত্তার নির্বাণলাভ হয়।

১৮

রাগ গউড়া—কৃষ্ণবজ্রপাদানাম্—

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ-লীলেঁ[১] ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥

তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ[২] ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই ।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই ॥
কাহ্নে গাই তু[৩] কামচণ্ডালী ।
ডোম্বীত[৪] আগলি[৪] নাহি চ্ছিনালী ॥

পাঠান্তর

১ লীড়েঁ, ক ; ২ বিটলিউ, ক ;
৩ গাইতু, ক ; ৪–৪ ডোম্বী তআগলি, ক, খ ।

ভাবানুবাদ

এ তিন ভুবন আমি বাহি অবহেলে ।
প্রসুপ্ত রয়েছি এবে মহাসুখ-লীলে ॥
কি অদ্ভুত হালো ডোম্বি, তব চতুরালী ।
বাহিরে কুলীনজন, মধ্যেতে কাপালী ॥
তুমি ডোম্বি, দেবাসুর আদি নাশ কর ।
কার্য্যকারণের হেতু বধ শশধর ॥
কেহ কেহ তোমা প্রতি কটু বাণি বলে ।
জ্ঞানিগণ কণ্ঠ হ'তে তোমা নাহি ফেলে ॥
কৃষ্ণাচার্য্য গাহে——কর্ম্মচতুরা চণ্ডালী ।
ডোম্বী হ'তে বেশী কারো নাহিক ছিনালী ॥

মর্ম্মার্থ

পূর্ববর্ত্তী ১৫শ চর্য্যার ন্যায় এই পদেও সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইতেছে। কায়-বাক্‌চিত্তের অতীত অবস্থায় উপনীত না হইলে, অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন না হইলে সহজানন্দ উপভোগ করা যায় না। ইহাই বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণাচার্য্য বলিতেছেন যে, কায়বাক্‌চিত্তরূপ তিন ভুবন অর্থাৎ যাবতীয় ভববিকল্প অবহেলায় অতিক্রম করিয়া তিনি এখন সহজানন্দ-মহাসুখ-লীলায় সুষুপ্ত রহিয়াছেন, অর্থাৎ অনুভূতির অতীত অবস্থায় যাইয়া উপনীত হইয়াছেন।

এই অবস্থায় তিনি অবধূতিকা-ডোম্বীর স্বরূপসম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, একই অবধূতিকা দুই মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়। তন্মধ্যে

অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবিদ্যারূপে ইহা বাহ্যে রূপাদি বিষয়সমূহ লইয়া ক্রীড়া করে, আর পরিশুদ্ধাবধূতিকা বা নৈরাত্মারূপে ইহা কাপালিকদিগের অন্তরে বাস করে। অর্থাৎ দুষ্টা স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহা দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বদ্ধ এবং মুক্ত এই দুই জাতীয় লোক লইয়াই লীলা করে। এই অপরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর বা অবিদ্যার প্রভাবে দেবাসুরমনুষ্যাদি সকলে নাশপ্রাপ্ত হয়, এমন কি ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগিগণও কার্য্য-কারণ-হেতুভূত জগতের কল্পনা করিয়া মিথ্যাজ্ঞানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাহারা অপরিশুদ্ধা-বধূতিকারূপিণী অবিদ্যার প্রভাবে জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া সংসারে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে, তাহারা তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে. কিন্তু পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকে কখনও কণ্ঠ হইতে পরিত্যাগ করেন না।

কৃষ্ণাচার্য্য ডোম্বীর এই দ্বিবিধস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া যেন তাহার কীর্ত্তিগাথা গান করিবার ছলে বলিতেছেন—"ওগো পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মে, তুমি কর্ম্মকুশলা বট. কিন্তু ইহাও ঠিক যে. তোমা অপেক্ষা অধিকতর দুষ্টা রমণী আর নাই।"

টীকা

১-২ তিণি ভুঅণ :—"ত্রিভুবনং কায়বাক্‌চিত্তম্। তস্য ষট্যুত্তরশতপ্রকৃতিদোষাঃ" —টীকা। কায়বাক্‌চিত্ত দ্বারাই ভব-বিকল্পের সৃষ্টি হয়, এবং ইহাই যাবতীয় দোষের আকর। এই তিনটিকে বাধা দান করা হইয়াছে অর্থে ভববিকল্প এবং তৎসহ যাবতীয় প্রকৃতিদোষ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থাতেই নির্বাণলাভ হয়। অতএব বলা হইল—"হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ." অর্থাৎ এখন নির্বাণসহচর মহাসুখে আমার চিত্ত প্রসুপ্ত রহিয়াছে।

বাহিঅ :—"বাধিতঃ"—টীকা। কায়বাক্‌চিত্তের প্রভাবে বাধা দান করা। অতিক্রম করা।

হেলেঁ :—"অবহেলয়া"—টীকা। (তৃতীয়ার এন-জাত এঁ যোগে)।

হাঁউ :—অহম্—অহকম্—হকম্—হাঁউ। আমি।

সুতেলি :—সুপ্ত + ইল—সুতেল—সুতেলি (উত্তম পুরুষের একবচনে)।

৩-৪ ডোম্বী :—১০ম চর্য্যায় পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মাকে ডোম্বী আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই চর্য্যার টীকাতেও বলা হইয়াছে—"ভো ডোম্বিনি পরিশুদ্ধাবধূতিকা।" কায়বাক্‌চিত্তের অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া মহাসুখে লীন হইলেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিস্বরূপিণী নৈরাত্মার, অতএব ইন্দ্রিয়দ্বারা অস্পৃশ্যা ডোম্বীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভাভরিআলী :—"ভর্ভরিআলিকা অসদারোপেণ"—টীকা। তিব্বতীয় পাঠে "বাবরি" অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। উণাদিকোষে বর্বরিকঃ অর্থে কুটিলকুন্তলঃ (ডাঃ বাক্‌চী সং, ৪০ পৃঃ)। কুটিল কুন্তল আছে যার, এই অর্থে রূপকভাবে চতুর লোককে বুঝাইতে পারে। এইজন্য শব্দসূচীতে

"ভাভরি (ভাবুটি=চালাকী)—বিশেষণে আলী গুণবাচী প্রত্যয়" বলা হইয়াছে। এই চর্য্যার পরবর্ত্তী অংশের সহিত এই অর্থেরই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

অন্তে :—"বাহ্যে"—টীকা। বস্তুজগতে।
কুলিণজণ :—"কৌ শরীরে লীনং" ইতি কুলিণ—টীকা। অর্থাৎ যাহারা বস্তুজগতে বা রূপাদিবিষয়সমূহে লীন থাকে। তাহারা ভববিকল্পের স্বরূপ অবগত না হইয়া অবিদ্যাবিমোহিত থাকে বলিয়া অপরিশুদ্ধাবধূতিকা রূপে ডোম্বীই তাহাদিগকে লইয়া রূপজগতে লীলা করে, ইহা বলা হইয়াছে।
কাবালী :—"কং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং পালয়তীতি"—টীকা। এখানে সংবৃত্তি অর্থে—পরমার্থ-সত্যানুভূতি, অর্থাৎ সর্বভাবসমতাজনিত মহাসুখ যাহাদের চিত্তে বিরাজ করে তাহারাই কাপালিক। তাঁহারা মহাসুখ-স্বরূপিণী নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গলাভ করেন বলিয়া এখানে বলা হইয়াছে যে, পরিশুদ্ধাবধূতিকারূপে ডোম্বী কাপালিকদিগের চিত্তে বাস করে।

৫-৬ সঅল :—"দেবাসুরমনুষ্যাদি-ত্রৈধাতুকং সকলং"—টীকা। ৯ম চর্য্যাতে "ছড়গই" অর্থে ষড়্গতিকা "অণ্ডজা জরায়ুজা....দেবাসুরাদিপ্রকৃতিকাঃ" অর্থাৎ "সর্বে ভাবাঃ" বলা হইয়াছে। অপরিশুদ্ধাবধূতিকা রূপে "কুলিণজণ"কে রূপাদিবিষয়সমূহে লিপ্ত করিয়া তাহাদের সর্বনাশ কর (মিথ্যাজ্ঞানেন টালিতমিতি নাশিতম্—টীকা)।
বিটালিউ :—টল্ ধাতু হইতে বিচলিত করা অর্থে ণিজন্ত টাল ধাতু। বিশেষরূপে টাল=বিটাল। কর্ম্মবাচ্যের মধ্যমপুরুষের একবচনে ব্যবহৃত। অর্থ—"টালিতমিতি বিনষ্টীকৃতম্"—টীকা।

কাজণ কারণ সসহর :—"যত এব শশহরং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং প্রভাস্বরহেতুভূতম্, অসম্প্রদায়যোগিন্যা টালিতমিতি বিনষ্টীকৃতম্"—টীকা। ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগিগণ কার্য্যকারণের হেতুভূত জগতের কল্পনা করিয়া বিনষ্ট হয়। তাহাদের চিত্তও ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃ নির্ম্মল, এবং প্রভাস্বররূপ নির্বাণে আরোপিত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যকারণহেতুভূত জগতের কল্পনা করিয়া তাহারা বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া থাকে। কাজণ কারণ—কার্য্যাণাং কারণম্। এখানে "কাজণ" এর ণ ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে—"পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, জগৎ ও জগতের ক্রম (সৃষ্টির ক্রম, অর্থাৎ পূর্বাপর ঘটনা বা কার্য্যকারণভাব) সমস্তই অলীক, তথাপি ইহাতে জীবের জগদ্ভ্রম হয় (মুমুক্ষুব্যবহারপ্রকরণ, ৩।১৭)। অন্যত্র —"অবিচারময়ী মায়া তিরোহিত হইলে কার্য্য, কারণ, সহকারী, সমস্তই এক হইয়া যায়। কার্য্যকারণ নামে মাত্র আছে, বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্ব নাই।"

(ঐ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ২১।২২-২৩)। কাজেই যাহারা এই কার্য্যকারণ-ভাবে বিভোর, তাহারা অজ্ঞানতাহেতু বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া থাকে।
সসহর :—শশধর, প্রভাস্বর ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন হইলেও অবিদ্যামোহাভিভূত সংবৃত্তিবোধিচিত্ত।

৭-৮ কেহো কেহো :—" যে'পি স্বরূপানভিজ্ঞাঃ তে'পি কর্ম্মবসিতাং প্রাপ্য সংসার-দুঃখানুভবাৎ তব বিরুদ্ধং বদন্তি "—টীকা। যাহারা তোমার প্রকৃতস্বরূপ জানিতে পারে না, তাহারা সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে, এবং তোমার নিন্দা করে।
বিদুজন ইত্যাদি :—" যে ত্বাং প্রজানন্তি তে'পি কণ্ঠে সম্ভোগচক্রে অহর্নিশন্ন পরিত্যজন্তীতি "—টীকা। যাহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানে, তাহারা তোমাকে কণ্ঠ হইতে পরিত্যাগ করে না। তুলনীয় ১৫শ চর্য্যার—" অনাবাটা ভইলা সোই ", অর্থাৎ তাহারা মহাসুখচক্রসরসিজবনে লগ্ন থাকে। এই মহাসুখ আর তাহারা পরিত্যাগ করে না।
তোরেঁ :—ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তো + (৬ষ্ঠীর কেরকজাত) র + (৭মীর হিম্-জাত) এঁ = তোরেঁ, অর্থাৎ তব কেরকেণ (চা, ৭৫৭পৃঃ)। দ্বিতীয়ায় তোমাকে।
কণ্ঠ :—এখানে বিভক্তিবর্জ্জিত অপাদান-কারক (প্রথমার ন্যায়)।
মেলই :—" পরিত্যজন্তি "—টীকা। বাঙ্গালাতেও মেলানি অর্থে বিদায় লওয়া। ৬ষ্ঠ চর্য্যার " মেলি " এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে (টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯-১০ কাহ্নে গাই :—" কৃষ্ণাচার্য্যেণ গীয়তে "—টীকা।
কামচণ্ডালী :—ডোম্বীই অস্পৃশ্যযোগহেতু চণ্ডালী। বিভিন্নরূপে বিভিন্ন কার্য্য করে বলিয়া কর্ম্মকুশলা চণ্ডালীরূপিণী পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা।
ডোম্বীত :—অধিকরণে প্রযুক্ত—অন্ত-জাত ত-যোগে এখানে অপাদানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তুলনীয়—" মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী " (কৃঃ কীঃ, ২৬৪ পৃঃ)।
আগলি :—অগ্র হইতে আগ। অগ্রবর্ত্তিনী হইতে আগলি। অধিকতর দুষ্টা।
ছিহ্নালী :—" ছিন্ননাসিকা নাগরিকা "—টীকা। দুষ্টা। কারণ টীকাতে আছে—" যস্যাৎ সত্ত্বভেদং প্রাপ্য ভেদাধিষ্ঠানং বিধত্তে।" বিভিন্নরূপে বিভিন্ন কার্য্য করে বলিয়া।

———

১৯

রাগ ভৈরবী—কৃষ্ণ(বজ্র)পাদানাম্—

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা ।
মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা[১] ।।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ[২] ।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ[৩] ।।
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম ।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ।।
অহণিসি সুরঅ-পসঙ্গে জাঅ ।
জোইণিজালে রঅণি[৪] পোহাঅ ।।
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো ।
খণহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো ।।

পাঠান্তর

১ করণ্ড কশালা, ক, খ ;
২ উছলিলা, খ ;
৩ চলিলা, খ ;
৪ রএণি, ক ।

ভাবানুবাদ

ভব-নির্বাণকে করি পটহ মাদলা ।
মন-পবনকে করি করণ্ডকশালা ।।
জয়ধ্বনি উঠাইয়া দুন্দুভি শব্দেতে ।
চলি যায় কানু ডোম্বী বিবাহ করিতে ।।
ডোম্বীকে বিবাহ করি জন্ম নাশ কৈল ।
যৌতুকরূপে অনুত্তর ধাম পাইল ।।
অহর্নিশি সুরত-প্রসঙ্গে কাল যায় ।
জ্ঞানলোকে অন্ধকার রজনী পোহায় ।।
ডোম্বী সঙ্গে সেই যোগী হয় অনুরক্ত ।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে সহজে উন্মত্ত ।।

মর্ম্মার্থ

বিবাহের রূপক-সাহায্যে এখানে পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পদকর্ত্তা কৃষ্ণাচার্য্য অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীর প্রবাহ ভঙ্গ (অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ) করিয়া কিরূপে পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহাই এই পদের বর্ণনীয় বিষয়। পূর্ববর্ত্তী পদটিতে নৈরাত্মা দেবীর দ্বিবিধ রূপের পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই পদেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হইবে।

বরযাত্রার সময়ে পটহ, মাদল, পাল্কী, দুন্দুভি প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে, ভবনির্বাণকে তিনি পটহমাদলের ন্যায় বিকল্পমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, এবং মনপবন (মনশ্চিত্ত) এই দুইটিকে সংযত করিয়া ধর্ম্মকরণ্ডকের আলয়রূপে পরিণত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় আকাশে অনাহত দুন্দুভির ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, এবং কৃষ্ণাচার্য্য অপরিশুদ্ধাবধূতিকা বা অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীর প্রবাহ ভঙ্গ করিতে, অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভবনির্বাণ এবং মনপবনাদি বিকল্প ধ্বংস করিয়া অবিদ্যার প্রভাব রুদ্ধ করিতে না পারিলে নির্বাণলাভ হয় না, ইহাই সহজার্থ।

অবিদ্যার প্রভাব রুদ্ধ করিতে পারিলেই নির্বাণলাভ হয় বলিয়া আর পুনর্জন্ম হয় না। তখন অনুত্তরধাম বা নির্বাণাবস্থা যৌতুক বা পুরস্কাররূপে লাভ করা যায়। সেই সময়ে নৈরাত্মারূপিণী পরিশুদ্ধাবধূতিকার সাহচর্য্যে নিত্যানন্দে কাল অতিবাহিত হয়, এবং জ্ঞানজ্যোতির প্রভায় অজ্ঞানান্ধকাররূপ রজনী শেষ হয়।

এই পরিশুদ্ধাবধূতিকারূপিণী ডোম্বীর সাহচর্য্যে যাহারা রত হয়, তাহারা সহজানন্দে মত্ত থাকিয়া ক্ষণমাত্রও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে না।

টীকা

১-৪ ভবনির্বাণে ইত্যাদি :—ভবনির্বাণং মনপবনাদিবিকল্পং পরিশোধ্যং তৎ পটহাদিভাণ্ডম্ উৎপ্রেক্ষ্য মহাসুখসঙ্গং গৃহীত্বা—টীকা। অর্থাৎ পরিশুদ্ধ ভবনির্বাণ এবং মনপবনাদি বিকল্পকে এখানে রূপকভাবে পটহাদিভাণ্ড বলা হইয়াছে। এখন ভবনির্বাণাদিকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ কি? সাধারণতঃ ভব ও নির্বাণকে পৃথক্ ভাবা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা পৃথক্ নহে। যথা—

নির্বাণঞ্চৈব লোকঞ্চ মন্যন্তে'তত্ত্বদর্শিনঃ।
নৈব লোকং ন নির্বাণং মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ॥
নির্বাণঞ্চ ভবশ্চৈব দ্বয়মেব ন বিদ্যতে।
পরিজ্ঞানং ভবস্যৈব নির্বাণমিতি কথ্যতে॥

(দোহাটীকা—১১৯ পৃঃ)

অর্থাৎ ভবের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই নির্বাণলাভ হয়, ইহারা পৃথক্ নহে। ভবনির্বাণের ধারণা যাঁহার এইভাবে পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি

ভবের স্বরূপ অবগত হইয়া নির্বাণে আরোপিত হইয়াছেন। তখন ভব-নির্বাণ যে ঘটপটাদির ন্যায় বিকল্পমাত্র, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, ভবনির্বাণকে পটহমাদলের ন্যায় বিকল্পাত্মক করা হইয়াছে। বিবাহের রূপকে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া পটহমাদলের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা মৃত্তিকার বিকারভূত ঘটপটাদির সমরূপক মাত্র (২২শ ও ৪১শ চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।

করণ্ডকশালা :—"শূন্যতাকরুণা-অভিন্নরূপিণী মহামুদ্রা ধর্ম্মকরণ্ডকরূপা ধর্ম্ম-কায়াৎ। সা এব বজ্রধরস্য আভরণম্ অলঙ্কারঃ শোভনমিতি। তথাচ—

একারাকৃতি যদ্দিব্যং মধ্যে বংকারভূষিতম্।
আলয়ঃ সর্বসৌখ্যানাং বুদ্ধরত্নকরণ্ডকম্।

(দোহাটীকা, ১২৯ পৃঃ)।

অর্থাৎ শূন্যতা ও করুণা অভিন্নরূপে মিলিত হইয়াছে, এইরূপ মহামুদ্রাকে ধর্ম্মকরণ্ডক বলা হয়। ইহারই নামান্তর "বুদ্ধরত্ন করণ্ডক," অর্থাৎ বুদ্ধ বা পরমার্থ-তত্ত্বের আধাররূপ পাত্রবিশেষ। শূন্যকরুণার অভিন্নরূপ মিলনে যে ভবজলধি অতিক্রম করা যায় তাহার উল্লেখ ১৩শ চর্য্যায় দৃষ্ট হইবে। অবিদ্যাবৃত মনপবন দ্বারাই ভববিকল্পের অনুভূতি জন্মে। ইহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে ইহারাই সর্বসৌখ্যের আলয় বুদ্ধরত্ন করণ্ডকে পরিণত হয়। ইহাই বজ্রযানী যোগীদিগের উৎকৃষ্ট আভরণ। ডোম্বীকে বিবাহ করিতে যাইবার কালে যোগী মনপবনদ্বারা উক্তপ্রকার করণ্ডকশালা অর্থাৎ নিজদেহে ধর্ম্মকরণ্ডকের আলয় গঠিত করিয়া লইয়াছেন। মনশ্চিত্তকে জয় করা হইয়াছে ইহাই অর্থ।

ভবনির্বাণে :—ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার দ্বিবচনে।

পড়হ মাদলা :—পটহ ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, আর মাদল পাখোয়াজজাতীয়। উভয়ই বৃক্ষ ও চর্ম্মের বিকারজাত রূপভেদ মাত্র, অতএব তত্ত্বার্থে অভিন্ন। মন পবণ :—মন এবং পবনের ন্যায় চঞ্চলতাহেতু চিত্ত। একটি দোহার "মনমানস" টীকাতে "মনশ্চিত্ত"রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (ঐ, ১২৯ পৃঃ)। ইহাদের অবিদ্যাজাত চঞ্চলতা দূরীভূত হইলে অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলেই নির্বাণলাভ হয়। তু°—জবঁ হি মণ নিচ্চলথক্কই। তব্য ভবসংসারহ মুক্কই।। (দোহা, ১০৪ পৃঃ)।

দুন্দুহি সাদ :—দুন্দুভি-শব্দ। নির্বাণে যে অনাহত শূন্যতা শব্দ উত্থিত হয়, তাহার উল্লেখ ১১শ, ১৬শ, ১৭শ প্রভৃতি চর্য্যায় রহিয়াছে। এখানেও মনপবনকে জয় করিয়া নির্বাণে চিত্ত আরোপিত হইয়াছে বলিয়া "জয়ধ্বনি-পুষ্পবৃষ্টি-দুন্দুভিশব্দাদিকম্ আকাশে নিমিত্তং প্রভূতমিতি"—টীকা। বিবাহের রূপকে দুন্দুভির পরিকল্পনা।

উছলিআঁ :—উৎ-ছল হইতে উচছল + ক্ত্বাচ্ স্থানে ইআঁ।

ডোম্বী :—" সা এব অপরিশুদ্ধাবধূতিকা "—টীকা। এখানে পূর্ববর্ত্তী চর্য্যায় ব্যাখ্যাত অবিদ্যারূপিণী ডোম্বীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বিবাহে চলিআ :—" তস্যাঃ বাহবভঙ্গার্থং যদা প্রচলিতাঃ "—টীকা। প্রবাহ ভঙ্গ করাকে এখানে বিবাহ বলা হইয়াছে। অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইলেই নির্বাণলাভ হয়।

চলিআ :—" প্রচলিতাঃ "—টীকা। সম্ভ্রমার্থে আ।

৫–৬ এখানে ডোম্বীকে বিবাহ করিবার ফল-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

অহারিউ জাম :—" উৎপাদভঙ্গাদিদোষা নাশিতাঃ "—টীকা। অবিদ্যাকে জয় করিতে পারিলেই নির্বাণলাভ হয়, অতএব জন্মমৃত্যুর প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অহারিউ :—" অহারিতম্ বিনষ্টীকৃতম্ "। তু° —টালিউ (চর্য্যা—১৮)।

জাম :—জন্ম। তু°—" গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ " (চর্য্যা—৮)।

জউতুকে ইত্যাদি :—" জৌতুকেন অক্লেশেন অনুত্তরধর্ম্ম সাক্ষাৎকৃতম্ "—টীকা। যাহার আর পর নাই তাহাই অনুত্তর, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। যৌতুক অর্থাৎ উপহারস্বরূপ, অতএব অক্লেশে।

কিঅ :—কৃতম্। আণুতু :—অনুত্তর। ধাম = ধর্ম্ম, নির্বাণাবস্থা।

৭–৮ অহণিসি ইত্যাদি :—" এতয়া জ্ঞানমুদ্রয়া সহ যোগীন্দ্রস্য অহর্নিশং সুরতাভিষঙ্গো ভবতি "—টীকা। এখানে জ্ঞানমুদ্রার সহিত নিত্য-সাহচর্য্য লক্ষিত হইয়াছে। এই জ্ঞানমুদ্রাই পরিশুদ্ধাবধূতিকা। অবিদ্যার ধ্বংসে ইহার নিত্য-সঙ্গ লাভ হয়। তু°—" অনাবাটা ভইলা সোই " (চর্য্যা—১৫)। এবং—" বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই " (চর্য্যা—১৮)। অর্থাৎ সর্বদা এই মহানন্দে মগ্ন থাকে। বিবাহের রূপকে সুরতপ্রসঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে।

জোইণিজালে :—" জ্ঞানরশ্মিনা "—টীকা। জ্ঞানযোগিনীর জ্যোতিতে।

রঅণি :—" ক্লেশান্ধকারম্ "—টীকা। সর্বদুঃখ দূরীভূত হয় ইহাই অর্থ।

৯–১০ ডোম্বী :—" সা এব প্রকৃতিপ্রভাস্বর-পরিশুদ্ধাবধূতিকা জ্ঞানমুদ্রা "—টীকা।

সঙ্গে :—" সুরতাভিষঙ্গে "—টীকা। আনন্দপূর্ণ সাহচর্য্যে।

ছাড়অ :—" পরিত্যজন্তি "—টীকা। ছর্দতি—ছাড়ই—ছাড়অ।

সহজ-উন্মত্তো :—সহজানন্দমহাসুখে উন্মত্ত হইয়া।

২০

রাগ পটমঞ্জরী—কুক্কুরীপাদানাম্—

হাঁউ নিরাসী খমণ-ভতারি[১] ।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥
ফেটলিউ[২] গো মাএ অন্তউরি চাহি ।
জা এথু চাহাম[৩] সো এথু নাহি ॥
পহিল বিআণ মোর বাসন-পূড়া ।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া ॥
জাণ[৪] জৌবণ মোর ভইলেসি[৫] পূরা ।
মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥
ভণথি কুক্কুরী পা[৬] এ ভব থিরা ।
জো এথু বুঝই[৭] সো এথু বীরা ॥

পাঠান্তর

১ ভতারে, ক ;
২ ফিটেল, খ ;
৩ বাহাম, ক ;
৪ জা ণ, খ ;
৫ ভইলে সি, খ ;
৬ পাএ, ক ;
৭ বুঝএঁ, ক ।

ভাবানুবাদ

আসঙ্গ-রহিত আমি, শূন্য-মন ভর্ত্তা ।
কহন না যায় মোর বিজ্ঞান-বার্ত্তা ॥
বিষয় ছেড়েছি মাগো অন্তকুটী চাহি ।
বিষয়ারি যাহা দেখি তাহা এথা নাহি ॥
প্রথম বিজ্ঞানে মোর কামপূর্ণ দেহ ।
নাড়ী বিচারিয়া দেখি বাপূড়াই সেহ ॥
বিজ্ঞান-যৌবন যবে পরিপূর্ণ হ'ল ।
মূল নিরাকৃত করি বিষয় নাশিল ॥
কুক্কুরীপাদ বলে—এই ভব স্থির ।
যে জন বঝয়ে ইহা সেই এথা বীর ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে ভগবতী নৈরাত্মা অবধূতী যেন নিজেই বলিতেছেন, এইভাবে চর্য্যাটি লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, তিনি নিরাসী অর্থাৎ সর্ববিধ আসঙ্গরহিতা, অতএব সংসারের কোন জিনিষের প্রতিই তাঁহার আসক্তি নাই। এই জন্য তিনি সর্ব-সঙ্গবিবর্জিতা। সর্বশূন্যতায় পরিপূর্ণ মন তাঁহার ভর্ত্তা বা স্বামী-স্বরূপ। মনোবৃত্তি সর্বতোভাবে লয়প্রাপ্ত হইয়া নির্বাণলাভ না করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, এইজন্যই শূন্যতায় পরিপূর্ণ মনকে অবধূতীর স্বামী বলা হইয়াছে, কারণ ঐরূপ মনই তাঁহাকে নির্বাণাবস্থায় চালিত করিতে সমর্থ। এখন তিনি বলিতেছেন যে, ঐরূপ মনের সঙ্গ লাভ করিয়া তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কারণ নির্বাণাবস্থায় সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যে আনন্দ উপভোগ করা যায় তাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া অনির্বচনীয়। এই অবস্থায় বিষয়সমূহের আস্তাকুড় বা উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব অবগত হইয়া তিনি মোহ-বিমুক্ত হইয়াছেন। অতএব ভবের পরিণতি দেখিয়া আর তিনি বিচলিত হন না, কারণ তিনি বুঝিয়াছেন যে, সংসারে বিষয়ারির অর্থাৎ বিষয়ের উৎপত্তি-ধ্বংসাদিজনিত পরিবর্ত্তনের কোনই মূল্য নাই। কি-ভাবে এই জ্ঞানলাভ হইয়াছে এখন তাহাই ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রথম যখন তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তখন বাসনার সমষ্টি এই দেহটাকেই তিনি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নাড়ী অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, ইহা সম্পূর্ণই বাপূড়া অর্থাৎ ভাগ্যহীন বা অপদার্থ। তারপর যখন তাঁহার জ্ঞানরূপ পূর্ণযৌবনের উদয় হইল তখন তিনি চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করিয়া বিষয়সমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। কুক্কুরীপাদ বলেন যে, এই ভব স্থিরই আছে, কারণ ইহাতে নূতন কিছু আসে না, এবং এখান হইতে কিছুই যায় না। যে এই তত্ত্ব অবগত আছে, সে উৎপত্তি-বিনাশাদি দ্বারা বিচলিত হয় না। অতএব সে বীরপদবাচ্য।

টীকা

১-২ নিরাসী :—আশা নাই যার, এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে। "আসঙ্গরহিতা"—টীকা। সর্বসঙ্গবিবর্জিত অবস্থাই নির্বাণত্ব, অতএব চিত্তবৃত্তিনিরোধ-হেতু বাসনারহিতা।

খমণ-ভতারি :—"খমণেতি সর্বশূন্যং মনঃস্বামী"—টীকা। একটি দোহায় আছে—

> নিচল নিব্‌বিঅল্প নিব্‌বিআর।
> উঅঅ-অথ-মণ-রহিঅ সুসার॥
> অইসো সো নিব্‌বাণ ভণিজ্‌জই।
> জহি মন-মানস কিংপি ন কিজ্‌জই॥ ঐ, ১২৯ পৃঃ।

অর্থাৎ নির্বাণে মনশ্চিত্তের কার্য্য সর্বতোভাবে লুপ্ত হয় বলিয়া চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া শূন্যতায় পরিণত হয়। এইরূপ শূন্যতায় পূর্ণ মনকেই এখানে

নৈরাত্মার স্বামী বলা হইয়াছে, কারণ তাহার প্রভাবেই নির্বাণলাভ হয়।
বিগোআ :—বিজ্ঞান। "অক্ষরসুখানুভব"—টীকা। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে জাগতিক দুঃখের অবসানে অসীম মহানন্দ অনুভূত হয়।
কহণ ন জাই :—"কস্মিন্নপি কথাবেদ্যো ন ভবতি"—টীকা। অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ অর্থে এই স্বামীর সংসর্গে আমি যে সুখানুভব করি তাহা বলিতে পারি না। অপরপক্ষে কায়বাক্‌চিত্তের অতীত বলিয়া ইহা অনির্বচনীয়। তুলনীয়—

ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কায়বাক্‌চিঅ জসু ণ সমাঅ॥ চর্য্যা—৪০।

৩-৪ ফেটলিউ :—১২শ চর্য্যার ফীটউ শব্দের টীকায় "ফীটমিতি নিঃকৃন্তিতম্।" ৫০শ চর্য্যার ফিটেলি অর্থে "স্ফেটিতম্"। এই চর্য্যার টীকাতে "নিষ্কৃন্তিতম্"—অতএব স্ফেটিত হইতে ফীটউ (১২শ চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য), ফিটেল (৫০শ চর্য্যা), এবং ফেটল (আলোচ্য চর্য্যা)। স্ফেটিতম্ হইতে ফেটলিউ (তু°—কৃতম্ হইতে কিউ—চর্য্যা—১১)। দূরীভূত হইল অর্থে। কি দূরীভূত হইল? টীকাতে আছে—"বিষয়াদিবৃন্দং ময়া নৈরাত্ময়া তস্মিন্ সময়ে নিষ্কৃন্তিতম্।" এখানে বিষয়সমূহ লক্ষিত হইয়াছে।
গো মাএ :—"স্বয়মেবাত্মানং সম্বোধ্য বদতি"—টীকা। নৈরাত্মা নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। কিন্তু এখানে "ওরে, বাপরে, মারে" এইরূপ কথার মাত্রারূপেও গ্রহণ করা যায়। অথবা বিষয়সমূহের জননী অবিদ্যাকে ধ্বংস করাতে বিষয়সমূহ দূরীভূত হইয়াছে। অথবা, মায়াকে অর্থে মাএ।
অন্তউরি চাহি :—"মহাসুখচক্রস্বকুটীং দৃষ্ট্বা"—টীকা। অর্থাৎ মহাসুখের আলয় দেখিয়া। ভববিকল্প তিরোহিত হইলে হৃদয়ে মহাসুখ অনুভূত হয়, এই অর্থে অন্ত, তাহাতে অবস্থিত কুটীর বা আলয়। অর্থাৎ পরিনির্বাণে মহাসুখ লাভ করিয়া। তু°—"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ" (চর্য্যা—১০)।
জা এথু চাহাম ইত্যাদি :—"যং যং বিষয়ারিং পশ্যামি অত্র, স কো'পি ন বিদ্যতে"—টীকা। বিষয়ারি কি? বস্তুসকলের উৎপত্তি, ধ্বংস প্রভৃতি পরিণতি। ইহাদের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তনের ধারণা ভ্রান্তিমাত্র, কারণ—

অন্তে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥ চর্য্যা—২২

অন্যত্র— ভব জাই ণ আবই এসু কোই। চর্য্যা—৪২।

৫-৬ পহিল বিআণ ইত্যাদি :—"আদৌ সংবৃত্তিবাসনাপুটং কায়ো'য়ং প্রসূতঃ"—টীকা। সাধারণ অর্থে—প্রথম বিয়ানে আমি বাসনার সমষ্টি একটি দেহ পসব

করিয়াছিলাম। অপর পক্ষে—আমার যখন প্রথম জ্ঞানের উদয় হইল, তখন বাসনাপূর্ণ এই দেহটাকেই আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তু° —"দেহটা যে আমি এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপূর।" বিআণ :—সাধারণ অর্থে বেদনা হইতে প্রসব করা। অপরপক্ষে বিজ্ঞান হইতে বিআণ। পহিল :—প্রথম—পঠম—পহম—পহল—পহিল। অথবা—প্র-তম, এবং প্র-থ হইতে প্রথম। প্রথ+ইল্ল—পথিল—পহল (চা, ৭৪৬, ৮০৪ পৃঃ)।

নাড়ি বিআরন্তে ইত্যাদি :—"অস্য কায়স্য নাড়ী দ্বাত্রিংশদ্দেবী সদ্‌গুরুবচন-প্রমাণতো বিচার্য্যমাণে সতি সৈব বাসনা বরাকী কথং বিদ্যতে, ন বিদ্যতে এব পরম্"—টীকা। সাধারণ অর্থে—নবপ্রসূত দেহটির নাড়ী বিচার করিয়া দেখিলাম যে, ইহা ভাগ্যহীন অপদার্থ-বিশেষ। অপরপক্ষে—প্রকৃত তত্ত্ব-বিচারে দেখিলাম যে, বাসনাই অবিদ্যাজাত ভ্রম মাত্র, অতএব বাসনাপূর্ণ দেহেরও কোন মূল্য নাই। অর্থাৎ—প্রথমে যে ভ্রান্তধারণা জন্মিয়াছিল, এই ভাবে তাহার নিরসন হইল।

সেব :—সা+এব=সৈব—সেব। তাহাই।

বাপূড়া :—অর্থে বরাকী, ভাগ্যহীন।

৭-৮ জাণ :—একটি দোহায় জ্ঞান অর্থে জাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (ক, ৮৭ পৃঃ)। অতএব জ্ঞানরূপ যৌবন যখন পরিপূর্ণ হইল, এই অর্থই সুসঙ্গত। কিন্তু টীকাতে "নবযৌবন" বলা হইয়াছে বলিয়া পাঠান্তরে "জা ণ জৌবণ" পাঠ ধৃত হইয়াছে। ইহাতেও অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। বাল্যে যখন প্রথম জ্ঞানের উদয় হইল, তখন দেহটাকেই আপনার ভাবিয়াছিলাম, এখন বয়সের বৃদ্ধিতে পূর্ণ নবযৌবনে ভ্রম ঘুচিয়াছে।

মূল নখলি :—"মূলং সংবৃত্তিবোধিচিত্তং, তস্য নিকৃত্তিঃ * * * * নৈরাত্ম-ভাবকেন কৃতা"—টীকা। অর্থাৎ সংবৃত্তিবোধি-চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করিয়াছি। চিত্তই বিষয়মণ্ডলের ধারণার মূল।

বাপ :—"স্বয়মাত্মানং সম্বোধ্য বদতীতি"—টীকা। পদকর্ত্তা কথার মাত্রা-রূপে নিজেকেই সম্বোধন করিয়াছেন।

সংঘারা :—"বিষয়মণ্ডলোপসংহারকৃতম্"—টীকা। চিত্ত লয় হওয়াতে ভব-বিকল্প তিরোহিত হইয়াছে। সংহার হইতে সংঘার।

৯-১০ ভণথি কুক্কুরী-পাএ ইত্যাদি :—"এষ সংবৃত্তিবোধিচিত্তো হি ভবঃ। স্থিরমিতি স্থিরং কৃত্বা প্রজ্ঞারবিন্দৈর্যৈ-র্যৈর্যোগীন্দ্রৈর্নিরঞ্জনরূপেণাবগতং তে'স্মিন্ ভবমণ্ডলে বিষয়ারিমর্দ্দনাৎ বীরাঃ"—টীকা। এখানে বোধিচিত্তকেই ভব বলা হইয়াছে। টীকার অর্থ এই যে, ভবরূপ চিত্তকে স্থির করিয়া নিরঞ্জনকে জানিতে পারিলেই বিষয়ারি নাশ করিয়া বীর হওয়া যায়। কিন্তু অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও সম্ভবপর। কুক্কুরীপাদ বলেন—এই ভব স্থিরই আছে, কারণ—"ভব জাই ণ আবই এস্থু

কোই" (চর্য্যা—৪২)। এখানে নূতন কিছু আসে না, এবং এখান হইতে যায়ও না। যিনি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি বিষয়ারিতে (অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি-বিনাশ-জাতীয় পরিবর্ত্তনে) বিচলিত হন না বলিয়া বীর। তৃতীয় পঙ্ক্তির টীকাতেও বিষয়ারির উল্লেখ রহিয়াছে। শেষ দুই পঙ্ক্তিও সমার্থবোধক।

২১

রাগ বরাড়ী—ভুসুকুপাদানাম্—

নিসি[১] অন্ধারী মুসা[২] আচারা[২]।
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ আহারা[৩]॥
মাররে জোইআ মুসা-পবণা।
জেণ[৪] তুটঅ অবণা-গবণা॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতি[৫]।
চঞ্চল-মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কাল[৬] মুসা উহ[৭] ণ[৭] বাণ।
গঅণে উঠি করঅ[৮] অমিঅ[৯] পাণ[৯]॥
তাব[১০] সে[১০] মুসা উঞ্চল-পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু-বোহে করহ[১১] সো নিচ্চল॥
জবেঁ মুসাএর[১২] আচার[১২] তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥

পাঠান্তর

১ নিসিঅ, ক;
২–২ সুসার ? চারা, ক; মুসা অচারা, খ;
৩ অহারা, খ;
৪ জেঁণ, ক;
৫ গাতী, ক, খ;
৬ কলা, ক; কালা, খ;
৭–৭ উহণ, ক;
৮ চরঅ, ক;
৯–৯ অমণ ধাণ, ক;
১০–১০ তবসে, ক, খ;
১১ করিহ, ক;
১২–১২ মুষা এর চা, ক; মুসা অচার, খ।

ভাবানুবাদ

নিশি অন্ধকার মূষা করে বিচরণ।
বোধিচিতামৃত-ভক্ষ্য করে সে ভক্ষণ ॥
মার রে যোগীন্দ্র তুমি মূষিক-পবন।
যেন তুটি যায় তার গমনাগমন ॥
ভব বিদারিয়া মূষা অধোগতি পায়।
চঞ্চল মূষার দোষ বুঝি নাশ তায় ॥
কালরূপ হয় মূষা, বর্ণহীন জান।
গগনে উঠিয়া করে অমৃত পান ॥
উঞ্চল-পাঞ্চল মূষা হয় মোহবশে।
নিশ্চল করহ তারে গুরু-উপদেশে ॥
যবে মূষিকের তুটি যায় বিচরণ।
ভুসুকু বলেন তবে তুটয়ে বন্ধন ॥

মর্ম্মার্থ

এই চর্য্যাতে প্রথমতঃ চঞ্চল চিত্তের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে, পরে বলা হইয়াছে যে, চিত্তের চঞ্চলতা দূরীভূত হইলেই ভববন্ধন লোপ পায়। উপমাটি এইরূপ :—অন্ধকার রজনীতে যেমন চঞ্চল মূষিক যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বিবিধ মিষ্টদ্রব্য আহার করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ চঞ্চল চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইলে রূপাদি বিষয়সমূহে সতত বিচরণ করিয়া বোধিচিত্তজ স্বাভাবিক অমৃতধারা আহার বা বিনষ্ট করে। অতএব যোগীর পক্ষে পবনের ন্যায় সততচঞ্চল চিত্তমূষিককে মারা উচিত, যেন তাহার সংসার-চক্রে যাতায়াতরূপ বিচরণ লোপ পায়।

অথবা

চিত্তবৃত্তি লয়প্রাপ্ত হওয়ায় গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ রবিশশী অন্তর্হিত হইয়াছে, এইরূপ অবস্থাকে তত্ত্বব্যাখ্যায় অন্ধকার রজনীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তখন চিত্ত চঞ্চলতা পরিহার করিয়া মহাসুখামৃত আস্বাদন করিতেছে। কিন্তু চিত্ত সাধারণতঃ চঞ্চল, অতএব যোগীর পক্ষে পবনের ন্যায় চঞ্চল চিত্তমূষিককে মারা উচিত, যেন তাহার সংসারে যাতায়াতরূপ বিচরণ লোপ পায়।

এখন চঞ্চল চিত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। পূর্বেই চিত্তকে মূষিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মূষিক চঞ্চলতা-হেতু নিজের দেহ বিদীর্ণ করিয়া নানা-প্রকার দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চঞ্চল চিত্ত সেইরূপ করে না বলিয়া দুর্গতি লাভ করে। ভবের প্রকৃত পক্ষে কোন অস্তিত্ব নাই। পুঞ্জীভূত বাসনার আগার চিত্তই ভ্রান্তিবশতঃ

এই জগতের কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব এই ভবই চিত্তের স্বকায়। বাসনা-চঞ্চল চিত্ত মূষিকের ন্যায় উক্ত প্রকারে ভব-স্বরূপ স্বকায় বিদীর্ণ না করিয়া সংসারচক্রে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করত তির্য্যক্-নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব হে যোগি, তুমি চঞ্চল চিত্তরূপ মূষিকের প্রকৃতি-দোষ সংগ্রহ করিয়া তাহার নাশকারী হও।

ভবের অস্তিত্বের কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ চিত্তকে সংবৃত্তিবোধিচিত্ত বলা হয়। ইহা উক্তপ্রকারে নিজের সর্বনাশ সাধন করে বলিয়া কালস্বরূপ। চিত্তের কায়ারূপ ভবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, চিত্তজ রূপাদি বিষয়সমূহের কোনই অস্তিত্ব নাই; অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে বর্ণহীন। স্বতরাং অচিত্ততারূপ শূন্যতায় লীন হইলেই ইহা মহাস্বখামৃত আস্বাদন করিতে পারে।

যে পর্য্যন্ত গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া তুমি চিত্তকে নিশ্চল না করিতে পার সে পর্য্যন্ত ইহার চঞ্চলতা দূরীভূত হইবে না। আর ইহার চঞ্চলতা দূরীভূত হইলেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়।

টীকা

১-২ নিসি অন্ধারী :—অন্ধকার রাত্রি। অন্যান্য চর্য্যাতেও অন্ধকার রজনীর পরিকল্পনা রহিয়াছে। ১৯শ চর্য্যার "রঅণি পোহাঅ" অর্থে "ক্লেশান্ধকারং পলায়তে" (ঐ, টীকা)। ২৮শ চর্য্যার "রাতি পোহাই" অর্থে "স্বকায়-ক্লেশতমঃ স্বয়ং নাশিতম্" (ঐ, টীকা)। জ্ঞানালোক দ্বারা চিত্ত উদ্ভাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশান্ধকার রজনী বর্ত্তমান থাকে, এবং সেই সময়েই চঞ্চলচিত্তরূপ মূষিক স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। টীকাতে নিসি অর্থে "প্রজ্ঞা কর্ম্মাঙ্গনা বা বোদ্ধব্যা"। এই প্রজ্ঞা "অন্ধারী" অর্থে অবিদ্যাতমসাবৃতা। তুলনীয়—"মায়া প্রজ্ঞা চ ভণ্যতে। তত্রাভিষ্বঙ্গো মোহঃ।" (চর্য্যা—১৫—টীকা)। ইহাই সংবৃত্তিবোধিচিত্তের স্বরূপ, যাহার উল্লেখ ৭ম পঙ্ক্তির টীকাতে রহিয়াছে। মুসা আচারা :—"মূষকঃ সন্ধ্যাবচনে চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যঃ"—টীকা। অর্থাৎ পবনের ন্যায় চঞ্চল চিত্তকে মূষিক বলা হইয়াছে। আচারা :—পাঠান্তরে "চারা" এবং "অচারা" রহিয়াছে, কিন্তু এই শব্দটির প্রকৃতরূপ একাদশ পঙ্ক্তির টীকা হইতে ধারণা করা যায়। সেখানে "চিত্তমূষকস্যাচার" রহিয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শব্দটির প্রকৃতরূপ আচার বা আচরণ, অর্থাৎ চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা। আচারা অর্থে আচরণশীলতা। ইহার সংক্ষেপে "চারা"ও হইতে পারে। তুলনীয়—

চারেণাধিগমেনাপি জ্ঞানেনাপি চ কর্ম্মণা।
সর্বশ্রাবক-প্রত্যেকবুদ্ধোত্তম নমো'স্তু তে॥

(অসঙ্গের মহাযানসূত্রালঙ্কার হইতে উদ্ধৃত; Vide Systems of Buddhistic Thought by Yamakami Sogen, p. 250.)

অর্থাৎ চার, আচরণ বা স্বাভাবিক বিশেষত্ব দ্বারা বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ।

অমিঅ-ভখঅ ইত্যাদি :—“বোধিচিত্তামৃতাস্বাদাহারং স এব মূষকঃ চিত্তপবনঃ স্বয়ং করোতি”—টীকা। এখানে “আহার” বা “অহার” শব্দটির অর্থ লক্ষণীয়। ১৯শ চর্য্যার “অহারিউ জাম” অর্থে “উৎপাদভঙ্গাদি-দোষা নাশিতাঃ”। অতএব আহার করা অর্থে নাশ করা। বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃ মহাসুখামৃতের আধার, কিন্তু অবিদ্যাবিমোহিত সংবৃত্তিবোধিচিত্ত চঞ্চলতা-হেত সেই অমৃতাস্বাদ নষ্ট করিয়া ফেলে।

ভখঅ :—ভক্ষ্য হইতে।

মতান্তরে

নিসি অন্ধারী :—নিসি শব্দটি এখানে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চিত্তের জাগ্রৎ অবস্থাই দিন, আর যখন চিত্তবৃত্তি প্রসুপ্ত থাকে তখন রাত্রি। তুলনীয়—

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভায়।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥ চর্য্যা—২

“অন্ধারী” বলার তাৎপর্য্য কি? যদা “চন্দ্রসূর্য্যয়োর্মার্গ-নিরোধং দীয়তে, তস্মিন্ ঘোরান্ধকারে” ইত্যাদি (দোহাটীকা, ১৩০ পৃঃ)। অন্যত্র—

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শসি নাহ পবেশ।
তহি বট চিত্ত বিসাম করু, ইত্যাদি

দোহা, ৯৩ পৃঃ।

গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ চন্দ্রসূর্য্যের নিরোধের জন্য ঘোর অন্ধকার। এইরূপ অবস্থাতেই চিত্ত বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। অতএব “মুসা অচারা” অর্থে চিত্ত চঞ্চলতাবিহীন হইয়াছে। আলোচ্য পদের টীকাতেও রহিয়াছে—“তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গনায়া বিচিত্রাদিক্ষণে কায়ানন্দাদিব্যাপারদ্বারেণ কুলিশারবিন্দসংযোগে বোধিচিত্তামৃতাস্বাদাহারং স এব মূষকঃ চিত্তপবনঃ স্বয়ং করোতি।” অর্থাৎ চিত্ত এইরূপ বিশ্রামের অবস্থাতেই মহানন্দরূপ অমৃতের আস্বাদ লাভ করিতে পারে।

অচারা :—বিচরণ- বা চঞ্চলতা-রহিত।

করঅ আহারা :—“আহারং করোতি”—টীকা। অমৃতাস্বাদ গ্রহণ করে, এই অর্থে। এখানে অহারিতম্ নাশিতম্ এই অর্থে নহে।

৩-৪ মুসা-পবণা :—চঞ্চলচিত্তরূপ মূষিক। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে—“মুসা অচারা” অর্থাৎ চঞ্চলতা-রহিত চিত্তের কথা বলা হইয়াছে, এখানে যোগীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইল যে, পবনের ন্যায় চঞ্চল চিত্তকে নিঃস্বভাব করিয়া তাহার

চঞ্চলতা দূরীভূত করা উচিত, যাহাতে ইহা অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। টীকাতে যে—" সংসারচক্রে যাতায়াতং দ্বয়াকারন্ন ক্রট্যতি চিত্তঞ্চ ন শোভতে " বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—উক্ত প্রকারে চিত্ত লয় করিয়া সংসারে গমনাগমন নাশ করিতে না পারিলে চিত্ত মোহমলমুক্ত হইয়া সুশোভিত হয় না।
তুটঅ :—ক্রট্যতি হইতে।
অবণা-গবণা :—সংসারে যাতায়াত।

৫-৬ ভব বিন্দারঅ :—" ভবং স্বকায়ং, বিদারয়তি প্রকৃতিচাঞ্চল্যতয়া "—টীকা। এখানে ভবকে " স্বকায় " বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কারণ—

মনোমননর্নিম্মাণমাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্। (যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতিপ্র, ১১।২৩)

এবং— চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যপ্র, ১৬।২৫)।

অর্থাৎ—চিত্তই ত্রিজগতের স্বষ্টিকর্ত্তা, চিত্ত আছে বলিয়াই ভব আছে, অতএব এই ভবই চিত্তের দেহস্বরূপ। তু°—" সংবৃত্তিবোধিচিত্তো হি ভবঃ " (চর্য্যাটীকা—২০)। অন্যত্র—

মনঃসদাখুনোৎখাতং নেষ্টং দেহগৃহং মম। (ঐ, ১৮।৩২)

অর্থাৎ—মনোরূপ মূষিক আমার ভবগৃহের ভিত্তি খনন ও ছিদ্রিত করিতেছে।
খণঅ গতি :—" গতীতি তির্য্যঙ্নরকাদিদুর্গতিপাতঞ্চ "—টীকা। পাঠান্তরে " গাতি," গর্ত্ত, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইবার গর্ত্ত বা পথবিশেষ। এইজন্য উভয়ই একার্থবোধক। চঞ্চলচিত্ত কিরূপে অধোগতি প্রাপ্ত হয়? বাসনাই চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু, ইহাই লোককে জন্মজন্মান্তরে চালিত করে, যথা—

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী॥
(যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্যপ্র, ৩।১১)।

অর্থাৎ—ভোগতৃষ্ণাজাত মলিনা বাসনাই জন্মজন্মান্তরের কারণ। অন্যত্র—

বাসনাবর্ত্তগর্ত্তেষু জীবো লুঠতি কেবলম্। (ঐ, উৎপত্তিপ্র, ৫৪।৭২)

লোকে কেবল স্ব স্ব বাসনানুরূপ স্বকল্পিত গর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইতেছে।
চঞ্চল-মুসা :—চঞ্চল-চিত্তরূপ মূষিক।
কলিআঁ :—টীকায় " আকলয্য "। কল-ধাতু গণনা করা অর্থে। আ উপসর্গ-যোগে গ্রহণ করা অর্থে। এইজন্য শব্দসূচীতে " বুঝিয়া " অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। চিত্তরূপ মূষিকের চঞ্চলতা বুঝিয়া। কল + য্বাচ্ স্থানে ইআঁ।

নাশক থাতী :—তাহার নাশকারী হও। থাতী—তিষ্ঠতি। টীকাতে "তস্য ভাবারোপণং ন করিষ্যতীতি।" চিত্তের ভাবই মনন, ইহাই চঞ্চলতার হেতু। চিত্ত হইতে ইহা দূরীভূত করিয়া চিত্তকে নিশ্চল কর।

৭-৮ সাধারণ অর্থে—চিত্তমূষিক কাল, অর্থাৎ তাহার কোন বর্ণ নাই। তুলনীয়—

রামো'স্য মনসো রূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্যজড়াকৃতে।।
(যোগবাশিষ্ট. উৎপত্তিপ্র. ৪।৩৮)

অর্থাৎ—মনের রূপ নাই। যেমন আকাশের কোন রূপ নাই অথচ নাম আছে, মনও সেইরূপ শূন্যাকার ও জড়।

অন্যত্র—

ন হি দৃশ্যাদৃতে কিঞ্চিন্মনসো রূপমস্তি হি। (ঐ, ৪।৪৮)

অর্থাৎ—দৃশ্য ব্যতিবেকে মনের অন্য কোন প্রকার রূপ নাই। কিন্তু টীকাতে আছে—"সংবৃত্তিবোধিচিত্তং স্বনাশকত্বেন স এব চিত্তমূষকঃ কালঃ।" অর্থাৎ সংবৃত্তিবোধিচিত্ত নিজকে নাশ করে বলিয়া চিত্তমূষিককে কাল বলা হইয়াছে। (পূর্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির ভাব হইতে মনে হয় টীকার "দুনাশকত্বেন" বোধ হয় "স্বনাশকত্বেন" হইবে।)

উহ ণ বাণ :—"বর্ণোপলম্ভোপদেশো ন বিদ্যতে"—টীকা। ২৯শ চর্য্যার "উহ লাগে না" অর্থে টীকাতে "ন উহে ন জানামি" বলা হইয়াছে। অতএব "উহ ণ বাণ" অর্থ—বর্ণের উপলব্ধি হয় না।

"চরঅ অমণ ধাণ," বা "করঅ অমিঅ পাণ" সমার্থক। গগনে উঠিয়া অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া মনোধর্ম্মের অতীত অবস্থায় উপনীত হয়, এবং সেই সময়েই "পরমার্থবোধিচিত্তমধুপানাস্বাদং করোতি।" ইহাই প্রথম এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৯-১০ তাব :—তাবৎ। চিত্ত-মূষিক মোহবশতঃ চঞ্চল হয়।
উঞ্চল-পাঞ্চল :—"মোহমানেনোন্নতো ভবতি"—টীকা। অর্থাৎ মোহমদে গর্বিত থাকে।
নিচ্চল :—চঞ্চলতা-রহিত। ইহাই "অচারা" রূপে প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠান্তরে পাওয়া যায়।

১১-১২ মূসাএর :—মূষকস্য—টীকা। মূষিকের।
আচার :—বিচরণ, মোহজাত চঞ্চলতা।
বান্ধন ফিটঅ :—সংসারবন্ধন লোপ পায়।

———

২২

রাগ গুঞ্জরী——সরহপাদানাম্——

অপণে রচি রচি ভবনির্ব্বাণা ।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ।।
অম্হে[১] ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই ।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ।।
জইসো জাম মরণ বি তইসো ।
জীবন্তে মইলেঁ[২] নাহি বিশেসো ।।
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা ।
সো করউ রস-রসানেরে কখা[৩] ।।
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি ।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি ।।
জামে কাম কি কামে জাম ।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ।।

পাঠান্তর

১ অম্ভে, ক ;
২ মঅলেঁ, ক ;
৩ কখা, ক ।

ভাবানুবাদ

নিজ মনে রচি রচি ভব ও নির্বাণে ।
বৃথা লোকে আপনাকে জড়ায় বন্ধনে ।।
আমরা অচিন্ত্য যোগী, মনে নাহি লয় ।
জনম-মরণ-ভব কিরূপে বা হয় ।।
জনম যেমন হয় মরণও তাই ।
জনমে মরণে কোন বিভিন্নতা নাই ।।
যাহারা এখানে করে মরণের শঙ্কা ।
তাহারা করুক রসায়নের আকাঙ্ক্ষা ।।

যারা সচরাচর ত্রিদশে ভ্রময়।
তারা অজরামর কিছুই না হয়॥
কর্ম্ম হ'তে জন্ম, কিবা জন্ম হ'তে কর্ম্ম।
সরহ বলেন—হয় অচিন্ত্য সে ধর্ম্ম॥

মর্ম্মার্থ

এই চর্য্যায় অদ্বয়তত্ত্ব-প্রচারের দ্বারা ভব-নির্বাণ, জন্ম-মৃত্যু, কার্য্য-কারণ প্রভৃতি বিকল্পাত্মক দ্বৈত জ্ঞানের অসারতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ভব ও নির্বাণ। সাধারণতঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকেরা ভব ও নির্বাণ পৃথক্ বলিয়া কল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দ্বৈতজ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। কারণ ভবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই চিত্ত নির্বাণে আরোপিত হয়। অতএব ভব হইতে নির্বাণকে পৃথক্ করিয়া ভাবা যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববিচারে দেখা যায় যে, ভবেরও কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ইহা কখনও উৎপন্ন হয় নাই। আমরা যাহা দেখি তাহা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় অবিদ্যা-বিমোহিত চিত্তের মিথ্যানুভূতি মাত্র। অথচ এই দৃশ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যখন ভবেরই অস্তিত্ব নাই, তখন দৃশ্যের উৎপত্তি-ধ্বংসের ধারণাও অলীক। এই জন্যই পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ ভবের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া জন্মমৃত্যুর ধারণা বিসর্জন করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, জন্ম ও মৃত্যু দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র, এবং উভয়ই ভ্রান্তিমূলক বলিয়া সমপর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃত-পক্ষে জীবনে ও মরণে কোনই পার্থক্য নাই, কারণ জীবনে যে প্রাণের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়, মৃত্যুতে তাহাই মহাপ্রাণে মিশিয়া সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয় মাত্র, কিছুই লোপ পায় না। যাহারা জন্মমৃত্যুতে ভয় পায়, তাহারা বিবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া ইহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করুক, কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণের পক্ষে রস-রসায়নের কোনই প্রয়োজন নাই। যাগযজ্ঞমন্ত্রাদি-বলে যাহারা স্বর্গে গমন করে, তাহারা অজরামরত্ব লাভ করিতে পারে না, কারণ ভোগাবসানে পুনর্জন্মে সংসারে যাতায়াত অপরিহার্য্য। একমাত্র পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানেই অমরত্ব লাভ করা যায়, অন্য উপায়ে নহে। কর্ম্মকর্ত্তৃবিহীন নিগূঢ় ধর্ম্মে কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না বলিয়া জন্ম হইতে কর্ম্ম, কিংবা কর্ম্ম হইতে জন্ম এইরূপ বিকল্পাত্মক বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই।

টীকা

১-২ অপণে :—অনাদ্যবিদ্যা-বাসনা-দোষেণ—টীকা। প্রকৃতিদোষহেতু সাধারণ সংস্কারবশতঃ নিজ মনে।

ভবনির্বাণা :—ভব ও নির্বাণ (১৯শ পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভব ও নির্বাণ

এই দ্বৈত ধারণা নিরর্থক, কারণ ভবের স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই নির্বাণ-লাভ হয়। যথা—

ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্বাণমিতি কথ্যতে।

এখন ভবের স্বরূপ কি? ৪১শ চর্য্যাতে আছে—
আইএ অনুঅনাএঁ জগরে ভন্তিএঁ সো পড়িহাই, ইত্যাদি। অর্থাৎ—এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই ইত্যাদি (ঐ চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা বন্ধ্যাপুত্র, বালুর তেল, আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক প্রতিভাস মাত্র। অতএব ভব নাই, এইজন্য ভব ও নির্বাণের পরিকল্পনা অনাদি-অবিদ্যাজাত ভ্রান্তি-মাত্র। অথচ এই ভবের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমাদের বন্ধন, যথা—

বন্ধো'য়ং দৃশ্যসম্ভাবাদ্দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনম্।
(যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্র, ১।৬)

অর্থাৎ—দৃশ্য বা ভবের জ্ঞান আছে বলিয়াই বন্ধন, ইহার অভাব হইলেই বন্ধন থাকে না।

৩-৪ যখন ভবেরই কোন অস্তিত্ব নাই, তখন জন্মমৃত্যুর ধারণাও ভ্রান্তিমূলক। এই জন্য টীকাতে বলা হইয়াছে—"ভাবস্বরূপ-পরিজ্ঞানেন অচিন্ত্যা যোগিনো বয়ম্ উৎপাদাদিভঙ্গং কীদৃশং ভবতীতি ন জানীমঃ।"
অন্যত্র—

আই অনুঅণারে জামমরণভব নাহি। (চর্য্যা—৪৩)

তুলনীয়—

ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্ত্রয়ে।
ন চ ভাববিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে॥
(যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্র, ১১৪।১৫)

অর্থাৎ—এই ত্রিজগতে কোনও কিছু জন্মেও না, মরেও না। জন্মমৃত্যুর অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ ইহা মায়িক প্রতিভাস মাত্র।
অহ্মে :—অস্মে—অম্হে—অহ্মে। আমরা।
জাণহুঁ :—জ্ঞা-ধাতু-জাত জাণ + অহম্-জাত হুঁ। আমরা জানি।
অচিন্ত :—অচিন্ত্য। এই নিগূঢ়-ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ।
জাম :—জন্ম।
জাম মরণ ভব :—জন্মমৃত্যুঘটিত পার্থিব বিকল্প। অথবা ভব অর্থ স্থিতি।

৫-৬ এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় পূর্ববর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তির উক্তির পরিশিষ্ট মাত্র। যখন ভবেরই অস্তিত্ব নাই, তখন জন্মমৃত্যুও ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। টীকাতেও বলা হইয়াছে—"যস্যোৎপাদো নাস্তি তস্য ভঙ্গো'পি ন দৃশ্যতে।" ইহা মায়িক পতিভাস। "জীবন্তে মইলেঁ" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিটি ৪৯শ চর্য্যাতেও

রহিয়াছে। তাহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"মমাত্মনি জীবনমরণধ্যানাদি-বিকল্পং নাস্তি।" তু°—"ভব জাই ণ আবই এথু কোই" (চর্য্যা—৪২)। ভবনির্বাণ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বিকল্পাত্মক দ্বৈত-জ্ঞানের নিরসন করা হইতেছে।

জইসো, তইসো :—যাদৃশ, তাদৃশ হইতে।

জীবন্তে :—শতৃ-প্রত্যয়ান্ত জীবৎ-শব্দ হইতে জীবন্ত—জীবন্তে (৭মীতে)। জীবিতাবস্থায়।

মইলেঁ :—মৃত + ইল = মঅল বা মইল—মঅলে (৭মীতে)। মৃতাবস্থায়।

বিশেসো :—বিশিষ্টতা, পার্থক্য। "ভেদোপলম্ভো নাস্তীতি"—টীকা।

৭-৮ জা :—যস্য স্থানে জাহ হইয়া জা।

এথু :—অত্র—অথ—এথু। এই পৃথিবীতে।

বিসঙ্কা :—বিশেষরূপে শঙ্কা বা ভয়।

করউ :—কৃ-ধাতু + স্ব (সু হইয়া উ)। করুক।

রসানেরে :—রসায়নের, ঔষধের জন্য, ৪র্থী। রসায়ন হইতে রসান—কেরক-জাত এর-যোগে।

কখা :—আকাঙ্ক্ষা।

যাহার এই পৃথিবীতে জন্মমৃত্যুর ভয় আছে, সে ঔষধাদি-দ্বারা ইহা রোধ করিবার জন্য চেষ্টা করুক। কিন্তু সহজপন্থী অদ্বৈতবাদীদের পূর্বোক্ত কারণে জন্ম-মৃত্যুর ভয় নাই বলিয়া ঔষধের কোনই প্রয়োজন নাই।

৯-১০ তিঅস ভমন্তি :—"মন্ত্রৌষধ্যাদিশক্ত্যা ত্রিদশং দেবালয়ং গচ্ছন্তি"—টীকা। যাহারা মন্ত্রাদির বা যাগ-যজ্ঞাদির বলে স্বর্গে গমন করে, তাহারা অজরামরত্ব লাভ করিতে পারে না। যজ্ঞাদি দ্বারা যে স্থায়ী মুক্তি লাভ করা যায় না, ইহা হিন্দুশাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়।

১১-১২ জন্ম হইতে কর্ম্মের, অথবা কর্ম্ম হইতে জন্মের ধারণা করিলে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই জগতে কিছুই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত হয় না। তুলনীয়—

> কার্য্যকারণতা হ্যত্র ন কিঞ্চিদুপপদ্যতে।
>
> (যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তিপ্র, ৩।২৮)

অন্যত্র—

> কার্য্যকারণতা তেন স শব্দো ন চ বাস্তবঃ। (ঐ, ২১।২৩)

কার্য্যকারণ নামে মাত্র আছে, ইহার অস্তিত্ব নাই।

ধাম :—ধর্ম্ম। এই নিগূঢ় ধর্ম্মে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নাই।

২৩

রাগ বড়ারী—ভুসুকুপাদানাম্—

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি[১] জাইবে মারিহসি পঞ্চজনা।
নলিণীবন[২] পইসন্তে হোহিসি একুমনা ॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি, মএল রঅণি[৩]।
হণবিণুমাংসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহি ণি[৪] ॥
মাআজাল পসরি রে[৫] বধেলি[৬] মাআ-হরিণী।
সদ্গুরু বোহেঁ বুঝি রে কাসু কদিনি ॥

পাঠান্তর

১ অহেই, ক;
২ নলনীবন, ক;
৩ ণঅলি, খ; ণঅণি, ক;
৪ পইসহিলি, খ;
৫ উরে, ক;
৬ বাধেলি, ক, খ।

ভাবানুবাদ

যদি হে ভুসুকু শিকারে যাইবে
মার তুমি পাঁচজনা।
নলিনী-কাননে প্রবেশ করিতে
হবে তুমি একমনা ॥
এচিত্ত জাগিলে বিহান, রজনী
হইলে চিত্তের নাশ।
মাংসবিহীন ভুসুকু না যাও
নলিনীবনের পাশ ॥
মায়াহরিণীকে বধ করিয়াছি
দূর করি মায়াপাশে।
কাহার কি তত্ত্ব বুঝিতে পেরেছি
সদগুরু উপদেশে ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে শিকারে যাইবার কল্পনা করিয়া ভুসুকু নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—ভুসুকু, তুমি শিকারে বহির্গত হইলে পঞ্চস্কন্ধাত্মক পাঁচজনকে, অথবা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বধ করিও, এবং একচিত্ত হইয়া সহজ নলিনীবনে প্রবেশ করিও। মনে রাখিও যে, চিত্তের জাগ্রৎ অবস্থাই প্রভাত, আর চিত্তবৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইলে প্রজ্ঞারজনীর উদ্ভব হয়। অতএব তুমি উক্ত পাঁচজনের মাংস না লইয়া সহজনলিনীবনে প্রবেশ করিও না। এখন মায়াজাল অপসারিত করিয়া মায়াহরিণীকে আমি বধ করিয়াছি, অতএব কাহার কি তত্ত্ব (জগতের অনিত্যতা) তাহা গুরুর উপদেশে বুঝিতে পারিয়াছি।

টীকা

১-২ জই :—যদি।

তুম্হে :—তুস্মে—তুম্হে। তুমি।

অহেরি জাইবে :—শিকারে যাইবে।

মারিহসি :—মারিষ্যসি।

পঞ্চজনা :—পঞ্চস্কন্ধাত্মক পাঁচজনকে, বা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে। তু°—"পাঞ্চজনা ঘোলিউ" (চর্য্যা—১২)।

নলিণীবন :—তু°—"সহজনলিণীবন পইসি নিবিতা" (চর্য্যা—৯)। ইন্দ্রিয়গণ জয় করিয়া নির্বিকল্পাকারে এই মহাসুখাবাসে প্রবেশ করিতে হয়।

পইসন্তে :—প্রবেশ করিবার কালে।

হোহিসি :—ভবিষ্যসি।

একুমনা :—একচিত্ত।

৩-৪ জীবন্তে :—পূর্ববর্ত্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য। জীবিতাবস্থায়।

ভেলা :—ভইলা, হইলা অর্থে (৭ম পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বিহণি :—বিভাত, প্রভাত, প্রাতঃকাল।

মএল :—মৃতাবস্থায়। চিত্তবৃত্তি লোপ পাইলে।

রঅণি :—রজনী। প্রজ্ঞারজনী (২১শ পদের "নিসি" শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য)।

হণবিণুমাংসে :—তাদৃশন—তঈহণ (মাগধী অপভ্রংশ) হইতে হণ (চা, ৮৫৩ পৃঃ)। অর্থ—ঐরূপ (পূর্বোক্ত পঞ্চজনের) মাংস ব্যতীত।

পদ্মবণ :—পূর্বোক্ত মহাসুখ নলিনীবন।

পইসহি :—প্রবিশসি।

ণি :—না। পূর্ববর্ত্তী পইসহির "হি"র প্রভাবে।

৫-৬ পসরি :—অপসারিত করিয়া।

বধেলি :—বধ করিলি।

মাআ-হরিণী :—অবিদ্যারূপিণী হরিণী।
কাসু :—কস্য।
কদিনি :—কিং বৃত্তান্তম্ (ডাঃ বাগচীর অনুবাদ)। অর্থাৎ জগতের অনিত্যতা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

২৬

রাগ শবরী—শান্তিপাদানাম্—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ[১] স ভাবিঅই[১] ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
পুণ লইআঁ অপণা চটারিউ ॥
বহল বট[২] দুই মার ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥
কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি[৩]।
সঅ[৪]-সঁবেঅণ বোলথি সান্তি ॥

পাঠান্তর

১-১ কিণ সভাবি অই, ক ;
২ বঢ়, খ ;
৩ জঅতি, ক ;
৪ সঁএ ঁ, ক।

চিত্ত-তুলা ধুনি করি আঁশে আঁশে লীন।
পুনঃ আঁশ ধুনি করি অবয়বহীন ॥
এইরূপে হেতু তার না পাই সন্ধানে।
ভাবের অভাবে ভাব্য নাহি, শান্তি ভণে ॥

চিত্ত-তুলা ধুনি শূন্যে করিয়াছি লীন।
পুনরায় আপনাকে করেছি বিলীন ।।
অদ্বয়েতে দ্বৈতভাব থাকিতে না পারে।
শান্তি বলে——সূখে ইখে প্রবেশিতে নারে ।।
কার্য্য-কারণজ ভাব নাহি, এই যুক্তি।
স্বীয় সংবেদন ব্যাখ্যায় শান্তির উক্তি ।।

মর্ম্মার্থ

কায়বাক্‌চিত্তের সমষ্টি আধ্যাত্মিক ত্রৈলোক্যস্বরূপ। অবিদ্যাদোষ দ্বারা অভিভূত হওয়ায় ইহারা সক্রিয় হয়। ইহারই বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে বাহ্য-ত্রৈলোক্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ চিত্তই রূপজগতের স্রষ্টিকর্ত্তা। এই কায়বাক্‌চিত্তের সমষ্টিকে এক অখণ্ড অবয়বী-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, আর তাহাকে বিভাগ করিয়া প্রথমতঃ অংশুরূপে পৃথক্ করার কথা বলা হইয়াছে, তৎপর ঐ অংশুরূপ পরমাণুপুঞ্জকেও বিভাগ করিতে করিতে শূন্যে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। অতএব চিত্তের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গিয়াছে। চিত্ত যখন এই ভাবে শূন্যে বিলীন হইল, তখন সে নির্বীজ হওয়ায় তাহার আর পুনরুৎপত্তির হেতু রহিল না। এই অবস্থায় শান্তিপাদ বলিতেছেন যে, উপলভ্যমান ভাবের অভাবে ভাবিবার বিষয়ও কিছুই থাকিতে পারে না। ইহাই নির্বাণাবস্থা। পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে ইহারই অর্থ পুনরায় বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত চিত্ত-সমষ্টিকে ধুনিতে ধুনিতে প্রভাস্বর-শূন্যে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেই প্রভাস্বর-শূন্যতাই অবলম্বন করিয়া ভাব্যভাবকরূপ নিজের অস্তিত্বও লোপ করা হইয়াছে। অতএব তখন অদ্বয়তত্ত্বরূপ বজ্রদৃঢ়-বর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাতে এই দ্বৈত-সংসারের জ্ঞানও তিরোহিত হইয়াছে। সেই সময়ে যে শান্তিপাদ কার্য্যকারণ-হেতুভূত সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই এখন তাঁহার অনুত্তর জ্ঞানের অনুভূতি-সম্বন্ধে এইভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

টীকা

১-২ তুলা ধুণি ইত্যাদি :—"প্রকৃতিদোষত্বাৎ তুলনযোগ্য-ত্রৈলোক্যং কায়বাক্-চিত্তম্। অস্য কম্পকম্পাদিভেদেন অবয়বিনং একপ্রমাণোপপন্নং কৃত্বা ময়া অবয়বস্য ষড়ংশসাধনঃ কৃতঃ। স এব অবয়ব-পরমাণুপুঞ্জস্য ষড়ঙ্গতাভাবেন তং ধূত্বা ধূত্বা নিরবরমিতি নিরবয়বং সূচিতম্"—টীকা। ইহার অর্থ "মর্ম্মার্থে" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মোট কথা চিত্তকে ধুনিতে হইবে। কিন্তু জড়-পদার্থের ন্যায় চিত্ত বস্তুবিশেষ নহে, তবে কি প্রকারে তাহাকে ধোনা যায়? এই জন্য টীকাকার চিত্তের অবয়বত্ব প্রমাণিত করিয়া লইয়াছেন।

তখন তাহাকে ধুনিয়া প্রথমতঃ অংশে, পরে শূন্যে বিলীন করা হইয়াছে। কায়বাক্‌চিত্তের দ্বারা সংসার তুলিত (ওজন করা) হয় বলিয়া " তুলা ", আবার ধোনা হয় বলিয়া " তূলা " (কার্পাস-জাতীয় বস্তুবিশেষ)।

৩-৪ তউসে ইত্যাদি :—" তথাচ অহেতুকত্বাৎ তস্য চিত্তস্য হেত্বন্তরং ন প্রাপ্যতে " —টীকা। চিত্ত এখন নির্বীজ হওয়াতে, তাহার পুনরুৎপত্তি নাই।
সান্তি ভণই ইত্যাদি :—" শান্তিপাদো বদতি ভাবোপলম্ভাভাবেন কিং ভাব্যতে ?"—টীকা। এই অবস্থায় যখন ভাবের উপলব্ধিই লোপ পাইয়াছে, তখন আর ভাবিবার বিষয় কি থাকিতে পারে ?
তউসে :—তাদৃশ হইতে ক্রিয়া-বিশেষণে। তাহা হওয়াতে।
হেরুঅ :—হেত্বন্তর, অথবা হেতুরূপ।
স—(সং) সঃ হইতে সো হইয়া স।
ভাবিঅই :—ভাব্যতে। কিণ—(সং) কিং হইতে।

৫-৬ " দ্বিতীয়পাদেন তমেবার্থং দ্রঢ়য়তি "—টীকা। অর্থাৎ পূর্ববর্ত্তী চারি পঙ্‌ক্তিতে যাহা বলা হইয়াছে এখানে পুনরায় তাহার অর্থ স্পষ্টতর করা হইতেছে।
সুণে অহারিউ :—" প্রভাস্বরে চিত্তং প্রবেশিতং ময়া "—টীকা। আমার চিত্ত প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইয়াছে। অহারিতম্‌ নাশিতম্‌। পুণ লইআঁ :—" তং প্রভাস্বরং গৃহীত্বা "—টীকা। অর্থাৎ সেই প্রভাস্বর-শূন্য অবলম্বন করিয়া।
অপণা চটারিউ :—" আত্মগ্রহ-ভাব্যভাবকরূপং বাধিতমিতি "—টীকা। গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ নিজের অস্তিত্বও লুপ্ত হইয়াছে। চট-ধাতু ভেদ করা অর্থে।

৭-৮ বহল বট ইত্যাদি :—" অদ্বয়ত্বাৎ অস্মিন্‌ মার্গবরে দ্বয়াকারং ন বিদ্যতে "—টীকা। এই দৃঢ় অদ্বয়-বর্ত্মে দ্বৈত-সংসারের অস্তিত্ব নাই।
বহল বট :—বহুল (দৃঢ়) বট (বর্ত্ম), তাহাতে। অথবা—এই অদ্বয়জ্ঞানে বহুল (প্রকাণ্ড) বট (বটবৃক্ষরূপ) সংসারের (তু°—নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী—চর্য্যা—২৮) দ্বৈতজ্ঞানের স্থান নাই।
দুই মার :—দ্বৈত মার্গ।
বালাগ ন পইসঅ :—" বালো হ্যজ্ঞো'স্মিন্‌ ধর্ম্মে ন প্রবিশতি, সুদূর এব "—টীকা। অজ্ঞ লোকেরা এই ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না।

৯-১০ কাজ ন কারণ :—" শান্তিঃ স্বয়ং কার্য্যকারণ-রহিতত্বাৎ "—টীকা। সিদ্ধাচার্য্য শান্তিপাদ এখন কার্য্যকারণাত্মক জ্ঞান-রহিত হইয়াছেন। তুলনীয়—" কাজণ কারণ সসহর টালিউ " (চর্য্যা—১৮)। এখানে বৌদ্ধদিগের প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদ লক্ষিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, পূর্বে যেন কারণ বর্ত্তমান ছিল এইরূপ একটি ব্যবহার-সিদ্ধ কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যের স্বয়ং

উৎপত্তি। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ প্রভৃতির এইরূপে উদ্ভব কল্পিত হইয়াছে। পরমার্থ-সত্যে এই কার্য্যকারণাত্মক সংসারের স্থিতি অস্বীকৃত হয়। এখানে ন নিষেধার্থক অব্যয়।

এহু জুগতি :—" এষা হি যুক্তিঃ "—টীকা। উক্ত প্রকার অস্বীকৃতিই প্রমাণ-সিদ্ধ। জ—(সং) যঃ হইতে পদকর্ত্তা শান্তিপাদকে বুঝাইয়াছে। "এহু জুগতি " বাক্যের সংবৃতাংশ মাত্র।

সঅ সঁবেঅণ :—স্বীয় সংবেদন। নিজের অনুভূতি। " স্বসংবেদনানুভব-স্বরূপ " (চর্য্যা—১৫—টীকা)।

বোলথি :—" অনুত্তরপদং বদতি "—টীকা। অনুত্তর-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বলিতেছেন।

২৭

রাগ কামোদ—ভুসুকুপাদানাম্—

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ[১]।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ[২] ॥
চালিঅ[৩] ষষহর[৪] মাগে অবধূই।
রঅণহু ষহজে[৫] কহেই ॥
চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণে।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ[৬] ॥

পাঠান্তর

১ বিকসউ, ক ;
২ উহ্লসিউ, ক ;
৩ চালিউঅ, ক ;
৪ সসহর, খ ; এবং পরেও ;
৫ সহজে, খ ;
৬ লোলেঁ, ক।

ভাবানুবাদ

অর্দ্ধরাতি ব্যাপি হয় কমল-বিকাশ।
বত্রিশ যোগিনী দেয় অঙ্গেতে উল্লাস ।।
অবধূতী-মার্গে চিত্ত-চন্দ্র চলি যায়।
সহজ বলিছি আমি গুরুর কৃপায় ।।
শশধর চলি গিয়া নির্বাণে প্রবেশে।
কমলিনী চলে সুখচক্রের উদ্দেশে ।।
বিরম আনন্দ হয় বিলক্ষণ শুদ্ধ।
যে জন বুঝয়ে ইহা সেই হয় বুদ্ধ ।।
ভুসুকু বলিছে আমি মিলন বুঝেছি।
সহজাত মহাসুখে লীলায় মজেছি ।।

মর্ম্মার্থ

প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদান-সময়কে এখানে চতুর্থীসন্ধ্যা বা অর্দ্ধরাত্র বলা হইয়াছে। সেই সময়ে শূন্যতারূপ সূর্য্যের কিরণে আমার উষ্ণীষকমল (সহস্রার) বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন ললনা, রসনা, অবধূতিকা প্রভৃতি সূক্ষ্ম নাড়ীগণ সেখানে যাইয়া ধারা বর্ষণ করিতেছে, এবং আনন্দে তাহাদের অঙ্গ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ মহাসুখ-কমল যখন শূন্যতার প্রভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন দেহস্থ অন্যান্য নাড়ীগণও তাহাতে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করে। কেবল যে কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা নহে, সেই সময়ে আমার পরিশুদ্ধ চিত্তও অবধূতীমার্গ অবলম্বন করিয়া মস্তকস্থ কমলস্থানে গমন করত মহাসুখে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। গুরুর উপদেশেই ইহা সংঘটিত হইয়াছে, অতএব গুরুর বচন-রত্ন-প্রভাবেই আমি এখন সহজানন্দ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি। উক্ত প্রকারে চালিত হইয়া আমার পরিশুদ্ধ চিত্ত-চন্দ্র নির্বাণে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং অবধূতিকা নৈরাত্মা মহাসুখরূপ কমলরস দ্বারা দেহ সিক্ত করিয়া প্রকৃষ্ট নাল বা অবধূতীমার্গ অবলম্বনে শিরশ্চক্রের দিকেই বহিয়া চলিয়াছে। তখন যে আনন্দে আমি নিমগ্ন হইয়াছি তাহাই লক্ষণহীন পরিশুদ্ধ বিরমানন্দ, আর যে ইহা অনুভব করে সেই বুদ্ধ হয়। ভুসুকু বলিতেছেন যে, প্রজ্ঞা ও উপায়ের অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির মিলনজাত সহজানন্দ মহাসুখ তিনি গুরুপ্রসাদে হেলায় লাভ করিয়াছেন।

টীকা

১-২ অধরাতি :—" অর্দ্ধরাত্রে চতুর্থীসন্ধ্যায়াং প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদান-সময়ে "—টীকা। "সেকপটলোক্তবিধান-মতে " এখানে প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকদানের সময়কে অর্দ্ধরাত্র বা চতুর্থীসন্ধ্যা বলা হইয়াছে।

কমল বিকসিউ :—" বজ্রসূর্য্যরশ্মিনা কমলম্ উষ্ণীষকমলং বিকসিতং মম "—টীকা। বজ্র বা শূন্যতারূপ (Ultimate Reality) সূর্য্যের কিরণে আমার উষ্ণীষকমল (সহস্রারপদ্মের ন্যায়) বিকশিত হইয়াছে।
বতিস জোইণী :—" দ্বাত্রিংশন্নাড়িকা বোধিচিত্তবহা ললনারসনাবধূতী। অভেদ্যাঃ সূক্ষ্মরূপাদিকা বোদ্ধব্যাঃ "—টীকা। সহজমতে ললনা, রসনা, অবধূতী প্রভৃতি কতকগুলি সূক্ষ্ম নাড়ীর অবস্থিতি শরীরে স্বীকৃত হয়। তন্মধ্যে প্রধান বত্রিশটির এখানে উল্লেখ রহিয়াছে। তুলনীয়—

ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন রসনোপায়সংস্থিতা।
অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা॥

দোহাটীকা—১২৪ পৃঃ।

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ন্যায় এই সকল নাড়ী কল্পিত হইয়াছে।
তহ্ :—তস্মিন্ হইতে। " তত্র স্থানে স্রবন্তি "—টীকা। সেই উষ্ণীষকমলে যাইয়া আনন্দধারা বর্ষণ করে।
অঙ্গ উহ্লসিউ :—" তাসাম্ আনন্দাদি-সন্দোহেন অঙ্গোহ্লসোঽভূৎ "—টীকা। আবার আনন্দে শরীরও উল্লসিত হইয়াছে।

৩–৪ চালিঅ ইত্যাদি :—" তস্মিন্ কালে তেন হেতুনা সসহর-বোধিচিত্তচন্দ্রঃ অবধূতীমার্গেণ বজ্রশিখরং গতঃ "—টীকা। সেই হেতু সেই সময়ে পরিশুদ্ধ চিত্ত অবধূতীমার্গ দিয়া শিরস্থ মহাসুখচক্রে চলিয়া গিয়াছে (যেমন কুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া সহস্রারে গমন করে)।
রঅণহু ইত্যাদি :—" সদ্গুরুবচনরত্নপ্রভাবাৎ স ময়ি সহজানন্দং কথয়তি "—টীকা। গুরুর উপদেশে ইহা সংঘটিত হইয়াছে, অতএব তাঁহার প্রসাদেই আমি এখন সহজানন্দ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৫–৬ চালিঅ ইত্যাদি :—" শশহরো হি বোধিচিত্তম্ অবধূতীমার্গেণ যৎ প্রচলিতং স এব বজ্রশিখরাগ্রে নির্বাণং প্রভাস্বরং গতম্ "—টীকা। শশ (কলঙ্ক) হরণ করে যে সে শশহর, অর্থে ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে উৎপন্ন পরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। ইহা গ্রাহ্যগ্রাহকভাববর্জিত অবস্থায় অবধূতীমার্গে চালিত হইয়া নির্বাণরূপ প্রভাস্বর-শূন্যতায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে।
কমলিনি :—" কমলরসং মহাসুখরসমস্যাস্তীতি কমলিনী সৈব প্রকৃতি-পরিশুদ্ধা-বধূতিকা নৈরাত্মা "—টীকা। কমলরসরূপ মহাসুখ আছে বলিয়া নৈরাত্মাকে কমলিনী বলা হইয়াছে।

কমল ইত্যাদি :—" কমলরসং তমেব বোধিচিত্তমহাসুখরসেন কায়বজ্রং প্রীণয়িত্বা মহাসুখচক্রোদ্দেশং বহতীতি "—টীকা। বোধিচিত্তজ স্বাভাবিক মহাসুখরূপ কমলরস দ্বারা দেহ সিক্ত করিয়া নিজেও মস্তকস্থ সুখচক্রের দিকে পবাহিত হইতেছে।

পণালেঁ :—প্রকৃষ্ট নাল দ্বারা, অর্থাৎ অবধূতীমার্গ অবলম্বন করিয়া। এইরূপে প্রবাহিত হইবার সময়ে সমগ্র দেহও মহাসুখে সিক্ত হইয়াছে।

৭-৮ বিরমানন্দ ইত্যাদি :—"বিলক্ষণ-চতুর্থানন্দ-শুদ্ধো'য়ং বিরমানন্দঃ"—টীকা। এখানে বিরমানন্দকে বিলক্ষণ-পরিশোধিত চতুর্থ বা তুরীয় আনন্দ বলা হইয়াছে। বিলক্ষণ অর্থে লক্ষণহীন, অর্থাৎ সে আনন্দের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাই ১৫শ চর্য্যায় "অলক্খলক্খণ" বলা হইয়াছে।

জো এথু ইত্যাদি :—"যস্য যোগীন্দ্রস্য অবগমো গুরুপ্রসাদাৎ অহর্নিশম্ অভূৎ স এব ভগবান্ বজ্রধরঃ"—টীকা। গুরুপ্রসাদে যাঁহারা এই আনন্দ অবগত হন, তাঁহারা বুদ্ধের ন্যায় নির্বাণ লাভ করেন।

৯-১০ মই বুঝিঅ মেলেঁ :—"ময়া ভুসুকুপাদেন প্রজ্ঞোপায়মেলকে সহজানন্দং মহাসুখং সৎগুরুপ্রসাদাৎ লীলয়া অবগতম্"—টীকা। আমি সহজানন্দ অবগত হইয়াছি। কিরূপে? গুরুর প্রসাদে। ইহার স্বরূপ কি? প্রজ্ঞা ও উপায়ের অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলনজাত সুখবৎ। ইহাতে চিত্তের সহিত শূন্যতার মিলন লক্ষিত হইতেছে।

লীলেঁ :—লীলয়া, অবহেলয়া। তুলনীয়—"হেলেঁ" (চর্য্যা—১৮), এবং "লীলেঁ" (চর্য্যা—১৪)।

মেলেঁ :—মিলনেন। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন দ্বারা। প্রজ্ঞা পুরুষ, এবং উপায় প্রকৃতি, যথা—"মাধ্যমিকেরা 'মায়া' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। সাংখ্যের প্রধান ও প্রকৃতির ন্যায় তাঁহারা 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' ব্যবহার করেন" (বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড, ৫৭১ পৃঃ)।

২৮

রাগ বলাড্ডি—শবরপাদানাম্—

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি[১]।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী[২]॥
নানা তরুবর মৌউলিল[৩] রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥

তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি[৪] দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি[৫] কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক্ পুচ্ছিআ[৬] বিন্ধ নিঅমণ[৭] বাণে।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরমণিবাণে ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

পাঠান্তর

১ তোহেৌরি, ক;
২ সুন্দারী, ক;
৩ মৌলিল, ক;
৪ ণইরামণি, ক;
৫ নিরামণি, ক;
৬ পুঞ্ছআ, ক;
৭ °মণে, ক।

ভাবানুবাদ

উচা পাহাড়েতে বসতি করিছে
শবরী নামেতে বালা।
ময়ূরের পাখ করি পরিধান
গলেতে গুঞ্জার মালা ॥
পাগল শবর না করিও ভুল
তোমারে বিনয় করি।
নিজের গৃহিণী সহজ সুন্দরী
আমি যে তোমার নারী ॥
কায়াতরু নানা- ভাবে মুকুলিল
ডাল গগনের কোণে।
একেলা শবরী এ বনে বিহরে
কুণ্ডলাদি ধরি কানে ॥

ত্রিধাতুতে খাট পাড়িলা শবর
সুখেতে শেজ বিছায়।
শবর-ভুজঙ্গ নৈরাত্মা দারীর
পীরিতে রাতি পোহায় ।।

হৃদয়-তাম্বূল কর্পূর-সহিত
মহাসুখে সে যে খায়।
নৈরাত্মা-শূন্যেরে কণ্ঠেতে লইয়া
সুখেতে রাতি পোহায় ।।

গুরুবাক্য ধনু নিজ মন বাণ
উভয়ের সমাবেশে।
পরম নির্ব্বাণ লভ এক শরে
বিন্ধিয়া অবিদ্যা-ক্লেশে ।।

উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে
জ্ঞানানন্দে থাকি মজি।
গিরি-শিখরের সন্ধিতে প্রবেশে
তাহারে কোথায় খুঁজি ।।

মর্ম্মার্থ

যোগীন্দ্রের সমুন্নত কায়কঙ্কালরূপ সুমেরুশিখরে অর্থাৎ মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজগৃহিণী নৈরাত্মা-দেবী বাস করেন। তিনি নানাবিধ বিকল্পরূপ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বাহিরে নিজের স্বরূপ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গ্রীবাদেশে গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জামালা ধারণ করিয়াছেন। এখানে দেহকে সুমেরু পর্বতের সহিত, এবং মস্তককে তাহার শিখরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তান্ত্রিক মতে মস্তকে অমৃতাধার সহস্রার পদ্ম থাকে, এখানেও মস্তকে এক মহাসুখচক্রের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মকায় বা তথতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের বোধিচিত্তরূপ শবর প্রকৃতপক্ষে বজ্রধর, কিন্তু এখন সংবৃত্তি-হেতু পাগল অর্থাৎ বিষয়-বিহ্বল অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। আর তাঁহার স্বরূপ প্রকৃতিও নৈরাত্মা, কিন্তু তিনিও নানাপ্রকার ভাববিকল্পরূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়া আত্মগোপন করিয়াছেন। এই অবস্থায় উভয়ের কিরূপে মিলন হইতে পারে তাহাই এই চর্য্যায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সাধনায় একাগ্রতা জন্মিলে স্বয়ং ইষ্টদেব আসিয়া সিদ্ধির সন্ধান দিয়া যান। এখানেও নৈরাত্মা শবরী সাধককে আশাস দিয়া বলিতেছেন—হে বিষয়বিহ্বলচিত্ত অতএব

উন্মত্ত শবর, তুমি বিষয়ানন্দে মত্ত হইয়া আমাকে চিনিতে ভুল করিও না, ইহা তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি। আমার এই বাহ্যিক সাজসজ্জা দেখিয়া তোমার হয়ত ভ্রান্তি জন্মিয়াছে এবং আমাকে পরস্ত্রী বলিয়া ভুল করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট বলিতেছি যে, আমি সহজসুন্দরী নামে তোমার নিজের গৃহিণী বা স্বরূপপ্রকৃতি, অতএব আমার সহিত মিলিত হইতে দ্বিধা করিও না। আমার এই যে বাহ্যিক সাজসজ্জা দেখিতেছ তাহার কারণ বলিতেছি। দেহরূপ সুমেরুর অবিদ্যারূপ তরু নানাপ্রকার বিষয়ানন্দে মুকুলিত হইয়া রহিয়াছে, আর ইহার পঞ্চস্কন্ধাত্মক শাখাপ্রশাখা গগন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সর্বসঙ্গবিরহিতা নৈরাত্মা শবরী এই কায়পর্বতবনেই জ্ঞানমুদ্রাদিরূপ কুণ্ডল কর্ণে ধারণ করিয়া, বজ্র বা শূন্যতাকে অবলম্বন করত যুগনদ্ধরূপে অর্থাৎ সহজানন্দে বিহার করিতেছে। অতএব এই বাহ্যিক অবিদ্যাপ্রপঞ্চের অভ্যন্তরে আমাকে অনুভব কর।

এইরূপ নির্দ্দেশ পাইয়া নৈরাত্মাকে লাভ করিবার জন্য শবর পরিশুদ্ধ কায়বাক্-চিত্তরূপ ত্রিধাতুকে খট্টারূপে পাতিত করিয়া এবং তাহার উপর মহাসুখরূপ শয্যা বিছাইয়া নৈরাত্মা দেবীর প্রেমে প্রথমতঃ অবিদ্যাপ্রপঞ্চরূপ অন্ধকার রজনী অতিবাহিত করিলেন, পরে প্রভাস্বর-চিত্তরূপ তাম্বূল কর্পূরের সহিত আহার করিয়া অর্থাৎ চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করিয়া নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করত মহাসুখজ্ঞানরশ্মি দ্বারা ক্লেশান্ধকার-রজনী নাশ করিলেন। এইরূপে উভয়ের মিলন সংসাধিত হইল।

সাধককে এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে গুরুর উপদেশরূপ ধনুকে নিজের মনোরূপ বাণ সংযোজিত করিয়া একশরনির্ঘোষে পরমনির্বাণ বিদ্ধ করত অবিদ্যাবাসনা-দোষ নাশ করিতে হয়।

এখন এই অবস্থায় উপনীত হইয়া সহজানন্দপানে প্রমত্ত শবরের চিত্ত জ্ঞানানন্দ-গন্ধে চালিত হইয়া গুরুতর আবেগের সহিত শিরস্থিত মহাসুখচক্রে প্রবেশ করিয়া তাহাতে এমনভাবে লীন হইয়া গিয়াছে যে, অনুসন্ধান করিয়া তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। ইহাই পরমনির্বাণ।

টীকা

১-২ উঁচা উঁচা পাবত :—"যোগীন্দ্রস্য স্বকায়কঙ্কালদণ্ড-সমুন্নতং সুমেরুশিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে"—টীকা। কায়কঙ্কালদণ্ডই সুমেরুপর্বত। তাহার উন্নত শিখরে অর্থাৎ মস্তকে অবস্থিত মহাসুখচক্রে। তুলনীয়—

"বরঃ শ্রেষ্ঠো গিরিঃ কঙ্কালরূপো মেরুগিরিঃ।

যথা—

কঙ্কালদণ্ডরূপো হি সুমেরুগিরিরাট্ তথেতি।" (দোহা, ১২৭ পৃঃ)

এবং—

"বরগিরিশিহর উতঙ্গ মণি শবরে জহিঁ কিঅ বাস।"

অর্থাৎ—“ পূর্বোক্তগিরিস্থানে শিখরং শৃঙ্গং তদেব মহাসুখাধারত্বাৎ উত্তুঙ্গং মহৎ” ইত্যাদি (দোহা, ১৩০ পৃঃ)।
বসই সবরী বালী :—“ পবিধর-শবরস্য গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা বসতি ”—টীকা। বজ্রধর শবরের গৃহিণী জ্ঞানস্বরূপিণী নৈরাত্মা বাস করেন।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ :—“ নানাবিচিত্রপক্ষবিকল্পরূপং স্বরূপেণাধিবাস্যতয়া পরিধানমলঙ্কারং কৃতম্ ”—টীকা। ভাববিকল্পরূপ ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা নিজের স্বরূপ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তুলনীয়—“ ময়ূরপুচ্ছপরিধানো ম্লেচ্ছঃ কিরাতঃ। পত্রপরিধানঃ শবরঃ ” (ভরতকৃত অমরকোষের টীকা)।
গিবত গুঞ্জরী মালী :—“ গ্রীবায়াং সম্ভোগচক্রে গুহ্যমন্ত্রমাবিকে'পি বিধৃতা ” --টীকা। গ্রীবাতে গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জামালা ধারণ করিয়া। গলাতে সম্ভোগ-চক্রের অধিষ্ঠান কল্পিত হইয়াছে।

৩-৪ উমত সবরো :—“ ভগবতী নৈরাত্মা ভাবকায়াশ্বাসং দদাতি—ভো উন্মত্ত বিষয়-বিহ্বলচিত্ত শবর ”—টীকা। নৈরাত্মা দেবী সাধককে আশ্বাস দিয়া ইহা বলিতেছেন। একাগ্রচিত্তে সাধনা করিলে এইরূপ আশ্বাস পাওয়া যায়, যথা—

যো'ন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি (ভাগবত, ১১।২৯।৬)।

অন্যত্র—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।। (চৈঃ চঃ, মধ্যের দ্বাবিংশে)।

বিষয়বিহ্বলচিত্ত অতএব উন্মত্ত শবরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে।
মা কর গুলী :—“ আনন্দাদিবিকল্পং মা কুরু ”—টীকা। বিষয়ানন্দে মত্ত হইয়া ভুল করিও না। তুলনীয়—

ণিঅ সহাব ণউ লক্খই কোই। (দোহা, ৯৫ পৃঃ)।

গুহাড়া তোহোরি :—তোমাকে বিনয় করি। তুলনীয়—গোহার অর্থে আবেদন, অনুরোধ (চাঃ, ৪৪১ পৃঃ)।
ণিঅ ঘরিণী ইত্যাদি :—“ অহং তব গৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা সহজসুন্দরীতি ”—টীকা। আমি তোমার নিজের গৃহিণী বা স্বরূপপ্রকৃতি, এবং আমার নাম সহজসুন্দরী।

৫-৬ নানা তরুবর ইত্যাদি :—“ অস্য কায়সুমেরোঃ তরুবরম্ অবিদ্যারূপম্। আনন্দাদিমন্ত্রেণ নানাপ্রকারেণ মুকুলিত-নিজরূপং গতম্। ডালঞ্চ পঞ্চস্কন্ধং গগনে প্রভাস্বরে লগ্নম্ ”—টীকা। দেহরূপ সুমেরুর অবিদ্যারূপ তরু বিষয়ানন্দে নানাপ্রকারে মুকুলিত হইয়াছে, এবং তাহার পঞ্চস্কন্ধরূপ ডালও গগনে লগ্ন হইয়াছে, অর্থাৎ গগন আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে।

একেলী সবরী ইত্যাদি :—" অতএব সা নৈরাত্মা এককা। কর্ণেতি নানা-স্থানে কুণ্ডলাদিপঞ্চমুদ্রানিরংশুকালঙ্কারং কৃত্বা বজ্রমুপায়জ্ঞানং বিধৃত্য যুগনদ্ধ-রূপেণ অত্র কায়পর্বতবনে হিণ্ডতি ক্রীড়তি "—টীকা। উক্ত প্রকার অবিদ্যা-প্রপঞ্চের প্রভাবমুক্ত অতএব বিষয়সঙ্গবিরহিত বলিয়া নৈরাত্মা একক। জ্ঞানাদি-পঞ্চমুদ্রারূপ কুণ্ডলাদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া এবং প্রজ্ঞা ও উপায়কে যুগনদ্ধরূপে ধারণ করিয়া সে এই কায়পর্বতবনেই বিহার করিতেছে। তুলনীয়—" নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক " (চর্য্যা—৩২)। এই দেহ-মধ্যেই পরতত্ত্ব অবস্থান করে, দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

৭-৮ তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা ইত্যাদি :—" ত্রৈধাতুকং কায়বাক্‌চিত্তং সুখপ্রভাস্বরে নিলয়িত্বা তেন মহাসুখেন শয্যাং কৃত্বা "—টীকা। কায়বাক্‌চিত্তরূপ ত্রিধাতুকে প্রভাস্বর-সুখরূপ খট্টায় পরিণত করিয়া, এবং তাহাতে সুখশয্যা বিছাইয়া। সবরো ভুজঙ্গ :—" শববচিত্তবজ্রভুজঙ্গেন সহ "—টীকা। এখানে শবরের চিত্তকে ভুজঙ্গ বলা হইয়াছে। টীকাতে " নৈরাত্মা শবরের সহিত প্রেমে রাত্রি পোহাইল," এইরূপ অর্থ বৃত হইয়াছে, কিন্তু চর্য্যার পাঠে " শবর নৈরাত্মার সহিত প্রেমে রাত্রি পোহাইল " এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নৈরামণি দারী :—" দারিকেতি ক্লেশান্ দারয়তীতি দারিকা নৈরাত্মা "—টীকা। ক্লেশ নাশ করেন যিনি তিনি দারিকা। নৈরাত্মাকে বুঝাইয়াছে। রাতি পোহাইলি :—" রজন্যন্ধকারং প্রজ্ঞোপায়বিকল্পং নাশিতম্ "—টীকা। বিকল্পকে অন্ধকার রজনীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৯-১০ হিঅ তাঁবোলা ইত্যাদি :—" হৃদয়ং প্রভাস্বরং তাম্বূলেনাধিমুচ্য (?) কর্পূরং যুগনদ্ধরূপেণ ফলহেতুসম্বন্ধেন তমধিমুচ্য "—টীকা। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা-বৃদ্ধির জন্য পানের সহিত কর্পূর খাইয়া। এখানে হৃদয়কে তাম্বূলের সহিত এবং প্রভাস্বর কর্পূরকে শূন্যতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করিয়া।

সুন নৈরামণি :—" শূন্যমিতি সৈব সর্বাকারবরোপেত-শূন্যতা নৈরাত্মজ্ঞান-যোগিনী "—টীকা। সর্বশূন্য নৈরাত্মা।
কণ্ঠে :—" সম্ভোগচক্রে "।
রাতি পোহাই :—" রজনীতি স্বকায়ক্লেশতমঃ স্বয়ং নাশিতম্ "—টীকা। ক্লেশান্ধকার রজনী নাশ করে।

১১-১২ গুরুবাক ইত্যাদি :—" সদ্‌গুরুবাক্যেন ধনুঃ কৃত্বা নিজমনোবোধিচিত্তেন বাণং চ "—টীকা। গুরুর উপদেশরূপ ধনুতে নিজের মনোরূপ বাণ সংযোজিত করিয়া। তুলনীয়—

প্রণবো ধনুঃ শর আত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্মুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ (মুণ্ডকোপ. ২।২।৪)।

একে শরসন্ধানেঁ ইত্যাদি :—" একশরনির্ঘোষেণ তমভ্যস্যমানঃ সন্ তেন নির্বাণেন ময়া শবরপাদেন অনাদ্যবিদ্যা-বাসনাদোষো হি হতঃ"—টীকা। এক শরসন্ধানে নির্বাণ বিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ লাভ করিয়া অবিদ্যাজাত বাসনা-দোষ শবর নাশ করিলেন।

১৩-১৪ উমত সবরো :—" সহজপানপ্রমত্তো মম চিত্তবজ্রো হি শবরঃ"—টীকা। সহজানন্দপানে প্রমত্ত শবরের চিত্ত।

গরুআ রোষে :—" জ্ঞানানন্দগন্ধেন প্রেরিতঃ সন্"—টীকা। জ্ঞানানন্দের আবেগে প্রেরিত হইয়া।

গিরিবর-সিহর-সন্ধি :—" মহাসুখচক্র-নলিনীবনোদ্দেশেন প্রচলিতঃ"—টীকা। মহাসুখচক্রের দিকে গমন করিল।

লোড়িব কইসে :—" তত্র নিমগ্নে সতি ময়া সিদ্ধাচার্য্যেণ কথম্ অন্বেষয়িতব্যঃ" —টীকা। সেখানে যাইয়া লীন হইয়া গেল, অতএব তাহাকে কোথায় খুঁজিব ?

২৯

রাগ পটমঞ্জরী—লুইপাদানাম্—

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস[১] সংবোহেঁ কো পতিআই ॥
লুই ভণই বট[২] দুলক্খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥
জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম-বেএঁ বখাণী ॥
কাহেরে কিস[৩] ভণি[৩] মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥
লুই ভণই মই ভাইব[৪] কিস।
জা[৫] লই অচ্ছম তাহের[৫] উহ ণ দিস ॥

পাঠান্তর

১ আইস, ক ;
২ বঢ়, খ ;
৩-৩ কিষভণি, ক ;
৪ ভাবই, খ ;
৫-৫ জালই অচ্ছমতা হের, ক।

ভাবানুবাদ

ভাবের অস্তিত্ব নাই অভাবে অলয় ।
এইভাবে সত্য কেহ করে যে প্রত্যয় ।।
লুই বলে—সহজের দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান ।
ত্রিধাতুর দ্বারে তার না পাই সন্ধান ।।
যার বর্ণচিহ্নরূপ কিছুই না জান ।
তা কিরূপে বেদাগমে করিবে ব্যাখ্যান ।।
কার কি বলিয়া আমি মিটাইব পৃচ্ছা ।
জলে প্রতিভাত চন্দ্র সাচ্চাও না মিচ্ছা ।।
লুইপাদ বলে মোর ভাব্য কিছু নাই ।
যা লইয়া আছি তার দিশা নাহি পাই ।।

মর্ম্মার্থ

বিজ্ঞান ও অনুভূতি এই উভয়ের পার্থক্য এই পদে প্রদর্শিত হইতেছে। যুক্তির সাহায্যে তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাবের অর্থাৎ জগতের কোনই অস্তিত্ব নাই, কারণ ইহা অনিত্য এবং শূন্যস্বভাব, এবং ইহা অসৎ বা রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় বিকল্পাত্মক বলিয়া ইহার অভাবেও কিছু লোপ পাইয়া যায় না। কিন্তু এই প্রকার যুক্তি দ্বারা সহজানন্দ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি জন্মিতে পারে কি? প্রকৃতপক্ষে সহজানন্দ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া দুর্লক্ষ্য, অতএব যাঁহারা ত্রিধাতুর অর্থাৎ কায়বাক্‌চিত্তের সাহায্যে উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন তাঁহারা বালযোগী বা অজ্ঞ। তাঁহাদের যে ইহার অনুভূতি জন্মে তাহা আমার বোধ হয় না, কারণ যুক্তি মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ, আর অনুভূতি হৃদয়ের। অতএব যুক্তি দ্বারা আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি জন্মিতে পারে না।

যাহার বর্ণচিহ্নরূপাদি অর্থাৎ কিছুই জানা যায় না, তাহা আগম-বেদাদি শাস্ত্র কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? আবার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াও ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বুঝান যায় না। জলে প্রতিফলিত চন্দ্র যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, যোগীর নিকটে ভাবসমূহও সেইরূপ প্রতিভাত হয়। ইহা অবর্ণনীয়, কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়ীভূত। ভাব্যভাবকভাবনার অভাবে অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকভাববিরহিত অবস্থায় যোগীর নিকট কিছুই ভাব্য থাকিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় উপনীত সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ বলিতেছেন যে, অতীন্দ্রিয় সহজানন্দে মগ্ন থাকিয়া তিনি এখন দিশা-হারা হইয়া পড়িয়াছেন।

টীকা

১-২ "ভাবস্তাবৎ তত্ত্বন্ন ভবতি। যস্মাৎ পিণ্ডগ্রহাণুভেদে বিচারেণ ভাবস্যোপলম্ভো ন বিদ্যতে"—টীকা। অর্থাৎ ভাবের অস্তিত্ব নাই, কারণ তত্ত্ব-বিশ্লেষণে সর্বভাবই বিকল্পাত্মক বলিয়া ইহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে উপলব্ধি হয় না। হোই :—ভূ-স্থানে হো + (লট্) তি-স্থানে ই = হোই। অস্তিত্ববোধক। "অভাবো'পি ন ভবতি অসদ্রূপত্বাৎ"—টীকা। অর্থাৎ ভাবেরই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন তাহার আবার অভাব কি ?

অইস সংবোহেঁ ইত্যাদি :—"ঈদৃক্-সম্বোধেন কো'পি সত্ত্বঃ তত্ত্বং প্রতীতিকরোতি"—টীকা। অর্থাৎ—কেহ কেহ এইভাবে পরমার্থ-তত্ত্ব বুঝিয়া থাকে।

অইস :—ঈদৃশ।
সংবোহেঁ :—সম্বোধেন অর্থাৎ সম্যক্ বোধের দ্বারা।
পতিআই :—প্রতীতিকরোতি। প্রত্যয় করে।

৩-৪ বট :—প্রকৃতপক্ষে।

দুলক্‌খ :—দুর্লক্ষ্যম্—টীকা। লুই বলেন যে, সহজতত্ত্ব দুর্লক্ষ্যই বটে।

বিণানা :—বিজ্ঞানম্ ; "তত্ত্বম্"—টীকা।

তিঅ ধাএ :—"ত্রৈধাতুকং কায়বাক্‌চিত্তে"—টীকা। কায়বাক্‌চিত্তরূপ ত্রিবিধ উপায়ে।

বিলসই :—"বিলসতি, ক্রীড়তি"—টীকা।

উহ লাগে না :—"ন উহে ন জানামি"—টীকা। সহজতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া কায়বাক্‌চিত্তের দ্বারা যে ইহা কিরূপে অনুভব করা যায় (টীকার মতে বালযোগীরা কিরূপে অনুভব করে) তাহা আমি (লুইপাদ) বুঝিতে পারি না। তুলনীয়—

> ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জায়।
> কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমায়।। (চর্য্যা—৪০)

৫-৬ জাহের :—যস্য কেরক। "যস্য তত্ত্বস্য"—টীকা।

বাণচিহ্নরূব :—"বর্ণ চিহ্নরূপম্"—টীকা। অর্থাৎ যাহার কোন লক্ষণেরই সন্ধান পাওয়া যায় না।

সো কইসে ইত্যাদি :—"সো'পি কথং নানাকাব্যে বিনয়াগমশাস্ত্রে বেদে ব্যাখ্যায়তে"—টীকা। অর্থাৎ কোন শাস্ত্রই সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

৭-৮ "কস্য কিমুক্ত্বা ময়া সিদ্ধান্তঃ প্রদাতব্যঃ"—টীকা। কি বলিয়া আমি কাহার প্রশ্নের সমাধান করিব?

উদক-চান্দ ইত্যাদি :—"যথোদকচন্দ্রঃ ন সত্যং ন মৃষা ভবতি তদ্বদ্‌যোগীন্দ্রস্য ভাবগ্রাম-প্রতিভাসঃ। স কিমর্থো বক্তুং যুজ্যতে। অর্থঃ তত্র প্রতীতিং করোতি অবচনত্বাৎ"—টীকা। জলে প্রতিফলিত চন্দ্র যেমন সত্যও না মিথ্যাও না, সেইরূপ যোগীর নিকট ভাবগ্রাম প্রতিভাত হয়। ইহা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল অনুভব করা যায় মাত্র।

তুলনীয়—

অবিম্বিতস্য চন্দ্রস্য চলনে কর্ত্র কর্ত্তৃতে।
ন সত্যে নানৃতে যদ্বৎ তদ্বৎ কালস্য স্থষ্টিষু॥
(যোগবাশিষ্ঠ, ৪।১০।১৪)

অর্থাৎ—জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন জলের প্রচলনে প্রচলিত প্রায় দৃষ্ট হয়, এবং তাহা যেমন সত্যমিথ্যাব অতিরিক্ত, অর্থাৎ অনির্বাচ্য সেইরূপ কালের স্থষ্টিও সত্যমিথ্যার অতিরিক্ত।

পিরিচ্ছা :—পৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা।

সাচ :—সত্য--সচ্চ—সাচ।

মই :—ময়া। দিবি :—দাতব্য।

৯-১০ ভাইব কিস :—"ভাব্যভাবকভাবনাভাবেন কিং ভাব্যম্"—টীকা। ভাব্য-ভাবকভাববিরহিত অবস্থায় ভাবিবার বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে হয়।

ভাইব :—ভাব্য হইতে।

জা লই ইত্যাদি :—"যশ্চতুর্থরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠামি তস্যোদ্দেশং ন উহে ন পশ্যামি"—টীকা। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে চতুর্থ বা কায়বাক্‌চিত্তের অতীত আনন্দের অনুভূতি থাকে না, অতএব তাহাতে নিমগ্ন হইয়া দিশাহারা হইতে হয়। লুইপাদ বলিতেছেন যে, তিনি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

তুলনীয়—

তদা চিত্তং ন পশ্যামি ক্ব গতং ক্ব স্থিতং ভবেৎ। (টীকা)

অচ্ছম :—এক্ষেতি হইতে অচ্ছ-ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে (চা, ১০৩৫ পৃঃ)। অচ্ছ + লটের মি-জাত ম।

উহ ণ দিস :—"উদ্দেশং ন উহে ন পশ্যামি"—টীকা।

৩০

রাগ মল্লারী—ভুসুকুপাদানাম্—

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ[১] ।।
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ ।।
জাসু সুনন্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুরে[২] ণিঅ মন দে[৩] উলাল[৪] ।।
বিসঅ বিশুদ্ধেঁ[৫] মই বুজ্‌ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ।।
এ তৈলোএ[৬] এত বিসারা[৭] ।
জোই ভুসুকু ফেড়ই[৮] অন্ধকারা ।।

পাঠান্তর

১ দলিয়া, ক ;
২ নিহুএ, খ ;
৩ ণ দে, ক ;
৪ উলাস, ক ;
৫ বিশুদ্ধিঁ, ক ;
৬ তিলোএ, খ ;
৭ বিষারা, ক ; বি সারা, খ ;
৮ হেত্তই, ক।

ভাবানুবাদ

করুণা-স্বরূপ মেঘ সদা প্রস্ফুরিত।
ভাবাভাব-বিকল্পাদি করি বিদলিত ।।
গগনের মাঝে রাজে অতি অপরূপ।
দেখরে ভুসুকু তুমি সহজ-স্বরূপ ।।
যাহা শুনি ইন্দ্রজাল হয় বিদূরিত।
নির্বিকল্পে নিজ মন হয় উল্লসিত ।।
বিষয়বিশুদ্ধিহেতু জেনেছি আনন্দে।
গগন উজলি যেন বিরাজিত চান্দে ।।
এ ত্রিলোকে আনন্দের এতই বিস্তার।
যার উদয়ে যোগীর ঘচে অন্ধকার ।।

মর্ম্মার্থ

মহাসুখানন্দে প্রমত্ত ভুসুকুপাদ বলিতেছেন যে, করুণারূপ মেঘ অবিরত স্ফুরিত হইয়া এবং ভাবাভাব বা গ্রাহ্যগ্রাহকাদি বিকল্প বিদলিত করিয়া যেন সহজশূন্যতায় আশ্চর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছে, ইহা তিনি অনুভব করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ণ সিদ্ধির অবস্থায় যখন তাঁহার চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়াছে, তখন গ্রাহ্যগ্রাহকভাব তিরোহিত হইয়া প্রভাস্বর সহজশূন্যতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং তাহাতে তিনি করুণার নিরন্তর স্ফূর্ত্তি অদ্ভুতরকমে অনুভব করিতেছেন।

এইরূপ সহজানন্দের অনুভূতি জন্মিলে অবিদ্যাজাত ভববিকল্পরূপ ইন্দ্রজাল তিরোহিত হয়, অথবা ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং নির্বিকল্পাকারে নিজের মন আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে।

তখন বিষয়বিশুদ্ধিহেতু অর্থাৎ ভাবগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়াতে সর্ববিধ দুঃখের কারণ পার্থিব মোহ তিরোহিত হওয়ায় বিমলানন্দের অনুভূতি জন্মে। ইহা কিরূপ? অন্ধকার দূরীভূত করত গগন উজ্জ্বল করিয়া যেমন পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করে, এই আনন্দও সেইরূপ মোহান্ধকার ধ্বংস করিয়া নির্ম্মল হৃদয়াকাশে উদিত হয়।

এই আনন্দের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া এখন তন্ময়ভাবে ভুসুকু বলিতেছেন যে, ত্রিলোকময় তিনি আনন্দের বিস্তার অনুভব করিতেছেন, এবং তাঁহার মোহান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে।

টীকা

১-৪ করুণা মেহ :—করুণাকে এখানে মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

নিরন্তর :—অন্তর বা ভেদরহিত অবস্থায়, অর্থাৎ নিবিড়ভাবে। অথবা—সর্বদা।

ফরিআ :—স্ফুরিত্বা, পূর্ণবিকশিত হইয়া। অথবা "ফরই" "অনুদিনং স্ফরতি ক্রীড়তীত্যর্থঃ" (টীকা—চর্য্যা—৪২)। তুলনীয়—সঞ্চরিত্বা (তিব্বতীয় টীকা)—সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া।

ভাবাভাব দ্বন্দল :—"ভাবাভাবং গ্রাহ্যগ্রাহকাদি-বিকল্পম্"—টীকা। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে দৃশ্য এবং দ্রষ্টার অভাব হয়। দ্বন্দল :—এই উভয়ই। তুলনীয়—"ভাব ন হোই, অভাব ন জাই" (চর্য্যা—২৯)।

দলিআ :—"দলিত্বা। নিঃস্বভাবীকৃত্য"—টীকা।

উইত্তা :—উদিতঃ।

গঅণ :—প্রভাস্বর-শূন্যতায়। করুণা ও শূন্যের মিলনের উল্লেখ—

"নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী" (চর্য্যা—১৩)।

"সুনকরুণরি অভিনবারে" ইত্যাদি (চর্য্যা—৩৪)।

সহজ সরুআ :—"সহজানন্দস্বরূপং পশ্য জানীহি"—টীকা।

৫-৬ জাস্থ সুনস্তে :—" যস্য সহজানন্দস্য প্রতীক্ষণে "—টীকা। যে সহজানন্দ সম্বন্ধে জানিয়া।

ইন্দিআল :—" ইন্দ্রিয়সমূহম্ "—টীকা। কিন্তু তিব্বতীয় ব্যাখ্যায় " ইন্দ্রজাল " বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়দ্বারেই ভ্রান্তি উৎপাদিত হয় বলিয়া উভয়ই একার্থ-বোধক।

তুটই :—" ত্রুট্যতি পলায়তে "—টীকা।

নিহুরে :—" নিভৃতেন নির্বিকল্পাকারেণ "—টীকা। নিভৃত শব্দ হইতে নির্বিকল্পাকারে অর্থাৎ যাবতীয় বিকল্পরহিত অবস্থায়।

দে উলাল :—" সহজোল্লাসং দদাতীতি "—টীকা। অতএব পাঠান্তরের উলাস শব্দও সমর্থনযোগ্য। অত্যনুপ্রাসের জন্য উলাল। " উল্লোলং তরঙ্গম্ " (চর্য্যা—১৩—টীকা)। সহজানন্দের হিল্লোল অর্থে।

৭-৮ বিসঅ বিশুদ্ধেঁ :—" বিষয়াণাং বিশুদ্ধ্যা "—টীকা। বিষয়সমূহের অর্থাৎ ভাব-গ্রামের বিশুদ্ধিহেতু। ইহাদের যে অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র ইহা বুঝিতে পারিয়া।

বুজ্ঝিঅ আনন্দে :—" বিরমানন্দে পরমানন্দমবগম্য "—টীকা। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে ভ্রান্তি দূরীভূত হওয়াতে বিষয়াসক্তির নিরসন হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পার্থিব দুঃখের অবসানহেতু আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। ইহা কিরূপ? অন্ধকার নাশ করিয়া গগন উজ্জ্বল করিয়া যেমন চন্দ্র বিরাজ করে। এখানে মোহকে অন্ধকারের সহিত, চন্দ্রকে আনন্দের সহিত, এবং হৃদয়কে গগনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। " সহজানন্দচন্দ্রেণ মোহান্ধ-কারং নাশিতমিতি "—টীকা।

৯-১০ তৈলোএ :—ত্রিলোকে।

এত বিসারা :—"এতস্মিন্ ত্রিলোকে চতুর্থানন্দব্যতিরেকান্নান্য উপায়োঽস্তি " —টীকা। ত্রিলোকে আনন্দব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। অতএব আনন্দের বিস্তৃতি লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া " বিস্তার " শব্দ হইতে " বিসার " হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। " বিশিষ্ট সার " অর্থ গ্রহণ করিলে " আনন্দই একমাত্র সার " এইভাবেও আনন্দের ত্রিলোক-ব্যাপকতা লক্ষিত হয়।

ফেড়ই অন্ধকারা :—" ক্লেশান্ধকারং স্ফেটয়তি "—টীকা।

৩১

রাগ পটমঞ্জরী—আর্য্যদেবপাদানাম্—

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হো[১] ণঠা[২] ।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা ।।
অকট করুণা[৩]-ডমরুলি বাজঅ ।
আজদেব ণিরাসে রাজই[৪] ।।
চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ[৫] ।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসই[৬] ।।
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার ।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর ।।
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ ।
ভয় ঘিণ দূর ণিবারিউ ।।

পাঠান্তর

১ হোই, খ ;
২ ণঠা, ক ;
৩ করুণ, খ ;
৪ রাজঅ, খ ;
৫ পড়িভাসঅ, খ ;
৬ পইসঅ, খ ।

ভাবানুবাদ

মনেন্দ্রিয়-পবনাদি যাহে হয় নষ্ট ।
না জানি আমার আত্মা কোথায় প্রবিষ্ট ।।
করুণা-ডমরু কিবা অদভুত বাজে ।
নিরালম্বে আর্য্যদেব তাই এবে রাজে ।।
চন্দ্রসহ চন্দ্রিকার যথা পরিণতি ।
চিত্ত-নাশে বিকল্পাদি পায় সেই গতি ।।
ভয় ঘৃণা লোকাচার ছাড়িয়াছি সব ।
গুরুবাক্যে দেখি এবে শূন্যময় ভব ।।
সর্বদোষ আর্য্যদেব বিফল করেছে ।
ভয়-ঘৃণা নিবর্ত্তিয়া দূর করিয়াছে ।।

মর্ম্মার্থ

রমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হইলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহাই সিদ্ধাচার্য্য আর্য্যদেব এই চর্য্যাতে বিবৃত করিয়াছেন। চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ, কিন্তু নির্বাণে চিত্তই লয়প্রাপ্ত হয়। চিত্ত লয়প্রাপ্ত হইলে মন-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অনুভূতির অতীত অবস্থায় যাইয়া উপনীত হইতে হয়। অতএব সেই সময়ে আত্মা যে কোথায় যাইয়া প্রবিষ্ট হয় তাহা ধারণা করা যায় না। আর্য্যদেব বলিতেছেন যে, ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে করুণারূপ ডমরুর অনাহত অতএব কার্য্যকারণরহিত অদ্ভুত ধ্বনি উত্থিত হয়, এবং তিনি সর্বধর্ম্মের উপলব্ধিবিহীন হইয়া নিরালম্বে বিরাজ করিতে থাকেন।

এখন বিষয়সমূহের স্বরূপ-সম্বন্ধে বলা হইতেছে। চন্দ্র অস্তগত হইলে যেমন তাহার জ্যোৎস্নাও লোপ পায়, সেইরূপ চিত্ত নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়া সহজ-জ্যোতিঃতে প্রবেশ করিলে তৎসহ বিষয়াদির অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিকল্পেরও অবসান হয়। এই হেতু ভয়ঘৃণাদি লোকাচার আর্য্যদেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং গুরুর উপদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ তাহা অনুসরণ করিতে করিতে, তিনি এখন সর্বভাবের শূন্যতার বা অস্তিত্বহীনতার ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। তখন তাঁহা দ্বারা যাবতীয় সংসার-দোষ বিফলীকত হইয়াছে, এবং তিনি ভয়ঘৃণা প্রভৃতি নিরাকৃত করিয়া দূরীভূত করিয়াছেন।

টীকা

১-২ "যস্মিন্ প্রভাস্বরে * * বিষয়পবনেন্দ্রিয়াদিকং নিঃস্বভাবীকরণম্, তত্র প্রবিষ্টে সতি * * চিত্তরাজস্যোদ্দেশং ন জানামি ক্ব গতঃ।"—টীকা। অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবার পর তত্ত্বালোকের উদয় হইলে বিষয়ের উপলব্ধিকারী মননেন্দ্রিয়াদির কার্য্য লোপ পায়। তখন চিত্তও তথায় প্রবিষ্ট হইয়া যে কোথায় লীন হইয়া যায় তাহা ধারণা করা যায় না। কারণ এই অবস্থা অনুভূতি-সাপেক্ষ নহে।

জহি—যস্মিন্ (টীকা)। যে তত্ত্বালোকে।

মণ ইন্দিঅ পবণ—মন ইন্দ্রিয় পবন। ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, এজন্য মনকে প্রধান ইন্দ্রিয় বলে। চক্ষু দেখিতেছে, কিন্তু অন্যমনস্ক হইলে তাহার অনুভূতি জন্মে না। অতএব এখানে মনোরূপ প্রধান ইন্দ্রিয়ই লক্ষিত হইতেছে। পবণ—২১শ চর্য্যার টীকায় চঞ্চলতা-হেতু চিত্তপবনকে মূষিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (মূষকঃ সন্ধ্যাবচনেন চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যঃ)। অন্যত্র মন এবং পবন চঞ্চলতা-হেতু তুরঙ্গের সহিত উপমিত হইয়াছে (দোহা, ৯৯ পৃঃ)। এইজন্য মনের সহিত পবনের উল্লেখের সার্থকতা লক্ষিত হইবে। তুলনীয়—

> নেহ চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
> চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্মো বহ্নের্দ্ধর্ম্মো যথোষ্ণতা ।। (যোগবাশিষ্ঠ, ৩।১১২।৫)

অর্থাৎ—চাঞ্চল্যবিহীন মন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য বলা যায় যে, মনের চঞ্চলতা বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক।

হো :—অপি-জাত ও, হো। তু°—"পবণ হো কৃখঅ জাই"—(দোহা, ৯৩ পৃঃ)। অথবা পাঠান্তরের ভবতি হইতে হোই। অর্থের কোনই বিভিন্নতা নাই।

ণঠা :—নষ্ট ; টীকায়—নিঃস্বভাবীকরণম্।

অপা :—আত্মা ; টীকায়—চিত্তরাজ। তু°—অপ্প, অপ্পাণ (আত্মানম্)—(দোহা, ১১৯ পৃঃ)।

পইঠা :—প্রবিষ্ট।

৩-৪ অকট—আশ্চর্য্যম্ (টীকা)। তু°—অক্কট (দোহা, ১১০ পৃঃ) এবং অকট (চর্য্যা—৪১)। ইহা হইতে বাঙ্গালায় আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া অর্থে অকাট শব্দ ব্যবহৃত হয়।

করুণা-ডমরুলি :—করুণাকে ডমরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চিত্তবিমুক্ত ব্যক্তিগণের চারিটি অবস্থার নাম মেত্তা (মিত্রতা), করুণা, উপেখা (উদাসীনতা), এবং মুদিতা (উৎফুল্লতা)। তন্মধ্যে এখানে করুণা ও উদাসীনতার উল্লেখ রহিয়াছে। একটি দোহায় আছে—অদ্বয় চিত্ততরুর ফল করুণা (দোহা, ১১৯ পৃঃ)। অন্যত্র—"করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং বোদ্ধব্যম্" (চর্য্যা—৮—টীকা)। "করুণেতি স্বাধিষ্ঠানচিত্তরূপং চিত্তং বোদ্ধব্যম্" (টীকা, চর্য্যা—১২)। এই ডমরুকে টীকায় অনাহত বলা হইয়াছে। কার্য্যকারণ-রহিত বলিয়া অনাহত শব্দে নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। টীকাতে—অনাহতং হতং জ্ঞানং বিবুধ্যতে।

আজদেব :—সিদ্ধাচার্য্য আর্য্যদেব—এই চর্য্যা রচয়িতা নিজের সম্বন্ধেই বলিতেছেন।

ণিরাসে :—নিরালম্বে। টীকায়—নিরালম্বেন সর্বধর্ম্মানুপলম্ভযোগেন রাজতে। ভবজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে নিরালম্ব বা মুক্তচিত্তের লক্ষণ উদাসীনতা।

রাজই :—রাজতে শোভতে—টীকা।

৫-৬ "যথা অস্তং গতে চন্দ্রমসি তস্য চন্দ্রিকা তত্রৈব অন্তর্ভবতি তথা চিত্তরাজো'পি যদা অচিত্ততাং গচ্ছতি, প্রভাস্বরং বিশতি, তদা তস্য বিকল্পাবলী তত্রৈব লীনা ভবতি"—টীকা। চন্দ্রের সহিত যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত হয়, সেইরূপ চিত্তের সহিত তাহার বিকল্পাদিও নষ্ট হয়।

চান্দরে :—চন্দ্র-সম্বন্ধে অর্থে ৪র্থী বিভক্তি। তু°—করিণিরে (চর্য্যা—৯), তোহোরে (চর্য্যা—১৮)।

চান্দকান্তি :—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না।

জিম :—প্রাকৃত রূপ, বাঙ্গালা যেমন। যাদৃশং—টীকা (দোহা, ৯৪, ১১৪ পৃঃ)।

পতিভাসঅ :—প্রতিভাসতি।

চিঅ :—চিত্ত।

বিকরণে :—চিত্তের অচিত্ততা—টীকা। বি উপসর্গ এখানে নিষেধবাচী। করণ অর্থে ইন্দ্রিয়। বিকরণে অর্থাৎ চিত্তের ইন্দ্রিয়ত্ব অতএব অস্তিত্ব লোপ পাইলে। ভাবে ৭মী।

তহিঁ :—তত্রৈব—টীকা। তদ্-শব্দ-জাত ত + সপ্তমীর (ধি—ধিম্ হইতে হি) হিম্ যোগে। তাহাতে।

টলি :—টলিআ (চর্য্যা—৩৫, ৪৩)। টলি পইসঅ—লীনা ভবতি (টীকা)। তু°—টলিআ পইঠা—"বিনষ্টগমনমিতি প্রবিষ্টমিতি" (টীকা, চর্য্যা—৩৫)। টলিআ ভেড় না যায়—পতনভেদো ন জ্ঞায়তে (টীকা, চর্য্যা—৪৩)। যেমন জলে জলবিন্দু পড়িয়া মিশিয়া যায়, সেইরূপ।

পইসই :—প্রবিশতি।

৭-৮ ছাড়িঅ :—ছর্দ্দ-ধাতু হইতে ত্বাচ্-স্থানে ইঅ-যোগে।

ঘিণ :—ঘৃণা। লোআচার :—লোকাচার।

চাহন্তে চাহন্তে—গুরুবচনমার্গ-নিরীক্ষণেন (টীকা)। গুরুপ্রদর্শিত পথে দৃষ্টি রাখিয়া। চক্ষ (?) হইতে চাহ—শতৃ-জাত অন্ত-যোগে চাহন্তে। চাহিতে চাহিতে।

সুণ বিআর :—"শূন্যমিতি ভাবং নৈরাত্মরূপং দৃষ্টম্"-টীকা। বিআর—বিকার। সর্বভাব যে শূন্যতার বিকার বা অসদ্রূপ তাহা উপলব্ধ হইল। তু°—বিআরুঅ—বিকল্পবিভ্রমরূপম্ (দোহা—১১৬ পৃঃ টীকা)। তিববতী পাঠে বিচার-শব্দ ধৃত হইয়াছে। শূন্যতত্ত্বের বিচারেও ভাবের অসদ্রূপ দৃষ্ট হয়।

৯-১০ সঅল বিহরিউ :—"সর্বং সংসারদূষণং বিফলীকৃতমিতি"—টীকা। অতএব বিশেষরূপে হরণ করা অর্থে বিহর। সকল সংসারদোষ নাশ করা হইয়াছে। তিব্বতী পাঠে বিচার-শব্দ ধৃত হইয়াছে। সকল বিচার করিয়া ঘৃণাভয়াদি দূর করিয়াছি।

ণিবারিউ :—নিরারিতম্।

৩২

রাগ দেশাখ—সরহপাদানাম্—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥
উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি[১] বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।
হাথের[২] কাঙ্কণ[৩] মা লেউ[৪] দাপণ।
অপণে অপা বুঝত নিঅমণ ॥
পার উআরেঁ সোই গজিই[৫]।
দুজ্জণ সঙ্গে[৬] অবসরি জাই।
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা[৭] উজুবাট ভাইলা[৮] ॥

পাঠান্তর

১ নিঅহি, ক ;
২ হাথেরে, ক ;
৩ কাঙ্কাণ, ক ;
৪ লোউ, ক ;
৫ মজিই, খ ;
৬ সাঙ্গে, ক ;
৭ বপা, ক ;
৮ ভইলা, খ।

ভাবানুবাদ

নাদ-বিন্দু-রবিশশী বিকল্পাদি নাই।
চিত্তরাজ স্বভাবতঃ পরিমুক্ত তাই ॥
ঋজুবাট ছাড়ি বাঁকা পথ নাহি লও।
নিকটেই আছে বোধি লঙ্কাতে না যাও ॥
হাতের কঙ্কণ জন্য না লও দর্পণে।
আপনেই আত্মতত্ত্ব বুঝ নিজমনে ॥
বোধিচিত্ত-অনুগামী পারাপারে যায়।
দুর্জনের সঙ্গে কিন্তু অধোগতি পায় ॥
বামেতে দক্ষিণে আছে খাল ও বিখাল।
সরহ ভণয়ে বাপু ঋজুবাট ভাল ॥

মর্ম্মার্থ

এই চর্য্যাতে প্রধানতঃ সহজপথের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নাদবিন্দু অর্থাৎ শ্রবণদর্শনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ, এবং রবিশশী অর্থাৎ গ্রাহ্য-গ্রাহক বা জ্ঞেয়জ্ঞানাদি বিকল্প পরিহার করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ লোকের চিত্তরাজ স্বভাবতঃ পরিমুক্ত বা সর্ববন্ধন-বিবর্জিত অবস্থায় উপনীত হয়। পূর্ববর্ত্তী চর্য্যাতে এই তত্ত্বই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অতএব এই সহজ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ বাঁকা পথ অবলম্বন করিও না। আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি দ্বারা বোধি লাভ করা যায় বলিয়া বলা হইল যে, ইহা তোমার নিকটেই রহিয়াছে, অতএব তাহা লাভ করিবার জন্য লঙ্কার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবার অর্থাৎ জপতপস্যাদিরূপ অন্যবিধ সাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত ব্যাখ্যাত হইতেছে।

হাতের কঙ্কণ দেখিবার জন্য যেমন দর্পণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্যও পাণ্ডিত্যাদির কোনই প্রয়োজন নাই। তুমি নিজের মনে নিজের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই পরিমুক্ত হইতে পারিবে।

যে এইভাবে পরমার্থ-তত্ত্বের অনুগামী হয়, সে মোহ-বিবর্জিত হইয়া সংসারসমুদ্রের পরপারে গমন করিতে পারে, কিন্তু মোহাদি দুর্জনসঙ্গে পথভ্রষ্ট হইয়া সংসারার্ণবে পতিত হইতে হয়।

সরহপাদ বলিতেছেন যে, মহাসুখপুর-গমনের এই পথের দুই দিকেই সংসাররূপ গর্ত্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। মোহাভিভূত লোকেরা সুগম বলিয়া তাহাতে পতিত হয়। অতএব তন্মধ্যবর্ত্তী সহজ পন্থাই ভাল।

টীকা

১-২ "পরমার্থ-বিদাং চিত্তরত্নং নাদবিন্দ্বাদিবিকল্পপরিহারাৎ স্বভাবেন পরিমুক্তম্"—টীকা। অতএব নাদবিন্দু প্রভৃতিকে এখানে বিকল্প বলা হইয়াছে।

নাদ :—শব্দ, ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বিন্দু :—ইহা দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতএব নাদবিন্দু দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ লক্ষিত হইতেছে। ইহারাই রবিশশী, অর্থাৎ—গ্রাহ্যগ্রাহকভাবে অবস্থিত থাকিয়া বিকল্পের সৃষ্টি করিতেছে। অতএব ইহাদিগকে বর্জন করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞেরা পরিমুক্ত হন। তু°—রবিশশি তুড়িআ অর্থে—"গ্রাহ্যং জ্ঞেয়ং গ্রাহকো জ্ঞানং তাভ্যাং বর্জিতা" (দোহা, ১২৪ পৃঃ—টীকা)। গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিত হইলেই চিত্ত নিরালম্ব হইয়া নির্বাণে প্রবেশ করিতে পারে (পূর্ববর্ত্তী পদ দ্রষ্টব্য)।

চিঅরাঅ :—চিত্তরাজ। সহাবে :—স্বভাবেন।

মুকল :—মুক্ত—মুকত—মুকল। অথবা মুক্ত—মুক্ক—মুক + স্বার্থে ল। (Buddhist Mystic Songs, p. 44)।

৩-৪ "অতএব অবধূতীমার্গং বিহায় যোগীন্দ্রস্য নান্য উপায়ো বিদ্যতে। তেন গচ্ছন্ বোধিং নিজপুরম্ অতীব সন্নিহিতম্ বক্রমার্গং মা ভজ, পুনঃ সংসারী মা ভব"—টীকা।

একটি দোহাতে আছে—

> আগমবেঅপুরাণে পংড়িত্ত মান বহংতি।
> পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়ন্তি॥ (দোহা—১২৩ পৃঃ)

পক্ক শ্রীফলের চতুর্দ্দিকে অলিরা ভ্রমণ করে, কিন্তু তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ আগমবেদপুরাণে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও প্রকৃত পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। সহজমতে ইহাই বক্রপথ।

উজু :—ঋজু।

লেহু :—লভস্ব—লভস্স্‌—লভহু—লেহু।

বঙ্ক :—বক্র; তু°—নিদ্রা হইতে নিন্দা (কৃঃ কীঃ)।

নিঅড়ি :—নিকট—নিঅড়—নিঅড়ি (অধিকরণে)।

বোহি :—বোধি, পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান। ইহা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিকটে বলা হইয়াছে। তুলনীয়—"দেহহি বুদ্ধ বসন্ত" (দোহা, ১০৭ পৃঃ)।

অন্যত্র—

> এইসব তত্ত্ব দেখাবার কর্ত্তা সবে একজন হয়।
> তাহার উদয় যাহার হৃদয়ে সেই সে দেখিতে পায়॥
> আনন্দ উদয়ে চৈতন্য মিলয়ে সব ধন্দ যায় দূরে।
> তাহার উদয় যাবত না হয় তাবত তিমির ঘোরে॥
>
> নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী।

৫-৬ "হস্তস্য কঙ্কণায় দর্পণং কিং কর্ত্তব্যং ত্বয়া। নিজমনসা বোধিচিত্তস্য স্বরূপং জানীহি"—টীকা। অর্থাৎ—বোধিচিত্ত যে তথতা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে স্বভাবতঃ পরিমুক্ত—এই তত্ত্ব অবগত হও। হাতের কঙ্কণ দেখিবার জন্য দপর্ণের ন্যায়, এই আত্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই।

লেউ :—পূর্ব্ববৎ লেহু—লেউ।

দাপণ :—দর্পণ।

অপণে :—আত্মন—অপ্পণ—অপণে (প্রথমায়)।

অপা :—আত্মা হইতে। তু°—অপ্পাণ—আত্মন (দোহা—১১৯ পৃঃ)।

বুঝত :—বুধ—বুঝ+লোটের তু-যোগে। অথবা তু পৃথক্ করিয়া লইলে (পাঠান্তর দ্রষ্টব্য) ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তু (তুমি অর্থে)।

৭-৮ উআরেঁ :—অপর পারে। তু°—"পারোআরে"—টীকা। এপার হইতে অপর পারে।

সোই গজিই :—" পরমার্থেন তদেব বোধিচিত্তং যোগিবরৈরনুগম্যতে "—টীকা। অতএব " অনুগম্যতে " অর্থেই " গজিই "-শব্দ টীকায় গ্রহণ করা হইয়াছে। যে যোগী পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হইয়া উক্ত প্রকার বোধিচিত্তের স্বরূপ অবগত হইতে পারে, সেই তাহার অনুগামী হইয়া সংসার অতিক্রম করিয়া যায়।

সোই :—সো'পি হইতে।

দুজ্জণ সঙ্গে ইত্যাদি :—" মোহাদিদুর্জনসঙ্গমেন সংসারসমুদ্রে মজ্জন্তীতি " —টীকা। অতএব মোহাদিকে এখানে দুর্জন বলা হইয়াছে।

অবসরি :—অব-সৃ-ধাতু + ল্যপ। অভ্রান্ত পথ হইতে অপসৃত হইয়া সংসারে পতিত হয়। অতএব " অবসরি জাই " অর্থ অধোগতি পায়।

৯-১০ বাম দাহিণ ইত্যাদি :—এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় টীকাতে একমাত্র " সুগমং " শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৫শ চর্য্যাতে আছে—" মূঢ়া উজুবাট-সংসারা।" অর্থাৎ মূর্খ লোকদের পক্ষে সংসারই ঋজুবাট। অতএব অবিদ্যা-বিমোহিত লোকদের পক্ষে দুইদিকেই সংসাররূপ গর্ত্ত রহিয়াছে, সুগম বলিয়া তাহারা তাহাতেই পতিত হয়। এই জন্য সরহ বলেন যে, পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হইবার জন্য সহজপথই ভাল।

ভাইলা :—ভদ্র—ভল্ল—ভাল—ভাইল, বিশিষ্টার্থে আ। টীকাতে—" মহাসুখ-পুরগমনায় অবধূতীমার্গমতীব সুসারমবক্রঞ্চ।"

৩৩

রাগ পটমঞ্জরী—ঢেণ্ঢণপাদানাম্—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী[১]।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ[২] সংসার[২] বড়্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ[৩]॥
বলদ বিআঅল[৪] গবিআ বাঁঝে।
পিটা দহিএ[৫] এ তিনা গাঁঝে॥

জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো ষো[৬] চোর[৭] সোই সাধী।।
নিতি নিতি ষিআলা[৮] ষিহে[৯] ষম[১০] জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ।।

পাঠান্তর

১	পড়বেষী, ক ;	৬	সো, খ ;
২-২	বেঙ্গস সাপ, খ ;	৭	চৌর, ক ;
৩	সমাঅ, খ ;	৮	সিআলা, খ ;
৪	বিআএল, ক ;	৯	সিহে, খ ;
৫	দুহিঅই, খ :	১০	সম, খ।

ভাবানুবাদ

টিলাতে আমার ঘর নাহি প্রতিবেশী।
হাঁড়ীতে নাহিক ভাত, নিত্যই প্রবেশি।।
এ বেঙ্গ সংসার মোর বাড়িয়াই যায়।
দোহা দুধ কি আশ্চর্য্য বাঁটেতে সামায়।।
বলদ যে বিয়াইল, গাভী হয় বন্ধ্যা।
পীঠকে দোহন করি এই তিন সন্ধ্যা।।
বালকের যাহা বুদ্ধি জ্ঞানীর তা নয়।
যেই চিত্ত চোর সেই পুনঃ সাধু হয়।।
নিতি নিতি শিয়াল যে সিংহ সনে যুঝে।
ঢেণ্ঢনপাদের গীত কেহ কেহ বুঝে।।

মর্ম্মার্থ

অসদ্রূপ কায়বাক্‌চিত্তের সর্ববিধ প্রকৃতি-দোষ যে মহাসুখচক্রে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে সেই চক্রই আমার গৃহ। চন্দ্রসূর্য্যরূপ প্রতিবেশী অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকভাব এখন আর আমার নাই।

দেহের মধ্যে যে আমার চিত্ত নাই তাহা গুরুর উপদেশে বুঝিয়া এখন আমি সতত নৈরাত্মরূপে প্রবেশ করিতেছি, অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগৎ-সম্বন্ধে আমার বোধ লুপ্ত হওয়াতে এখন আমি সতত প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবেশ করিতেছি।

নিরবয়ব অর্থাৎ সর্বশূন্য এই সংসারের জ্ঞান আমার নিয়তই বদ্ধিত হইতেছে, এবং এইভাবে পরমবিজ্ঞানে আমার চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব বজ্রাগার হইতে আগত আমার বোধিচিত্ত আশ্চর্য্যভাবে মহাসুখচক্রে গমন করিতেছে।

সক্রিয় মন হইতে রূপজগতের সৃষ্টি হয় বলিয়া বোধিচিত্তকে বলদ বলা হইয়াছে। ইহা প্রসব করে অর্থ রূপজগতের সৃষ্টি করে। আর এই চিত্তই যখন অচিত্ততায় লীন হইয়া নৈরাত্মতা লাভ করে তখন দৃশ্যাদির জ্ঞানও তিরোহিত হয় বলিয়া নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা বলা হইয়াছে। কায়বাক্‌চিত্তের আভাসে গঠিত অবিদ্যা-পীঠ আমা দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা বা সর্বদা নিঃস্বভাবীকৃত হইতেছে।

বালযোগিগণের সবিকল্প-জ্ঞান পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞেরা উপলব্ধি করেন না, কারণ তাঁহারা নির্বিকল্প-সমাধিতে মগ্ন থাকেন। যে চিত্ত সবিকল্পজ্ঞান দ্বারা বিষয়সুখ অন্যায়পূর্বক আহরণ করে (কারণ বিষয়ের সহিত চিত্তের কোন পারমার্থিক সম্বন্ধ নাই) তাহাকেই চোর বলা যায়। আবার এই চিত্তই নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করিলে সাধু হয়।

মরণাদি-ভয়ে ভীত সংসারচিত্ত শৃগাল-তুল্য। তাহা যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন সহজানন্দ-রূপ সিংহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়, অর্থাৎ তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়।

ঢেণ্ঢণপাদের এই গীতার্থ কোন কোন পরমাথ-তত্ত্বজ্ঞ লোক বুঝিতে পারেন, সকলে পারেন না।

টীকা

১-২ টালত ইত্যাদি :—" টা ইতি টমালমসদ্রূপং কায়বাক্‌চিত্তস্য ষষ্ট্যুত্তরশতপকৃতি-দোষং যস্মিন্‌ সময়ে মহাসুখচক্রে লয়ং গতং তদেব মম গৃহম্‌ "—টীকা। অসৎরূপ কায়বাক্‌চিত্তের ১৬০ প্রকার প্রকৃতিদোষ যে মহাসুখচক্রে লীন হইয়াছে সেইরূপ ⁻⁻খচক্রেই আমার গৃহ। টালত :—টম্‌ (অসদ্রূপম্‌) আলম্‌ (লয়ং গতং) যে মহাসুখচক্র, তাহাতে।—অন্ত-জাত ত সপ্তমী-বিভক্তির চিহ্ন। তান্ত্রিক মতে এই সুখচক্র কায়ারূপ সুমেরুর শিখরে অবস্থান করে বলিয়া টিলাতে অবস্থিত বলা হইয়াছে।

নাহি পড়িবেষী :—" পার্শ্বস্থচন্দ্রসূর্য্যৌ তত্রৈবান্তর্লীনৌ "—টীকা। অতএব পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্য্য অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাব তাহাতেই লীন হইয়াছে বলিয়া প্রতিবেশী নাই বলা হইয়াছে। চন্দ্রসূর্য্যের গতি রুদ্ধ না হইলে মহাসুখে প্রবেশ করা যায় না। তুলনীয়—বজ্রোত্থান সদা কুর্য্যাচ্চন্দ্রার্ক-গতিভঞ্জনাৎ। অন্যথা নাবধূত্যংশে বিশতি প্রাণমারুতঃ।। (চর্য্যা—১৫—টীকা)

হাঁড়ীত :—" হণ্ডীতি স্বকায়াধারম্ "—টীকা। নিজের দেহরূপ আধারে।

ভাত :—" ভক্তং তস্য সংবৃত্তিবোধিচিত্তবিজ্ঞানাধিরূপম্ "—টীকা। দেহকে হাঁড়ীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত সংবৃত্তিবোধিচিত্তকে ভাতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জাগতিক জ্ঞানে বিভোর চিত্তই সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত। ইহাও এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নিতি আবেশী :—" গুরুপ্রসাদাৎ মে তদুপলম্ভো'স্তি, অতএব নৈরাত্মরূপং যোগীন্দ্রো নিত্যম্ আবিশতি "—টীকা। আমার দেহে যে বোধিচিত্ত নাই, তাহা গুরুপ্রসাদে আমার উপলব্ধি হইয়াছে। অতএব নৈরাত্মরূপে আমি নিত্য প্রবেশ করিতেছি।

৩–৪ বেঙ্গ :—" বিগতমঙ্গং যস্য স ব্যঙ্গঃ। অঙ্গশূন্যত্বেন তং প্রভাস্বরং বোদ্ধব্যম্। তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিতঃ "—টীকা। অঙ্গ নাই যার সেই ব্যঙ্গ। সংবৃত্তিবোধিচিত্তের ভবই স্বকায় (চর্য্যা—২১, ৫–৬ পঙ্‌ক্তির টীকা), অঙ্গহীনতা দ্বারা দৃশ্যের বিলয়ে প্রভাস্বর-শূন্যতা বুঝাইতেছে। ইহাই পরমার্থ-বিজ্ঞানের দিকে চিত্তকে চালিত করে, অর্থাৎ এই সংসার নিরবয়ব বা শূন্যতায় পূর্ণ এই ধারণা জন্মিলেই চিত্ত পরমবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ইহাই নির্বাণ। তুলনীয়—

ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্বাণমিতি কথ্যতে।

চর্য্যা—৭—টীকা।

চিত্ত প্রভাস্বর হইলেই সহজানন্দ-লাভ হয়, যথা—

প্রভাস্বরে অদ্ভুতযুগনদ্ধফলোদয়ো ভূতঃ। চর্য্যা—৩০—টীকা।

দুহিল ইত্যাদি :—" কর্ম্মমুদ্রাপ্রসঙ্গাদ্বজ্রাগারাদাগতং যদ্বোধিচিত্তম্ যোগীন্দ্রস্য বেণ্টমিতি মূলং মহাসুখচক্রং গচ্ছতি, কিমদ্ভুতমিতি "—টীকা। প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে বজ্রাগার (মূলাধারের ন্যায় কল্পিত) হইতে আগমন করিয়া এখন আমার বোধিচিত্ত মহাসুখচক্রে গমন করিতেছে। সহস্রারের ন্যায় এই মহাসুখচক্রও মস্তকে অবস্থান করে, যথা—" স্বকায়কঙ্কালদণ্ডমুন্নতং সুমেরুশিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে " (চর্য্যা—২৮—টীকা)।

অথবা

দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে॥ চর্য্যা—৩—টীকা।

অতএব এই বজ্র আত্মার সমলক্ষণবিশিষ্ট। সেই বজ্ররূপ শূন্যতা হইতে উৎপন্ন যে বোধিচিত্ত তাহা অবিদ্যাজাত জাগতিক মোহ পরিত্যাগ করিয়া এখন মহাসুখে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

দুধু :—দুগ্ধ, অন্যার্থে বোধিচিত্ত।

কি :—"কিমদ্ভুতম্।" কি আশ্চর্য্য!

বেণ্টে :—বাঁটে, অথান্তরে মহাসুখচক্রে। মহাসুখ হইতেই ইহার উৎপত্তি, যথা—"মহাসুখময়োৎপন্নো'হং মহাবজ্রধরঃ" (চর্য্যা—৩৭—টীকা)।

(টীকার) কর্ম্মমুদ্রাপ্রসঙ্গাৎ :—"যেনাভ্যাসবিশেষেণ" (চর্য্যা—৩—টীকা)।

৫-৬ বলদ :—"বলং মানসাদ্দেহবিগ্রহং দদাতীতি বলদস্তদেব বোধিচিত্তঃ আভাসত্রয়প্রস্ততম্"—টীকা। সক্রিয় মন হইতে রূপজগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া বোধিচিত্তকে বলদ বলা হইয়াছে। ইহা কায়বাক্‌চিত্তের প্রতিভাসে গঠিত হয়। এই বোধিচিত্তই জগৎ প্রসব করে বলিয়া "বলদ বিআঅল" বলা হইয়াছে।

গবিআ বাঁঝে :—"গাবীতি যোগীন্দ্রস্য গৃহিণী বন্ধ্যা নৈরাত্মা"—টীকা। বোধিচিত্ত যখন জাগতিক মোহ অতিক্রম করিয়া নৈরাত্মতা লাভ করে, তখন তাহার দৃশ্যদর্শনও তিরোহিত হয়। অতএব বলদরূপী বোধিচিত্তের সহজ-প্রকৃতি নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা গাভী বলা হইয়াছে।

পিটা :—"পীঠকং তস্য চিত্তস্য আভাসদোষম্"—টীকা। বেদীর ন্যায় উচ্চস্থানসাদৃশ্যে আভাসদোষসমূহের সমষ্টি। সক্রিয় মনের যাবতীয় দোষের আধার, পালান বা উধঃ।

দুহিএ :—"দোহনমিতি নিঃস্বভাবীকরণং ক্রিয়তে"—টীকা। দোহন করা অর্থে যাবতীয় দোষ নাশ করা।

এ তিনা সাঁঝে :—"সন্ধ্যাত্রয়মিতি অহর্নিশম্"—টীকা। ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ সর্বদা।

৭-৮ জো সো ইত্যাদি :—"বালযোগিনাং যা বুদ্ধিঃ সবিকল্পকজ্ঞানং সা পরমার্থবিদাং গুরুপ্রসাদাৎ নিরুপলম্ভরূপা"—টীকা। বালযোগিগণের সবিকল্পজ্ঞানরূপ বুদ্ধি পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞেরা উপলব্ধি করেন না। ক পুস্তকে "সো ধনি বুধী" পাঠ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু টীকা-পাঠে বুঝা যায় "সোধ নিবুধী" হইবে। বোধ হয় শুদ্ধ শব্দ হইতে "সোধ" হইয়াছে। পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞদিগের শুদ্ধচিত্তে তাহা নিবুধী বা নিরুপলব্ধ হয়, কারণ তাঁহারা নির্বিকল্প জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

জো ষো চোর ইত্যাদি :—"যদিদং সনিমিত্তসুখং তদেব মহতাং জ্ঞানঞ্চ পরিহীনমিতি। অতো'পি স এব চিত্তরাজ-চোরঃ। অদত্তাদানং করোতি। স এব ভবো বিচার্য্যমাণে সতি তদ্বিপক্ষপরমার্থরূপঃ"—টীকা। যে চিত্ত পরাজ্ঞানের পরিপন্থী সবিকল্প-জ্ঞান দ্বারা বিষয়সুখ আহরণ করে, সেই চোর, কারণ বিষয়ের সহিত চিত্তের কোন পারমার্থিক সম্বন্ধ নাই বলিয়া তাহার সবিকল্প-সুখ অন্যায়পূর্বক আহরিত অদত্তাদান বলা যাইতে পারে। আবার সেই চিত্তই ভববিচারের দ্বারা ইহারই বিপরীত পরমার্থ-রূপ নির্বিকল্প-জ্ঞান

লাভ করিলে সাধু হয়, অর্থাৎ ঐরূপ অদত্তাদানরূপ বিষয়সুখ আর উপভোগ করে না।

৯-১০ ষিআলা :—"মরণাদিতঃ সর্বত্র বিভেতি ইতি কৃত্বা স এব সংসারচিত্তঃ শৃগাল-তুল্যঃ"—টীকা। মরণাদি হইতে সর্বত্র ভীত হয় বলিয়া সংসারচিত্তকে শৃগাল বলা হইয়াছে।

ষিহে ষম জুঝঅ :—"যদা কল্যাণমিত্রাধিষ্ঠানাৎ প্রভাস্বরবিশুদ্ধো ভবতি, তদা যুগনদ্ধসিংহেনেহ স্পর্দ্ধাং করোতি"—টীকা। যখন শৃগালতুল্য সেই সংসারচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, তখন সহজানন্দ-রূপ সিংহকে আয়ত্ত করিবার জন্য সে সর্বদা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে।

বিরলে বুঝঅ :—"কো'পি মহাসত্ত্বঃ অর্থাবগমং করিষ্যতীতি"—টীকা। কেহ কেহ বুঝিতে পারে।

৩৪

রাগ বরাড়ী—দারিকপাদানাম্—

সুনকরুণরি[১] অভিনচারেঁ[২] কাঅবাক্‌চিএ[৩]।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ॥
অলক্‌খলক্‌খণ-চিত্তা[৪] মহাসুহেঁ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ॥
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখাণে।
অপইঠানমহাসুহলীলেঁ[৫] দুলক্‌খ[৬] পরমনিবাণে॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী॥
রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহে[৭] রে[৭] বাধা।
লুইপাঅপসাএঁ দারিক দ্বাদশভুঅণে লাধা[৮]॥

পাঠান্তর

১ °ণরে, খ;
২ °ণবারেঁ, ক;
৩ °চিঅ, ক;
৪ অলক্ষলখচিত্তা, ক; অলক্‌খ-লক্‌খইচিএ, খ;
৫ °লীণে, ক;
৬ দুলখ, ক;
৭-৭ মোহেরা, ক;
৮ লধা, ক।

ভাবানুবাদ

শূন্যকরুণার অভিন্ন মিলনে
শুদ্ধ কায়বাক্‌চিত্তে।
বিহার করিছে দারিক সাধক
গগনের পরভিতে ॥
অলক্ষ্যলক্ষণ চিত্ত-সহযোগে
মহাসুখ-হিল্লোলে।
বিহার করিছে দারিক তখন
গগনের পরকূলে ॥
কি তোর মন্ত্রে কি তোর তন্ত্রে
কি তোর ধ্যান-ব্যাখ্যানে।
প্রতিষ্ঠাবিহীন মহাসুখলীলা
না হেরে পরমনির্বাণে ॥
সুখে দুঃখে তুমি সমতা করিয়া
ইন্দ্রিয়াদি ভোগ কর।
সব অনুত্তর মানিয়া দারিক
না হেরে স্বপরাপর ॥
রাজা রাজা রাজা অপর রাজা রে
মোহেতে সকল বদ্ধ।
সিদ্ধলুইপাদ- প্রসাদে দারিক
দ্বাদশভুবনলব্ধ ॥

মর্ম্মার্থ

পরিশুদ্ধ কায়বাক্‌চিত্তে শূন্য ও করুণার মিলন অভিন্নরূপে সংসাধিত হইয়াছে এইরূপ অবস্থায় উপনীত সিদ্ধাচার্য্য দারিকপাদ বলিতেছেন যে, তিনি প্রভাস্বর-শূন্যতার পরপারে মহাসুখে বিহার করিতেছেন। এখানে বক্তব্য এই যে, মোহমল দূরীভূত হওয়াতে কায়বাক্‌চিত্তে (অর্থাৎ সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধিবশতঃ) শূন্য ও করুণা মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে, এবং এই অবস্থায় যোগী প্রভাস্বর-শূন্যতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া মহাসুখ আস্বাদন করিতেছেন। এখন এই মহাসুখের স্বরূপ কি তাহাই ব্যাখ্যাত হইতেছে। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে অলক্ষ্য বা সর্বোপাধিবিবর্জিত হয়। এইরূপ লক্ষণযুক্ত বা বিশিষ্টতাসম্পন্ন চিত্তে যে মহাসুখের উদয় হয় তাহা অবলম্বন করিয়া

যোগী দারিক সর্বশূন্যতার পরপারে বিলাস করিতেছেন। মন্ত্র-তন্ত্র কি ধ্যানব্যাখ্যার দ্বারা এই মহাসুখ লাভ করা যায় না, আবার ঐরূপ মহাসুখে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও পরম-নির্বাণ লাভ করা যায় না। বালযোগীর পক্ষে সুখদুঃখ সমজ্ঞান করিয়া অর্থাৎ নিষ্কামভাবে বিষয়েন্দ্রিয়াদি উপভোগ করা বিধেয়। এই ভাবে চরমসিদ্ধি লাভ করিয়া আচার্য্য দারিক এখন আত্মপরভেদরহিত হইয়াছেন। কায়বাক্‌চিত্তৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, এবং নাগেন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই বিষয়মোহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবন জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন।

টীকা

১-২ সুনকরুণরি :—" করুণেতি সংবৃতিসত্যম্, শূন্যমিতি তস্য পরিনিষ্ঠিতরূপং পরমার্থ-সত্যম্ "—টীকা। এখানে করুণাকে সংবৃতিসত্য, এবং শূন্যকে তাহার পরিনিষ্ঠিতরূপ পরমার্থ-সত্য বলা হইয়াছে। একটি দোহাতে আছে—

অদ্বঅ চিত্ততরুঅর ফরাউ তিহুঅণে বিত্থার।
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরই নামে পরউআর॥ (ক, ১১৯ পৃঃ)

অর্থাৎ অদ্বয়চিত্তরূপ তরু যখন বিস্তৃত হইয়া ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করে, তখন তাহাতে পর-উপকার রূপ করুণা-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই এখানে সংবৃতিসত্য বলা হইয়াছে, কারণ এই অবস্থায় চিত্ত প্রসারিত হইয়া সত্য তথ্যের সন্ধান পাইয়াছে বটে, কিন্তু চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ইহা বিলয়ে শূন্যতায় পরিণত হয়, এবং তাহাই পরমার্থ-সত্যরূপ মহাসুখ (৭ম পঙ্‌ক্তির টীকা দ্রষ্টব্য)। এখানে সিদ্ধির চরমসীমা নির্দেশিত হইয়াছে।
সুনকরুণরি :—শূন্য ও করুণার। তুº—" তোহোরি " (চর্য্যা—১০)।
অভিনচারেঁ :—অভেদোপচারেণ—টীকা। শূন্য ও করুণা সিদ্ধির চরম অবস্থায় অভিন্নরূপে মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ সংবৃতিসত্যও পরমার্থ-সত্যে লীন হইয়াছে। " উপচারেণ " শব্দের " উপ " ও " চারেণ " অংশের প্রাধান্যহেতু পাঠান্তরের " বারেঁ " এবং " চারেঁ " উৎপন্ন হইয়াছে।
কাঅবাক্‌চিঅ :—পরিশুদ্ধকায়বাক্‌চিত্তাবির্ভাবনিয়মেন—টীকা। অর্থাৎ কায়-বাক্‌চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হইলেই করুণা ও শূন্য অভিন্নরূপে মিলিত হয়।
বিলসই গঅণত পারিমকুলেঁ :—" গগনমিতি আলোকাদিশূন্যত্রয়ং বোদ্ধব্যম্, তস্য পারং প্রভাস্বরো মহাসুখেন বিলসতি "—টীকা। অর্থাৎ শূন্য, অতি-শূন্য, ও মহাশূন্যের পরবর্ত্তী প্রভাস্বর-শূন্যের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া মহাসুখে বিলাস করিতেছেন (৫০ সংখ্যক চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।
পারিম :—পার + ডিম (ভবার্থে)। তুº—অন্তিম। চরম অর্থে, কারণ এখানে উক্ত প্রকার তিন শূন্যের পরবর্ত্তী প্রভাস্বর-শূন্য লক্ষিত হইয়াছে।

৩-৪ কিরূপ অবস্থায় মহাসুখে বিলাস করা হইতেছে, এখানে তাহারই নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

অলক্খলক্খণ-চিত্তা মহাসুহেঁ ইত্যাদি :—" অনুৎপাদেন লক্ষ্যতে চিত্তমলক্ষ্যম্, তেন প্রভাস্বর-চিত্তেন বিলসতি "—টীকা। অচিত্ততায় লীন হওয়াতে যাহা পুনরুৎপত্তি-লক্ষণ-বর্জিত হইয়াছে এইরূপ চিত্তে মহাসুখে বিলাস করিতেছেন। এখানে নির্বাণাবস্থা লক্ষিত হইয়াছে। (পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিদ্বয় দ্রষ্টব্য)

৫-৬ কিন্তো মন্তে ইত্যাদি :—" মন্তেনেতি বাহ্যমন্ত্রজাপেন। রে বালযোগিন্ কিং তব তন্তেনেতি তন্ত্রপাঠেন চ ধ্যানব্যাখ্যানেন বা কিম্ "—টীকা। মন্ত্র-তন্ত্র বা ধ্যান-ব্যাখ্যারূপ বাহ্যিক প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত প্রকার মহাসুখ উপভোগ করা যায় না।

অপইঠান ইত্যাদি :—" অপ্রতিষ্ঠান-মহাসুখলীলয়া তব নির্বাণং দুর্লক্ষ্যম্ " —টীকা। চিত্ত উক্ত প্রকারে অচিত্ততায় লীন করিয়া মহাসুখলীলায় সুপ্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে নির্বাণ লাভ করা যায় না। ইহা লাভ করিবার উপায় —" গুরুচরণরেণুকিরণপ্রসাদাৎ প্রসিদ্ধমেব " অর্থাৎ গুরুর কৃপায় লাভ করা যায়। কিরূপে তাহাই পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বিবৃত হইয়াছে।

(পাঠান্তরের) লীণে :—মহাসুখে লীন হওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে। অর্থের পার্থক্য নাই।

৭-৮ দুঃখেঁ সুখেঁ ইত্যাদি :—" দুঃখেনেতি পরমার্থ-সত্যেন সহ একীকৃত্য ভো বালযোগিন্ গুরুং পৃষ্ট্বা বিষয়েন্দ্রিয়োপভোগং কুরু "—টীকা। দুঃখকে পরমার্থ-সত্যরূপ মহাসুখে পরিণত করিয়া বিষয়েন্দ্রিয়াদি গুরুর উপদেশ অনুযায়ী উপভোগ কর। টীকাতে মহাসুখকেই পরমার্থ-সত্য বলা হইয়াছে।

ইন্দীজানী :—ইন্দ্রিয়াণি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ।

স্বপরাপর ইত্যাদি :—" এতদুপায়েন সকলানুত্তরং গত্বা দারিকো হি সংসারে স্বপরাপরং বিভাগং ভেদং ন পশ্যতীতি "—টীকা। উক্ত প্রকার অভ্যাসের দ্বারা বিষয়সমূহের চরমতত্ত্ব অবগত হইয়া, অথবা সিদ্ধির শেষ সীমায় উপনীত হইয়া দারিক এখন আত্মপরভেদরহিত হইয়াছেন।

৯-১০ রাআ রাআ ইত্যাদি :—" উক্তিত্রয়েণ স্বকীয়ং কায়ৈশ্বর্য্যাদিকং গুণং সূচিতম্ " —টীকা। রাজা-শব্দ তিনবার ব্যবহারের দ্বারা কায়বাক্‌চিত্তৈশ্বর্য্যাদি লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রকার বিভূতিসম্পন্ন, তাঁহারা এবং (" অন্যে যে দেবা নাগেন্দ্রাদয়: ") নাগেন্দ্রাদি দেবতাগণও (" বিষয়মোহেন বদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি ") বিষয়মোহে আবদ্ধ আছেন, কিন্তু সিদ্ধাচার্য্য দারিক তাঁহার গুরু লুইপাদের কৃপায় নির্বাণ লাভ করিয়া দ্বাদশ ভুবন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মোহ অতিক্রম করিয়া আধিপত্য করিতেছেন। তুলনীয়—" তদেব মহাসুখলক্ষণং নির্বাণং কুরুত যাবচ্চতুর্দ্দশভমীশ্বর-বজ্রধরপদং ন লভ্যতে "— দোহাটীকা, ১৩১ পৃঃ।

৩৫

রাগ মল্লারী—ভাদেপাদানাম্—

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ[১] স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরুবোহেঁ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ[২] ণঠা[৩]।
গঅণসমুদে[৪] টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহদিহ সব্বই[৫] শূন।
চিঅ বিহুনে পাপ ন পুন॥
বাজুলে দিল মো[৬] লক্খ[৬] ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ[৭]॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ[৮]।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥

পাঠান্তর

১ অচ্ছিলেঁ, ক; অচ্ছিল, খ;
২ মোকু, খ;
৩ ণঠা, ক;
৪ গণসমুদে, ক;
৫ সর্ব্বই, ক, গ; সর্ব্বহি, গ
৬–৬ মোহকপু, ক;
৭ পণিআ, ক, গ;
৮ লইলা, খ।

ভাবানুবাদ

এতকাল ছিনু আমি স্বমোহের বশে।
এখন জেনেছি চিত্ত গুরু-উপদেশে॥
এবে মোর চিত্তরাজ হয়েছে বিনষ্ট।
গগনসমুদ্র মাঝে টলিয়া প্রবিষ্ট॥
দশদিক্ দেখি এবে সব পরিশূন্য।
চিত্তের অভাবে নাহি পাপ আর পুণ্য॥
বজ্রগুরু দিছে মোরে লক্ষ্যের উদ্দেশ।
গগনসমুদ্রে আমি করেছি প্রবেশ॥
অনুৎপাদ-ভাবে মগ্ন ভাদ্রপাদ ভণে।
আহার করেছি আমি চিত্তরাজ-ধনে॥

মর্ম্মার্থ

বাহ্যবিষয়সঙ্গহেতু আমি এতকাল মোহাভিভূত ছিলাম, কিন্তু এখন গুরুর উপদেশে আমি চিত্তের স্বরূপ অবগত হইয়াছি। অর্থাৎ চিত্তই যে জগৎ-কারণ, এবং চিত্ত বিনষ্ট হইলে যে জগতের অস্তিত্ব থাকে না, এই তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এই জ্ঞানলাভের পরে এখন আমার চিত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ অচিত্ততায় লীন হইয়া এখন ইহা প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবেশ করিয়াছে। অতএব সর্বত্রই আমি শূন্যাকার লক্ষ্য করিতেছি, অর্থাৎ জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং চিত্তের অভাবে পাপ-পুণ্যাদি সংস্কারের ধারণাও তিরোহিত হইয়াছে। সহজিয়া গুরুর উপদেশে এখন আমি লক্ষ্যের অর্থাৎ প্রকৃত মোক্ষের সন্ধান পাইয়াছি, এবং গগনসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছি, অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় আমি লীন হইয়াছি। সিদ্ধাচার্য্য ভাদ্রপাদ বলিতেছেন যে, জগৎ যে আদৌ উৎপন্ন হয় নাই এই জ্ঞান লাভ করিয়া, এবং চিত্তই যে জগৎ-কারণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত অর্থাৎ অচিত্ততায় লীন করিয়াছি।

টীকা

১–২ এতকাল ইত্যাদি :—“মোহমিতি বাহ্যবিষয়সঙ্গেনানল্প-কল্পান্তং তাবৎ স্থিতো'স্মি”—টীকা। অর্থাৎ বিষয়সঙ্গহেতু এতদিন আমি মোহাবিষ্ট ছিলাম।
এবেঁ মই ইত্যাদি :—“ইদানীং বুদ্ধানুভাবাৎ সদ্‌গুরুবোধপ্রসঙ্গেন ময়া চিত্তস্য স্বরূপম্ অবগতম্”—টীকা। অর্থাৎ গুরুর উপদেশে এখন আমি চিত্তের স্বরূপ অবগত হইয়াছি। চিত্তের স্বরূপ কি? চিত্তই যে জগৎ-কারণ, এবং চিত্তের লয়ে জগৎ থাকে না, এই তত্ত্ব আমি অবগত হইয়াছি।
হাঁউ :—অহম্—অহকম্—হকম্—হঁউ—হাঁউ। আমি।
অচ্ছিলোঁ :—‘আমি ছিলাম’ এই অর্থে, অহম্-জাত ওঁ-যোগে অচ্ছিলোঁ পদই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।
‘বোহেঁ :—°বোধেন।

৩–৪ এবেঁ চিঅরাঅ ইত্যাদি :—“চিত্তরাজো মম বিনষ্টগমনমিতি”—টীকা। অর্থাৎ চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করিয়া বিনষ্ট করিয়াছি।
মকুঁ :—৪র্থী বিভক্তি, আমার পক্ষে।
গঅণসমুদে ইত্যাদি :—“প্রকৃতি-প্রভাস্বরে প্রবিষ্টমিতি”—টীকা। অর্থাৎ প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।

৫–৬ পেখমি দহদিহ ইত্যাদি :—“সর্বধর্ম্মানুপলম্ভযোগেন যং যং দিগ্‌ভাগং পশ্যামি তং তং সর্বশূন্যং প্রভাস্বরময়ং প্রতিভাতি”—টীকা। চিত্ত যখন অচিত্ততায় লীন হইয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও লয় হইয়াছে, অতএব এখন আমি আর ভাবসমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। সর্বত্রই প্রভাস্বর-শূন্যতা প্রতিভাত হইতেছে।

চিঅ বিহুনে ইত্যাদি :—" অতএব চিত্তস্য অনুদয়েন পাপপুণ্যাদিকং সংসার-বন্ধনঞ্চ জানামীতি "—টীকা। অতএব চিত্তের অভাবে পাপপুণ্যাদি-সংস্কার-রূপ সংসার-বন্ধনাদি আমি বুঝিতে পারিয়া মোহবিমুক্ত হইয়াছি।

৭-৮ বাজুলে ইত্যাদি :—" বজ্রকুলেনেতি বজ্রগুরুণা লক্ষ্যমিতি ভাব্যমুক্তং মহ্যং চতুর্থানন্দোপায়ং প্রদত্তম্ "—টীকা। অর্থাৎ বজ্রগুরু আমাকে লক্ষ্যের বা চতুর্থানন্দ-লাভের উপায় বলিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সহজানন্দ-লাভের সন্ধান দিয়াছেন।

• মই অহারিল ইত্যাদি :—" ময়া পুনঃ সাদর-নিরন্তরাভ্যাসেন গগনেতি প্রভাস্বরসমুদ্রে অহারীকৃতম্ "—টীকা। দশম পঙ্ক্তির " মই অহার কএলা " অর্থ " ময়া সর্বধর্ম্মানুপলম্ভসমুদ্রে প্রবেশিতম্ " বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গগনে প্রবেশ করিয়াছি, এইরূপ অর্থই সুসঙ্গত। নতুবা " গঅণত " শব্দে সপ্তমী-বিভক্তি-প্রয়োগের কোন সার্থকতা দেখা যায় না। দশম পঙ্ক্তির টীকা দেখিলে বোধ হয় " পসিআঁ "-শব্দ লিপিকার-প্রমাদে " পণিআঁ " হইয়াছে।

৯-১০ অভাগে লইআ :—" অনুৎপাদভাগগৃহীতো'হম্ "—টীকা। জগৎ যে উৎপন্ন হয় নাই, এইভাব গ্রহণ করিয়া। (পরবর্ত্তী ৪১ সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য)

চিঅরাঅ ইত্যাদি :—" অনাদিভববিকল্পাধারচিত্তরাজো ময়া সর্বধর্ম্মানুপলম্ভ-সমুদ্রে প্রবেশিতঃ "—টীকা। এই টীকাতে ভাবার্থমাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চিত্ত ভববিকল্পের আধার। তাহাকে এমনভাবে লীন করিয়াছি, যাহাতে ইহার সর্বধর্ম্মের উপলব্ধি লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ আমি সর্বধর্ম্মানুপলম্ভ-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছি (টীকার ভাষায়)।

পরবর্ত্তী পঙ্ক্তির সহিত সমন্বয়-রক্ষার্থ পাঠান্তরে " লইলা "-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই পঙ্ক্তির অর্থ দেখিয়া " লইআ " পদই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৩৬

রাগ পটমঞ্জরী—কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাম্—

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ-ভণ্ডার লই[১] সঅলা অহারী।।
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা।।
চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল[২] করি সুহে সুতেলা।।
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ[৩] অবণাগমণ বিহুণ[৪]।।
শাখি[৫] করিব জালন্ধরি-পাএ[৬]।
পাশি[৭] ন চাহই[৮] মোরি পাণ্ডিআচাএ[৯]।।

পাঠান্তর

১ লুই, ক;
২ মুকল, খ;
৩ ঘোলিআ, খ;
৪ বিহল, ক;
৫ শাখি, ক;
৬ পাত্র, ক;
৭ পাখি, ক, খ;
৮ রাহঅ, ক;
৯ °চাদে, ক।

ভাবানুবাদ

তথতা-প্রহারে এবে শূন্য মোর বাস।
মোহের ভাণ্ডার সব করিয়াছি নাশ।।
আত্মপরভেদ ভুলি ঘুমে অচেতন।
সহজ-নিদ্রিত কাহ্নের মোহমুক্ত মন।।
চেতনা-বেদনাহীন ঘোর নিদ্রা গেল।
সকল সুফল করি সুখেই শুইল।।

ত্রিভুবন শূন্য দেখি সব স্বপ্নসম।
গমনাগমন-ঘানি হ'ল উপশম ॥
সাক্ষী করিব আমি গুরু জালন্ধরে।
পাশমক্ত দশা মোর পণ্ডিতে না হেরে ॥

মর্ম্মার্থ

আমার বাসনাগার এখন শূন্যতায় পর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ আমার যাবতীয় বাসনা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কিরূপে? তথতা বা নির্বাণরূপ খড়্গ দ্বারা প্রহার করিয়া আমি মোহের ভাণ্ডার নাশ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আত্মপর-ভেদ-রহিত হইয়া তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, কৃষ্ণাচার্য্য অঘোরে ঘুমাইতেছেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, তিনি লাঙ্গা বা নগ্ন অর্থাৎ যাবতীয় বন্ধনমুক্ত হইয়া সহজানন্দরূপ যোগনিদ্রাগত আছেন। পুনরায় ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইতেছে যে, তাঁহার চেতনাও নাই, বেদনাও নাই, অর্থাৎ চিত্তচেতনাবিকল্পাদি লোপ পাইয়াছে, অতএব তিনি অঘোরে ঘুমাইতেছেন। কেহ যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিয়া যেমন শান্তিতে নিদ্রা যায়, সেইরূপ তিনি জাগতিক সর্ববিধ ব্যাপার নিঃশেষিত করিয়া এখন সুখে জ্ঞান-নিদ্রাগত আছেন। এই অবস্থায় ত্রিভুবন তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতেছে, এবং মনে হইতেছে যে, ইহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক। আর গমনাগমন বা জন্মমৃত্যুর ঘুরপাক হইতেও তিনি মুক্ত হইলেন। সিদ্ধি লাভ করিলে যে এইরূপ অবস্থায় সাধক উপনীত হন তাহার সাক্ষী-স্বরূপ তিনি স্বীয় গুরু জালন্ধরীর উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ যাঁহারা সহজপন্থী নন, এইরূপ পুথি-পড়া পণ্ডিতেরা সাধকের এইরূপ মুক্ত অবস্থাসম্বন্ধে ধারণা করিতে পারেন না।

টীকা

১-২ সুণ বাহ :—শূন্য বাস বা বাসনাগার। টীকা—"শূন্যমিতি আলোকোপলব্ধি-সংধ্যাজ্ঞানেন বাসনাগারং বোদ্ধব্যম্।" অতএব বাহ অর্থে বাসনাগার, বা চিত্ত। তাহা জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াছে বলিয়া শূন্য, অর্থাৎ মোহ-বর্জিত। ইহা কিরূপে হইয়াছে? "যোগীন্দ্রেণ তস্য বাসনাদোষং তথতাখড়্গেন প্রহৃত্য মোহং বিষয়াসঙ্গলক্ষণং সকলমহারিতমিতি।"—টীকা। অতএব তথতাখড়্গের দ্বারা আঘাত করিয়া যাবতীয় মোহ নাশ করা হইয়াছে। ইহারই ফলে বাসনাগার চিত্ত শূন্যতায় পূর্ণ হইয়াছে।

তথতা :—কায়বাক্‌চিত্তের অতীত অবস্থা বলিয়া নির্বাণকে তথতা বলে। ইহাকেই খড়্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নির্বাণারোপিত চিত্ত হইতে সকল মোহ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া ইহা এখন সর্বশূন্যতায় পরিপূর্ণ। তুং—"সর্বেষাং খলু বস্তূনাং বিশুদ্ধিস্তথতা মতা" (ক, ৭১ পৃঃ)।

অহারী :—অহারিতম্ নিঃস্বভাবীকৃতম্। নাশ করিয়া।

৩-৪ ঘুমই ণ চেবই :—"সহজানন্দযোগনিদ্রাং যাতীতি ন চেতয়তি"—টীকা। অতএব চেবই—চেতয়তি। ঘুমে অচেতন, এই অর্থ।

সপরবিভাগা :—স্ব (আত্ম) এবং পর, এইরূপ ভাগ যে অবস্থায় বিগত বা নষ্ট হইয়াছে সেইভাবে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান-তিরোহিত অবস্থায়।

লাঙ্গা :—নগ্ন, উলঙ্গ, অর্থাৎ দোষরহিত (১০ম চর্য্যার টীকা)। যাবতীয় চিত্তমল দূরীভূত করিয়া বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে বলিয়া নগ্ন।

৫-৬ চেঅণ ন বেঅন :—বেঅন—বেদনা, অনুভূতি। চিত্তও নাই, অতএব অনুভূতিও নাই। "ন চিত্তচেতনাবিকল্পঃ"—টীকা।

ভর :—নির্ভরম্—টীকা। তু°—বিভোর। ভৃ-ধাতু হইতে পূর্ণ অর্থেও হয়।

গেলা :—গত + ইল, সম্ভ্রমার্থে আ।

সঅল :—সকল, অর্থাৎ ত্রৈলোক্যম্ (টীকা)।

সুফল :—তিব্বতীয় পাঠে মুক্তীকৃত্য, অতএব মুকুলও হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত টীকায় পরিশোধ্য। গয়া কার্য্যের পরে সর্বশেষে সুফল-গ্রহণের প্রথা আছে। সব নিঃশেষে পরিশোধ করিয়া এই অর্থ।

সুতেলা :—সুপ্ত + ইল, সম্ভ্রমার্থে আ।

৭-৮ "ময়া স্বপ্নবৎ ত্রিভুবনং দৃষ্টং শূন্যঞ্চ"—টীকা। স্বপ্নবৎ কিরূপ? "যথা কুমারী স্বপ্নান্তরেষু পুত্রং জাতং মৃতঞ্চ পশ্যতি, এবং জানীথ সর্বধর্ম্মান্"—টীকা। এই স্থলে পুত্রের অস্তিত্ব না থাকিলেও যেমন সুখদুঃখ অনুভূত হয়, সেইরূপ জগতের অস্তিত্ব না থাকিলেও ভ্রান্তিবশতঃ ইহার অনুভূতি জন্মে। সিদ্ধাবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া এখন যোগী জগৎকে ঐরূপ স্বপ্নবৎ অলীক মনে করিতেছেন। অতএব ইহা শূন্য বা অস্তিত্ববিহীন।

ঘোরিঅ :—ঘানিকেতি—টীকা।

অবণাগমণ :—গমনাগমন বা জন্ম-মৃত্যুর ঘুরপাক। বিহুণ :—বিহীন।

৯-১০ জালন্ধরির অপর নাম হারিপা। জালন্ধরি ও ময়নামতী উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য। ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জালন্ধরির শিষ্য হইয়াছিলেন। জালন্ধরির আর এক শিষ্যের নাম কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ। তিনিই এই চর্য্যার রচয়িতা বলিয়া ভণিতায় গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন।

পাশি :—"পাশসান্নিধ্যাদন্তরমপি"—টীকা। অতএব পাশ-বন্ধনের নৈকট্য-হীন অবস্থা। পাশ রজ্জু অর্থে মোহপাশ।

চাহই :—পুথির পাঠ রাহঅ, কিন্তু টীকায় "পশ্যন্তি" বলিয়া সংশোধিত পাঠ চাহই।

পাণ্ডিআচাএ :--টীকার ব্যাখ্যা--"যে যে পুস্তকদৃষ্টিগতাঃ পণ্ডিতাচার্য্যাঃ।" অর্থাৎ যাঁহারা কেবল পুথি পড়িয়াই পণ্ডিত হন, সাধনা-দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা নহেন। শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যে এই তত্ত্ব জানা যায় না তাহার উল্লেখ অন্যান্য চর্য্যাতেও রহিয়াছে। যথা--"অন্যযোগিনস্তথাবিধন্ন জানন্তি, পুস্তকদৃষ্টগর্ব-ত্বাৎ" (চর্য্যা--৫—টীকা)।

৩৭

রাগ কামোদ—তাড়কপাদানাম্--

অপণে নাহিঁ সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা।।
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোই।
চৌকোটি-বিমুকা জইসো তইসো হোই।।
জইসনে অছিলেসি[১] তইসন আচ্ছ[২]।
সহজ পিথক[৩] জোই ভান্তি মা[৪] বাস।।
বাণ্ডকুরুণ্ড[৫] সন্তারে জাণী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী।।
ভণই তাড়ক এথু নাহি অবকাশ।
জো বুঝই তা গলে গলপাস।।

পাঠান্তর

১ ইছিলেসি, খ; অছিলে স, ক;
২ অচছু, ক;
৩ পথক, খ;
৪ নাহি, খ; মাহো, ক;
৫ বাণ্ডকুরু, ক।

ভাবানুবাদ

আপনে নাহিক তবে কারে করি শঙ্কা।
টুটি গেল মহামুদ্রা লাভের আকাঙ্ক্ষা।।

ভুলনা সহজ, যোগি, অনুভব সার।
চৌকোটি বিমুক্তভাবে তাদৃশ বিহার ।।
আদিতে যেমন ছিলে আছ সমতুল।
সহজ পৃথক্ ভাবি না করিবে ভুল ।।
বণ্ডকুরুণ্ডাদি দেখে সন্তরণে জানি।
বাক্যাতীত এই ধর্ম্ম কিরূপে বাখানি ।।
তাড়ক বলিছে ইথে নাহি অবকাশ।
যে জন বুঝয়ে তার গলে গলপাশ ।।

মর্ম্মার্থ

যখন সকলই অনিত্য এবং অনাত্ম, তখন দৃশ্যও নাই, এবং আমিও নাই। অতএব জন্ম-মৃত্যুর ভয় আমার লোপ পাইয়াছে। কারণ পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বুঝিয়াছি যে, জন্মমৃত্যুর ধারণা কেবল বিকল্প মাত্র, যেহেতু এখানে কিছু আসেও না, যায়ও না। ভবের অনিত্যতা-সম্বন্ধে এই জ্ঞান লাভ করা মাত্রই আমার চিত্ত নির্বাণারোপিত হইয়াছে, অতএব নির্বাণরূপ মহামুদ্রা লাভ করিবার জন্য আর আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

সহজানন্দ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ইহা যে অনুভব করিতে হয়, তাহা বুঝিতে ভুল করিও না। সদসদাদি চারি প্রকার বিকল্পবিমুক্ত হইয়া আমি এখন বুঝিয়াছি যে, পূর্বে আমি যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপই আছি (পরবর্ত্তী পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য)।

সহজ অর্থে সহজাত। ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া জন্মের সময়ে এই আনন্দ লইয়াই আমার উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে মোহাভিভূত হইয়া আমি বিবিধ দুঃখ উপভোগ করিয়াছি। এখন সিদ্ধির অবস্থায় সর্বসঙ্গবিবর্জিত হওয়াতে আমি পুনরায় আমার সেই সহজাত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছি। অতএব পূর্বে আমি যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপই আছি। আমার এই নূতন অনুভূতিকে পৃথক্ করিয়া ভাবিবার কোনই কারণ নাই। যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে ভুল করা হইবে।

নদী পার করিবার কালে পাটনী যাত্রীর কাপড় এবং বঁটুয়া প্রভৃতিও অনুসন্ধান করিয়া দেখে যে পারের সম্বল আছে কিনা। কিন্তু সহজধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্বসংবেদনলক্ষণযুক্ত। অতএব সহজপন্থিগণের ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইবার মত সম্বল আছে কিনা তাহা উক্ত প্রকার কপর্দ্দকের ন্যায় বাহ্যিক লক্ষণে প্রদর্শন করা যায় না, যেহেতু ইহা বাক্‌পথাতীত।

সিদ্ধাচার্য্য তাড়কপাদ বলিতেছেন যে, বালযোগিগণের এই ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার অবকাশ নাই। যাঁহারা ইহা বোঝেন, তাঁহারাও ভাষায় ইহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

টীকা

১-২ অপণে নাহিঁ :—"স্বকায়বিচারণাত্মীয়সম্বন্ধলেশো'পি ময়ি নাস্তি"—টীকা। নিজের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আত্মীয়-সম্বন্ধের লেশমাত্রও আমার নাই। যখন সকলই অনিত্য এবং অনাত্ম, তখন দৃশ্যও নাই, আমিও নাই। এই পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এখন আমি সর্বসঙ্গবিবর্জিত হইয়াছি, অর্থাৎ আমার বলিতে যে কিছু নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

কাহেরি শঙ্কা :—"অতএব আগন্তুক-স্কন্ধ-ক্লেশ-মৃত্যুমারাদীনাং শঙ্কা ভয়ং চ মে ন বিদ্যতে"—টীকা। অতএব জন্মমৃত্যুক্লেশাদির ভয় আর আমার নাই, কারণ আমি বুঝিয়াছি যে,—

জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো।। (চর্য্যা—২২ এবং ৪৯)

এবং—ভব জাই ণ আবই এস্থু কোই (চর্য্যা—৪২)।

তা মহামুদেরী ইত্যাদি :—"মহামুদ্রাসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরং পলায়িতা চ"—টীকা। মহামুদ্রাসিদ্ধির বাসনাও আমার লোপ পাইয়াছে। এই মহামুদ্রা কি? একটি দোহাতে আছে—"ভবং ভুজ্যমানে সতি পঞ্চকামগুণানুভবং কুর্বাণে নির্বাণং মহামুদ্রাপদং সাক্ষাদ্ভবতি" (দোহাটীকা, ক, ১৩৩ পৃঃ)। এখানে নির্বাণকেই মহামুদ্রাপদ বলা হইয়াছে। এই নির্বাণ-সিদ্ধির বাসনাও আমার লোপ পাইয়াছে, কারণ আমি জানিয়াছি যে—"ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্বাণমিতি কথ্যতে" (ক, ১৫ পৃঃ)। অর্থাৎ নির্বাণ পৃথক্ নহে (চর্য্যা—২২ দ্রষ্টব্য), যেহেতু ভবের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই নির্বাণলাভ হয়। ভবের অনিত্যতা-সম্বন্ধে যখন আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে, তখনই আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব নির্বাণের জন্য আর আমার সাধনার প্রয়োজন নাই। মহামুদেরী :—ষষ্ঠী বিভক্তি (তু°—কাহেরি)। কংখার সহিত সম্বন্ধ। তান্ত্রিক মতেও একপ্রকার প্রক্রিয়ার নাম মহামুদ্রা, যথা—

পায়ুমূলং বামগুল্ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্নতঃ
যাম্যপাদং প্রসার্য্যাথ করৈর্ধৃতপদাঙ্গুলঃ।
কণ্ঠসঙ্কোচনং কৃত্বা ভ্রুবোর্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ
মহামুদ্রাভিধা মুদ্রা কথ্যতে চৈব সূরিভিঃ।।
(ঘেরণ্ডসংহিতা হইতে উদ্ধৃত, গ, ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে, তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতেও মুদ্রা-শব্দ ব্যবহৃত হয়। "সর্বম্ অনিত্যম্," "সর্বম্ অনাত্মম্," "নির্বাণম্ শান্তম্" বৌদ্ধধর্ম্মের এই তিন তত্ত্বকে প্রধান ত্রিমুদ্রা বলা হয় (Sogen, pp. 18, 28 etc.)। অতএব "মহামুদ্রা" দ্বারা এখানে নির্বাণই লক্ষিত হইয়াছে।

৩-৪ অনুভব সহজ ইত্যাদি :—" আত্মানং সম্বোধ্য বদতি, ভো তাড়ক, অনুভবার্থং কথং বক্তুং শক্যতে? তস্মাৎ অনুভবং সহজমিতি কৃত্বা কথং বহসি? উত ভাবনাসংবৃত্যানুরোধেন পরং ভণ্যতে, ন তু স্বরূপতঃ"—টীকা। পদকর্ত্তা নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—সহজানুভূতি যে কথায় ব্যক্ত করা যায় না, ইহা বুঝিতে যেন ভুল না হয়। কথায় ব্যক্ত করিলে ইহা অন্য প্রকার হইয়া যায়, কিন্তু ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার অনুভূতিই কথায় প্রকাশ করা যায় না, যথা—

ইক্ষুগুড়ক্ষীরাদীনাং মাধুর্য্যং স্বান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥ ইতি দণ্ডী।

অর্থাৎ ইক্ষুগুড়ক্ষীর প্রভৃতির মধুরতা বিভিন্ন প্রকারের, তথাপি তাহা ব্যাখ্যা করিতে স্বয়ং সরস্বতীও পারেন না। এই জন্যই পরবর্ত্তী একটি পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে—"বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখানী।" এবং—

জে তই বোলী তে তবি টাল।
গুরুবোব. সে সীসা কাল॥ (চর্য্যা—৪০)

চৌকোটি-বিমুকা ইত্যাদি :—" চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তভাবাৎ পুনস্তেন প্রকারেণ তিষ্ঠামীতি"—টীকা। এখানে চতুষ্কোটি অর্থে—সৎ, অসৎ, সদসৎ, 'ন সৎ ন অসৎ' রূপ বিকল্পাদি। যথা—

ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্।
চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥ অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ।

এই প্রকার চতুর্বিধ বিকল্প হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া জইসো তইসো, অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ ছিলে, এখনও সেইরূপ অবস্থাতেই থাক। ইহারই ব্যাখ্যায় পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিতে বলা হইয়াছে—"জইসনে অছিলেসি" ইত্যাদি। এবং "জথা আইলেসি তথা জান" (চর্য্যা—৪৪; ৪৯ সংখ্যক চর্য্যার টীকাও দ্রষ্টব্য)।

জইসো তইসো হোই :—" পুনস্তেন প্রকারেণ তিষ্ঠামীতি"—টীকা। অর্থাৎ আদিতে যেমন ছিলাম, এই বিকল্পবিমুক্ত অবস্থায় পুনরায় সেইরূপই থাকিব। ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, এখন বিকল্পবিহীন হইয়া তথতায় বা স্বরূপেই অবস্থান করিব।

৫-৬ জইসনে ইত্যাদি :—" উৎপাদকালে মহাসুখময়োৎপন্নো'হং মহাবজ্রধরঃ। পুনরপি বজ্রগুরুণা তস্মিন্নেবার্থে দৃঢ়ীকৃতো'স্মীতি। তস্মাৎ ভো সিদ্ধাচার্য্য সহজং পৃথক্ ইতি মা কুরু"—টীকা। সহজ অর্থ সহজাত। অতএব ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন আমি এই মহাসুখের সহিতই উৎপন্ন হইয়াছিলাম, এখন গুরুর উপদেশে তাহাতে দৃঢ় হইয়াছি মাত্র। এইজন্য বলা হইল যে, সহজানন্দকে পথক বা নতন অনভতি বলিয়া গহণ করিবার কোনই কারণ নাই।

৭-৮ বাণ্ডকুরুণ্ড ইত্যাদি :—" যথা পারাবারে তরপতিস্তরদানগ্রহণায় পারেচ্ছুনাং বাসবিমোক্ষণে কপর্দ্দিকান্বেষণমপি করোতি, তেষাং বণ্ডকুরুণ্ডাদি-বাধকবিশেষঞ্চ পশ্যতীতি। বাহ্যভীতং স্বসংবেদ্যলক্ষণসংযুক্তং ধর্ম্মং কথং লোকে বচনদ্বারেণ প্রতিপাদয়িতব্যম্ ? "—টীকা। পাটনী পার করিবার কালে পারের সম্বল কড়ির অন্বেষণে যাত্রীর বণ্ডকুরুণ্ডাদিও পরীক্ষা করিয়া দেখে। কিন্তু সহজানন্দ স্বীয় অনুভূতিসাপেক্ষ বলিয়া বাহ্যিক অভিজ্ঞানে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা যায় না, কারণ ইহা বাক্‌পথাতীত (৪০ সংখ্যক চর্য্যার টীকাও দ্রষ্টব্য)। বাণ্ড :—গানে বাণ্ড, টীকায় বণ্ট, ব্যাখ্যায় বণ্ড। উড়িয়াদের বঁটুয়া, পান রক্ষা করিবার ক্ষুদ্র থলিয়া-বিশেষ। ইহাতে পয়সাকড়িও রক্ষিত হয়। বণ্ট হইতে বণ্ড, বাণ্ড ভাষাতত্ত্বে সমর্থনযোগ্য। ইহাই বঁটুয়া। কুরুণ্ড করণ্ডক-জাতীয় পাত্রবিশেষ।

সন্তারে :—সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে। বোধ হয় টীকার " পশ্যতি " অর্থে " দেখে "-জাতীয় কোন পদের অভাব চর্য্যার এই পঙ্‌ক্তিতে রহিয়াছে। বাক্‌পথাতীত ইত্যাদি :—তুলনীয়—" বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস " (চর্য্যা—৪০)।

৯-১০ এথু নাহি অবকাশ :—" অস্মিন্ ধর্ম্মে বালযোগিনাম্ অবকাশমাত্রং নাস্তীতি " —টীকা। অর্থাৎ অজ্ঞ লোকের ইহাতে প্রবেশ করিবার অবকাশ নাই। জো বুঝই ইত্যাদি :—" যেঁপি পরমার্থবিদঃ তেঁপি যদি বদন্তি অস্মাভিঃ ধর্ম্মাধিগমং কৃতং তদা তৈরেব স্বগ্রীবা সংসারপাশেন বদ্ধা "—টীকা। যাঁহারা বোঝেন তাঁহারা কথায় প্রকাশ করিতে পারেন না। তুলনীয়—" জে তই বোলী তে তবি টাল " (চর্য্যা—৪০)।

৩৮

রাগ ভৈরবী—সরহপাদানাম্—

কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে[১] নাই[২]।
আন[৩] উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ[৪] গুণে।
মেলি মেল[৫] সহজে জাউ ণ আণেঁ ॥

বাটত[৬] ভঅ[৬] খাণ্ট[৭] বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব[৮] বি বোলিআ ॥
কুল লই খর সোন্তেঁ উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ[৯] সমাঅ[১০] ॥

পাঠান্তর

১ ধহুরে, ক ;
২ নাহী, ক ;
৩ অন, ক ;
৪ টাগুঅ, ক ;
৫ মেলি, খ ;
৬–৬ বাট অভঅ, ক ;
৭ খাল্ট, ক ;
৮ ঘঅ, ক ;
৯ গণেঁ, ক ;
১০ পমাএঁ, ক।

ভাবানুবাদ

কায়রূপ নৌকাখান, মন কেড়ুআল।
সদ্‌গুরুবচনেতে ধর তুমি হাল ॥
শুদ্ধচিত্ত স্থির করি ধর তুমি নায়।
পারে যাইবার আর নাহিক উপায় ॥
নৌবাহক বাহে নৌকা গুণেতে টানিয়া।
সহজপথেতে চল বিপথে না গিয়া ॥
বাটেতে রয়েছে ভয়, দস্যু বলবান্।
বিষয়-তরঙ্গে সব হয় কম্পমান ॥
কুল ধরি খর স্রোতে গেলে উজাইয়া।
সরহ বলিছে যাবে গগনে পশিয়া ॥

মর্ম্মার্থ

আধার-আধেয়-সম্পর্কে কায়াকে নৌকা, এবং মনকে কেড়ুয়াল বা বৈঠা-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে, আর সদ্‌গুরুবচনরূপ হাল গ্রহণ করিয়া এই নৌকা বাহিবার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। সিদ্ধাচার্য্য সরহ নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—পরিশুদ্ধ চিত্তকে সুস্থির করিয়া কায়ারূপ নৌকা রক্ষা কর, কারণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। নাবিকেরা নৌকা বাহে, এবং গুণেও আকর্ষণ করে,

কিন্তু কায়ারূপ নৌকা ঐরূপে চালিত হয় না। বজ্রগুরুর উপদেশে সহজানন্দ গ্রহণ করিয়া কায়ারূপ নৌকা পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা অন্য কোন উপায়ে মহাসুখদ্বীপে গমন করা যায় না। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া সহজানন্দ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

এই পথেও ভয় রহিয়াছে। বিষয়াসক্তিহেতু সাধক যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব বলশালী হইয়া যে ভববিষয়তরঙ্গ উত্থিত করে তাহাতে সব পণ্ড হইয়া যায়।

এখন অগ্রসর হইবার উপায় বলা হইতেছে। কূল ধরিয়া মহাসুখরাগস্রোতাবেগে ভববিষয়প্রবাহের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে গমন করিলে সহজশূন্যতায় লীন হইতে পারা যায়।

টীকা

১-৪ কাঅ ণাবড়ি ইত্যাদি :—" আধারাধেয়সম্বন্ধেন কায়ং নৌকাং পরিকল্প্য মনো-বিজ্ঞানং কেলিপাতঞ্চ। সদ্‌গুরুবচনং পতবালং গৃহীত্বা ভবজলধিমধ্যে বিলক্ষণ-পরিশোধিত-সংবৃত্তিবোধিচিত্তং স্থিরীকৃত্য কায়নৌরক্ষাং কুরু। ভবসমুদ্রং তর্ত্তুং নান্য উপায়ো বিদ্যতে"—টীকা। মনের অধিষ্ঠান দেহ। এইজন্য দেহকে নৌকা, এবং মনকে বৈঠা কল্পনা করা হইয়াছে। সদ্‌গুরুর বচনরূপ হাল গ্রহণ করিয়া এই নৌকা চালনা করিতে হয়। সুবিশুদ্ধ চিত্তকে সুস্থির করিয়া এই নৌকা রক্ষা করিতে হয়, নতুবা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

খান্টি :—চর্য্যায় খান্টি, টীকায় খন্টি। খণ্ড হইতে ক্ষুদ্রার্থে খন্টি এবং খান্টি উভয়ই সিদ্ধ। নাবটি হইতে ণাবড়ি ক্ষুদ্র নৌকা অর্থে।

ধর :—বিশিষ্টার্থে নৌকা রক্ষা কর, নতুবা ডুবিয়া যাইতে পারে।

চীঅ :—বিলক্ষণপরিশোধিত-চিত্ত।

৫-৬ নৌবাহী ইত্যাদি :—" যথা বাহ্যে নৌকাং বাহয়তি কর্ণধারঃ গুণেন আকর্ষয়তি চ, তদ্বৎ ইয়ং নৌর্ন ভবতি"—টীকা। নাবিক নৌকা বাহে, গুণেও আকর্ষণ করে. কিন্তু দেহনৌকা ঐভাবে বাহিত হয় না। কিরূপে? তাহাই পরে বলা হইতেছে।

মেলি মেল ইত্যাদি :—" সহজানন্দোপায়ং গৃহীত্বা নৌপরিত্যাগং কুরু, যেন মহাসুখদ্বীপং গচ্ছ"—টীকা। সহজানন্দকে দেহ-নৌকা বাহিবার উপায়-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, আর এই নৌকারূপ দেহ পরিত্যাগ করিয়া মহা-সুখদ্বীপে গমন করিতে হইবে। সহজমতে দেহ-নৌকা বাহিয়া মহাসুখ লাভ করিবার ইহাই রীতি।

নৌবাহী :—নৌবাহক।

মেলি মেল :—নৌকা পরিত্যাগ করিয়া সহজানন্দোপায় গ্রহণ কর। মেলি অর্থে পরিত্যাগ করিয়া (৬ষ্ঠ ও ১৮শ চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।
মেল :—সহজানন্দের সহিত মিলিত হও।

৭-৮ বাটত ভঅ :—পথে ভয় আছে। কিসের ভয়? "বিষয়াসক্তি"রূপ ভয়।
খাণ্ট বি বলআ :—"বিষয়াসক্তিত্বেন সাধকো যদা মার্গভ্রষ্টো ভবতি, তদা চন্দ্রসূর্য্যৌ দ্বৌ বলবন্তৌ ভবতঃ"—টীকা।
খাণ্ট :—চর্য্যায় খাণ্ট, টীকায় খণ্ট। খড়্গ হইতে খণ্ড হইয়া খণ্ট বা খাণ্ট্। প্রাচীন বাঙ্গালায় খণ্ডাইত অর্থে খড়্গধারী দস্যু। খণ্ডা অর্থেও খড়্গ (অভিধান দ্রষ্টব্য)। এখানে চন্দ্রসূর্য্য বা গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাবকে খাণ্ট বা দস্যু বলা হইয়াছে। ইহা বলশালী হইলে "ভবসমুদ্র-বিষয়োল্লোলনেন নৈরাত্ম্যধর্ম্ম সর্বপ্রকারেণ বোলিতমিতি"—টীকা। অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবের প্রাধান্য হইলে বিষয়তরঙ্গে নৈরাত্মধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়।

৯-১০ কুল :—"কুমার্গ চন্দ্রাদিকং যস্মিন্নবধূত্যাং লয়ং গচ্ছতি সা প্রকৃতিপরিশুদ্ধা অবধূতিকা কুলশব্দেন বোদ্ধব্যা"—টীকা। কুমার্গ-চন্দ্রাদি যে পরিশুদ্ধা-বধূতিকায় লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কুলশব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কুমার্গ-চন্দ্রাদি অর্থে গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ উপমার্গীয় ভাব। চিত্তলয়ে ইহা পরিশুদ্ধা-বধূতিকায় লীন হয়।
খর সোন্তেঁ :—"মহাসুখরাগস্রোতাবর্ত্তেন"—টীকা।
উজাঅ :—"ঊর্দ্ধং গচ্ছতি"—টীকা। উদ্‌যাতি।
গঅণেঁ সমাঅ :—"বৈমল্যচক্রদ্বীপে অন্তর্ভবতি"—টীকা।
সমাঅ :—সমায়াতি, প্রবেশ করে।

৩৯

রাগ মালশী—সরহপাদানাম্—

সুইণা[১] হ অবিদার অরে[১] নিঅমন তোহোর[২] দোসে।
গুরুবঅণবিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥
অকট হুঁ[৩]-ভবই গঅণা[৪]।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর[৫] বিণাণা॥
অদভুঅ[৬] ভবমোহরে[৭] দিসই পর অপ্পণা[৮]।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥

অমিআ অচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস[৯] অপা।
ঘরেঁ[১০] পরেক বুঝ্‌ঝিলে রে[১০] খাইব মই দুঠ কুণ্ডবাঁ॥
সহর ভণন্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ[১১] বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহু[১২] সুচ্ছন্দেঁ[১৩]॥

পাঠান্তর

১-১ সুইণেঁ হো বিদারিঅ, খ;
২ তোহোরেঁ, ক;
৩ হূ. খ;
৪ অণা, ক;
৫ তোহার, ক;
৬ অদঅভুঅ, ক;
৭ ভব মোহারো, ক;
৮ অপ্যণা, ক;
৯ পসর বস, ক;
১০-১০ ঘারেঁ পারেঁ ক। বুঝ্‌ঝিলে মরে, ক; °নাবি, খ।
১১ দুঠ্য, ক;
১২ বিরহুঁঈ, ক;
১৩ চছন্দ্রেঁ, ক; ছন্দেঁ, খ।

ভাবানুবাদ

আপন তোমার অরে নিজমন
নাহি টুটে তোর দোষে।
গুরুর বচন— বিহারে থাকিবি
ঘোর কেন মোহবশে॥
অদভুত এই হূঙ্কার-ভব
চিত্ত-গগনে মোর।
বঙ্গে নিলে জায়া তাহাতে ভাগিল
বিষয়-বিজ্ঞান তোর॥
অদভুত এই ভব-মোহ, অরে.
আপন পর দেখায়।
জলবিম্বাকার যেন এ জগৎ
সহজ-শূন্যেতে ভায়॥
অমিয়া লভিলে বিষ গিলিবি রে
মোর পরবশ আত্মা।
দুষ্ট কুণ্ড আমি আহার করিব
বঝিয়া দেহে নৈরাত্মা॥

দুষ্ট গরু হতে শূন্য যে গোহাল
সরহ বলিছে ভাল।
একাই জগৎ নাশিবারে পারে
স্বচ্ছন্দে বিহরি চল ॥

মর্ম্মার্থ

সিদ্ধাচার্য্য সরহপাদ নিজের চিত্তকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—রে মন, তুই অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছিস্ না বলিয়া তোর মোহ-স্বপ্ন বিদূরিত হইতেছে না। লোকে স্বপ্নে যেমন দ্রব্যের অভিলাষ করিয়া থাকে, তুই মোহস্বপ্নে অভিভূত থাকিয়া সেইরূপ বিষয়-বাসনায় নিমগ্ন হইয়াছিস্। ইহা পরিত্যাগ করিয়া এখন সদ্‌গুরুর উপদেশে বিহার কর্, চোখ-ঢাকা বলদের মত মিছা কেন ঘুরিয়া মরিস্!

গুরুর প্রসাদে এক অদ্ভুত তত্ত্ব আমি অবগত হইয়াছি। ইহাতে হূঙ্কার-বীজোদ্ভব আমার চিত্ত প্রভাস্বর-গগনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এখন আমার অবিদ্যা-দোষ নাই। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে আমার মূলপ্রকৃতি নৈরাত্মাকে সমাহিত করাতে আমার বিষয়-বিজ্ঞান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

এই ভবের মোহ বড়ই অদ্ভুত! ইহাতে আত্মপর-ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি করে। কিন্তু সহজ-শূন্যেতে চিত্ত লয়প্রাপ্ত হইলে জলে প্রতিফলিত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎ অসার বলিয়া বোধ হইবে।

হে আমার অবিদ্যাপরবশ চিত্ত, সহজানন্দরূপ অমৃত আস্বাদন করিলে তুই রূপাদি-বিষয়সমূহরূপ বিষ হজম করিতে পারিবি। নিজের দেহে যে স্বীয় প্রকৃতি নৈরাত্মা রহিয়াছে, তাহাকে বুঝিতে পারিলে তোর রাগদ্বেষমোহ-ভাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সিদ্ধাচার্য্য সরহ বলেন যে, দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোহাল ভাল। দুষ্ট বিষয়-বলের একটিই জগৎ ধ্বংস করিতে পারে। ইহা বুঝিয়া তুই সদ্‌গুরুর উপদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার কর্।

টীকা

১-২ সুইণা হ :—"স্বপ্নে'পি দ্রব্যাভিলাষাৎ"—টীকা। স্বপ্নে যেরূপ দ্রব্যাভিলাষ হয়, মোহবশতঃ সেইরূপ তোমার বিষয়-বাসনার উদয় হইয়াছে।

হ :—অপি-জাত ও হইতে হো হইয়া হ। অথবা ভূ-জাত হ।

অবিদার :—অবিদীর্ণ। পাঠান্তরে "সুইনেঁ হো বিদারিঅ" পাঠ ধৃত হইয়াছে। এখানে "বিদারিঅ" অর্থ বিস্তারিত; অর্থাৎ অবিদ্যাদোষে তোমার মোহ-স্বপ্নও বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তিবৃতীয় পাঠের "শূন্যবাহু বিদারিত" অর্থে অবিদ্যাদোষে তোমার শূন্যতত্ত্বের জ্ঞান ধ্বংস হইয়াছে।

নিঅমন :—"ভো নিজমন-চিত্তরাজ"—টীকা। নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলা হইয়াছে।

তোহোর দোসে :—" তবাবিদ্যাদোষাৎ "—টীকা। অবিদ্যাদোষে অভিভূত আছ বলিয়া।

গুরুবঅণ-বিহারেঁ ইত্যাদি :—" গুরুবচনেন্দুরশ্মিভিস্ত্রৈলোক্যে স্ফারিতাঃ, অতঃ কুত্র স্থানে ত্বয়া স্থাতব্যম্ "—টীকা। গুরুর বচনরূপ চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত, অতএব সেখানেই তোর বিহার করা উচিত, তুই মিছা চোখ-ঢাকা বলদের মত ঘুরিয়া মরিস্ না। টীকাতে এই পঙ্‌ক্তির ভাবার্থ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

৩-৪ অকট :—" অকটঃ আশ্চর্য্যম্। গুরুপাদপদ্মপ্রসাদাল্লীলয়া ময়া অবগতো'সি "—টীকা। গুরুর প্রসাদে এক অদ্ভুত তত্ত্ব আমি অবগত হইয়াছি। (পরে দ্রষ্টব্য)

হুঁ-ভবই :—" হূঙ্কার-বীজোদ্ভব ভো চিত্তরাজ "—টীকা। এখানে চিত্তকে হূঙ্কার-বীজোদ্ভব বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহা প্রভাস্বর-গগনে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমার অবিদ্যাদোষ নষ্ট হইয়াছে। গুরুপ্রসাদে এই অদ্ভুত তত্ত্ব আমি অবগত হইয়াছি।

ই :—নিশ্চয়ার্থক অব্যয় (ক, শব্দসূচী)।

হুঁ :—টীকা অনুযায়ী " হূঙ্কার-ভব চিত্ত " অর্থেই গ্রহণ করা উচিত, কারণ হূঙ্কারই বজ্রসত্ত্বের বীজ। তাহা হইতে উৎপন্ন চিত্তের পরিকল্পনায় বজ্র-শূন্যতা বা তথতা হইতে বোধিচিত্তের উৎপত্তিই স্বীকৃত হইয়াছে।

বঙ্গে জায়া নিলেসি :—" প্রভাস্বরে প্রবিষ্টো'সি "—টীকা।

বঙ্গে :—" অদ্বয়বঙ্গালেন " (চর্য্যা—৪৯—টীকা)। তুলনীয়—" অদঅবঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ " (চর্য্যা—৪৯)। অদ্বয়তত্ত্ব অবগত হওয়াতে আমার চিত্ত প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রবেশ করিয়াছে। " বঙ্গে জায়া নিলে " আর " ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী " (চর্য্যা—৪৯) একার্থবোধক। বঙ্গকে (অদ্বয়-তত্ত্বকে—নৈরাত্মাকে) জায়া করিয়া লইয়াছ।

পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা :—" ইদানীম্ অবিদ্যাদোষবিনাশকৌ কৃত্যং ভগ্নং তব "—টীকা। ইহাতে অবিদ্যাদোষ নষ্ট হইয়াছে। তুলনীয়—" অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ " (চর্য্যা—৪৯)।

বিণাণা :—অবিদ্যাজাত বিষয়-বিজ্ঞান।

৫-৬ অদভুঅ ভবমোহ :—" ভবসত্বস্য হি মোহো'য়মদ্ভুতঃ "—টীকা। এই ভবের মোহ অদ্ভুত।

দিসই পর-অপ্পণা :—" যস্মাদাত্মস্বপরাপরভেদবিভাগং স পশ্যতি "—টীকা। যেহেতু ঐ মোহ হইতেই আত্মপর-ভেদজ্ঞান হয়।

এ জগ ইত্যাদি :--" অতএব সাহঙ্কারেণ মনসি পরমার্থ-চিত্তস্যোদয়স্তব নাস্তীতি। তত্ত্ববিদাং প্রতীরে নীরেন্দ্বাদি-দ্বাদশ-দৃষ্টান্তদ্বারেণ ভবেৎ"— টীকা। অতএব অহংভাবপূর্ণ মনে পরমার্থ-চিত্তের উদয় হয় না। কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞগণ এই জগৎকে জলে প্রতিভাত চন্দ্রের ন্যায় অসার মনে করেন। এখানে দ্বাদশ দৃষ্টান্তের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে নয়টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ ৪১শ চর্য্যায় রহিয়াছে।

সহজেঁ সুণ অপণা :—" সর্বশূন্যপ্রমাণোপপন্না সিদ্ধির্ভবতি"—টীকা। চিত্ত সহজশূন্যে প্রবেশ করিলে যখন সর্বশূন্যের ধারণা হয় তখনই সিদ্ধিলাভ হয়।

৭-৮ অমিআ অচ্ছন্তেঁ :—" সহজানন্দে স্থিতে সতি"—টীকা। সহজানন্দরূপ অমৃতে অবস্থিত থাকিলে, অর্থাৎ সহজানন্দের আস্বাদ পাইলে।

বিস গিলেসি :—" রূপাদি-বিষয়বিপাকান্ প্রসহ্যৈব হরসি"—টীকা। তুই রূপাদিবিষয়বিপাক নাশ করিতে পারিবি।

রে চিঅ পরবস অপা :—" ভো কর্ম্মের বশাচ্চিত্তবিচারক"—টীকা। বাসনা-তৃপ্তির জন্য সক্রিয় চিত্তকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

ঘরেঁ পরেক ইত্যাদি :—চর্য্যার পাঠে আছে—" ঘারেঁ পারেঁ কা বুঝিলে মরে" ইত্যাদি। টীকাতে ইহা এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—" গৃহমিতি স্বকং কায়ং পীনকমিতি।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে " ঘারেঁ" না হইয়া " ঘরে" হইবে। ইহার অর্থ—গৃহরূপ নিজের স্থূলদেহ। তৎপর টীকাতে রহিয়াছে—" নিজগৃহিণীজ্ঞানমুদ্রা-নৈরাত্মাং সমালিঙ্গ্য," অর্থাৎ নিজের নৈরাত্ম-প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া। সহজতত্ত্বে রূপকভাবে আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এইরূপ আলিঙ্গনের উল্লেখ অন্য চর্য্যাতেও করা হইয়াছে, যথা—" সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই" (চর্য্যা—২৮)। অতএব " পারেঁ" স্থানে " পরে" (অর্থাৎ পরতত্ত্বকে) শুদ্ধ পাঠ হইবে। আর টীকাতে আলিঙ্গনের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায় যে " বুঝিলে" শব্দটি বাইবেলের "to know" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চর্য্যার পাঠে ইহার পরে " মরে" রহিয়াছে। পূর্ববর্ত্তী পঙ্ক্তিতে সম্বোধনে " রে" ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষার্থে এখানেও " অরে" বা " রে" হওয়াই স্বাভাবিক। অথবা " মারি" পাঠ গ্রহণ করিলে পরবর্ত্তী অংশের সহিত " দুষ্ট কুণ্ডকে আমি মারিয়া খাইব" এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু টীকাতে ইহা এইভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

পরতত্ত্ব অর্থে " পর"-শব্দের ব্যবহার একটি দোহাতেও রহিয়াছে, যথা— " সহজ এক পরআথে তহি ফুল্ল কাহ্ন পর জই" অর্থ—" সহজমেকং

পরং তত্ত্বমস্তি। তচ্চ কৃষ্ণবজ্রঃ পরং জানাতি" (দোহাটীকা—১২৭ পৃঃ)।

খাইব মই :—"তস্য ভক্ষণং নিঃস্বভাবীকরণং ময়া কর্ত্তব্যম্"—টীকা। ঐ দুষ্ট কুণ্ডের নাশ করা কর্ত্তব্য।

দুঠ কুণ্ডবাঁ :—"রাগদ্বেষমোহাদিকং সমহম্"—টীকা। রাগাদির সমূহকে দুষ্ট কুণ্ড বলা হইয়াছে। কুণ্ডবাঁ হইতে পরবর্ত্তী কালে "কুড় বা" আসিয়াছে; পরিমাণবিশেষ।

৯-১০ সুণ গোহালী :—"গো ইতি ইন্দ্রিয়ম্। তস্য সালম্বনং স্বকায়ম্, তং শূন্য-প্রভাস্বররূপং কৃত্বা"—টীকা। ইন্দ্রিয়রূপ গরুর আলম্বন এই দেহ বলিয়া দেহকে গোহাল বলা হইয়াছে। তাহা প্রভাস্বর-শূন্যতায় লীন করিয়া।

কি মো :—"তেন দুষ্টবলদেন ময়া কিং কর্ত্তব্যম্"—টীকা। এইরূপ দুষ্ট বলদরূপ চিত্ত লইয়া আমি কি করিব?

দুঠ বলদেঁ :—"দুষ্টবিষয়ং বলং দদাতি ইতি দুষ্টবলদ, চিত্তরাজো বোদ্ধব্যঃ" —টীকা। দুষ্ট বিষয়ে বল দান করে বলিয়া চিত্তকে বলদ বলা হইয়াছে। চিত্তেই এই নশ্বর জগতের প্রতিভাস হয় বলিয়া এই উক্তির সার্থকতা।

একেলে জগ নাশিঅ :—"একেন তেন দুষ্টেন ত্রৈলোক্যং নাশিতম্"—টীকা। দুষ্ট চিত্ত একাই সকল নাশ করিতে পারে।

বিহরহু সুচ্ছন্দেঁ :—"স্বচ্ছন্দেন ত্রিজগতি বিহরণং করোমি"—টীকা।

চর্য্যার পাঠের সহজার্থ—দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোহাল ভাল। কিন্তু টীকায় ইহার গূঢ়ার্থ উক্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৪০

রাগ মালসী গবুড়া—কাহ্নুপাদানাম্—

জো মণগোঅর[১] আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅবাক্চিঅ জসু ণ সমাঅ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কহিব[২] কীস॥

জে তেঁই[৩] বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব[৪] সে সীসা কাল ॥
ভণই কহ্ণু জিণ-রঅণ বি কইসা[৫]।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥

পাঠান্তর

১ গোএর, ক ;
২ কাহিব, ক ;
৩ তই, ক ;
৪ বোধ, ক ;
৫ বি কইসা, গ।

ভাবানুবাদ

মনের গোচর যাহা আলজাল হয়।
আগমপুস্তক ইষ্টমালা সমুদয় ॥
সহজজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায় কিসে।
কায়বাক্‌চিত্ত যার মধ্যে না প্রবেশে ॥
বৃথা গুরু উপদেশ দেয় শিষ্য সবে।
বাক্যের অতীত যাহা কিরূপে কহিবে ॥
যে তাহা বলিতে চায় সকলি অসত্য।
গুরু বোবা শিষ্য কালা এই সার তত্ত্ব ॥
কাহ্ণ বলে জিনরত্ন বিকশিত হয়।
বধির সঙ্কেতে যেন বোবাকে বুঝায় ॥

মর্ম্মার্থ

বাহ্য জগতের জ্ঞান যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই মননেন্দ্রিয়। সহজমতে এই জগৎ বিকল্পমাত্র, অতএব যাহা-কিছু মননেন্দ্রিয়বোধপ্রধান তাহা সকলই ইন্দ্রজালের ন্যায় বিকল্পাত্মক। আগমশাস্ত্র এবং মন্ত্রজপ প্রভৃতিও এই পর্য্যায়ভুক্ত, কারণ ইহারা সকলেই মনো'ধিগম্য। পণ্ডিতেরা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আগমাদি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তাহারা পরমার্থ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন, কিন্তু সহজমতে তাহা স্বীকৃত হয় না, কারণ শাস্ত্রাদি মনোগোচর হওয়াতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু সহজানন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অতএব বল, সহজানন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি? যায় না, কারণ কায়বাক্‌চিত্ত ইহাতে পবেশ করে না, অর্থাৎ বাক্যাদি দ্বারা ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইতে পারে না,

যেহেতু ইহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত। অতএব গুরু বৃথাই শিষ্যকে উপদেশ দেন, কারণ সহজানন্দ বাক্‌পথাতীত বলিয়া ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তথাপি কেহ যদি ভাষায় সহজানন্দ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে, তবে সে অপব্যাখ্যাই করিবে, ইহার পকৃত স্বরূপ বুঝাইতে পারিবে না। ইহা বুঝাইবার ভাষা পান না বলিয়া গুরুকে বোবাই বলিতে হয়, আর শিষ্যও গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া ইহার স্বরূপ-সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া কালার অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে সহজানন্দ কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? আভাসে ইঙ্গিতে কালা যেমন সঙ্কেতাদি দ্বারা বোবাকে বুঝাইয়া থাকে, গুরুও শিষ্যকে সেইরূপ আভাস মাত্র প্রদান করিতে পারেন।

টীকা

১-২ জো মণ-গোঅর ইত্যাদি :—" মন-ইন্দ্রিয়াণাং যস্য গোচরো যঃ সকলবিকল্পজালঃ। আগম-মন্ত্রশাস্ত্রাদিজ্ঞানং বা তৎসর্বঞ্চ "—টীকা। যাহা-কিছু মনের গ্রাহ্য তাহা সকলই বিকল্পাত্মক। আগমাদি-শাস্ত্রও এই পর্য্যায়ভুক্ত, কারণ ইহারাও মনের দ্বারা অধিগম্য।

আলাজালা :—" বিকল্পজাল "—টীকা। " ইন্দ্রজাল " (তিব্বতীয় টীকা)।

ইষ্টামালা :—জপমালা, যাহার সাহায্যে মন্ত্র জপ করিতে হয়।

৩-৪ ভণ কইসেঁ ইত্যাদি :—" অতএব বেদঃ কথং সহজমনুত্তরজ্ঞানং বক্তুং শক্যতে। কায়বাক্‌চিত্তং যস্মিন্ সহজে নান্তর্ভবতি "—টীকা। অতএব বল, সহজানন্দ কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, যেহেতু কায়বাক্‌চিত্ত ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না।

৫-৬ আলে :—" অলং নিষ্ফলম্ "—টীকা। বৃথা।

উএসই :—" উপদেশং দদাতি "—টীকা।

বাক্‌পথাতীত ইত্যাদি :—" যো'পি সহজঃ স কথাবেদ্যো ন ভবতি। তেন গুরুণা কিং কৃত্বা বক্তব্যমিতি "—টীকা। (৩৭ সংখ্যক চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭-৮ জে তেঁই ইত্যাদি :—" যদ্‌যদ্ভণ্যতে সহজং তৎ সর্বং টালনমসদ্রূপম্ "—টীকা। সহজ-সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহাতে সহজের অপব্যাখ্যাই হয়। কারণ " অনুভবার্থং কথং বক্তুং শক্যতে " (চর্য্যা—৩৭—টীকা)।

টাল :—টল-ধাতু হইতে বিচলিত করা অর্থে টাল। তুলনীয়—১৮শ চর্য্যার " টালিউ " অর্থে " টালিতম্, নাশিতম্ " (টীকা)।

গুরু বোব :—" যো'পি বজ্রগুরুঃ সো'প্যস্মিন্ ধর্মে বচনদরিদ্রত্বেন যুক্তঃ "—টীকা। প্রকাশ করিবার ভাষা পান না বলিয়া গুরু বোবার মতই থাকেন।

সীসা কাল :—" তস্য শিষ্যেণাপ্যবচস্বেন কিঞ্চিন্ন শ্রুতম্ "—টীকা। গুরুর ভাষা নাই বলিয়া শিষ্যকেও বধিরের মত থাকিতে হয়, অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারে সে কিছুই শিক্ষা করিতে পারে না।

৯-১০ জিণ রঅণ :—" জিনরত্নং রতিমনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যম্ "—টীকা। অতীন্দ্রিয় সহজানন্দকে বুঝাইতেছে।

কইসা :—কীদৃশম্ (টীকা)।

কালেঁ বোব ইত্যাদি :—" যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি " —টীকা। বধির যেমন সঙ্কেত দ্বারা বোবাকে বুঝায়। যাহারা বধির তাহারাই বোবা হয় (তুলনীয় " Deaf and Dumb " সহচর শব্দ)। অতএব এক বোবা অপরকে যেমন সঙ্কেত দ্বারা বুঝাইয়া থাকে।

৪১

রাগ কহ্নু গুঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্—

আইএ অনুঅনাএ জগ রে ভাংতিএঁ[১] সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে[২] কি[৩] তা[৩] বোড়ো খাই ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহ্না।
অইস সভাবেঁ জই-জগ বুঝাষি[৪] তুটই[৫] বাষণা তোরা ॥
মরুমরীচিগন্ধর্বনঅরী[৬] দাপণ-পড়িবিম্বু[৬] জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ়[৭] ভইআ অপে পাথর জইসা ॥
বান্ধিসুআ[৮] জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা[৯]।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে[১০] আকাশ-ফুলিলা ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব[১১]।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরু-পাব[১২] ॥

পাঠান্তর

১ ভন্তিএঁ, খ;
২ ষারে, ক;
৩-৩ কিং তং, ক;
৪ বুঝসি, খ;
৫ তুট, ক;
৬-৬ °গন্ধনইরীদাপতিবিম্বু, ক;
৭ দিট, ক;
৮ বাঁন্ধিসুআ, ক;
৯ খেড়া, ক;
১০ সসসিংগে, খ;
১১ সহাবা, খ;
১২ পাবা, খ।

ভাবানুবাদ

অজাত জগতে ভ্রান্তির বশে
জগতের জ্ঞান হয়।
রজ্জুসর্প দেখি যে বা চমকায়
সত্য কি সে সাপে খায় ।।
হে অদ্ভুতযোগি, হাত নাহি কর লোনা।
এইরূপ ভাবে বুঝিলে জগৎ
তুটিবে তোর বাসনা ।।
যেন মরীচিকা গন্ধর্বনগরী
দরপণে প্রতিভাস।
বাতাবর্ত্তে আর সুদৃঢ় হইয়া
জলে পাষাণাভাস ।।
বন্ধ্যানারীসুত যেন কেলি করে'
বহুবিধ খেলা খেলে।
বালুতেলে আর শশশৃঙ্গে তার
তুলনা আকাশফুলে ।।
ভুসুকু রাউত ভণে অদভুত
সকল স্বভাব এই।
গুরুকে পুছিও যদি মূঢ় হও
ভ্রান্তির বশ হই ।।

মর্ম্মার্থ

যাঁহারা পরমার্থ-তত্বজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু যাহারা অবিদ্যাতিমিরাবৃত তাহাদের মনে ভ্রান্তির বশে এই জগতের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এই ভ্রান্তি কিরূপ? রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায়। রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করিলে চমকিত হইতে হয়, কিন্তু সেই রজ্জু প্রকৃত সর্পের ন্যায় দংশন করিতে পারে না। সেইরূপ এই জগতের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও প্রকৃত সার্থকতা নাই। অতএব ওহে বালযোগি, এই সংসার লইয়া বিব্রত হইও না (হাত লোণা করিও না)। পূর্বোক্ত প্রকারে যদি এই সংসারটাকে বুঝিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার ভববিকল্পজাত সর্ববিধ বাসনাদোষ তিরোহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই সংসার মৃগতৃষ্ণিকা, গন্ধর্ব-

নগরী, এবং দর্পণদৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় অসার। বাতাসের অবর্ত্তমানে স্থিরভাবে অবস্থিত জলের উপরিভাগ দেখিলে যেমন পাষাণ বলিয়া ভ্রম হয়, অথবা ঘূর্ণাবর্ত্তে উত্থিত জল-স্তম্ভকে যেমন সুদৃঢ় পাষাণস্তম্ভ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, এই সংসারের বর্ত্তমানতাও সেইরূপ দৃষ্টির বিভ্রমমাত্র। বন্ধ্যানারীর পুত্র কেলি করিয়া বহুবিধ খেলা খেলিতেছে বলিলে যেরূপ অসম্ভব বোধ হয়, অজাত জগতের দৃশ্যাদির লীলাও সেইভাবে বুঝিতে হইবে। বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ, এবং আকাশকুসুমের ন্যায় এই জগতের অস্তিত্ব অলীক কল্পনা-প্রসূত। সিদ্ধাচার্য্য ভুসুকু বলিতেছেন যে, এই জগতের সকল জিনিষেরই এইরূপ স্বভাব, কেহ যদি ভ্রান্তিবশতঃ ইহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে কোন সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

টীকা

১-২ "আদৌ অনুৎপন্নভাবত্বেন জগদিদং স্বয়ং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞৈঃ অবগতম্, তেন তেষু অন্যথাভাবং ন গচ্ছতি"—টীকা। জগৎ যে আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, এই তত্ত্ব পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞেরা অবগত আছেন, অতএব তাঁহারা এই ধারণা হইতে বিচলিত হন না। তুলনীয়—

> ইদমাদাবনুৎপন্নং সর্গাদৌ তেন নাস্ত্যলম্।
> ইদং হি মনসো ভাতি স্বপ্নাদৌ পত্তনং যথা ॥
>
> যোগবাশিষ্ঠ, ৩।৪।৭৬

অর্থাৎ—এই বিশ্ব আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ, স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

ভাংতিএঁ সো পড়িহাই :—"ভ্রাংত্যাবিদ্যাতিমিরলোচনাৎ নীলপীতাদিরূপেণ ভো বালযোগিন্ ভাবং ত্বাং প্রতিভাসতে"—টীকা। অবিদ্যাবিমোহিত অবস্থায় ভ্রান্তিবশতঃ রূপজগতের অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে।

ভাংতিএঁ :—ভ্রান্তি দ্বারা (তৃতীয়ার এন-জাত এঁ-যোগে)।

পড়িহাই :—প্রতিভাসতে।

রাজসাপ দেখি :—"রজ্জৌ সর্পাভিজ্ঞানং কৃত্বা সংত্রাসিতো যঃ, সোঽপি তেন রজ্জুসর্পেণ কিং সত্যেন খাদিতঃ"—টীকা। রজ্জুকে সাপ মনে করিলে ভয় হইতে পারে, কিন্তু সেই সাপ দংশন করে না।

বোড়ো :—বোড়াসাপ।

৩-৪ অকট :—আশ্চর্য্যম্।

জোইআরে ইত্যাদি :—"ভো বালযোগিন্, অত্র হস্তামর্শং মা কুরু"—টীকা। এই সংসার হাতে স্পর্শ করিও না, অর্থাৎ এই সংসার লইয়া বিব্রত হইও না।

অইস সভাবেঁ :—"ঈদশ-স্বভাবেন"—টীকা। এইভাবে।

জই জগ বুঝিঘ :--" যদি জগৎস্বরূপাবগমং করোষি "--টীকা। যদি জগতের স্বরূপ বুঝিতে পার।

তুটই ইত্যাদি :--" অনাদি-ভববিকল্প-বাসনাদোষ-সংগ্রহং পলায়তে তব "--টীকা। তোমার ভববিকল্পজাত বাসনাদোষ দূরীভূত হইবে।

৫-৬ মরুমরীচি :—মৃগতৃষ্ণিকা। মরুভূমির মরীচিকা।

গন্ধর্বনঅরী :—গন্ধর্বনগরী।

দাপণ-পড়িবিম্বু :—দর্পণ-প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ উক্ত প্রকার " ভাবস্য প্রতিভাস-মাত্রং যোগিবরেণ দৃশ্যতে। এতৎ সর্বম্ অবিদ্যাবাসনাদোষেণ মিথ্যা বালৈঃ বিকল্প্যতে "—টীকা। যাহা দেখা যায় তাহা সকলই মৃগতৃষ্ণিকাদির ন্যায় অসার। অবিদ্যাজাত বাসনা-দোষে কেবল মূর্খদিগের হৃদয়েই এই বিকল্প প্রতিভাত হয়।

বাতাবত্তেঁ ইত্যাদি :—" যথা বাতাবর্ত্তেন নীরমপি প্রস্তরং ভূতং তদ্বৎ ভাবগ্রামো যোগীন্দ্রেণ বোদ্ধব্যঃ "—টীকা।

বাতাবত্তেঁ=বাতাবর্ত্তে :--বাত+অবর্ত্তে, অথবা বাত+আবর্ত্তে। বাতাস অবর্ত্তমানে জলের উপরিভাগ প্রস্তরবৎ স্থিরভাবে থাকে। আবার ঘূর্ণীবাতে উত্থিত জলস্তম্ভও দৃঢ় প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায় দেখায়। ভাবসমূহ সেইরূপ বিকল্প মাত্র। এখানে ভ্রান্তির কথাই বলা হইতেছে বলিয়া প্রকৃত প্রস্তরীভূত জল লক্ষিত হয় নাই।

৭-৮ বান্ধিসুঅ৷ ইত্যাদি :—বন্ধ্যার পুত্র যেন কেলি করিয়া বহুবিধ খেলা খেলে। টীকাতে " ভগবতী নৈরাত্মা "কে বন্ধ্যা বলা হইয়াছে। ৩৩ সংখ্যক চর্য্যাতেও " গবিআ বাঁঝে " অর্থে টীকাতে ভগবতী নৈরাত্মাকেই বুঝাইয়াছে। তাহা হইতে কিছু প্রসূত হয় না বলিয়া বন্ধ্যা। " এতেন অনুৎপন্নস্বভাবো হি তস্য সূচিতঃ," অতএব এই দৃশ্যমান জগৎ বালুকার তেল বা শশকের শৃঙ্গাদির ন্যায় বিকল্প মাত্র।

বালুআতেলেঁ :--বালুকণা হইতে তেলের উৎপত্তি হয় ইহা যেমন অসম্ভব সেই-রূপ। তুলনীয়--" তৈলাদি সিকতাস্বিব " (যোগবাশিষ্ঠ, ৩।১১৯।১৩)। সসারসিংগে :--শশকের শৃঙ্গ নাই, কিন্তু কান দুটিকেই অজ্ঞ লোকেরা শৃঙ্গ বলিয়া ভুল করে। তুলনীয়--" অবয়বাবয়বিতা-শব্দার্থৌ শশশৃঙ্গবৎ " (ঐ, ৩।১৪।৭৭)। অর্থাৎ অবয়ব অবয়বী, শব্দ ও অর্থ, সমস্তই শশশৃঙ্গবৎ অলীক। আকাশ-ফুলিলা :—আকাশকুসুমবৎ।

৯-১০ রাউতু এবং ভুসুকু :--এই পদকর্ত্তার দুইটি নাম (ক, ভূমিকা, ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সঅলা ইত্যাদি :--" ভাবানামেষ রূপো হি ময়া কথিতঃ "—টীকা। সিদ্ধাচার্য্য বলিতেছেন যে, দৃশ্যাদির স্বরূপ তিনি ব্যাখ্যা করিলেন।

জই তো মূঢ়া অচ্ছসি :—" ভো বালযোগিন্ যদি তব ভ্রান্তিঃ অত্র অস্তি "—টীকা। অজ্ঞ যোগীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। তমি যদি এখনও ইহা বুঝিতে না পার।
পুচ্ছতু ইত্যাদি :—" সদ্‌গুরু-চরণারাধনং কুরু "—টীকা। সদ্‌গুরুর চরণ-সেবা করিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা কর। পাদ হইতে পাব।

৪২

রাগ কামোদ—কাহ্নুপাদানাম্—

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না।।
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ[১] পমাই[২]।।
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ[৩] তরঙ্গ কি সোষই সাঅর।।
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে[৪] ন[৪] দেখই।।
ভব জাই ণ আবই এথু[৫] কোই।
অইস[৬] ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই।।

পাঠান্তর

১ তিলোএ, খ ;
২ সমাই, খ ;
৩ ভাঙ্গ, খ ;
৪-৪ ণচছংতেঁ, ক ;
৫ এসু, ক ;
৬ আইস, ক।

ভাবানুবাদ

সহজ শূন্যেতে মোর চিত্ত হয় পূর্ণ।
স্কন্ধের বিয়োগে নাহি হইবে বিষণ্ণ।।
কৃষ্ণাচার্য্য নাহি তুমি কিসে ইহা বল।
অনুদিন ভ্রমে পশি ত্রৈলোক্যমণ্ডল।।

দৃষ্ট বস্তু নষ্ট দেখি মূখে রা কাতর।
বিভগ্ন তরঙ্গ কভু শোষে কি সাগর ॥
মরিলেও থাকে লোক মূখে রা না দেখে।
দুধ মাঝে আছে সর নাহি পড়ে চোখে ॥
ভব হৈতে নাহি যায় আসেও না ভবে।
যোগী কানু লীলা করে মজি এই ভাবে ॥

মর্ম্মার্থ

আমার চিত্ত সর্বদা সহজ-শূন্যতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া প্রভাস্বর-শূন্যতায় মিশিয়া গিয়াছে, ইহা কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় বলিতেছেন। অতএব হে মূঢ় জনগণ, তোমরা আমার অভাবে বিষণ্ণ হইও না। কারণ, কৃষ্ণাচার্য্যের অভাবে তাঁহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে—ইহা তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার? সেই সময়ে সে সর্বদা ত্রৈলোক্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে, যেমন এক বিন্দু জল মহাসাগরের সহিত মিশিয়া তাহার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। দৃষ্ট বস্তু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া মূখেরাই কাতর হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ বিষণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই। সাগরে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সাগর শুষ্ক হইয়া যায় কি? যেমন পুঞ্জীভূত জলরাশি তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হইয়া আবার তাহাতেই মিশিয়া যায় মাত্র, সেইরূপ দৃশ্যাদিরও ভাবাভাব বুঝিতে হইবে। রূপের অপচয়ে বিলোপের পরিকল্পনা ভ্রান্তিমাত্র। দুধের মধ্যে যেমন স্নেহপদার্থ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, অভাবের পরেও লোক সেইরূপভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মূর্খ লোকেরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। ভবে কিছু আসে না, এবং ইহা হইতে কিছু চলিয়াও যায় না, অর্থাৎ উৎপাদভঙ্গাদির জ্ঞান বিকল্প মাত্র। ভবের এই প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া কৃষ্ণাচার্য্য বিহার করিতেছেন।

টীকা

১-২ চিঅ ইত্যাদি :—"সর্বদৈব ষোড়শীশূন্যতায়াং সংপূর্ণোঽয়ং মম চিত্তরাজঃ" —টীকা। আমার চিত্ত শূন্যতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলেই নির্বাণে পরিপূর্ণ শূন্যতার আবির্ভাব হয়। সিদ্ধাচার্য্য এখন সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাই সহজশূন্যতা।

কান্ধবিয়োএঁ ইত্যাদি :—"ভো জনা মম স্কন্ধাভাবাৎ বিষাদং মা কুরু"— টীকা। আমার অভাবে তোমরা বিষাদিত হইও না। কেন? কারণ পরে বর্ণিত হইতেছে।

কান্ধ (=স্কন্ধ) :—রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ। স্কন্ধবিয়োগে অর্থ মৃত্যু হইলে।

৩-৪ ভণ কইসে ইত্যাদি :—"ভো বালযোগিন্ বদ কথং কৃষ্ণাচার্য্যো হি ন বিদ্যতে" টীকা। আমার অভাব হইলে আমার অস্তিত্ব যে একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে তাহা তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার? যাহারা অজ্ঞ অর্থাৎ সহজ-সিদ্ধি লাভ করে নাই, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলা হইয়াছে।

করই অনুদিন :—"অনুদিনং স্ফুরতি পরমার্থজলধৌ ক্রীড়তীত্যর্থঃ"—টীকা। তখন সে সর্বদা পরমার্থ-জলধিতে বিহার করিতে থাকিবে। কিরূপে?

তৈলোএ পমাই :—"ত্রৈলোক্যস্বরূপং তং বিভাব্য"—টীকা। পমাই :—প্রমাপ্য, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব পরিমাপ করিয়া, বা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া। ক্ষুদ্র সত্তা মহাসত্তায় মিশিয়া এই অবস্থায় উপনীত হয়।

৫-৬ মূঢ়া ইত্যাদি :—"নীলপীতাদিবর্ণসংস্থানো হি যো ভাবঃ তস্য ভংগং দৃষ্ট্বা মূর্খাঃ কিমর্থং কাতরা ভবন্তি"—টীকা। এই রূপজগতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মূর্খেরা কেন কাতর হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কারণ—

ভাগ তরঙ্গ ইত্যাদি :—"কিম অম্ভোধেঃ ভগ্নতরঙ্গং তং সাগরং শোষয়তীতি"—টীকা। সাগরে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে কি সেই সাগর শুষ্ক হয়? সেইরূপ মহাসত্তা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র সত্তা তাহাতেই লীন হয় মাত্র, অতএব দৃশ্যের অভাবে দৃশ্যলোপের কল্পনা করা অযৌক্তিক।

৭-৮ এই দুই পঙ্‌ক্তির টীকা নাই, কিন্তু সমগ্র পদটির ভাব গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

মূঢ়া অচ্ছন্তে ইত্যাদি :—লোক যে আছে, ইহা মূর্খেরা দেখে না, অর্থাৎ অভাবের পরেও যে লোক থাকে তাহা বোঝে না। পূর্ববর্ত্তী তিন পঙ্‌ক্তিতে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই পুনরায় এখানে বুঝান হইতেছে। দৃষ্টান্তটি কি?

দুধ মাঝেঁ লড় ইত্যাদি :—দুধের মধ্যে যে স্নেহপদার্থ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে তাহা যেমন মূর্খেরা বোঝে না, সেইরূপ।

লড় :—স্নেহ (তু°—লড়ৎ প্রিয়ায়া বদনং দদর্শ—ইতি সৌন্দরানন্দ। ক, শব্দসূচী)।

৯-১০ ভব জাই ইত্যাদি :—ভবে কিছু আসেও না এবং ইহা হইতে কিছু চলিয়াও যায় না, অর্থাৎ ভাবাভাব বা উৎপাদধ্বংসাদি লীলা বিকল্প মাত্র।

অইস ভাবে :—এইরূপ ধারণা লইয়া কৃষ্ণাচার্য্য বিহার করিতেছেন।

৪৩

রাগ বঙ্গাল—ভুসুকুপাদানাম্—

সহজ-মহাতরু ফরিঅএ তেলোএ।
খসমসভাবে রে বা[১] ণ মুকা[১] কোএ ॥
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেড়[২] ন জাঅ।
তিম মণ-রঅণা[৩] সমরসে গঅণ সমাঅ ॥
জাসু[৪] নাহি অপ্পা তাসু[৪] পরেলা কাহি।
আই-অণুঅণা রে জাম-মরণ ভাব[৫] নাহি ॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ন আবই[৬] রে ণ তহিঁ[৭] ভাবাভাব ॥

পাঠান্তর

১-১. বাণত কা, ক; বাণত মুকা, খ;
২ ভেউ, খ;
৩ মরণ অঅণা, ক;
৪-৪ জংপুণাহি অধ্যাতা স্ব-, ক;
৫ ভব, ক;
৬ আবয়ি, ক;
৭ তংহি, ক।

ভাবানুবাদ

সহজস্বরূপ মহাতরু এক
তিনলোক ব্যাপিয়াছে।
শূন্যতা স্বভাবে মুকত না হয়
এমন কেহ কি আছে ॥
যেমন জলেতে জল মিশি গেলে
বিভেদ নাহিক রয়।
সেইরূপ মন- রতন গগনে
সমরসে হয় লয় ॥
আপনি যখন নাহিক তখন
পর বা কাহারে কহি।
উৎপত্তিবিহীন ভাবেতে কখন
জনম-মরণ নাহি ॥

ভুসুকু রাউত ভণে অদভুত
সকল এই স্বভাব।
গমনাগমন- বিহীন ভবেতে
নাহি কিছু ভাবাভাব॥

মর্ম্মার্থ

এখানে সহজচিত্তকে মহাতরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মহাসুখে নিমজ্জন-হেতু ইহা এখন বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। শূন্যতাস্বভাবে অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইলে ভববন্ধন হইতে সকলেই মুক্ত হয়। তখন মনোরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে। এই সমরসতা কিরূপ? যেমন জলে জল মিশিয়া গেলে তাহার বিভেদ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ মনও শূন্যতায় মিশিয়া তাহার সহিত একীভূত হইয়া যায়, তাহার আর কোন ভেদোপলব্ধি থাকে না। এইরূপ অবস্থায় যখন নিজের বলিয়া কিছুই থাকে না, তখন পর-সম্বন্ধও লোপ পায়, অর্থাৎ আত্ম-পরভেদরহিত হইতে হয়। অধিকন্তু সিদ্ধপুরুষেরা যখন বুঝিতে পারেন যে, ভাব অর্থাৎ দৃশ্যাদির আদৌ উৎপত্তি হয় নাই, তখন তাঁহাদের জন্মমৃত্যুর কল্পনা আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? ভুসুকু এই অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন যে, সকল ভাবের ইহাই স্বরূপ। অতএব ভাবাভাববিকল্প-পরিহারকারী কোন যোগীই সংসারে যাতায়াত অর্থাৎ দৃশ্যাদির উৎপত্তি-ধ্বংস স্বীকার করিতে পারেন না।

টীকা

১-২ সহজ ইত্যাদি :—"পবি-পদ্ম-সংযোগ-সুখাকারবীজং গৃহীত্বা ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য যোগীন্দ্রস্য সহজচিত্তং স্ফুরিতম্"—টীকা। মহাসুখে নিমজ্জিত সিদ্ধাচার্য্যের সহজচিত্ত ত্রিলোক ব্যাপিয়া স্ফুরিত হইয়াছে।

খসমসভাবে :—"খসমোপম-সুখস্বভাবেন"—টীকা। মহাসুখময় শূন্যতা-স্বভাবে।

বা ণ মুকা কোএ :—"ত্রৈলোক্যে ন কো বিদ্বান্ মুক্তো বেতি"—টীকা। কোন্ বিদ্বান্ না মুক্ত হয়। টীকাতে "বা" ও "ন" এর স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু "বাণত" পাঠ গ্রহণ করিলে ইহার সন্ধান মিলে না। বোধ হয় পুথিতে "মুক্ত"-জাত "উকা" ছিল (তু—পুনঃ স্থানে উণো, দোহা, ৯৮ পৃঃ)। এইরূপ পাঠবিভ্রাটের দৃষ্টান্ত "উআরি" স্থানে "তআরি" (চর্য্যা—১২)।

৩-৪ জিম জলে ইত্যাদি :—"যথা বাহ্য-নীরান্তর-পতনভেদো ন জ্ঞায়তে বুধৈঃ"—টীকা। যেমন জলে জল পড়িলে মিশিয়া যায়, বিভেদ দৃষ্ট হয় না।

তিম ইত্যাদি :—" তথা মনোবোধিচিত্তরত্ন-যোগীন্দ্র-সমরসীভূতম্ "—টীকা। সেইরূপ চিত্তরত্ন সমরসতা প্রাপ্ত হয়।

গঅণ সমাঅ :—" প্রভাস্বরে বিশতি, তত্র তস্য জ্ঞানোপলম্ভো ন স্যাদিতি " —টীকা। প্রভাস্বর-গগনে এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, তাহার আর জ্ঞান থাকে না।

৫–৬ জাসু নাহি ইত্যাদি :—" যস্য যোগীন্দ্রস্য আত্মীয়সম্বন্ধো ন স্যাৎ তস্য পর-সম্বন্ধঃ স ইতরেতর এব "—টীকা। শূন্যতা-স্বভাবে অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হওয়াতে যে সর্বসম্বন্ধ-বিবর্জিত হইয়াছে তাহার আবার পর থাকে কি প্রকারে ?

আই-অণুঅণা রে ইত্যাদি :—" যস্মাদনুৎপন্না যে ভাবাঃ তেষামুৎপাদস্থিতিভঙ্গা ন দৃশ্যন্তে সিদ্ধপুরুষৈঃ "—টীকা। যাহা আদৌ উৎপন্ন হয় নাই তাহার উৎপাদস্থিতিভঙ্গ সিদ্ধপুরুষেরা দেখে না।

আই-অণুঅণা রে :—তুলনীয় " আইএ অণুঅণাএ " অর্থাৎ " আদৌ অনুৎপন্ন-ভাবত্বেন " (চর্য্যা—৪১)।

৭–৮ সঅলা এহু সহাব :—" সকলভাবানামেষঃ স্বরূপঃ "—টীকা। সর্বদৃশ্যেরই এই স্বরূপ বা স্বভাব।

জাই ন আবই ইত্যাদি :—" সহজানন্দানুভাবাৎ ভাবাভাববিকল্প-পরিহারেণ ন কো'পি যোগী সংসারকারাগারে যাতায়াতং দৃশ্যতে "—টীকা। সহজানন্দের অনুভবহেতু ভাবাভাব-বিকল্প পরিহার করিয়া কোন যোগী সংসারে উৎপাদভঙ্গ-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন না।

৪৪

রাগ মল্লারী—কৌঙ্কণপাদানাম্—

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅলধাম উইআ তবেঁ॥
আচ্ছহুঁ[১] চউখণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ[২] অণুঅর[৩] বোহী॥
বিন্দুণাদ[৪] ণ হিএঁ[৫] পইঠা।
আণ[৬] চাহন্তে আণ বিণঠা॥

জথা[7] আইলেসি[8] তথা জান।
মাঝ[9] থাকী সঅল বিহাণ ॥
ভণই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ।
সব্ব বিচুরিল[10] তথতা[11] -নাদেঁ ॥

পাঠান্তর

১ আচ্ছু হুঁ, ক ;
২ নিরোধ, ক, খ ;
৩ অণুত্তর, খ ; অণুতর, গ ;
৪ বিদুণাদ, ক : বিঁদু°, গ ;
৫ ণহিঁএ, ক ;
৬ অণ, ক ;
৭ জখাঁ, ক ;
৮ আইলেঁসি, ক ;
৯ মাসং, ক ; মাঝে, গ ;
১০ বি স্মুনিল, খ ; সর্ব বিচছুরিল, ক।
১১ তধতা, ক।

ভাবানুবাদ

শূন্যের সহিত শূন্য মিলি যায় যবে।
সকল ধরম হয় উদয় যে তবে ॥
চতুঃক্ষণ রহিয়াছি লভিয়া সংবোধি।
মধ্যের নিরোধে হ'ল অনুত্তর বোধি ॥
বিন্দুনাদ মম হৃদে না হয় প্রবিষ্ট।
এক দিক্ হেরি মম অন্য দিক্ নষ্ট ॥
যাহা হ'তে এলে তুমি তাহা ভাল জান।
মধ্য ছাড়ি কর চিত্ত বিকল্পবিহীন ॥
কল কল শব্দ, বলে কঙ্কণপাদে।
সকল হইল চূর্ণ তথতার নাদে ॥

মর্ম্মার্থ

সহজমতে শূন্যের স্তরবিভাগ কল্পিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় আলোকাদি শূন্য-ত্রয়ের মধ্যে স্বাধিষ্ঠান-শূন্যতা তৃতীয়স্থানীয়, আর তুরীয়-প্রভাস্বরশূন্যতা চতুর্থ পর্য্যায়ভুক্ত। এই উভয়ের যখন মিলন হয়, অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানশূন্যে যখন প্রভাস্বরশূন্যতা আসিয়া মিলিত হয়, তখন সর্বধর্ম্মের যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দফলোদয় হয়, অর্থাৎ বস্তুজগৎ-সম্বন্ধে (ইহার অনিত্যতা-সম্বন্ধে) স্ফুরিত জ্ঞানের উদয়ে মহাসুখলাভ হয়। সেই সময়ে চিত্ত

সর্বক্ষণ সংবোধিতে মগ্ন থাকিয়া চতুর্থানন্দ উপভোগ করে, কারণ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে উৎপন্ন বস্তুসকলের অস্তিত্বের জ্ঞান নিরোধ করিতে পারিলেই অনুত্তর-বোধি বা চরম-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন নাদবিন্দুরূপ গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাব তিরোহিত হয়, অতএব দৃশ্যাদির উপলব্ধি হয় না দেখিয়া বুঝা যায় যে, চিত্তের অনুভব-শক্তিও লোপ পাইয়াছে। পরমার্থ-বোধিচিত্ত বা তথতা হইতে যে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা বুঝিয়া বর্ত্তমান বা দৃশ্যের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান পরিহার করত সর্ববিধ বিকল্প দূর কর। ইহা নিজেকেই বলা হইয়াছে। সিদ্ধাচার্য্য কঙ্কণপাদ বলেন যে, বালযোগীদিগের সাকার-নিরাকারাদি বাদ এই তথতা বা অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম-ঘোষণায় চূর্ণ অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া যায়।

টীকা

১-২ সুনে সুন ইত্যাদি :—"তৃতীয়-স্বাধিষ্ঠানশূন্যে বজ্রগুরোশ্চাধিষ্ঠানাচ্চতুর্থঃ পদং শূন্যং যদা মিলতি স্বয়ং তদা তস্মিন্ সময়ে"—টীকা। অর্থাৎ তৃতীয় স্বাধিষ্ঠানশূন্যে যখন চতুর্থ শূন্য মিলিত হয়। তৃতীয় শূন্য কি? আলোকাদি-শূন্যত্রয়ের (চর্য্যা—৫০—টীকা) মধ্যে এই স্বাধিষ্ঠান-শূন্য তৃতীয়-স্থানীয় (উদ্ধৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। আর "প্রভাস্বর-শূন্য" চতুর্থ-স্থানীয় (চর্য্যা—৫০—টীকা) অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত চিত্ত যখন প্রভাস্বর-শূন্যে লীন হয়।

সঅলধাম ইত্যাদি :—"তস্মিন্ সময়ে সর্বধর্ম্মমিতি যুগনদ্ধফলোদয়ো ভবতীতি"—টীকা। তুলনীয়—"যুগনদ্ধরূপং সহজানন্দফলম্" (চর্য্যা—১—টীকা)। সর্বধর্ম্ম অর্থে যাবতীয় বস্তুজগৎ। দৃশ্যাদির অনিত্যতা-সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয় হইলেই মহাসুখ-লাভ হয়। (৫০ সংখ্যক চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩-৪ আছহুঁ ইত্যাদি :—"চতুর্থানন্দং সংবোধয়িত্বা তিষ্ঠামি"—টীকা। সর্বক্ষণ চতুর্থানন্দ উপভোগ করিয়া আমি বর্ত্তমান আছি।

মাঝ নিরোহেঁ ইত্যাদি :—"তেনাহং মধ্যমানিরোধেতি সপ্তপ্রকৃতিদোষাসমাধি-মলনিধানাদনুত্তরবোধিং লভ্যতে"—টীকা। এখানে মাঝ-নিরোধ দ্বারা অসমাধিমল-সকলের ধ্বংসের কথা বলা হইয়াছে। মাধ্যমিক শাস্ত্রে আছে (ঐ, ২৪।১৮) :—

> যা প্রতীত্যসমুৎপাদা শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।
> সা প্রজ্ঞপ্তীরুপাদায় প্রতিপৎ সৈব মধ্যমা॥

অর্থাৎ—কার্য্যকারণ হইতে উৎপন্ন বস্তুসকল অনিত্য বলিয়া শূন্যস্বভাব। ব্যাবহারিক সংজ্ঞায় ইহারা পরিচিত। ইহাকে মধ্যমাও বলা যাইতে পারে। অতএব মাঝ-নিরোধ অর্থে দৃশ্যাদির অস্তিত্বের জ্ঞান-নিরোধ। ইহা করিতে পারিলেই অনুত্তর-বোধি বা চরম-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অথবা ভূত

ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানের বা ভবের নিরোধেই বোধি-লাভ হয়। যথা—

> মধ্যে যদেতদর্থস্য প্রতিভানং প্রথাং গতম্।
> সতো বাপ্যসতো বাপি তন্মনো বিদ্ধি নেতরৎ ॥
>
> যোগবাশিষ্ঠ, ৩।৪।৪১

অর্থাৎ—পূর্ব্বেও নহে পরেও নহে, মধ্যে যে সৎ- অথবা অসৎ-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার। ইহাকেই রোধ করিতে বলা হইয়াছে।

৫–৬ বিন্দুণাদ ইত্যাদি :—"উপায়গ্রাহকজ্ঞানবিকল্পং বিন্দুরিতি। প্রজ্ঞাগ্রাহ্যজ্ঞানবিকল্পঃ নাদঃ"—টীকা। অর্থাৎ—গ্রাহক-জ্ঞানবিকল্প বিন্দু, এবং গ্রাহ্য-জ্ঞানবিকল্প নাদ। সরলার্থে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব।

ণ হিএঁ পইঠা :—"তস্মিন্ সময়ে পরিত্যক্তো'স্মি"—টীকা। সেই সময়ে আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি। অর্থাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

আণ চাহন্তে :—"অতঃ সর্বধর্ম্মানুপলম্ভং পশ্যন্"—টীকা। দৃশ্যাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা দেখিয়া বা বুঝিয়া।

আণ বিণঠা :—"চিত্তবোধনঞ্চ পুনষ্টং মম"—টীকা। অর্থাৎ চিত্তের অনুভব-শক্তিও লোপ পাইয়াছে।

৭–৮ জথা আইলেসি তথা জান :—"আদৌ যস্মাদ্বোধিচিত্তাদুৎপন্নো'সি তস্মিন্ নিজবোধিচিত্তে ইত্যাদি"—টীকা। অর্থাৎ—পরমার্থবোধিচিত্ত হইতে যে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা বোঝ।

মাঝ থাকী ইত্যাদি :—"ইন্দুবিষয়বিকল্পবিরহিতে যচ্চতুথ-সুখসংবেদনরূপং জানীহি"—টীকা। গ্রাহকরূপ চিত্ত হইতে বিষয়বিকল্প তিরোহিত করিয়া মহাসুখ ভোগ কর। এখানে 'থাকী' অর্থ পরিত্যাগ করা। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী "মাঝ নিরোহেঁ"র সমার্থক এবং পুনরুক্তি মাত্র। অথবা—মাঝ অর্থাৎ নিজবোধিচিত্তে থাকি বা বর্ত্তমান থাকিয়া অর্থাৎ সমাহিত থাকিয়া বিষয়-বিকল্প পরিত্যাগ কর।

৯–১০ ভণই ইত্যাদি :—"কঙ্কণপাদসিদ্ধাচার্য্যো হি বদতি সাকারনিরাকারাদি বাল-যোগিনাং কলকলঃ তথতানাদেন ভগ্নঃ"—টীকা। বালযোগিগণের সাকার-নিরাকারাদি-বাদ তথতানাদে ভগ্ন হইয়াছে।

৪৫

রাগ মল্লারী—কাহ্নুপাদানাম্—

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা ।
আসা-বহল পাত ফলবাহা[১] ।।
বর গুরুবঅণ-কুঠারেঁ ছিজঅ ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ।।
বাঢ়ই[২] সো তরু সুভাসুভ পাণী ।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ।।
জো তরু ছেব[৩] ভেবউ[৪] ন জানই ।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ।।
সুণ তরুবর[৫] গঅণ কুঠার ।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ।।

পাঠান্তর

১ ফলাহা (হ বাহা), ক ;
২ বাটই, ক ;
৩ ছেবই, খ ;
৪ ভেউ, খ ;
৫ তরু, ক ।

ভাবানুবাদ

মনোরূপ তরু, পঞ্চেন্দ্রিয় শাখা তাহে ।
বাসনা-বহুল পাত ফল সে যে বহে ।।
বজ্রগুরু-বচন-কুঠারে ছেদ তারে ।
কানু বলে পুনঃ যেন জন্মিতে না পারে ।।
শুভাশুভ জলে তরু ভবে বৃদ্ধি পায় ।
গুরু-উপদেশে ছেদে বিজ্ঞজন তায় ।।
যারা তরু ছেদন-ভেদন নাহি জানে ।
সরি' পড়ি' মূর্খ তারা ভবকেই মানে ।।
অবিদ্যাস্বরূপ তরু গগন কুড়াল ।
ছেদ কর সেই তরু, মূল নহে ডাল ।।

মর্ম্মার্থ

এখানে মনকে তরুর সহিত তুলনা করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়কে তাহারা শাখা, এবং বাসনা-সমূহকে তাহার পাতা ও ফল বলা হইয়াছে। বজ্রগুরুর বচনরূপ কুঠার দ্বারা মন-তরুকে এমনভাবে ছেদন করিতে বলা হইয়াছে যেন ইহা পুনরায় উৎপন্ন না হইতে পারে। সেই চিত্ততরু শুভাশুভরূপ জল গ্রহণ করিয়া মনোরূপ সংসারভূমিতে বর্দ্ধিত হয়, গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞ যোগীরা তাহা ছেদন করেন। যে সকল বালযোগী চিত্ত-বৃক্ষের ছেদন অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকরণ জানে না, তাহারা সংসারদুঃখসাগরে পতিত হয়, ভবকেই গ্রহণ করে, মোক্ষমার্গে গমন করে না। অতএব অবিদ্যারূপ শূন্যতরুকে গগন বা প্রভাস্বর কুঠার দ্বারা ছেদন কর। কিরূপে? কেবল তাহার ডাল নহে, মূলও, যেন পুনরায় ইহা আর উৎপন্ন না হইতে পারে।

টীকা

১-২ মণ তরু ইত্যাদি :—" অনাদি-ভব-বাসনা-পল্লবাশ্রয়ত্বাৎ কৃষ্ণাচার্য্যপাদেন স্বচিত্তং তরুত্বেন উৎপ্রেক্ষিতম্। তস্য চিত্ততরোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়েণ শাখামধিমুচ্য, আশা তস্য পত্রবহলফলঞ্চেতি "—টীকা। মনেতে বাসনারূপ পল্লব আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া চিত্তকে তরু, পঞ্চেন্দ্রিয়কে শাখা, এবং বিবিধ বাসনাকে তাহার পাতা ও ফলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৩-৪ বরগুরুবঅণ ইত্যাদি :—" বরগুরুবচনকুঠারেণ তস্য বাসনা ছিদ্যমানা সতি কৃষ্ণাচার্য্যো বদতি স এব চিত্ততরুরেব ভূমৌ পুনর্নোৎপদ্যতে "—টীকা। গুরুর উপদেশে ছেদন কর, যেন পুনরায় উৎপন্ন না হয়। ইহাকেই সাংখ্যে " অত্যন্তনিবৃত্তি " বলা হইয়াছে।

৫-৬ বাঢ়ই ইত্যাদি :—" সো'পি চিত্ততরুঃ স্বশুভাশুভং জলং গৃহীত্বা স্ব-মনাদি সংসারভূমৌ বর্দ্ধতে "—টীকা। এখানে শুভাশুভ ধারণাকে জল, এবং নিজের মনকে ভূমির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শুভাশুভের ধারণাও অবিদ্যা-জাত। তুলনীয়—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম ॥
(চৈঃ চঃ, আদির প্রথমে)।

ছেবই ইত্যাদি :—" অথ শ্রীগুরুং পৃষ্ট্বা তস্য বচনানুভবং কৃত্বা বিদুজনেতি যোগীন্দ্রাঃ তস্য চিত্তবৃক্ষস্য ছেদং কুর্বন্তি "—টীকা। গুরুর উপদেশে চিত্তবৃক্ষ ছেদন করেন।

৭-৮ জো তরু ইত্যাদি :—" যে'পি বালযোগিনঃ চিত্তবৃক্ষস্য ছেদমিতি নিঃস্বভাবী-করণং ন জানন্তি, তে'পি সংসার-দুঃখবারিধৌ ষটিত্বা পতন্তি। পুনস্তত্রৈব

ভবগ্রহং কুর্বন্তি, মোক্ষমার্গং ন জানন্তীতি"—টীকা। যে সকল অজ্ঞ যোগী ইহা ছেদন করিবার কৌশল জানে না, তাহারা মোক্ষমার্গ হইতে অপসৃত হইয়া সংসারের দুঃখসাগরে পতিত হয়।

৯-১০ সুণ তরুবর :—"অবিদ্যাশূন্যতরুঃ"—টীকা।

গঅণ কুঠার :—"প্রকৃতিপ্রভাস্বরকুঠারেণ"—টীকা।

ছেবহ সো তরু :—"বাসনাং ছেদং কুরু"—টীকা।

মূল ন ডাল :—"যেন পুনরিন্দ্রিয়স্যাধীনং ন ভবতীতি"—টীকা। এইরূপ ভাবে ডালে-মূলে ছেদন করিবে যেন পুনরায় চিত্ত আর ইন্দ্রিয়াধীন না হয়।

৪৬

রাগ শবরী—জয়নন্দীপাদানাম্—

পেখু সুইণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা॥
মোহবিমুক্কা জই মণা[১]।
তবেঁ টুটই অবণাগমণা॥
নউ দাটই[২] নউ[৩] তিমই ন চ্ছিজ্জই।
পেখ লোঅ[৪] মোহে বলি বলি বাঝই॥
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা[৫]॥
চিঅ তথতা-স্বভাবে সোহিঅ[৬]।
ভণই জঅনন্দি ফুড়অ[৭] ণ হোই॥

পাঠান্তর

১ মাণা, ক;
২ দাটই, ক;
৩ নৌ, ক;
৪ মোঅ, ক
৫ বিণা, ক;
৬ ষোহই, খ;
৭ ফুড়অণ, ক, খ।

ভাবানুবাদ

স্বপ্নাদর্শে দেখ তুমি যথা প্রতিভাস।
অন্তরে ভবের মোহ করিছে নিবাস ॥
যবে মন এই মোহ-বিহীন হইবে।
গমনাগমন তোর তখনি টুটিবে ॥
দহিতে ভিজতে মন ছেদিতে না পারে।
তবু লোক মোহে বদ্ধ দেখ এ সংসারে ॥
স্বকায় জ্ঞানীরা দেখে ছায়ার সমান।
পক্ষাপক্ষ-ভিন্ন জ্ঞান তাহাই বিজ্ঞান ॥
তথতা-স্বভাবে তব চিত্ত শুদ্ধ হলে।
অন্য নাহি ভায় চিত্তে জয়নন্দী বলে ॥

মর্ম্মার্থ

দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় অমূলক চিন্তাসকল যেমন স্বপ্নে রূপায়িত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভবের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞানও অর্থাৎ ভববিকল্প অন্তরে প্রতিফলিত হয়। যখন গুরুর উপদেশে চিত্ত এই মোহবিমুক্ত হয়, তখন সংসারে যাতায়াত অর্থাৎ দৃশ্যাদির উৎপত্তি-ধ্বংস-সম্বন্ধীয় জ্ঞানও তিরোহিত হয়, অথবা মোহবিমুক্ত চিত্ত তখন উৎপাদভঙ্গাদি-বিকল্পবিহীন হয়। এইরূপ মোহবিমুক্ত চিত্তকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না, এবং অস্ত্রও ভেদ করিতে পারে না। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অজ্ঞ লোকেরা সংসার-মোহেই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে, মুক্তিলাভের চেষ্টা করে না। কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞেরা যখন মোহবিমুক্ত হন তখন তাঁহারা ছায়ামায়াসম স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞানলোচনে দেখিয়া থাকেন। পক্ষাপক্ষভিন্ন অর্থাৎ বিকল্পবিহীন জ্ঞানই বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়, কারণ ইহা দ্বারাই পরমার্থ-সত্য উপলব্ধি করা যায়। তথতা-স্বভাবে বা সর্ববিষয়ে বিশুদ্ধিতা দ্বারা যদি নিজের চিত্ত পরিশোধিত করা যায়, তাহা হইলে চিত্ত আর কিছুতেই বিচলিত হইতে পারে না।

টীকা

১-২ পেখু ইত্যাদি :—"যথা স্বপ্নে স্বপ্রতিভাসং যথাদর্শে প্রতিবিম্বং তাদৃশমন্তরে ভববিজ্ঞানং পশ্য"—টীকা। আমাদের এই চিত্ত দর্পণতুল্য। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, ভবের অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞানও সেইরূপ আমাদের চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। শিশুরা যেমন প্রতিবিম্বকে সত্য ভাবিয়া ধরিতে চায়, সেইরূপ আমরাও ভ্রান্তিবশতঃ জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া

মোহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। স্বপ্নের ন্যায় ইহা স্বীয় অন্তর্নিহিত বাসনার প্রতিভাস মাত্র।

৩-৪ মোহবিমুক্কা ইত্যাদি :—" যদি স্বচিত্তং মোহবিমুক্তং করোষি "—টীকা। যদি নিজের চিত্তকে এই মোহবিমুক্ত কর।
তবেঁ টুটই ইত্যাদি :—" সংসারে যাতায়াতং ক্রট্যতি "—টীকা। তাহা হইলে নির্বাণ লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

৫-৬ নউ দাঢ়ই ইত্যাদি :—" সংসারমনো যদি মোহবিমুক্তং ভবতি, তদা অগ্নিনা ন দগ্ধং ভবতি, জলে ন প্লাবনীয়ং ভবতি, শস্ত্রেণ ছেত্তুং ন পার্য্যতে "—টীকা। মোহমুক্ত মনকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে না, ইত্যাদি।
পেখ লোঅ ইত্যাদি :—" এবং পশ্যন্ সন্ তথাপি কুধিয়ো মোহে পরং বদ্ধা ভবন্তি "—টীকা। ইহা জানিয়াও মূর্খেরা সংসার-মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকে।
বলি বলি :—" দৃঢ়ং, অতিশয়ার্থে দ্বিরুক্তি।" দৃঢ়ভাবে।

৭-৮ ছাআ মাআ ইত্যাদি :—" মোহবিমুক্তা যদা পরমার্থবিদো ভবন্তি, তদা ছায়া-মায়াসমং স্ববিগ্রহং জ্ঞানলোচনেন পশ্যন্তি "—টীকা। মোহবিমুক্ত হইলে জগতের অন্যান্য দৃশ্যের ন্যায় নিজেকেই পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞেরা ছায়ামায়ার ন্যায় দেখেন।
বেণি পাখেঁ ইত্যাদি :—" পক্ষাপক্ষভিন্নং শ্রীহেরুকরূপং চাকলয়ন্তি "—টীকা। পক্ষাপক্ষ অর্থে সাকারনিরাকার (চর্য্যা—৪৪—টীকা—শেষ দুই পঙ্‌ক্তি), এবং ভবনির্বাণাদি (চর্য্যা—১৯) বিকল্প। শ্রীহেরুকরূপং অর্থে "শূন্যতারূপম্" (চর্য্যা—১৭—টীকা)। এই সর্বশূন্যতায় লীন হওয়াই পরম বিজ্ঞান।

৯-১০ তথতাস্বভাবে :—" সর্বেষাং খলু বস্তুনাং বিশুদ্ধিস্তথতা মতা "—টীকা। সর্ববস্তুর বিশুদ্ধিই তথতা। অতএব " চিত্তবাসনাদোষবিশোধনং যদি ক্রিয়তে," অর্থাৎ চিত্তের বাসনাদোষ পরিশুদ্ধ হইলেই চিত্ত নির্বাণে আরোপিত হয়, এবং তাহাই তথতা।
ফূড়অ ণ হোই :—" চিত্তমন্যথাভাবং ন ভবতি "—টীকা। চিত্ত বিচলিত হয় না।
ফুড়অ :—স্ফুটিত, ফুড়ে বা প্রতিভাত হয়। তু°—ফুড় (চর্য্যা—৪৭)।

৪৭

রাগ গুঞ্জরী—ধামপাদানাম্—

কমল কুলিশ-মাঝেঁ ভইঅ[১] মিঅলী[১]।
সমতাজোএঁ জলিঅ[২] চণ্ডালী ॥
ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি।
সসহর[৩] লই সিঞ্চহুঁ[৪] পাণী ॥
নউ খর-জালা ধূম ন দিসই।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥
দাঢ়ই[৫] হরিহর বাহ্ম[৬] ভড়া[৬]।
ফীটা[৭] হই[৭] ণবগুণ শাসন পড়া[৮] ॥
ভণই ধাম ফুড় লেহুরে[৯] জাণী।
পঞ্চনালেঁ উঠে গেল পাণী ॥

পাঠান্তর

১-১ ভমই লেলী, খ; ভইম°, ক;
২ জলিল, খ;
৩ সহ ঘলি, ক;
৪ ষিঞ্চ হুঁ, ক;
৫ ফাটই, ক;
৬-৬ বাহ্মণ নাড়া, খ;
৭-৭ দাঢ়ই, খ;
৮ পাড়া, খ;
৯ লেহুরে, ক।

ভাবানুবাদ

কমল কুলিশ মাঝে মিলিত হইল।
সমতাযোগেতে মম চণ্ডালী জ্বলিল ॥
রাগদাহযুক্ত অগ্নি লাগে ডোম্বি-ঘরে।
পরিশুদ্ধ চিত্ত-জলে সিঞ্চহ তাহারে ॥
তীব্রজ্বালা নাহি, ধূম না পড়ে নয়নে।
সুমেরুশিখরে গিয়া প্রবেশে গগনে ॥
হরিহরব্রহ্মা সব বিদগ্ধ হইল।
নবগুণ শাসনাদি ফাটিয়া পড়িল ॥
ধামপাদ বলে স্পষ্ট লহ তুমি জানি।
পঞ্চনাল দিয়া উর্দ্ধে উঠি গেল পানী ॥

মর্ম্মার্থ

কমল ও কুলিশ মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখন আমি যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দ মহাসুখ উপভোগ করিতেছি। অতএব সর্ববিষয়ে সমতারূপ প্রজ্ঞা-বাতাসে চণ্ডালীরূপা আমার অপিরিশুদ্ধাবধূতিকা প্রকৃতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় মহাসুখরাগরূপ অগ্নি পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বী বা নৈরাত্মার গৃহে লগ্ন হইয়াছে, যাহার ফলে আমার বিষয়ানুভূতি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সবিকল্প-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া নির্বিকল্প-জ্ঞানে নৈরাত্ম হইয়া আমি মহাসুখ উপভোগ করিতেছি। এখন পরিশুদ্ধ চিত্ত লইয়া সেই বহ্নি নির্বাপিত করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত মহাসুখের অনুভূতিও লোপ করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। সাধারণ অগ্নির ধূমজ্বলনাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানবহ্নির ধূমজ্বলনাদি নাই। এইভাবে ভাবাভাব দগ্ধ করিয়া ইহা মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। তখন হরিহর-ব্রহ্মা প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞান, এবং চিত্তপবন ও ইন্দ্রিয়াদি দগ্ধ করিয়া ইহা নির্বাণ-প্রাপ্ত হয়। ধামপাদ বলেন যে, এই তত্ত্ব তুমি স্পষ্টভাবে জানিয়া লও। আমার পঞ্চনাল দিয়া নির্বাণ-জল ঊর্দ্ধে সিঞ্চিত হইয়াছে।

টীকা

১-২ কমল কুলিশ ইত্যাদি :—কমলকুলিশের মিলনে অথাৎ যুগনদ্ধরূপে সহজানন্দ-ফলোদয় হয়, যথা—"যুগনদ্ধরূপং সহজানন্দফলম্" (চর্য্যা—১—টীকা)। উভয়ের মিলন দ্বারা সহজানন্দ অনুভূত হইতেছে, ইহা বুঝাইতেছে। অথবা—চিত্ত শূন্যতা বা চরমতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে। কমল—চিত্ত ; কুলিশ—বজ্র, শূন্যতা বা চরমতত্ত্ব।

সমতাজোএঁ ইত্যাদি :—"প্রজ্ঞোপায়সমতাং সত্যাক্ষরমহাসুখরাগানিলাবর্ত্তান্নাভৌ নির্ম্মাণচক্রে চণ্ডালী জ্বলিতা মম"—টীকা। পরমার্থ-সত্যানুভূতি-হেতু সর্ববিষয়ে সমতা-যুক্ত অক্ষর মহাসুখরাগ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাই যেন বাতাসরূপে প্রবাহিত হইয়া চণ্ডালীরূপিণী আমার অপরিশুদ্ধাবধূতিকা প্রকৃতি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। টীকাতে নাভীতে চণ্ডালীর অবস্থান কল্পিত হইয়াছে।

৩-৪ ডাহ ডোম্বী ইত্যাদি :—"মহাসুখরাগদাহযুক্তো হ্যগ্নিঃ ডোম্বী পরিশুদ্ধাবধূতি-গৃহে লগ্নঃ। তেন মহাসুখরাগাগ্নিনা ময়া সকলবিষয়াদিবৃন্দাশ্রয়ো দগ্ধঃ"—টীকা। এই অগ্নি পরিশুদ্ধাবধূতি ডোম্বী বা নৈরাত্মার গৃহেও লগ্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা আমার সকল বিষয়াশ্রয় ধ্বংস হইয়াছে।

সসহর লই ইত্যাদি :—"সদ্‌গুরুপ্রসাদাৎ বিলক্ষণ-পরিশোধিতং সংবৃত্তিবোধি-চিত্তং গৃহীত্বা তস্য বহ্নের্নির্বাপণং করোমি"—টীকা। এখানে বিলক্ষণ-

পরিশোধিত বোধিচিত্তকে শশধর বলা হইয়াছে। বিলক্ষণ অর্থ বিগত হইয়াছে লক্ষণ যাহার, যে চিত্তের। অর্থাৎ চিত্ত যখন অচিত্ততায় লীন হইয়া লক্ষণরহিত হইয়াছে। এইরূপ চিত্ত লইয়া ডোম্বী বা নৈরাত্মার ঘরে সংক্রামিত মহাসুখাগ্নি নির্বাপিত করিতে হইবে, অর্থাৎ মহাসুখের অনুভূতিও লোপ করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে হইবে।

৫-৬ নউ খর ইত্যাদি :—" যথা বাহ্যবহ্নেস্তীব্রং জ্বলনতাদি ধূমাদিকং দৃশ্যতে তদ্বদয়ং জ্ঞানবহ্নিঃ ন দৃশ্যতে "—টীকা। বহ্নির তীব্রজ্বালা অনুভূত হয় এবং ধূমও দেখা যায়, জ্ঞানবহ্নির সেইরূপ লক্ষণ নাই।

মেরুশিখর ইত্যাদি :—" ভাবাভাবং দগ্ধ্বা সুমেরুশিখরাগ্রে গগনমিতি মহাসুখ-চক্রে অন্তর্ভবতি "—টীকা। তীব্র জ্বালা ও ধূমরহিত অবস্থায় ইহা ভাবাভাব-রূপ বিকল্প ধ্বংস করিয়া গগনরূপ মহাসুখচক্রে যাইয়া লীন হয়, অর্থাৎ নির্বিকল্প-জ্ঞানে শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করে।

৭-৮ দাঢ়ই হরিহর ইত্যাদি :—" বাহ্মেতি সন্ধ্যাবচনেন বিটনাড়িকা বোদ্ধব্যা। হরিরিতি মূত্রনাড়ী। হরইতি শুক্রনাড়িকা। উর্দ্ধে ললনারসনাদিকাশ্চ দগ্ধ্বা "—টীকা। এখানে ব্রহ্মা অর্থে বিটনাড়ী, হরি অথে মূত্রনাড়ী এবং হর অর্থে শুক্রনাড়ী বলা হইয়াছে। অথবা হরিহরব্রহ্মা প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞানও লক্ষিত হইতে পারে। এই সকল দগ্ধ করিয়া।

ফীটা হই ইত্যাদি :—" নবগুণমিতি নবপবনঞ্চ। শাসনমিতি চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি-বিষয়াখ্যং চ দগ্ধ্বা স এব রাগানলো নিঃস্বভাবং গতঃ "—টীকা। এখানে নবগুণ অর্থে নবপবন বা নয় প্রকার প্রাণবায়ু, এবং শাসন অর্থে ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়সমূহ লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল দগ্ধ করিয়া রাগানল নির্বাপিত হইয়া গেল, অর্থাৎ সুখানুভূতিও লুপ্ত হইয়া মহানির্বাণে পর্য্যবসিত হইল।

৯-১০ ফুড় :—স্ফুটম্। স্পষ্টভাবে।

লেহুরে জাণী :—জানিয়া লও।

পঞ্চলালেঁ (পঞ্চনালেঁ) :—উক্ত বিটনাড়ী, মূত্রনাড়ী, শুক্রনাড়ী এবং ললনারসনা প্রভৃতি নাড়ী দিয়া। সর্বতোভাবে। অথবা—'শূন্যাতিশূন্যমহাশূন্য-সর্বশূন্যমিতি চতুঃশূন্যস্বরূপেণ পত্রচতুষ্টয়ং চতুরাদিস্বরূপেণ চতুর্মৃণাল-সংস্থিতা', এবং ইহাদের সহিত 'অবধূত্যবকৃতং মূলং প্রধাননালম্' (ক, ১২৪ পৃঃ) যোগ করিয়া পঞ্চনাল লক্ষিত হইয়া থাকিবে।

পাণী :—মহারাগাগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য পরিশুদ্ধ-চিত্তরূপ জল, যাহার উল্লেখ চতুর্থ পঙ্ক্তিতে রহিয়াছে।

———

৪৯

রাগ মল্লারী—ভুসুকুপাদানাম্—

বাজণাব[১] পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥
ডহি জো পঞ্চপাটণ[২] ইংদিবিসআ[২] নঠা।
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোন[৩] রুঅ[৩] মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউকোড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেস ॥

পাঠান্তর

১ রাজনাব, খ ;
২–২ পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা, ক ;
৩–৩ সোনত রুঅ, খ।

ভাবানুবাদ

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া বাহি পদ্মাখালে।
লুটিয়া লইল ক্লেশ অদ্বয়-বাঙ্গালে ॥
রে ভুসুকু আজি তুই হইলি বাঙ্গালী।
নিজগৃহিণীকে করি লয়েছ চণ্ডালী ॥
পঞ্চপাটনকে দহি বিষয়াদি নষ্ট।
না জানি আমার চিত্ত কোথায় প্রবিষ্ট ॥
শূন্যতায় রূপা মোর কিছু নাই বাকী।
নিজ পরিবারে এবে মহাসুখে থাকি ॥
চৌকোটি ভাণ্ডার নিয়া করিয়াছে শেষ।
জীবনে মরণে কিছু নাহিক বিশেষ ॥

মর্ম্মার্থ

প্রজ্ঞারূপ পদ্মখালে শূন্যতা বা বজ্ররূপ নৌকা প্রবেশ করাইয়া আমি বাহিতেছি। অতএব চিত্তে শূন্যতার মিলনে মহানন্দ অনুভূত হইতেছে। তখন অক্ষরসুখরূপ অদ্বয়জ্ঞান-বাঙ্গালের দ্বারা আমার অবিদ্যাজাত যাবতীয় ক্লেশ লুণ্ঠিত হইল। অতএব ধ্যানপরিপাকাবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, রে ভুসুকু (নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে), তুমি নিজে অদ্বয়জ্ঞানধারী বাঙ্গালী হইয়াছ, যেহেতু তোমার অপরিশুদ্ধাবধূতিকা প্রকৃতিরূপিণী গৃহিণীকে চণ্ডালী অর্থাৎ প্রভাস্বর-প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছ। রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ এবং অহঙ্কারাদিও দগ্ধ হওয়াতে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব নির্বিকল্প-জ্ঞানের উদয়ে এখন আমার চিত্ত যে কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হওয়াতে আমার সেই জ্ঞানও তিরোহিত হইয়াছে। শূন্যতারূপা অর্থাৎ ভাবাভাব-জাতীয় বিকল্প এখন আমার আর কিছুই থাকিল না, অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় আমি লীন হইয়া নির্বিকল্প হইয়াছি। তারপর নির্বিকল্প-জ্ঞানও পরিহার করিয়া আমি মহাসুখে নিমগ্ন হইয়াছি। এই অবস্থায় আমার চতুষ্কোটি অর্থাৎ সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং ন সৎ ন অসৎ এই চতুর্বিধ বিচারের ভাণ্ডার অদ্বয়জ্ঞান-বঙ্গাল দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। এই হেতু জীবনে মরণে যে কিছু বিভিন্নতা নাই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

টীকা

১-২ বাজণাব ইত্যাদি :—" প্রজ্ঞারবিন্দকুহররন্ধ্রে সদ্‌গুরুচরণোপায়েন প্রবেশিতম্ " —টীকা। প্রজ্ঞারূপ পদ্মখালে গুরুর চরণরূপ নৌকা আশ্রয় করিয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহা চর্য্যাধৃত পাঠের ভাবার্থ মাত্র।

বাজণাব :—বজ্রগুরুর উপদেশরূপ নৌকা।

পাড়ী :—পাড়ি দিয়া, প্রবেশ করাইয়া।

পঁউআ খালেঁ :—প্রজ্ঞারূপ পদ্ম বিকশিত হইয়াছে এইরূপ খালে, অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্বে বা শূন্যতায়। বাহিউ :—বাহিতম্।

অতএব চিত্তের সহিত শূন্যতার মিলন হইয়াছে। তুলনীয়—" কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইম মিঅলী " (চর্য্যা—৪৭)।

অদঅ বঙ্গালে :—" অক্ষরসুখাদ্বয়বঙ্গালেন "—টীকা। অক্ষর সুখরূপ অদ্বয়-জ্ঞান-বঙ্গাল দ্বারা। এখানে অদ্বয়-জ্ঞানকে বঙ্গাল বলা হইয়াছে।

ক্লেশ লুড়িউ :—ক্লেশং লুণ্ঠিতম্।

৩-৪ আজি ভুসু ইত্যাদি :—" স্বয়মেবাত্মানং সম্বোধ্য বদতি। ভো ভুসুকুপাদ, ধ্যানপরিপাকাবস্থাবিয়োগেন অদ্য এব বঙ্গালিকা ভূতা "—টীকা। নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, ধ্যানপরিপাক-অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আজ তুমি বঙ্গালী হইয়াছ।

বঙ্গালী :—বঙ্গাল বা অদ্বৈত-জ্ঞান আছে যাহার এই অর্থে অদ্বয়জ্ঞানধারী।

টীকায় ভুসুকুর প্রতি "বঙ্গালিকা" বিশেষণ নৈরাত্মায় লীন হইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ভইলী—হইলি।

ণিঅ ঘরিণী ইত্যাদি :—"যস্মাৎ নিজগৃহিণী হি অপরিশুদ্ধাবধূতি-বায়ু-রূপা চণ্ডালেন প্রকৃতিপ্রভাস্বরেণ নীতা"—টীকা। যেহেতু অপরিশুদ্ধ নিজ প্রকৃতিকে চণ্ডাল বা প্রভাস্বর-প্রকৃতি লইয়া গিয়াছে। কিন্তু চর্য্যার পাঠে বুঝা যায়, তুমি নিজের গৃহিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইয়াছ। তুলনীয়—"বঙ্গে জায়া নিলেসি" (চর্য্যা—৩৯)। এখানেও ক্রিয়াটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, বঙ্গ জায়াকে নেয় নাই, জায়াকেই সাধক বঙ্গে বা অদ্বয়-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লেলী—লইলি।

প্রভাস্বর-প্রকৃতি অতীন্দ্রিয় বলিয়া অস্পৃশ্যা চণ্ডালীর সহিত তুলিত হইয়াছে। তুলনীয়—"নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ" (চর্য্যা—১০)।

৫-৬ ডহি জো ইত্যাদি :—"তেন মহাসুখানলেন পঞ্চপাটনমিতি পঞ্চস্কন্ধাশ্রিতাহং-কারমমকারাদিকং দগ্ধম্, ইন্দ্রিয়বিষয়ঞ্চ"—টীকা। পঞ্চপাটণ :—রূপাদি পঞ্চ-স্কন্ধ। ইংদিবিসআ :—ইন্দ্রিয়বিষয়াদি। এই সকল দগ্ধ হইল।

ণ জানমি ইত্যাদি :—"অতএব স্বয়ং কল্পপরিহারাৎ ন জানীমঃ চিত্তরত্নম্" —টীকা। অতএব যাবতীয় কল্পনা পরিত্যাগ করাতে আমার চিত্ত যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল, তাহা বুঝিতে পারি না।

৭-৮ সোন রুঅ ইতি :—"সোনমিতি শূন্যতাগ্রহঃ। রুঅ ইতি ভাবগ্রহঃ। উভয়বিকল্পং স্বরূপে বিচার্য্যমাণে সতি কিঞ্চিন্ন স্থিতম্"—টীকা। এখন ভাবাভাবের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিলাম যে এই বিকল্পজ্ঞানের কোনই অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ এখন আমি নির্বিকল্প হইয়াছি।

ণিঅ পরিবারে ইত্যাদি :—"নিজপরিবারেণেতি নির্বিকল্পপরিহারেণ মহাসুখ-রত্নিমগ্নো'হম্"—টীকা। আমার শূন্যতারূপ পরিবারে এখন নির্বিকল্প-জ্ঞান পরিহার করিয়া আমি মহাসুখে নিমগ্ন রহিয়াছি।

৯-১০ চউকোড়ি :—চতুষ্কোটি। সৎ, অসৎ, সদসৎ, ন সৎ ন অসৎ রূপ বিকল্প-চতুষ্টয়। যথা—

ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্।
চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥

লইআ সেস :—"চতুষ্কোটিবিচারভণ্ডারম্ মম তেন অদ্বয়বঙ্গালেন গৃহীতম্"—টীকা। অদ্বয়জ্ঞানরূপ বঙ্গালে লইয়া গিয়াছে।

জীবন্তে ইত্যাদি :—"অতএব মমাত্মনি জীবনমরণাদিবিকল্পং নাস্তি"—টীকা। অতএব এখন আমার জীবনমরণাদি-বিকল্প তিরোহিত হইয়াছে। তুলনীয়—"জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো" (চর্য্যা—২২)।

৫০

রাগ রামক্রী—শবরপাদানাম্—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী[১] হিএঁ কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি[২] জাগন্তে উপাড়ী ॥
ছাড়ু ছাড়ু[৩] মাআ মোহা বিষম[৪] দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমে-হেলী ॥
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ[৫] সেরে[৫] কপাসু ফুটিলা ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা[৬]।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ ॥
কঙ্গুচিনা[৭] পাকেলা রে শবরশবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা[৮] ॥
চারিবাসে[৯] গড়িলারে[১০] দিআ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ[১১] কএলা[১১] কান্দই[১২] সগুণ শিআলী ॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলী[১৩] বলী[১৩]।
হের[১৪] সে[১৪] সবর নিরেবণ ভইলা ফিটিল ষবরালী ॥

পাঠান্তর

১ বাড়হী, ক ;
২ বালিকা, খ ;
৩ ছাড়, খ ;
৪ বিষমে, ক ;
৫-৫ ষুকড়এ সেরে, ক ; সুকড় এসেরে, খ ;
৬ তাএলা, ক ;
৭ কঙ্গুরি না, ক ; কঙ্গুরি, খ ;
৮ ভেলা, ক ;
৯ চারিপাসেঁ, খ ;
১০ ছাইলারে, খ ;
১১-১১ হকএলা, ক ;
১২ কান্দশ, ক ;
১৩-১৩ দিধ লিবলী, ক
১৪-১৪ হে রসে, ক।

ভাবানুবাদ

গগনে গগনে লগন বাটিকা
হৃদয়-কুঠারে ছেদি।
কণ্ঠেতে নৈরাত্মা বালিকা লইয়া
জাগে যোগী ভব ভেদি ॥

ছাড় ছার মায়া মোহের দ্বন্দ্বল
বিষম বিপাক ঘোর।
শবর লইয়া শূন্যতা মেয়েকে
সুখ-বিলাসেতে ভোর ॥
সেই বাড়ী মোর হেরিতেছি এবে
শূন্যতার সমতুল।
কি সুন্দর রূপে ফুটিয়াছে সে যে
তাহাতে কাপাস ফুল ॥
এই বাড়ী-পাশে যখন উদিল
জ্ঞান-জোছনার বাটী।
আকাশ-ফুলের মত অন্ধকার
দূরে পলাইল ছুটি ॥
কঙ্গুচিনা ফল পাকিয়াছে ওরে
দুজনে মাতিল ঘোর।
সর্বদা শবর কিছুই না দেখে
মহাসুখে হ'ল ভোর ॥
চতুর্থ আবাস গঠন করিল
চঞ্চল ইন্দ্রিয় বেন্ধে।
তাহাতে তুলিয়া দগধ করিল
সগুণ শিয়ালী কান্দে ॥
অতি বলবান্ ভবের মত্ততা
দশদিশে দহি মারি।
হের সে শবর পাইল নির্বাণ
শবরত্ব গেল ছাড়ি ॥

মর্ম্মার্থ

এখানে চারি স্তরের শূন্য পরিকল্পিত হইয়াছে—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য এবং প্রভাস্বর-শূন্য। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অতিশূন্যের উপরে লগ্ন বাড়ী তৃতীয়-মহাশূন্যেই অবস্থান করে। প্রভাস্বর-হৃদয়রূপ শূন্যতা-কুঠারের দ্বারা নিম্নস্থ শূন্যত্রয়ের (ত্রিবিধ নির্বাণের—টীকা দ্রষ্টব্য) দোষ ছেদন করিয়া যে যোগী সর্বদা নৈরাত্মাকে কণ্ঠোপরি ধারণ করিয়া জাগ্রৎ থাকেন, এই ত্রিলোক (কায়-বাক্-চিত্ত) তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া থাকে।

এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে ভব-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব ওহে যোগি, তুচ্ছ মায়ামোহের দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর, কারণ ইহারা বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত করে। দেখ শবর এই সকল পরিত্যাগ করিয়া নৈরাত্মজ্ঞানরূপিণী শূন্যতা-মেয়েকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাসুখে বিলাস করিতেছে।

তখন নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য যেন শবর বলিতেছে—এই দেখ তৃতীয়-শূন্যে অধিষ্ঠিত আমার বাড়ী বা অস্তিত্ব প্রভাস্বর-শূন্যতুল্য হইয়াছে, এবং তাহাতে এমন ভাবে কাপাস ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে যে কিছুতেই তাহার লোপ হইবে না। আমার এই বাড়ীর পাশে যখন জ্ঞান-জ্যোৎস্নার বাড়ী আসিয়া উদিত হইল, তখন ক্লেশান্ধকার আকাশ-কুসুমের ন্যায় প্রতিপন্ন হইয়া দূরীভূত হইল।

কঙ্গুচিনা ফল পাকিয়াছে, এবং তাহার রসপানে মত্ত হইয়া শবর-শবরী আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় মহাসুখে বিহ্বল হইয়া শবরের আর কোনই জ্ঞান নাই।

শবর পূর্বেই তৃতীয়-মহাশূন্যে অবস্থিত বাড়ী হৃদয়-কুঠারে ছেদন করিয়াছে। এখন তুরীয়ানন্দ উপভোগ করত শবর চঞ্চল ইন্দ্রিয় বন্ধন করিয়া চতুর্থ আবাস গঠন করিয়া লইয়াছে, আর তাহাতে তুলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে দগ্ধও করিয়াছে। অতএব শবর এখন নির্বিকল্প হওয়াতে সগুণ-শিয়ালী ক্রন্দন করিতেছে।

এইরূপে বলবান্ ভবমত্ততা দশদিকে দগ্ধ করিয়া চিত্তরূপ শবর নির্বাণ লাভ করিল, অতএব তাহার শবরত্বও ঘুচিয়া গেল, অর্থাৎ চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইল।

টীকা

১-২ গঅণত গঅণত :—"গগনেত্যুক্তিদ্বয়েন শূন্যাতিশূন্যং বোদ্ধব্যম্। তল্লগ্-বাটিকা সন্ধ্যয়া তৃতীয়ং মহাশূন্যং চ। হৃদয়েনেতি প্রভাস্বর-চতুর্থেন শূন্যেন কুঠারিকাং কৃত্বা এতৎ আলোকাদি-শূন্যত্রয়স্য দোষং ছিত্বা"—টীকা। দ্বিতীয় অতিশূন্যে লগ্ন বাটিকার অবস্থান তৃতীয় মহাশূন্যে। তাহাই প্রভাস্বর-শূন্যতারূপ হৃদয়-কুঠার দ্বারা ছেদন করার কথা বলা হইয়াছে। শূন্যতার নামান্তর নির্বাণ। বৌদ্ধশাস্ত্রেও চারি প্রকার নির্বাণ কল্পিত হইয়াছে, যথা—সাধারণ নির্বাণ, উপাধিশেষ নির্বাণ, অনুপাধিশেষ নির্বাণ, এবং মহা-নির্বাণ। তন্মধ্যে মহানির্বাণ একমাত্র বুদ্ধেরাই লাভ করিতে পারেন। (Quoted from the বিজ্ঞানমাত্রশাস্ত্র by Suzuki in his Mahāyāna Buddhism, pp. 343-46)। এখানে মহানির্বাণকেই প্রভাস্বর চতুর্থ-শূন্য বলা হইয়াছে। অন্য ত্রিবিধ নির্বাণের দোষ ইহা দ্বারা খণ্ডিত হয়।

তইলা :—তল্লগ্ন হইতে। হিএঁ :—হৃদয়েন—টীকা।

কণ্ঠে ইত্যাদি :—"কণ্ঠেতি সম্ভোগচক্রে। নৈরাত্মধর্ম্মাধিগমেন অনুদিনং যো'পি যোগিবরো জাগর্তি তস্য ত্রৈলোক্যং সুঘটং ভবতি"—টীকা। এখানে

নৈরাত্মধর্ম্মকে বালিকারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যে যোগী সর্বদা নৈরাত্ম-ধর্ম্মে লীন থাকে, অর্থাৎ উক্ত বালিকাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া সম্ভোগ করে ত্রৈলোক্য তাহার আয়ত্তের মধ্যে থাকে। এখানে ত্রিলোক অর্থে কায়বাক্-চিত্তরূপ লোকত্রয়, যথা—

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ।। (চর্য্যা—১৮)

" ত্রিভুবনং কায়বাক্চিত্তম্ " (ঐ, টীকা)। কায়বাক্চিত্ত দ্বারা গঠিত সংবৃত্তি বোধিচিত্তবৃক্ষরূপ মোহতরুর বিষয়গ্রহ খণ্ডন করিতে পারিলেই নির্বাণে মহা-সুখ-লাভ হয় (৫ম এবং ১৬শ চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)। ২৮শ চর্য্যায় নৈরাত্মাকে চিত্ত-শবরের গৃহিণী বলা হইয়াছে, এবং এই চর্য্যাতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।
উপাড়ী :—উৎপাটিত করিয়া। সর্বশূন্যতায় ধারণ করিয়া, অর্থাৎ ভবের মূল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া।

৩-৪ ছাড়ু :—পরিত্যাগ কর।
ছাড় :—তুচ্ছ।
বিষম দুন্দোলী :—" বিষম-দুন্দোলিকায়াম্ "—টীকা।
ছাড় মাআ মোহা :—" মোহত্যাগেন মহামুদ্রাসিদ্ধিং কুরুত "—টীকা। মোহ ত্যাগ করিয়া নির্বাণ লাভ কর।
মহাসুহে ইত্যাদি :—" শবরো হি মহাসুখেন শূন্যে নৈরাত্ম-জ্ঞানমুদ্রাং গৃহীত্বা বিলসতি ক্রীড়তি "—টীকা।

৫-৬ খসমে সমতুলা :—" খসমেতি গুরুবচনপ্রসাদাৎ প্রভাস্বরতুল্যভূতা "—টীকা। প্রভাস্বর-শূন্যতার তুল্য হইল।

সুকড়এ :—" পুনরপ্যন্যথাভাবং ন ভবিষ্যতি "—টীকা। এমনভাবে ফুটিল যেন তাহার আর ব্যতিক্রম না হয়। সু-পূর্বক কৃ-ধাতু হইতে সুন্দররূপে অর্থে। ক্রিয়াবিশেষণে একার।

কপাসু :—" ককারস্য পার্শ্ববর্ত্তী খকারশ্চতুর্থ-শূন্যম্ "—টীকা। প্রভাস্বর-হেতু কাপাসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বলিয়া চতুর্থ-শূন্যকে কাপাসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৭-৮ তইলা বাড়ির পাসেঁর :—" তৃতীয়শূন্যপার্শ্বে "—টীকা। তৃতীয় শূন্যে অবস্থিত আমার বাড়ীর পার্শ্বস্থ চতুর্থ-প্রভাস্বর-শূন্যে।

জোহ্না বাড়ী উএলা :—" জোহ্নবাটিকেতি জ্ঞানেন্দুমণ্ডলস্য উদয়ঃ "—টীকা। জ্ঞানরূপ চন্দ্রের দ্বারা উদ্ভাসিত অতএব প্রভাস্বর-শূন্যের উদয় হইল।

ফিটেলি অন্ধারি :—" সকল-ক্লেশান্ধকারং স্ফেটিতমিতি পলায়িতম্ "—টীকা। ক্লেশরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইল।

আকাশ-ফুলিয়া :—আকাশকুসুম-সদৃশ। যখন জ্ঞানের উদয় হয় নাই, তখন ক্লেশ দ্বারা পীড়া অনুভব করিয়াছি,এখন পরমার্থ-সত্যরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়াতে ভবপরিজ্ঞান-হেতু ঐ সকল ক্লেশ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বোধ হইতেছে।

৯-১০ কঙ্গুচিনা :—" কাগ্‌নি " ইতি ভাষা। ধান্যাদি-বর্গের শস্যবিশেষ। শবর-দিগের প্রিয় খাদ্য। অথবা শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে কাকুড় (ক শব্দসূচী)।
শবর :—" চিত্তবজ্রঃ "—টীকা।
শবরী :—" জ্ঞানমুদ্রা "—টীকা।
মাতেলা :—" জ্ঞানপানপ্রমত্তাম্ "—টীকা। জ্ঞানাসব-পানে মাতিয়া উঠিল।
ন চেবই :—" নিশ্চেতনয়তে "—টীকা। তুলনীয়—" ন চেবই " অর্থে " ন পশ্যতি " (চর্য্যা—৩৪—টীকা), এবং " ন চেতয়তি " (চর্য্যা—৩৬—টীকা)। অতএব চেতনাহীন হইয়া অর্থাৎ মহাসুখে বিভোর হইয়া দেখে না এই অর্থে।

১১-১২ চারিবাসে :—" চতুর্থ-সন্ধ্যয়া চতুরানন্দা বোদ্ধব্যাঃ "—টীকা। তুরীয়-আনন্দ-রূপ চতুর্থ-বাসস্থানে। অতএব চারিপাশে নহে।
গড়িলা :—" গড়িল-ইতি "—টীকা।
চঞ্চালী :—" চঞ্চালীতি বিষয়েন্দ্রিয়ম্ "—টীকা। বিষয়ে লিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে চঞ্চলতা-হেতু এখানে চঞ্চালী বলা হইয়াছে। প্রায় এইরূপ একটি উক্তিই ধম্মপদে রহিয়াছে, যথা—" দেহরূপ গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবারই সংসারে জন্মগ্রহণ করিলাম, কিন্তু হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকূট নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নির্বাণগত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে (জরাবগ্‌গো, ৯)। এখানে তৃষ্ণাই গৃহনির্ম্মাতা, গৃহ=শরীর, গৃহকূট =অবিদ্যা ইত্যাদি। (চারু বাবুর অনুবাদ, পৃঃ ৯৮)।

টীকা এখানেই শেষ হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশের ব্যাখ্যা মর্ম্মার্থে পদত্ত হইল।

———

শব্দ-সূচী

[দ্রষ্টব্য :—শব্দসূচীতে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলি চর্য্যা ও পদসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে।]

অইস—সং 'ঈদৃশ'। ৪১।৫।

অইসন—সং ঈদৃশন। ২।৫।

অইসসি—সং আবিশসি—আইসসি—অইসসি। ১০।৪।

অকট—অকটম্—আশ্চর্য্যম্। ৩১।২, ৪১।২।

অকাশফুলিআ—আকাশ-কুসুমবৎ। প্রা° ফুল্ল—ফুল + বিশেষণে 'ইআ'। ৫০।৪।

অকিলেসেঁ—অক্লেশ—অকিলেশ + এন-জাত এঁ। ৬।৫।

অঙ্কবালী—অঙ্ক (স্বচিহ্ন) + পালী—বালী। ৪।১।

অঙ্গ—তৎসম শব্দ। ২৭।১।

অচারে—যোগাচারে। ১১।২।

অচিন্ত—অচিন্ত্য। ২২।২।

অচ্ছ—প্রা° অচ্ছ-ধাত (ইন্দো-য়ুরোপীয় এস্-স্কে ?)—বাং আছে, ছিল ইত্যাদি। ৩৭।৩।

অচ্ছন্তেঁ—অচ্ছ + (ঘটমান বিশেষণ) অন্ত + 'এঁ' সপ্তমীর, ভাবে। ৩৯।৪। ঐ, বিশেষণে বহুবচনে—অন্তে। ৪২।৪।

অচ্ছসি—অচ্ছ + লট সি। ৪১।৫।

অচ্ছহু—অচ্ছ + হু (অহম্-জাত)। ৬।১।

অচ্ছিলোঁ—অচ্ছ + ইল্ল = অচ্ছিল + (অহম-জাত) ওঁ = অচ্ছিলোঁ। লিপিকর-পমাদে অচ্ছিলেঁ। তু°—অচ্ছিল—খ, গ। ৩৫।১।

অছিলেসি—অচ্ছ + ইল্ল—ইল + লট্ সি, তুমি 'ছিলে' এই অর্থে। ৩৭।৩।

অজরামর—তৎসম শব্দ। ৩।২, ২২।৫।

অট—অষ্ট। ১৫।৪।

অঠক—অষ্ট—অঠ + (কৃত-জাত) ক। ১৩।১

অণ—অন্য। ৪৪।৩

অণহ—অনাহত। ১৬।১।

অণহা—অনাহত। ১৭।১।

অণুঅণাএ—সং অনুৎপন্নভাবত্বেন। ৪১।১

অণুঅর—সং অনুত্তর। ৪৪।২।

অণুদিন—তৎসম শব্দ। ৫০।৫।

অদঅ—সং অদ্বয়। ৪৯।১।

অদঅভুঅ—অদ্ভুত—অদভুঅ + মধ্যবর্ত্তী অ আগম। ৩৯।৩।

অদভুআ—অদ্ভুত—অদভুঅ + বিশিষ্টার্থে আ। ৩০।২।

অদশ—সং আদর্শ। ৪৬।১।

অধরাতি-তী—সং অর্দ্ধরাত্রৌ—প্রা° অদ্-ধরত্তিএ—অধরাতী। ২৭।১, ২।২।

অধ্যা—অধ্যা শব্দ চর্য্যাতে আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (তু°—দোহা, ক পৃঃ ১১৭, ১১৯)। ৪৩।৩।

অন—সং অন্য। ৩৮।২।

অনহা—অনাহত। ১১।১।

অনাবাটা—সং অনাবৃত্ত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা অর্থে। ১৫।১।

অনুঅণা—সং অনুৎপন্নাঃ। ৪৩।৩।

গল—সং গল-ধাতু হইতে স্রাব অর্থে। ৯।৩।
গলপাস—গলপাশ। ৩৭।৫।
গলে—গল + অধিকরণের এ। ৩৭।৫।
গবিআ—গৌ-শব্দের প্রাদেশিক স্ত্রী গবী + ইকা। ৩৩।৩।
গহণ—গহন। ৫।১।
গাই—'গীয়তে।' ১৮।৫।
গাইড—গীত + ইল = গাইল—গাইড়। ২।৫।
গাজই—গর্জতি। ১৬।১।
গাতী—গর্ত্ত + ইকা। ২১।৩।
গিবত—গ্রীবা + অন্ত-জাত ত। ২৮।১।
গীত—তৎসম। ৩৩।৫।
গুঞ্জরী—গুঞ্জা—গুঞ্জ + (কেরক-জাত) র + ঈ (স্ত্রী-বিশেষণ)। ২৮।১।
গুণ্ডরী—গুণ্ডরীপাদ। ৪।৫।
গুণিআ—সং গণ-ধাতু—বাং গুণ + ইআ অসমাপিকা ক্তাচ্। ১৭।৩।
গুণিয়া—ঐ। ১২।৫।
গুণে—গুণেন। ৩৮।৩।
গুমা—গুল্ম। ১৫।৫।
গুরু—তৎসম। ৩৯।১, ৪০।৪, ৪৫।২, ৩।
গুলী—দেশী শব্দজ আনন্দাদি বিকল্প অর্থে। অথবা প্রা° ঘোল্ল—ঘূর্ণ—ঘূল? ২৮।২।
গুহাড়া—তু°—মধ্য বাং গোহার। গো + (উপ)হার = গোহার—গুহাড়। পূর্ব্বে পশু ছিল ধন। তাহা উপহার দিয়া আবেদন করিতে হইত। এই অর্থে বিনয়। ২৮।২।
গেল—গত + ইল্ল। ২।৩, ৪৭।৫।
গেলা—ঐ। সম্মানার্থক বা বিশিষ্টার্থক আ। ৭।৪, ১৫।১, ৩৬।৩।
গেলি—গেল + ঈ—ই (স্ত্রী-বিশেষণ)। ৩৭।১।
গেলী—ঐ। স্ত্রী-বোধে ঈ। ৮।২
গো—সম্বোধনে। ২০।২।
গোঅর—গোচর। ৪০।১।
গোহালী—গোশাল + ইকা। ৩৯।৫।
ঘড়লী—ঘট হইতে ক্ষুদ্রার্থে লী। ৩।৫।
ঘড়িয়ে—ঘটী—ঘড়ি + এ (সপ্তমী অধি-জাত)। ৩।৪।
ঘণ—ঘন—মেঘ। ১৬।১।
ঘণ্টা—তৎসম। ১১।৩।
ঘর—গৃহ। ২।২, ৩১।১।
ঘরিণী—গৃহিণী। ২৮।২, ৪৯।২।
ঘরে—গৃহ + ধি-ধিম্—ভি-ভিম্—ঘরহি-হিঁ—ঘরে, ঘরেঁ। ৩।১, ১১।৫, ৪৭।২।
ঘরেঁ—ঐ। অর্থ স্বদেহে ৪।৪, ৩৯।৪।
ঘাট—ঘট্ট হইতে। টীকা—ঘটকুটী। ১৫।৫।
ঘাণ্টি—ঘৃষ্ট—ঘট্ট—ঘণ্ট + ইঅ—ই (অসমাপিকা), অর্থ—ঘাঁটিয়া। ৪।১।
ঘালি—ঘল্ল হইতে, হত্যা করা, স্তব্ধ করা অর্থে। ৪।৪।
ঘালিউ—ঐ। + (অহম্-জাত) ইউ। অথবা, -ইত—ইউ। ১২।৩।
ঘিণ—ঘৃণা—ঘৃণ। ৩১।৪, ৫।
ঘিণি—সং গ্রহ-ধাতু, প্রা° গেণ্হ + (অসমাপিকা) ইআ, ইঅ—গেণ্হিঅ—ঘেণি—ঘিণি। ৬।১।
ঘুণ্ড—ঘূর্ণ হইতে ঘুণ্ড। ৩৯।১।
ঘুমই—ঘুমধাতু—দেশী? + তি—ই। ৩৬।২।
ঘেণিলি—গ্রহ—গেণ্হ + ইল্ল। ঈ-ই (স্ত্রী-বিশেষণ)। ১০।৬।
ঘোরিঅ—ঘূর্ণিত-ঘোরিঅ। বিশেষণ। টীকা—ঘাণিক—ঘ্রাণিক (চা—৪৬৩ পৃঃ)। ৩৬।৪।

চীএ—চিত্ত + অধি—চীঅহি—চীএ। ১।১।

চীরা—চীর = চিহ্ন। লক্ষণাদ্বারা—চিহ্ন-ধারী। ৪।৫।

চুম্বী—চুম্বিত্বা—চুম্বিঅ—চুম্বী। ৪।২।

চেঅণ—চেতন। ৩৬।৩।

চেবই—চেতয়তি।. ৩৪।৪. ৩৬।২. ৫০।৫।

চেবই—ঐ। অথবা চক্ষতি হইতে? ১৪।৪।

চোরে—চৌরেণ। ২।২, ৩।

চৌকোটি—চতুষ্কোটি। ৩৭।২।

চৌদীস—চতুর্দিশ। ৬।১।

চৌর—তৎসম। ৩৩।৪।

চৌষঠ্‌ঠি—চতুঃষষ্টি। ১০।৩।

চছাড়া—ছর্দ ধাতু হইতে ছড্ড—ছাড় + (অসমাপিকা) ইঅ। ১৫।৫. ৬।৪।

ছিচ্ছই—ছিদ্যতে। ৪৬।৩।

ছিচ্ছনালী—ছিন্ন + নাল? স্ত্রী—ঈ। ২৮।৫।

ছড়গই—ষড়গতিক। ৬।৪।

ছন্দা—ছন্দ + (ক্রি-বিণ) আ। অথ স্বচ্ছন্দে। ১৪।৪।

ছন্দে—ছন্দেন। ৩৯।৫।

ছাঅ—ছায়া। ৪৬।৪।

ছাইলী—ছদ্ + ইল্ল + ঈ (বিশিষ্টার্থে)। ২৮।৪।

ছাড়—১ম ছাড়—ছর্দ ধাতু। ২য় ছাড়—ছার—ক্ষার হইতে তুচ্ছার্থে। ৫০।২।

ছাড়অ—ছর্দ—ছড্ডহ—ছাড়অ। ৬।৩, ১৯।৪।

ছাড়ি—চ্ছাড়ী দ্রষ্টব্য। ১০।৫, ৩২।১।

ছাড়িঅ—ছর্দ + ইত (বিশেষণে)। ৩১।৪।

ছান্দক—ছন্দ—ছান্দ + কৃত-জাত ' ক ' (ষষ্ঠী বিভক্তিতে)। ১।৪।

ছার—ক্ষার হইতে তুচ্ছার্থে। ১১।৪।

ছিজঅ—ছিদ্যতে। ৪৫।২।

ছুধ—শুদ্ধ। ৯।৪।

ছুপই—স্পৃশতি। ৬।৩।

ছেব—ছেদ—ছেঅ—ছেব। ৪৫।৪।

ছেবই—' ছেদয়তি '। ৪৫।৩।

ছেবহ—ছেদ + অত, অথ (মধ্যমপ বিভক্তি)। ৪৫।৫।

ছোই—সং স্পৃশ্য—ছোবিঅ—ছোইঅ, —ছোই, ১০।১।

জ—সং যৎ-শব্দ। ২৬।৫।

জঅ জঅ—জয় জয়। ১৯।২।

জই—যদি। ৫।৫, ২৩।১, ৪১।২ ইত্যাদি।

জইসনে—যাদৃশন। ৩৭।৩।

জইসা—যাদৃশ। ৪০।৫, ৪৬।১।

জইসো—ঐ। ২২।৩, ৩৭।২।

জইসোঁ—ঐ। ১৩।৪।

জউতুকে—যৌতুকেন। ১৯।৩।

জউনা—যমুনা—জবুঁণা—জওঁণা—জউনা। ১৪।১।

জগ—জগৎ। ৩৯।৩, ৫, ৪১।১,২।

জথা—যত্র। ৪৪।৪।

জলবিম্বাকারে—জলবিম্বাকারেণ। ৩৯।৩।

জলিঅ—জ্বলিত। ৪৭।১।

জলে—তৎসম। ৪৩।২।

জবেঁ—যৎ হইতে ' জ ', ' জে ' + এবম, এব্বম্। জেব্বং—জেব্বংহি—জব্বংহি—জবেঁ। ২১।৬, ৪৪।১।

জবে—ঐ। ১৭।৪।

তিহুঅন—ত্রিভুবনম্। ১৬।৪।
তিঁহুবণ—ঐ। ৩৬।৪।
তু—ত্বম্—তুম্—তু। ১০।৬, ১৪।২, ৪; ৩২।৩।
তুটিঅ—ক্রুট্যতি। ২১।২।
তুটই—ঐ। ৩০।৩, ৪১।২, ৪৬।২।
তুমহে—তুস্মে হইতে। ৫।৫, ২৩।১।
তুলা—তুলনা করে বলিয়া তুলা (তুলক)। এবং তুলক—তুলা ধুনিতে হয় বলিয়া। চিত্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ২৬।১, ৩।
তুসেঁ—তৃষ্ণা হইতে। ণ-লোপে চন্দ্রবিন্দু। তৃষ্ণা-জাত বিকল্পাদি। ১৬।২।
তে—তদ্-শব্দের পুংলিঙ্গের বহুবচনের তে হইতে। ৭।৩, ৪; ২২।৫।
তে—তৎ হইতে তে। তাহা। ৪০।৪।
তেলোএ—ত্রিলোকে। ৪৩।১।
তেঁই—তেন হি। ৪০।৪।
তৈলোএ—ত্রৈলোক্যে। ৩০।৫, ৪২।২।
তো—তব—তুব—তো। তোর। ৪।২।
তো—ত্বম্—তুম্ হইয়া তো। তুমি। ৬।৪, ৪১।৫।
তো—তব হইতে তো। কর্ম্মকারকে তোমাকে অর্থে। ১০।৪।
তোএ—সং ত্বয়া। ১০।২।
তোড়িআ—ত্বরা হইতে তোড় + ক্ত্বাচ্-স্থানে ইআ। ক্ষিপ্রতার সহিত। ১২।৩।
তোড়িউ—ত্রোটয়িত্বা—তোড়য়িত্বা—তোড়িআ—তোড়িউ। ৯।১।
তোরা—তব—তো + (কেরক-জাত) এর—র। বিশিষ্টার্থে আ। ৪১।২।
তোরেঁ—তব—তো + (কেরক-জাত)র + (এন-জাত) এঁ (কর্ম্মে)। মতান্তরে—চতুর্থী। ১৮।৪।
তোলি—তুল্-ধাতু উত্তোলনে। ক্ত্বাচ্-স্থানে ইঅ—ই। ৫০।৬।
তোলিয়া—ঐ। ১২।৩।
তোহোর—তব—তো + (অস্য-জাত) 'হ' + (কেরক-জাত)র। ১০।৫, ৬; ৩৯।১, ২।
তোহোরি—ঐ। স্ত্রীলিঙ্গে ই। ১০।১, ১৮।২, ২৮।২।
তোহোরে—ঐ। 'এ' কর্ম্মে অধি-জাত। ১৮।৪।
থাকিউ—স্তব্ধ + কৃ—থক্ক—থাক + ইউ কর্ম্মবাচ্যে। টীকা—স্থিতম্। ৪৯।৪।
থাকিব—ঐ। ইব তব্য-জাত। ৩৯।১।
থাকী—ঐ। ক্ত্বাচ্-স্থানে ইঅ—ঈ। ৪৪।৪।
থাতী—স্থা—থা + তি-বিভক্তি, অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত। ২১।৩।
থাহা—স্তাঘ—থাহ। আ বিশিষ্টার্থে। ১৫।৩।
থাহী—ঐ। সম্ভাব্য 'ইকা'—ঈ। ৫।১।
থির—স্থির। ৩।২, ৫, ৩৮।২।
থিরা—ঐ। ২০।৫।
থোই—('স্থাপ'-ধাতু হইতে) থো + (মি-জাত)ই। ৮।১।
দমকুঁ—দম এবং কৃ-ধাতুর যুক্তক্রিয়া। উঁ অহম্-জাত। আমি দমন করি এই অর্থে। টীকাতে কিন্তু "দমনং কুরু।" ৯।৫।
দলিয়া—দল-ধাতু + ক্ত্বাচ্ হইতে ইআ। ৩০।১।
দশদিসেঁ—দশদিশ + (অধি-ধিং-জাত) এঁ। অপাদানে প্রযুক্ত। ৯।৫।

দেষ—দ্বেষ। ১১।৪।
দেহ—তৎসম। ১১।২, ১৩।১।
দেহুঁ—দা—দে+(অহম্-জাত) হুঁ। ১২।৫।
দো—দ্বি। ১৫।৫।
দোসে—দোষেণ। ৩৯।১।
দ্বন্দল—দ্বন্দ্ব+ল আগম। ৩০।১।
দ্বাদশ—তৎসম। ৩৪।৫।
ধমণ—তৎসম। পূরক বায়ু অর্থে। ১।৫।
ধর—ধৃ—ধর। লট্ থ ও লোট্ ত হইতে অ। ৩৮।১।
ধরণ—তৎসম। ২।১।
ধরহুঁ—ধৃ—ধর+স্ব—স্মু—হুঁ। ৩৮।২।
ধাম—ধর্ম। ১৯।৩, ২২।৬, ৪১।১। ঐ—পদকর্তার নাম (৪৭।৪)।
ধামার্থে—ধর্মার্থে। ৫।২।
ধাবই—ধাব+তি—ই। ১৬।২।
ধুনি—ধুন+ইঅ—ই (ক্তাচ্ হইতে)। ২৬।১, ৩।
ধুম—ধূম। ৪৭।৩।

ন—তৎসম। ২।১, ৪।২ ইত্যাদি।
নঅবল—নববল। কায়বাক্‌চিত্তের অতীত বলিয়া চতুর্থানন্দবলকে নব বল বলা হইয়াছে। ১২।১।
নঅরী—নগরী। ১১।২।
নউ—নতু। ৪৬।৩, ৪৭।৩।
নখলি—নিঃ+কৃ-ধাতু হইতে নিষ্কৃত+ইল্ল। ই স্ত্রীলিঙ্গে। ২০।৪।
নগর—তৎসম। ১০।১।
নড়পেড়া—নটপেটিকা। ১০।৫।
নণন্দ—তৎসম। যাহারা প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করিতে দেয় না—সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ। অথবা নব নব আনন্দ দেয় বলিয়া ননন্দ। ১১।৫।

নরঅ—নরশ্চ। ৪।৫।
নলিনীবন—তৎসম। ৯।২, ২৩।১।
নাই—নৌ—নাবী—নাই। ১৪।১, ৩৮।২।
নাহি—নাস্তি। ৩৩।১।
নাচঅ—নৃত্যতি—নাচই, নাচঅ। ১০।৩।
নাচন্তি—নৃত্যন্তি। ১৭।৫।
নাটক—তৎসম। ১৭।৫।
নাঠ—নষ্ট। ৪২।৩।
নাড়ি—নাড়ী। ১১।১, ২০।৩।
নাড়িআ—নগ্নটিকা হইতে তুচ্ছার্থে। ১০।১।
নাদ—তৎসম। ৩২।১, ৪৪।৩।
নামে—নাম+(এন-জাত) এ। ২৮।২।
নায়করে—নায়কত্ব লাভ করিয়া। রে সম্বোধনে। ১৬।৪।
নারী—তৎসম। যোগিনী অর্থে। ৪।৫।
নাল—তৎসম। ৩।৫।
নালে—ঐ। সপ্তমীর এ (অধি-জাত)। ৪৭।৫।
নাব—নৌ। ১৫।৩।
নাবী—ঐ। স্ত্রীবোধে ঈ। ৮।১।
নাবেঁ—নৌ—নাব+(এন-জাত) এঁ। ১০।৪।
নাশঅ—নাশিতম্। ৩৯।৪।
নাশক—তৎসম। ২১।৩।
নাহা—নাথ। আ বিশিষ্টার্থে। ১৫।৩।
নাহি, নাহি—নাস্তি। ৩।৪, ৮।৪, ১৮।৫ ইত্যাদি।
নাহিক—ঐ। ‘ক’ স্বার্থে। ৮।১।
নিঅ—নিজ। ১৩।১, ৪৯।৪।
নিঅড়ি—নিকট—নিঅড়+ই (সপ্তমী হি-জাত)। ৫।৪, ৭।৫, ৩২।২।
নিঅমণ, নিঅমন—নিজমন। ২৮।৫, ৩২।৩, ৩৯।১।

ফিটিল—স্ফটিত + ইল্ল। ৫০।৭।
ফিটেলি—ঐ। ই বিশিষ্টার্থে। ৫০।৪।
ফীটউ। স্ফেটিতম্। ১২।১।
ফীটা—স্ফটিত। ৪৭।৪।
ফুটিলা—স্ফুটিত + ইল্ল। ৫০।৩।
ফুড়—স্ফুটম্। ৪৭।৫।
ফুড়অ—স্ফুরিত। ৪৬।৫।
ফুলিলা—ফুল্ল হইতে ফুল + (লিকা-জাত) ইলা, স্বার্থে। ৪১।৪।
ফেটলিউ—টীকা দ্রষ্টব্য। ২০।২।
ফেড়ই—ফেটয়তি। ৩০।৫।

বঅণ—বচন। ৩৯।১।
বঅণে—বচন + এন-জাত এ। ৩৮।১, ৪৫।২।
বইঠা—উপবিষ্ট—বইঠ + আ। ১৫।
বখানী—ব্যাখ্যান হইতে বখাণ + তি-জাত ই। ২৯।৩, ৩৭।৪।
বখানে + ঐ—এন-জাত এ। ৩৪।৩।
বঙ্ক—বক্র—বঙ্ক। বাঁকা পথ। ৩২।২।
বঙ্গালী—বঙ্গাল (অদ্বৈতজ্ঞান) আছে যার। অস্ত্যর্থে ণিন্। ৪৯।২।
বঙ্গালে—বঙ্গাল + এন-জাত এ। ৪৯।১।
বঙ্গে—বঙ্গ বা অদ্বয়জ্ঞানকে। কর্ম্মে একার। ৩৯।২।
বজ্রধারী—তৎসম। ২৮।৩।
বট—বৃৎ-ধাতু—বট্ট—বট। ২৯।২।
বট—টীকা দ্রষ্টব্য। ২৬।৫।
বট্টই—বর্ত্ততে। ৭।৫।
বড়্হিল—বর্দ্ধিত + ইল্ল। ৩৩।২।
বড়িআ—বটিকা। ১২।৩।
বণ—বন। ২৮।৩।
বধেলি—হন্-ধাতু স্থানে বধ + ইল্ল + ই তুচ্ছার্থে। ২৩।৩।
বতিস—দ্বাত্রিংশ। ১৭।৪, ২৭।১।
বন—তৎসম। ৬।৪।
বন্ধাবএ—বন্ধাপয়তি। ২২।১।
বর—বরম্। ৩৯।৫।
বরগুরু—বজ্রগুরু। ৪৫।২।
বরিসঅ—বর্ষতি—বরিসই—বরিসঅ। ৯।৩।
বলআ—বলবান্। ৩৮।৪।
বলদ—বল দান করে যে। (টীকা দ্রষ্টব্য) ৩৩।৩।
বলন্দে—বলদেন। ৩৯।৫।
বলাগ—বালাগ্র। ৯।৪।
বলি—বলবৎ (ক্রিয়াবিশেষণে)। দৃঢ় ভাবে। ৪৬।৩।
বলী—বল + অস্ত্যর্থে ণিন্। ৫০।৭।
বসই—বসতি। ২৮।১।
বহই—বহতি। ১৪।১, ২৭।৩।
বহল—তৎসম। ২৬।৪, ৪৫।১।
বহিআ—বহ + ক্ত্বাচ্-স্থানে ইআ। ৩।৩, ৪।৩।
বহুড়ি—বধূটিকা। ২।৩, ৪।
বহুবিহ—বহুবিধ। ৪১।৪।
বা—অব্যয়, বাক্যালঙ্কারে। ৪০।২।
বাক্‌পথাতীত—তৎসম। ৩৭।৪, ৪০।৩।
বাকলঅ—বল্কল হইতে বাকল। এন-জাত এ। বাকলএ—বাকলঅ। ৩।১।
বাকু—বাক্য হইতে বাক। উ তুচ্ছার্থে। ১৫।২।
বাখোড়—স্তম্ভটিকা হইতে? অথবা—বংশ + খণ্ড হইতে খুণ্ট (তুং—চর্য্যা হইয়া বাঁখোড় (তুং—Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, by Dr. P. C. Bagchi, Intro., p. xxi)। ৯।১।
বাজঅ—বাদ্যতে—বাজএ—বাজই—বাজঅ। ৩১।২।

ভইলী—ভইল + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। ৪৯।২।
ভইলে—ভইল + (হি-জাত) ই—এ ২।৪।
ভইলেসি—ভইল + এসি—সি হইতে।
২০।৪।
ভখঅ—ভক্ষ্য। ২১।১।
ভড়া—ভট—ভড় + আ (তুচ্ছার্থে)।
সৈনিক—মোড়ল এই অর্থে। ৪৭।৪।
ভণ—ভণ-ধাতু + (ত. থ-জাত) অ
(অনুজ্ঞায়)। ৪০।২, ৪২।২।
ভণঅ—ভণতি—ভণই—ভণঅ। ২১।৬।
ভণই—ঐ। ১।২, ৪।৫, ৭।৩ ইত্যাদি।
ভণতি—ঐ। ২২।৬।
ভণথি—ভণ + স্থিত—থি। ২০।৫।
ভণন্তি—ঐ। অন্তি সম্ভ্রমার্থক। ৩।৫,
১৬।৫, ৩৯।৫।
ভণি—ভণিত্বা—ভণিঅ—ভণি। ২৯।৪।
ভণিআ—ঐ। ৩৫।৪।
ভতারি—ভর্ত্তা—ভতার + ই (অস্ত্যর্থে)।
ভন্তি—ভ্রান্তি। ১৫।৩।
ভমন্তি—ভ্রমন্তি। ২২।৪।
ভয়—তৎসম। ৩১।৪, ৫।
ভয়ঙ্কর—তৎসম। ১৬।৫।
ভর—ভৃ-ধাতু হইতে ভর (পূর্ণ অর্থে)?
২৭।১।
ভর—নির্ভরম্। ৩৬।৩।
ভরিতী—ভৃ-ধাতু হইতে ভর + ইত
(বিশেষণ) + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। ৮।১।
ভব—তৎসম। ৫।১, ৭।৩ ইত্যাদি।
ভবজলধি—তৎসম। ১৩।২।
ভবমত্তা—ভবমত্ততা। ৫০।৭
ভবমোহ—তৎসম। ৩৯।৩।
ভাঅ—ভীত। ২।৪।
ভাইলা—ভদ্র—ভল্ল—ভাইল + আ
(বিশিষ্টার্থে, ভাল অর্থে)। ৩২।৫।
ভাইব—ভাব্যম্ (কর্ম্মবাচ্যে)। ২৯।৫।

ভাংতিএ—ভ্রান্তি + এন। ৪১।১।
ভাগ—ভগ্ন। ৪২।৩
ভাগেল—ভাগ + ইল্ল। ৩৯।২।
ভাজই—ভঞ্জ-ধাতু—ভজ্যতে—ভাজই।
১৬।১।
ভাঞ্জিঅ—ভঞ্জ-ধাতু ক্ত্বাচ্ হইতে ইঅ।
১০।৭।
ভাত—ভক্ত। ৩৩।১।
ভান্তি—ভ্রান্তি। ১৫।৪, ৩৭।৩।
ভান্তী—ভ্রান্তি। ৪১।৫।
ভান্তো—ভ্রান্ত—ভ্রমণশীল অর্থে। ৬।৪।
ভাব—তৎসম। ২৯।১।
ভাবাভাব—ঐ। ৯।৪, ৩০।১, ৪৩।৪।
ভাবিঅই—ভাব্যতে। ২৬।২।
ভাবে—ভাবেন। ৪২।৫।
ভাভরীআলী—ভর্ভরিকা + আলী, অথবা—
ভাবটি + আলি অস্ত্যর্থে। ১৮।২।
ভাল—ভদ্র—ভল্ল হইতে। ১২।৫।
ভিণ—ভিন্ন। ১৫।২।
ভিতি—ভিত্তি হইতে দিক্ অর্থে। ১।৪।
ভিন্না—ভিন্ন হইতে। ৭।৩।
ভুঅণ—ভুবন। ১৮।১।
ভুঅণে—ভুঅণ + এ (সপ্তমীর অধি-জাত)।
৩৪।৫।
ভুজঙ্গ—তৎসম। ২৮।৪।
ভুঞ্জই—ভুঞ্জ + (তি-জাত) ই। ৩৪।৪।
ভুলহ—বিহ্বল—ভোল—ভুল + হ
(অনুজ্ঞায়)। ১৫।২।
ভেড়—ভেদ—ভেড়। ৪৩।২।
ভেলা—ভূত + ইল্ল—ভইল্ল—ভেল + আ
(বিশিষ্টার্থে)। ২৩।২।
ভেলা—সং ভেলক—ভেলঅ—ভেলা।
১৫।৩।
ভেবউ—ভেদ—ভেঅ—ভেব + (অপি-জাত)
উ। ৪৫।৪।

লীলেঁ--লীলা + (৭মীর) এঁ। ১৮।১, ১৪।৩।

লীলে--লীলয়া, অবহেলয়া। ১৪।১, ২৭।৫।

লুড়িউ--লুণ্ঠিতম্। ৪৯।১।

লেই--লভিত্বা--লহিঅ--লইঅ--লই--লেই। ১৪।৫।

লেউ--লভ--লহ--লে + স্ব--স্সু হইয়া উ অনুজ্ঞায়। ৩২।৩।

লেপ--লিপ্ত হইতে। অবলিপ্ত অর্থে। ৪।৩।

লেমি--লভ--লহ--লে + মি উত্তমপুরুষের বিভক্তি। ১০।৭।

লেলী--লভ + ইল্ল + ই তুচ্ছার্থক বিভক্তি। ৪৯।২।

লেহু--লভ--লহ--লেহ + স্ব--স্সু হইয়া উ, অনুজ্ঞায়। ৩২।১, ৪৭।৫।

লেহুঁ--লেহ--লে + অহম্-জাত হুঁ। ১২।৫।

লো--প্রা°--হলা হইতে, সম্বোধনে। ১০।৬, ১৪।২ ইত্যাদি।

লোঅ--লোক। ৫।২, ৫: ১৮।৪, ২২।১, ৪২।৪।

লোআচার--লোকাচার। ৩১।৫।

লোড়িব--লুণ্টি, লুণ্ঠ হইতে লোড + ইতব্য-জাত ইব। আহরণ করিব, অনুসন্ধান করিব। ২৮।৭।

লোহ্ণা--লবণাক্ত হইতে লোণা। হ আগমে। ৪১।২।

শক্তি--তৎসম। ১১।১।

শঙ্কা--ঐ। ৩৭।১।

শবসন্ধানেঁ--শরসন্ধানেন। ২৮।৬।

শবর--পদকর্ত্তা শবর। অন্যার্থ ব্যাধ। ৫০।৫।

শবরী--শবর + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)। চিত্ত = শবর। শবরী = নৈরাত্মা। ৫০।৫।

শবরো--শবরঃ। ৫০।২, ৬।

শশিমণ্ডল--তৎসম। ৩২।১।

শশী--তৎসম। ১১।৩।

শাখি--সাক্ষী। ৩৬।৫।

শান্তি--শান্তিপাদ। ২৬।৪।

শালী--সার আছে যার এই অর্থে সাল--শাল। বৃক্ষবিশেষ। ইহাই নাম-ধাতুরূপে গ্রহণ করিয়া ক্ত্বাচ্-স্থানে ই-যোগে অসমাপিকা। অথবা শল্য হইতে শাল। ১১।৫।

শাসন--তৎসম। টীকা দ্রষ্টব্য। ৪৭।৪।

শাসু--শ্বাস। ১১।৫।

শিআলী--শৃগালী। ৫০।৬।

শিখর--তৎসম। ৪৭।৩।

শুণ্ডিনি--শৌণ্ডিক হইতে স্ত্রীলিঙ্গে। ৩।১।

শূণ--শূন্য। ৪২।১।

শূন--শূন্য। ৩৫।৩।

শূনমে--শূন্য + মধ্যে--মজ্‌ঝে হইতে মে। ৭মীতে। অথবা সুণমে দ্রষ্টব্য। ১৩।১।

ষম--সমং, সহিত অর্থে। ৩৩।৫।

ষবরালী--শবর + ভাবার্থে আলী প্রত্যয়। শবরত্ব। ৫০।৭।

ষষহর--শশধর। ২৭।২, ৩।

ষহজে--সহজ + ৭মীর ই-জাত এ (কর্ম্মে)। ২৭।২।

ষামাঅ--সমায়াতি (?) হইতে (চা, ৪৪০ পৃঃ)। অথবা সন্ধ-ধাতু হইতে সন্ধয়তি হইয়া ষামাঅ। প্রবেশ করে অর্থে। ৩৩।২।

ষিআলা--শৃগাল--শিআল--ষিআল। আ বিশিষ্টার্থে। ৩৩।৫।

ষিহে—সিংহ—সীহ—ষিহ + এন-জাত এ। ৩৩।৫।

সঅ—স্ব বা স্বীয় হইতে। ১৫।১, ১৬।১, ২৬।৫।

সঅল—সকল। ১।৩, ৯।৪, ১৬।১, ১৭।৪, ১৮।৩ ইত্যাদি।

সঅলা—সকল + আ বিশিষ্টার্থে। ৩৬।১, ৪১।৫, ৪৩।৪।

সংকেলিউ—সম্ (সম্যক্) কেল + ক্ত্বাচ্-স্থানে ইঅ হইয়া ইউ। ১৫।৫।

সংঘারা—সংহার হইতে সংঘার + আ (বিশেষণে)। ২০।৪।

সংপুন্না—সম্পূর্ণ। আ বিশিষ্টার্থে। ৪২।২।

সংবোহিঅ—সংবোধিত। ৪০।৫।

সংবোহী—সম্বোধি। ৪৪।২।

সংবোহেঁ—সংবোধেন। ২৯।১।

সংসার—তৎসম। ৩৩।২।

সংসারা—সংসার + আ বিশেষণে। ১৫।২।

সংহার—তৎসম। ১৪।৪।

সঁবেঅন—সংবেদন। ২৬।৫।

সগুণ—তৎসম। ৫০।৬।

সঙ্গে—ঐ। ১৯।৫, ৩২।৪।

সচরাচর—সহ + চর + অচর। প্রায়শঃ অর্থে। ২২।৫।

সড়ি—স্ব-ধাতু হইতে সর—সড় + ক্ত্বাচ্-স্থানে ই। টীকা ষটিত্বা। ৪৫।৪।

সদ্গুরু—তৎসম। ৮।৩, ১২।১, ১৪।২ ইত্যাদি।

সদ্ভাবে—তৎসম। ১০।৪।

সন্তাপেঁ—সন্তাপেন। ১৬।৫।

সন্তারে—সম্—তৃ-ধাতু হইতে সন্তার + এ অধিকরণে। সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে। ৩৭।৪।

সন্ধি—তৎসম। ২৮।৬।

সপরবিভাগা—স্ব (আত্ম) + পর = সপর। বি (বিগত হইয়াছে) ভাগ যাহার। আ বিশেষণে। ৩৬।২।

সভাবেঁ—স্বভাবেন। ৪১।২।

সম—সমং, সহ। ১০।২।

সমতা—তৎসম। ৪৭।১।

সমতুলা—সমতুল্য। আ বিশেষণে। ৫০।৩।

সমরসে—তৎসম। ৪৩।২।

সমাঅ—ষামাঅ দ্রষ্টব্য। ৪।৩, ৩৮।৫, ৪০।২, ৪৩।২।

সমাইড়—টীকা দ্রষ্টব্য। ২।৫।

সমাণা—সমান + আ (বিশেষণে)। ৪৬।৪।

সমাহিঅ—সমাধিভিঃ। ১।৩।

সমুদারে—সমুদ্র হইতে সমুদ—সমুদা + কেরক-জাত র + হি হইতে এ। ১৫।৩।

সমুদে—সমুদ্র + হি। ৩৫।২।

সম্বেঅণ—সংবেদন। ১৫।১।

সরবর—সরোবর। ১০।৭।

সরুঅ—স্বরূপ। ১৫।১।

সরুআ—স্বরূপ—সরুঅ + আ বিশিষ্টার্থে। ৩০।২।

সরুই—সরু + ই নিশ্চয়ার্থক। ৩।৫।

সবরী—শবর হইতে স্ত্রীলিঙ্গে। ২৮।১, ৩।

সব—সর্বব। ৩৮।৪।

সব্ব—সর্ব্ব। ৩৫।৩, ৪৫।৪।

সসর—শশক হইতে সস + কেরক-জাত র। ৪১।৪।

সসহর—শশধর। ১৮।৩, ৪৭।২।

সসি—শশী। ১৭।১।

সহজ—তৎসম। ২৮।১, ৩০।২, ৩৭।৩ ইত্যাদি।

সহজানন্দ—ঐ। ২৭।৫।

সহজে—সহজাত হইতে সহজ + ৭মীর এ। ৩।২, ৪২।১।

সহাব—স্বভাব। ৪১।৫, ৪৩।৪।

সহাবে—স্বভাবেন। ৯।৪, ৩২।১।

সহি—সখী হইতে সম্বোধনে। ১৭।২।

সাঅর—সাগর। ৪২।৩।

সাঁচে—সত্যেন। ৪১।১।

সাঁঝে—সন্ধ্যা হইতে সাঁঝ + ৭মীর এ। ৩৩।৩।

সাঙ্কম—সংক্রমম্। ৫।২।

সাঙ্কমত—সাঙ্কম + ৭মীর অন্ত-জাত ত। ৫।৪।

সাঙ্গ—সঙ্গম। অভিষ্ণঙ্গ—টীকা। ১০।২।

সাঙ্গা—ঐ। ৮।৫।

সাঙ্গে—সঙ্গমে। ১৩।৫।

সাচ—সত্য—সচ্চ—সাচ। ২৯।৪।

সাদ—শব্দ—সদ্দ—সাদ। ১৯।২।

সাদেঁ—সাদ + ৭মীর হিন্-জাত এঁ। কর্ম্ম-কারকে। অথবা শব্দেন হইতে তৃতীয়ায়। ৪৪।৫।

সাধী—সাধু। ৩৩।৪।

সান্তি—শান্তিপাদ। ২৬।২, ৫।

সান্ধ—'ছন্দ' হইতে বন্ধন কর অর্থে? ৩।২।

সান্ধঅ—সন্ধয়তি। ৩।১।

সান্ধি—সন্ধি। ১৪।৩।

সান্ধি—সন্ধি—সন্ধান অর্থে। ১৭।৩।

সাপ—সর্প। ৪১।১।

সামী—স্বামী। ৫।৫।

সারি—ষড়জ ও ঋষভ হইতে সা—রি। ১৭।৩।

সাসু—শ্বশ্রূ। ৪।৪।

সাহা—শাখা। ৪৫।১।

সিংগে—শৃঙ্গে। ৪১।৪।

সিকল—শৃঙ্খল। ১৬।৩।

সিঝই—সিধ্যতে। ১৫।৪।

সিঞ্চহু—সিঞ্চ + স্ব হইতে স্সু হইয়া হু। ১৪।৩, ৪৭।২।

সিঠি—সৃষ্টি। ১৪।৪।

সিহর—শিখর। ২৮।৭।

সীস—শিষ্য। ৪০।৩।

সীসা—ঐ। ৪০।৪।

সুঅণে—স্বপ্ন—সুঅণ + এ (হি-জাত)। ৪৬।১।

সুআ—সুত। ৪১।৪।

সুইণা—স্বপ্ন—সুবিণ—সুইণ। আ বিশিষ্টার্থে। ৩৯।১।

সুইনা—ঐ। ১৩।২, ৪।

সুকড়এ—সুকর + এন-জাত এ। ৫০।৩।

সুখ—তৎসম। ১।৩।

সুখেঁ—সুখ + এন-জাত এঁ (কর্মে)। ৩৪।৪।

সুচ্ছড়ে—স্বচ্ছন্দেন। ১৪।৫।

সুজ—সূর্য। ৪।৪, ১৭।১।

সুণ—শূন্য—সুণ + (ত, থ হইতে) অ। ৬।৪, ৩১।৪ ইত্যাদি।

সুণত—শূন্যতা। ১৩।৫।

সুণমে—শূন্য—সুণ + (সপ্তমীর বিভক্তি স্মিন্—স্মি হইতে) মে। ৫০।২।

সুণিআ—শূন্যা। ১৭।৩।

সুণে—শূন্যে। ২৬।৩।

সুতেলা—সুপ্ত + ইল্ল। ৩৬।৩।

সুতেলি—সুতেল + তুচ্ছার্থে ই। ১৮।১।

সুধ—শুদ্ধ। ২৭।৪।

সুন—শূন্য। ১৭।২, ২৮।৫ ইত্যাদি।

সুন—শূন্য—সুণ + (ত, থ হইতে) অ। ২।২।

সুনন্তে—সুন-ধাতু + (ঘটমান বিশেষণ) অন্ত + এ (হি-জাত)। ৩০।৩।

সুনুপাখ—শূন্যপক্ষ। ১।৪।

সুন্দরী—তৎসম। ২৮।২।

হোই—ভূ—হো + হি বিভক্তি-জাত ই (অনুজ্ঞায়)। ১৫।২।

হোই—ভবতি। ৩।২, ১৭।৫ ইত্যাদি।

হোইব—ভূ—হো + তব্য-স্থানে ইব। ৫।৫।

হোন্তি—ভূ—হো + অন্তি (বহুবচনে)। ২২।৫।

হোহী—ভূ—হো + (হি-বিভক্তির অনুকরণে) হী। ৫।৪।

হোহিসি—ভবিষ্যসি। ২৩।১।

হোহু—হো + স্ব-জাত হু। ৬।৪।